দীধিতি, মাথুরী এবং *জাগদীশী* টীকাত্রয়ের আলোকে নব্যন্যায়সম্মত ব্যাপ্তিসমীক্ষা

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের কলাবিভাগের অধীনে পি-এইচ্.ডি. উপাধি প্রাপ্তির জন্য প্রদত্ত গবেষণাসন্দর্ভ

গবেষক

নীলাদ্রি ঘড়া

নিবন্ধন সংখ্যা – A00SA1100617

তত্ত্বাবধায়ক

অধ্যাপক ড. তপনশঙ্কর ভট্টাচার্য্য

অধ্যাপক, সংস্কৃত বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

সংস্কৃত বিভাগ

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

কলকাতা

২০২৪

Dīdhiti, *Māthurī* ebaṃ *Jāgadīśī* Ṭīkātrayera āloke Navyanyāyasammata Vyāptisamīkṣā

A thesis submitted to the Faculty of Arts of Jadavpur University in partial fulfillment for the Award of the Degree of

DOCTOR OF PHILOSOPHY

In

SANSKRIT

By

Niladri Ghara

Registration No.: A00SA1100617

Under the Supervision of

Prof. Dr. Tapansankar Bhattacharyya

Professor, Department of Sanskrit, Jadavpur University

Department of Sanskrit

Jadavpur University

Kolkata

2024

Certified that the Thesis entitled

দীধিতি, মাথুরী এবং *জাগদীশী* টীকাত্রয়ের আলোকে নব্যন্যায়সম্মত ব্যাপ্তিসমীক্ষা (*Dīdhiti, Māthurī* ebaṃ *Jāgadīśī* Ṭīkātrayera āloke Navyanyāyasammata Vyāptisamīkṣā) submitted by me for the award of the Degree of Doctor of Philosophy in Arts at Jadavpur University is based upon my work carried out under the Supervision of Prof. Dr. Tapan Sankar Bhattacharyya And that neither this thesis nor any part of it has been submitted before for any degree or diploma anywhere / elsewhere.

…… ……

Countersigned by the Supervisor Signature of the Candidate

Dated: Dated:

কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন

দীধিতি, মাথুরী এবং *জাগদীশী* টীকাত্রয়ের আলোকে নব্যন্যায়সম্মত ব্যাপ্তিসমীক্ষা এই শীর্ষক গবেষণাপ্রবন্ধটিকে সার্থক রূপদানে যাঁরা প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে সহায়তা প্রদান করেছেন তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বিষয়। প্রথমেই আমি গবেষণাকার্যের তত্ত্বাবধায়ক যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথিতযশা অধ্যাপক ড. তপনশঙ্কর ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের চরণে সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাই। তাঁর সান্নিধ্য এবং সহযোগিতা না পেলে এই গবেষণাকার্যটি সুসম্পন্ন হত না। তাঁর নিরন্তর উৎসাহপ্রদান গবেষণা করার অনুপ্রেরণা প্রদান করেছে। তাঁর প্রতি প্রণমাঞ্জলি ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব বরিষ্ঠ অধ্যাপক মৃণালকান্তি বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রতি সশ্রদ্ধ প্রণাম ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। তাঁর বিভিন্ন উপদেশমূলক তথ্য আমার গবেষণাকার্যের পাথেয় হয়েছে।

এই অবসরে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগের বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক ড. অশোক কুমার মাহাত মহাশয়ের প্রতি আমার শ্রদ্ধা ও প্রণাম নিবেদন করছি। এই গবেষণাকর্মের উপদেষ্টা সমিতির সদস্য হিসেবে ছিলেন অধ্যাপিকা ড. মধুমিতা চট্টোপাধ্যায় এবং ড. চিন্ময় মণ্ডল মহাশয়। তাঁদের কাছে প্রভূত সাহায্য পেয়েছি। তাঁদের প্রতি আমি আন্তরিক শ্রদ্ধা ও প্রণাম জানাই।

এছাড়াও শ্রীলালবাহাদূর রাষ্ট্রীয় সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়ের ন্যায়বিভাগের খ্যাতনামা অধ্যাপক ড. বিষ্ণুপদ মহাপাত্র মহাশয়ের কাছে ন্যায়ের দুরূহ গ্রন্থের পাঠ অধ্যয়ন করেছি। তাঁর প্রতি সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাই। আমার তত্ত্বাবধায়কের কনিষ্ঠা কন্যা রাজসী ভট্টাচার্য্যের কাছে ব্যাপ্তির পাঠ গ্রহণ করেছি। তাঁর প্রতি আমি কৃতজ্ঞ। তাঁর সর্বাঙ্গীন উন্নতি কামনা

করি। এছাড়াও যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগের সকল অধ্যাপক ও অধ্যাপিকাদের প্রতি আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাই। এই প্রসঙ্গে আমার বিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয়ের কয়েকজন শিক্ষাগুরুকে স্মরণ করছি যাঁদের সুশিক্ষা ও সহযোগিতায় আমি উচ্চশিক্ষার দ্বারস্থ হতে পেরেছি।

যাঁদের স্নেহাশীষপূর্ণ আশীর্বাদে এই জায়গায় পৌঁছেছি তাঁরা হলেন আমার বাবা শ্রীযুক্ত নিমাই চাঁদ ঘড়া এবং মা শ্রীমতী রেখা ঘড়া। তাঁরা আজীবন আমার সফলতা কামনা করেছেন। তাঁদের প্রতি আমি সশ্রদ্ধ প্রণাম নিবেদন করি। তাঁদের সুস্বাস্থ্য ও নীরোগ জীবন কামনা করি পরমাত্মার কাছে। এছাড়াও আমার অগ্রজ শ্রীমান্ শুভঙ্কর ঘড়া প্রতিপদে আমাকে অনুপ্রেরণা দিয়েছে, তাঁর প্রতি অকৃত্রিম ভালোবাসা জানাই।

এই গবেষণার কাজে যাঁদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে পাশে পেয়েছি তাঁরা হলেন ড. অরিন্দম মণ্ডল, মিঠুন মণ্ডল, স্বাগত বিশ্বাস, সুদীপ সরকার, ড. মহাদেব দাস। এদের নিকট আমি চিরকৃতজ্ঞ থাকব। সকলের সারস্বত যাত্রাপথ মঙ্গলময় হোক।

অন্তিমে সর্বশক্তিমান্ পরমাত্মার নিকট আমি নতমস্তকে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করছি। তাঁর অপার মহিমায় সমস্ত বাধা বিঘ্ন দূর করে এই মহৎ কর্ম সুসম্পন্ন করতে সমর্থ হয়েছি। অবশেষে আমার বিনীত নিবেদন, এই গবেষণাসন্দর্ভের যা কিছু ত্রুটি তা আমার এবং যা কিছু শুভ তা গুরুর।

যদত্র সৌষ্ঠবং কিঞ্চিত্তদ্গুরোরেব মে ন হি।
যদত্রাসৌষ্ঠবং কিঞ্চিত্তন্মমৈব গুরোর্ন হি।।

যাদবপুর, কলকাতা

বিনয়াবনত
শ্রী নীলাদ্রি ঘড়া

সূচিপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠাসংখ্যা
কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন	i-ii
সূচিপত্র	iii-v
সংকেতসূচি	vi-vii
ভূমিকা	১-৯
১. প্রথম অধ্যায় : অনুমিতিজ্ঞানে ব্যাপ্তির উপযোগিতা	**১০-৫২**
১.০ প্রত্যক্ষের পর অনুমাননিরূপণে সঙ্গতি	১১
১.১ অনুমিতির লক্ষণ	১৬
১.১.০ পক্ষতা	২০
১.১.১ পরামর্শ	৩০
১.২ অনুমিতির করণ	৩৭
১.২.০ প্রাচীনমত	৩৭
১.২.১ নব্যমত	৩৯
১.৩ অনুমিতিতে জ্ঞায়মান লিঙ্গ করণ নয়	৪১
১.৩.০ লিঙ্গ	৪২
১.৩.১ লিঙ্গপরামর্শ	৪৩
১.৪ ব্যাপ্তিগ্রহের উপায়	৪৬
উল্লেখপঞ্জি	৫০-৫২
২. দ্বিতীয় অধ্যায় : ব্যাপ্তিবিষয়ে প্রাচীনন্যায়ের অভিমত	**৫৩-৯৫**
২.০ অনৌপাধিক সম্বন্ধ ব্যাপ্তি	৫৬
২.১ উপাধি	৫৭
২.২ উপাধির ভেদ	৬৭
২.৩ উপাধি ব্যাপ্তিজ্ঞানের প্রতিবন্ধক	৭৪
২.৪ উপাধি অনুমিতির প্রতিবন্ধক	৭৫
২.৫ প্রাচীনন্যায় মতে স্বাভাবিক সম্বন্ধ ব্যাপ্তি	৭৮
২.৬ অনুমানের প্রামাণ্যস্থাপনে উপাধির নিরাকরণ	৮৪
২.৭ অনুমানের প্রামাণ্যস্থাপনে তর্কের উত্থাপন	৮৬
উল্লেখপঞ্জি	৯৩-৯৫
৩. তৃতীয় অধ্যায় : ব্যাপ্তিবিষয়ে চিন্তামণিকারের চিন্তন	**৯৬-১৩১**

৩.০ গঙ্গেশোপাধ্যায়ের আবির্ভাবকাল ৯৬
৩.১ *তত্ত্বচিন্তামণি* গ্রন্থের পরিচয় ৯৮
৩.২ *তত্ত্বচিন্তামণি* গ্রন্থের বৈশিষ্ট্য ১০০
৩.৩ ব্যাপ্তিবিষয়ে চিন্তন ১০০
উল্লেখপঞ্জি ১৩০-১৩১
৪. চতুর্থ অধ্যায় : *চিন্তামণি*গ্রন্থের টীকা ও টীকাকার ১৩২-১৬৬
৪.০ *দীধিতি* ১৩২
৪.১ রঘুনাথ শিরোমণি ও তার পরিচয় ১৩৩-১৪৮
৪.২ *মাথুরী* ১৪৮
৪.২.০ মথুরানাথ তর্কবাগীশ ও তার পরিচয় ১৪৯-১৫৬
৪.১০ *জাগদীশী* ১৫৬
৪.৩.০ জগদীশ তর্কালংকারের পরিচয় ১৫৭-১৬৩
উল্লেখপঞ্জি ১৬৪-১৬৬
৫. পঞ্চম অধ্যায় : *দীধিতি, মাথুরী* ও *জাগদীশী* অবলম্বনে ব্যাপ্তির স্বরূপ ১৬৭-২১৪
৫.০ *দীধিতি, মাথুরী* ও *জাগদীশী* অবলম্বনে পূর্বপক্ষীয় ব্যাপ্তির স্বরূপ ১৬৭
৫.০.১ দীধিতিকারোক্ত পূর্বপক্ষীয় ব্যাপ্তির স্বরূপ ১৬৭
৫.০.২ মথুরানাথোক্ত পূর্বপক্ষীয় ব্যাপ্তির স্বরূপ ১৮৩
৫.০.৩ জগদীশোক্ত পূর্বপক্ষীয় ব্যাপ্তির স্বরূপ ১৮৯
৫.১ *দীধিতি, মাথুরী* ও *জাগদীশী* অবলম্বনে সিদ্ধান্তব্যাপ্তির স্বরূপ ১৯২
৫.১.১ দীধিতোক্ত সিদ্ধান্তব্যাপ্তির স্বরূপ ১৯২-২০১
৫.২ মথুরানাথোক্ত সিদ্ধান্তব্যাপ্তির স্বরূপ ২০১-২০৬
৫.৩ জগদীশোক্ত সিদ্ধান্তব্যাপ্তির স্বরূপ ২০৬-২১২
উল্লেখপঞ্জি ২১৩-২১৪
৬. ষষ্ঠ অধ্যায় : টীকাত্রয়ের আলোকে ব্যাপ্তিবিচার ২১৫-২৪৭
৬.০ টীকাত্রয়ের আলোচনা পদ্ধতি ২১৪
৬.১ টীকাত্রয়ের ভিত্তিতে সৎ ও অসৎ হেতু স্থল নিরূপণ ২১৬
৬.২ টীকাত্রয়ের আলোকে সিদ্ধান্তলক্ষণের মতভেদ ও স্বমতস্থাপন ২১৭
৬.২.১ প্রতিযোগ্যসমানাধিকরণ পদের বিচার ২১৭
৬.২.২ প্রতিযোগ্যসমানাধিকরণের কল্পত্রয় বিচার ২২১
৬.২.৩ প্রতিযোগ্যসমানাধিকরণের সম্বন্ধবিষয়ক বিচার ২২৯
৬.২.৪ সম্বন্ধধর্মিক-উভয়াভাবঘটিত ব্যাপ্তিলক্ষণের বিচার ২৩৬

৬.২.৫ প্রতিযোগিতাধর্মিক-উভয়াভাবঘটিত ব্যাপ্তিলক্ষণ বিচার ২৩৯
উল্লেখপঞ্জি ২৪৬-২৪৭
উপসংহার **২৪৮-২৫৫**
Bibliography **২৫৬-২৬৩**

সংকেতসূচি

কি. ব. = *কিরণাবলী*

তত্ত্ব. চি. = *তত্ত্বচিন্তামণি*

তত্ত্ব. চি., অনু. = *তত্ত্বচিন্তামণি*, অনুমানখণ্ড

তত্ত্ব. চি. জা. = *তত্ত্বচিন্তামণিজাগদীশী*

তত্ত্ব. চি. দী. = *তত্ত্বচিন্তামণিদীধিতি*

তত্ত্ব. চি. দী. গা. = *তত্ত্বচিন্তামণিদীধিতিগাদাধরী*

তত্ত্ব. চি. দী. বি. = *তত্ত্বচিন্তামণিদীধিতিবিবৃতি*

তত্ত্ব. চি. র., অনু. = *তত্ত্বচিন্তামণিরহস্য, অনুমানখণ্ড*

তত্ত্ব. চি. র., শব্দ. = *তত্ত্বচিন্তামণিরহস্য*, শব্দখণ্ড

ত. ভা. = *তর্কভাষা*

ত. স. = *তর্কসংগ্রহ*

ত. স. দী. = *তর্কসংগ্রহদীপিকা*

তা. র. = *তার্কিকরক্ষা*

ন. ম. = *নবদ্বীপমহিমা*

ন্যায়. কু. = *ন্যায়কুসুমাঞ্জলি*

ন্যায়. দ. = *ন্যায়দর্শন*

ন্যায়. প. = *ন্যায় পরিচয়*

ন্যায়. বা. = *ন্যায়বার্ত্তিক*

ন্যায়. বা. তা. = *ন্যায়বার্ত্তিকতাৎপর্যটীকা*

ন্যায়. লী. = *ন্যায়লীলাবতী*

ন্যায়. সি. মু. = *ন্যায়সিদ্ধান্তমুক্তাবলী*

ন্যায়. সূ. = *ন্যায়সূত্র*

পা. সূ. = *পাণিনীয়সূত্র*

পৃ. = পৃষ্ঠাসংখ্যা

প্রমা. বা. = *প্রমাণবার্ত্তিক*

ভা. প. = *ভাষাপরিচ্ছেদ*

মহা. ভা., শা. প. = *মহাভারত*, শান্তিপর্ব

মা. মে. = *মানমেয়োদয়*

ব. ন. = *বঙ্গে নব্যন্যায়চর্চা*

বি. কো. = *বিশ্বকোষ*

বৈ. সূ. = *বৈশেষিকসূত্র*

ব্যা. প. = *ব্যাপ্তিপঞ্চক*

শব্দ. প্র. = *শব্দশক্তিপ্রকাশিকা*

স. প. = *সপ্তপদার্থী*

সম্পা. = সম্পাদক

সা. ত. কৌ. = *সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী*

সি. জা. = *সিদ্ধান্তলক্ষণজাগদীশী*

ভূমিকা

প্রদীপঃ সর্ববিদ্যানামুপায়ঃ সর্বকর্মণাম্।

আশ্রয়ঃ সর্বধর্মাণাং বিদ্যোদ্দেশে প্রকীর্ত্তিতা।।[১]

ছয়প্রকার আস্তিক দর্শনের মধ্যে মহত্ত্বমণ্ডিত গৌরবান্বিত দর্শন হল ন্যায়দর্শন। সকল বিদ্যার প্রদীপস্বরূপ, সকল কর্মের উপায়স্বরূপ এবং সকল ধর্মের আশ্রয়স্বরূপ এই ন্যায়দর্শন সুপ্রাচীন কাল থেকেই বিদ্বৎ জনমানসে গভীর প্রভাব বিস্তার করে এসেছে। মহাভারতের শান্তিপর্বে চতুর্দশবিদ্যার মধ্যে ন্যায়কে গণনা করা হয়েছে –

অঙ্গানি বেদশ্চত্বারো মীমাংসা ন্যায়বিস্তরঃ।

পুরাণং ধর্মশাস্ত্রঞ্চ বিদ্যা হ্যেতাশ্চতুর্দশ।।[২]

ন্যায় শব্দটি সংস্কৃতসাহিত্যে পারিভাষিক অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। কোথাও যৌগিকার্থ, আবার কোথাও রূঢ়্যর্থ গ্রহণ করা হয়েছে। *নিয়মেন ঈযতে ইতি* – এরূপ বিগ্রহে (নি-ইণ্+ঘঞ্) ন্যায় শব্দের অর্থ উচিত অনুচিত বোধ। *নীয়তে প্রাপ্যতে বিবক্ষিতার্থসিদ্ধি অনেন ইতি* – এরূপবিগ্রহে ন্যায় শব্দের অর্থ হল যার দ্বারা ঈপ্সিত বস্তু প্রাপ্ত হয়। আবার *নিয়ন্তি সংহরন্তি যেন* – এরূপ বিগ্রহে ন্যায় শব্দের অর্থ যার দ্বারা কোনো বিতর্কের সমাপ্তি হয়। কোথাও দৃষ্টান্ত দেওয়ার জন্যও ন্যায় শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়। ব্যাকরণ, মীমাংসা প্রভৃতি গ্রন্থে আমরা এরকম ন্যায়ের উদাহরণ দেখতে পাই। যেমন – কূপখানকন্যায়, খলেকপোতন্যায়, অপচ্ছেদন্যায়, বাক্যভেদন্যায়, কাকাক্ষিগোলকন্যায় প্রভৃতি। ন্যায়ের অর্থ আমরা *ন্যায়ভাষ্যে* পাই – *প্রমাণৈরর্থপরীক্ষণং ন্যায়ঃ*।[৩] সেখানে প্রমাণ বলতে প্রতিজ্ঞা, হেতু, উদাহরণ, উপনয় ও নিগমন রূপ পঞ্চাবয়বন্যায়বাক্যকে গ্রহণ করা হয়েছে। অজ্ঞাত পদার্থে কিংবা নিশ্চিত পদার্থে ন্যায় প্রবর্তিত হয় না। সন্দিগ্ধ পদার্থেই ন্যায় প্রবর্তিত হয়।[৪]

ন্যায়দর্শনের দুটি শাখা – প্রাচীনন্যায় এবং নব্যন্যায়। প্রাচীনন্যায়ের প্রণেতা মহর্ষি গৌতম এবং আচার্য গঙ্গেশোপাধ্যায় নব্যন্যায়ের প্রণেতা। মহর্ষি গৌতম *ন্যায়সূত্র* নামক গ্রন্থ এবং আচার্য গঙ্গেশোপাধ্যায় *তত্ত্বচিন্তামণি* গ্রন্থ রচনা করেছেন। *ন্যাযসূত্রে* প্রমাণ, প্রমেয় প্রভৃতি তত্ত্ব আলোচিত হয়েছে।[৫] আবার প্রমাণতত্ত্ব নিয়ে *তত্ত্বচিন্তামণি* গ্রন্থ রচিত। গৌতমের ন্যায়দর্শন দুটি ধারায় বিভক্ত – একটি প্রমাণ প্রধান এবং অন্যটি প্রমেয় প্রধান। যেখানে প্রমাণ পদার্থ প্রধানভাবে প্রতিপাদিত হয়েছে তাকে বলে প্রমাণপ্রধান। আর যেখানে প্রমেয় পদার্থ প্রধানভাবে প্রতিপাদিত হয়েছে তাকে প্রমেয়প্রধান বলে। প্রমেয়প্রধান গ্রন্থ হল প্রাচীনন্যায় এবং প্রমাণপ্রধান গ্রন্থ হল নব্যন্যায়। *ন্যাযসূত্রের* ৫২৮টি সূত্রের মধ্যে কেবল ৭০টি সূত্রের দ্বারা প্রমাণের প্রতিপাদন করা হয়েছে। অবশিষ্ট ৪৫৮টি সূত্রের দ্বারা আত্মা প্রভৃতি দ্বাদশ প্রমেয় এবং তার অন্তর্ভুক্ত অন্যান্য পদার্থগুলি আলোচিত হয়েছে। গঙ্গেশোপাধ্যায় *তত্ত্বচিন্তামণি* গ্রন্থে বিস্তৃতভাবে প্রমাণ পদার্থের প্রতিপাদন করেছেন। মহর্ষি বলেছেন – *প্রত্যক্ষানুমানোপমানশব্দাঃ প্রমাণানি*।[৬] পরবর্তীকালে মণিগ্রন্থকে অবলম্বন করে যে সকল গ্রন্থ রচিত হয়েছে সেগুলোও প্রমাণপ্রধান হওয়ায় নব্যন্যায় নামে অভিহিত। প্রাচীনন্যায় ও নব্যন্যায় এই দুটি দর্শনের ভেদ মূলত এদের ভাষা ও শৈলীর উপর নির্ভর করে করা হয়েছে। প্রাচীনন্যায়ের রচনার ভাষা সরল। তুলনামূলকভাবে নব্যন্যায়ের ভাষা অত্যন্ত জটিল। প্রাচীনন্যায়ের বিষয়ের প্রতিপাদন অত্যন্ত স্থূল। এর বিচার পদ্ধতি কেবল বাহ্যবিষয় অবলম্বন করে রচিত, কিন্তু নব্যন্যায়ে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মভাবে বিষয়ের প্রতিপাদন করা হয়েছে। বিচারের দ্বারা এখানে প্রতিপক্ষকে পরাস্ত করে নিজমতকে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। প্রাচীনন্যায়ে কেবলমাত্র ন্যায়াবয়বের আলোচনা নেই, সর্বপ্রকার দার্শনিক ও প্রাকৃতিক সমস্যারও আবশ্যকমত ন্যায় প্রয়োগের দ্বারা আলোচনা করা হয়েছে। নব্যন্যায়েও এসম্পর্কে প্রাচীনের সঙ্গে কোনো বিরোধ নেই।

তবে নব্যন্যায় তার আলোচনাকে কম সংখ্যায় সীমিত করেছে। কিন্তু যেসকল বিষয় আলোচিত হয়েছে তা এমন নিপুণ ও সূক্ষ্মতার সহিত করা হয়েছে, যা প্রাচীন ন্যায়ে অজ্ঞাত। এখানেই প্রাচীন ও নব্যন্যায়ের পার্থক্য। নব্যন্যায়ে পদার্থ সকলের নির্দোষ লক্ষণের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে এবং যে সকল পদ সর্বদা ব্যবহৃত ও অনায়াসবোধ্য হয়ে থাকে তাদেরও সম্যক্ অর্থ নির্ধারণ করা হয়েছে। যেমন – মহর্ষি গৌতম 'প্রতিজ্ঞা'র লক্ষণ করেছেন – *সাধ্যনির্দেশঃ প্রতিজ্ঞা*।[৭] এটা বলার পর তিনি প্রতিজ্ঞা শব্দের আর অধিক ব্যাখ্যা করেননি। অন্যান্য প্রাচীন টীকাকারগণও ঐরূপ কোনো ব্যাখ্যানের চেষ্টা করেননি। কিন্তু গঙ্গেশোপাধ্যায় 'প্রতিজ্ঞা' শব্দের অর্থবিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। তিনি বলেছেন যে, 'সাধ্যনির্দেশ' কেবলমাত্র প্রতিজ্ঞার নির্দোষ লক্ষণ হতে পারে না। কারণ সাধ্যনির্দেশ বলতে কেবলমাত্র একটি সাধ্যের নামোল্লেখমাত্র বুঝতে পারে। অন্যান্য বিষয়ের দিকে লক্ষ্য রেখে তিনি প্রতিজ্ঞার লক্ষণ নির্ধারণ করেছেন –

> উদ্দেশ্যানুমিতিহেতুলিঙ্গপরামর্শপ্রযোজকবাক্যার্থজ্ঞানজনকত্বে সতি উদ্দেশ্যানুমিত্যন্যূনা-নতিরিক্তবিষয়কশাব্দজ্ঞানজনকং বাক্যং প্রতিজ্ঞা।[৮]

রঘুনাথ শিরোমণি, গদাধর ভট্টাচার্য প্রভৃতি আচার্যেরা এর উপর আবার লক্ষণের উন্নতি সাধন করেছেন। একেই বলে নব্যন্যায়। আরও বলা যায়, গঙ্গেশোপাধ্যায় ব্যাপ্তির সিদ্ধান্তলক্ষণ করেছেন –

> প্রতিযোগ্যসমানাধিকরণ-যৎসমানাধিকরণাত্যন্তাভাব-প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নং যন্ন ভবতি তেন সমং সামানাধিকরণ্যং ব্যাপ্তিঃ।[৯]

রঘুনাথ শিরোমণি প্রতিপদের অর্থ নিরূপণ করে লক্ষণ করেছেন –

> প্রতিযোগ্যসমানাধিকরণ-যদ্রূপবিশিষ্টসমানাধিকরণাত্যন্তাভাব-প্রতিযোগিতানবচ্ছেদকো যো ধর্মঃ তদ্ধর্মাবচ্ছিন্নেন যেন কেনাপি সমং সামানাধিকরণ্যং তদ্রূপাবিশিষ্টস্য তদ্ধর্মাবচ্ছিন্ন-যাবন্নিরূপিতা ব্যাপ্তিরিতি।[১০]

মিথিলাকে প্রাচীনন্যায়ের ও নবদ্বীপকে নব্যন্যায়ের পীঠস্থান বলা হয়। মিথিলা নব্যন্যায়ের জন্মভূমি এবং নবদ্বীপ লীলাভূমি। নাস্তিকগণকে বেদের প্রামাণ্য বোঝানোর জন্য মীমাংসকগণ বেদকে অপৌরুষেয়, শব্দ নিত্য বলে বোঝাতে প্রবৃত্ত হলে নৈয়ায়িক ও বৈশেষিকগণ বেদকে পৌরুষেয়, শব্দ অনিত্য বলে মীমাংসকের উদ্দেশ্য সিদ্ধ করতে প্রস্তুত হন। তখন মীমাংসকশিরোমণি প্রভাকর মিশ্র পদার্থতত্ত্বখণ্ডনে প্রবৃত্ত হয়ে গৃহবিবাদে ব্যাপৃত হলে নৈয়ায়িকগণ পদার্থতত্ত্বস্থাপনপূর্বক মীমাংসকের প্রতিদ্বন্দ্বিতাচরণ করেন, এর ফলেই নব্যন্যায়ের উৎপত্তি হয় – এরকম দার্শনিকদের মত। এখানে কিছু মতভেদ দেখতে পাওয়া যায়। কেউ কেউ বলেন *তত্ত্বচিন্তামণি* গ্রন্থ নব্যন্যায়ের প্রথম গ্রন্থ। *সপ্তপদার্থী, মুক্তাবলী, লক্ষণাবলী, তর্কসংগ্রহ* প্রভৃতি গ্রন্থে সপ্ত পদার্থের আলোচনা থাকায় সেগুলো নব্যন্যায় নয়। আবার কেউ বলেন *ন্যায়সিদ্ধান্তমুক্তাবলী* ও *তর্কসংগ্রহ* নব্য এবং প্রাচীনন্যায়ের মিশ্রণস্বরূপ। কারণ অনুমিতিস্থলে নব্যন্যায়ের সূক্ষ্মতা আছে, গৌতমের চারটি প্রমাণ স্বীকার করায় ন্যায়শাস্ত্র বিশেষ এবং সপ্তপদার্থ স্বীকার করায় বৈশেষিকশাস্ত্র বিশেষ। অন্য এক মতে যেখানে প্রমাণতত্ত্ব সম্যক্ আলোচিত হয়েছে তাই নব্যন্যায়। তবে আলোচনার ক্ষেত্রে দেখা যায় নব্যন্যায়ের সূত্রপাত শিবাদিত্যের *সপ্তপদার্থী* গ্রন্থ থেকে। সপ্তপদার্থী এরূপ নামকরণই এর অভিনবত্ব।

অনন্তলাল ঠাকুর, গঙ্গাধর কর প্রভৃতি আধুনিক দার্শনিকবিদরা ন্যায়দর্শনকে তিনটি ভাগে বিভক্ত করেছেন – প্রাচীনন্যায়, মধ্যন্যায় ও নব্যন্যায়। ন্যায়দর্শনের প্রাদুর্ভাব বুদ্ধজন্মের বহু পূর্বে হওয়ায় বৌদ্ধধর্মের প্রাদুর্ভাব ও প্রতিষ্ঠার পূর্ববর্তী হল প্রাচীনন্যায়। এখানে মুখ্য গ্রন্থ পাঁচটি ধরেছেন – *ন্যায়সূত্র, ন্যায়ভাষ্য, ন্যায়বার্ত্তিক, ন্যায়বার্ত্তিকতাৎপর্যটীকা* এবং *ন্যায়বার্ত্তিকতাৎপর্য্যপরিশুদ্ধি*। বৌদ্ধ ও জৈনধর্মের যৌবনকাল হল মধ্যকালীন ন্যায়ের কাল। অর্থাৎ এখানে গৌতমের কয়েকটি সূত্রের অনুসরণ করা

হয়েছে, বৌদ্ধরা যেখানে প্রধান প্রতিপক্ষরূপে স্বীকৃত এবং বৈশেষিকসিদ্ধান্ত যেখানে ন্যায়সিদ্ধান্তের পরিপূরকরূপে স্বীকৃত পায়নি, সেই পর্যায় মধ্যন্যায়। বাচস্পতিমিশ্রের পরে এবং জয়ন্তভট্টের পূর্বে ভাসর্বজ্ঞের *ন্যায়সার*কে অবলম্বন করে কাশ্মীর প্রান্তীয় মধ্যকালীন ন্যায়প্রস্থান শুরু হয়েছিল। আর বৌদ্ধধর্মের পতন ও ব্রাহ্মণধর্মের পুনরুত্থান ও তার পরবর্তীকালকে নব্যন্যায় বলা হয়। এই পর্যায়ে প্রধান গ্রন্থ *তত্ত্বচিন্তামণি*।

জ্ঞান দুই প্রকার – প্রমা ও অপ্রমা। জ্ঞান যখন যথার্থ হয় তখন প্রমা[১১] এবং যখন অযথার্থ হয় তখন অপ্রমা। যে পদ্ধতির সাহায্যে যথার্থ জ্ঞানলাভ করা যায় তাকে প্রমাণ বলে। প্রমার করণ হল প্রমাণ। ন্যায়দর্শনমতে প্রমা চার প্রকার – প্রত্যক্ষ, অনুমিতি, উপমিতি ও শাব্দ। প্রমার করণও চতুর্বিধ – প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান ও শব্দ। এই চার প্রকার প্রমাণের মধ্যে প্রত্যক্ষানন্তর অনুমান অন্যতম। চার্বাক দর্শন ছাড়া প্রায় সমস্ত দর্শন সম্প্রদায় অনুমানকে প্রমাণরূপে স্বীকার করেছেন। অনুমান প্রমাণ ব্যাপ্তিজ্ঞাননির্ভর।

ন্যায়দর্শনের বিশেষ করে নব্যন্যায়দর্শনের অনুমানপ্রমাণের আলোচনা অত্যন্ত সমৃদ্ধ। আমরা যখন কোনো ন্যায়শাস্ত্রের গ্রন্থ অধ্যয়ন করি সেখানে দেখতে পাই ব্যাপ্তিজ্ঞানের তথা অনুমানের সাহায্যে বিষয়টি পরিষ্কার করা হয়েছে। তাই ব্যাপ্তিজ্ঞানের প্রতি আগ্রহবশতঃ গবেষণা কার্যে অগ্রসর হয়েছি। দুটি জিনিসকে জানতে পারলে আমাদের অগাধ জ্ঞান হয়। তাই এরকম প্রবাদ আছে – রামায়ণে হনুমান, আর ন্যায়শাস্ত্রে অনুমান। আমার গবেষণার যে বিষয় স্থির করেছি তা অত্যন্ত কঠিন বলে তার চর্চা করা প্রয়োজন। তাই এরকম বিষয় নির্বাচন করেছি। ব্যাপ্তিবিষয়ক বহু আলোচনা এর আগে হয়েছে। কিন্তু আমার যে আলোচনা তা তিনটি টীকাকে ভিত্তি করে। টীকাত্রয়ের ভিত্তিতে তুলনামূলক আলোচনা এর আগে হয়নি বলে এরকম একটা বিষয় নিয়ে গবেষণা কার্যে রত হয়েছি। এছাড়াও যে বঙ্গপ্রদেশ নব্যন্যায়চর্চার পীঠস্থান রূপে পরিচিত সেখানে

নব্যন্যায়চর্চার ধারাবাহিকতা বজায় রাখাও আমার উদ্দেশ্য। এছাড়াও আমাদের ব্যবহারিক জীবনেও ব্যাপ্তিজ্ঞানের অত্যন্ত উপযোগিতা রয়েছে।

গবেষণা সন্দর্ভের বিষয়রূপে যা নির্দিষ্ট করেছি তা হল – *দীধিতি, মাথুরী* এবং *জাগদীশী* টীকাত্রয়ের আলোকে নব্যন্যায়সম্মত ব্যাপ্তিসমীক্ষা। এই তিনটি টীকা নব্যন্যায়দর্শনের অতিপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ। যথাক্রমে তিনটি টীকার রচয়িতা হলেন রঘুনাথ শিরোমণি, মথুরানাথ তর্কবাগীশ এবং জগদীশ তর্কালংকার। রঘুনাথ শিরোমণি *তত্ত্বচিন্তামণির* উপর *দীধিতি* টীকা, মথুরানাথ তর্কবাগীশ *তত্ত্বচিন্তামণির* উপর *মাথুরী* টীকা এবং জগদীশ তর্কালংকার *দীধিতি* টীকার উপর *জাগদীশী* টীকা রচনা করেছেন। *তত্ত্বচিন্তামণি*গ্রন্থের উপর অনেক টীকাগ্রন্থ রচিত হলেও গবেষণার বিষয় হিসাবে উপরিউক্ত তিনজন টীকাকারকে নিয়েছি। গবেষণাসন্দর্ভটিকে ছয়টি অধ্যায়ে বিভক্ত করেছি। অধ্যায়গুলি হল – ১) অনুমিতিজ্ঞানে ব্যাপ্তির উপযোগিতা ২) ব্যাপ্তিবিষয়ে প্রাচীনন্যায়ের অভিমত ৩) ব্যাপ্তিবিষয়ে চিন্তামণিকারের চিন্তন ৪) চিন্তামণিগ্রন্থের টীকা ও টীকাকার ৫) *দীধিতি, মাথুরী* এবং *জাগদীশী* অবলম্বনে ব্যাপ্তির স্বরূপ ৬) টীকাত্রয়ের আলোকে ব্যাপ্তিবিচার। অন্তিমে উপসংহার দিয়েছি।

আমার গবেষণার মূল বিষয় হল ব্যাপ্তি। ব্যাপ্য ও ব্যাপকের সম্বন্ধবিশেষ হল ব্যাপ্তি। যা অধিকদেশে থাকে না কিন্তু সমানাধিকরণ তা ব্যাপ্য। অনুরূপভাবে যা অল্পদেশবৃত্তি নয়, কিন্তু সমানাধিকরণ তা ব্যাপক। অবিনাভাব, নিয়ম, স্বাভাবিকসম্বন্ধ, প্রতিবন্ধ, অব্যভিচার, অব্যভিচরিতত্ব এগুলো ব্যাপ্তির নামান্তর। হেতুর সঙ্গে সাধ্যের নিয়ত অব্যভিচারী সম্বন্ধ হল ব্যাপ্তি। এই নিয়ত অব্যভিচারী সম্বন্ধ সম্পর্কে যে জ্ঞান তাকে ব্যাপ্তিজ্ঞান বলে। ব্যাপ্তির লক্ষণবিষয়ে দার্শনিকগণের মধ্যে প্রচুর মতভেদ আছে। মহর্ষি গৌতম এবং ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন ব্যাপ্তির কোনো লক্ষণ দেননি। *তত্ত্বচিন্তামণি*কার পূর্বপক্ষরূপে অব্যভিচরিতত্বরূপ

ব্যাপ্তির পাঁচটি লক্ষণ, সিংহোক্ত ও ব্যাঘ্রোক্ত ব্যাপ্তির লক্ষণ, তারপর ব্যধিকরণধর্মাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিতাকাভাব ব্যাপ্তি এবং পরিশেষে ব্যাপ্তির সিদ্ধান্তলক্ষণ উদ্ধৃত করেছেন। ব্যাপ্তিজ্ঞান হলে অনুমিতি হয়, সেই অনুমিতি বা প্রমিতির প্রতি কারণ ব্যাপ্তিজ্ঞান, পক্ষধর্মতাজ্ঞান এবং লিঙ্গপরামর্শজ্ঞান।

ব্যাপ্তিজ্ঞানের বিষয়ভূত সিদ্ধান্তব্যাপ্তি সম্বন্ধে *তত্ত্বচিন্তামণি* গ্রন্থে যা আলোচিত হয়েছে সেই আলোচনার উপর রঘুনাথ শিরোমণি, মথুরানাথ তর্কবাগীশ এবং জগদীশ তর্কালংকার প্রমুখ টীকাকারগণ তাদের স্বরচিত টীকায় পরমতখণ্ডনপূর্বক নিজস্ব মতামত বিচার ও বিশ্লেষণ করেছেন। তাদের এই বিচারপদ্ধতি বর্তমানে নব্যনৈয়ায়িকদের কাছে এক বিস্ময়স্বরূপ। *তত্ত্বচিন্তামণি*কার ব্যাপ্তির পূর্বপক্ষরূপ লক্ষণ বলেই কোনো লক্ষণই যে ব্যাপ্তির যথার্থ লক্ষণ নয় তা তিনি নিজেই নিরূপণ করেছেন। তাই তিনি ব্যাপ্তির সিদ্ধান্তলক্ষণ দিয়েছেন। এটাই নব্যনৈয়ায়িকদের কাছে চরমলক্ষণ রূপে সমাদৃত। *দীধিতি, মাথুরী* এবং *জাগদীশী* এই তিনটি টীকাতে সিদ্ধান্তব্যাপ্তিসম্বন্ধে যা উল্লিখিত হয়েছে সেই আলোচনার তুলনাত্মক অধ্যয়ন এই গবেষণাসন্দর্ভে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি।

'দীধিতি, মাথুরী এবং *জাগদীশী* টীকাত্রয়ের আলোকে নব্যন্যায়সম্মত ব্যাপ্তিসমীক্ষা' এই শীর্ষক গবেষণা সন্দর্ভটি প্রস্তুত করার জন্য নানাবিধ মুদ্রিত গ্রন্থের সাহায্য গ্রহণ করা একটি অনিবার্য বিষয়। দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থগুলি ব্যবহারের জন্য বিভিন্ন গ্রন্থাগারের সাহায্য গ্রহণ করেছি। যেমন – যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার ও সংস্কৃত বিভাগীয় গ্রন্থাগার, রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অফ কালচার গ্রন্থাগার, এশিয়াটিক সোসাইটি অফ বেঙ্গল গ্রন্থাগার, সংস্কৃত সাহিত্য পরিষদ্ গ্রন্থাগার, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্ গ্রন্থাগার। যে সমস্ত গ্রন্থ গ্রন্থাগারে থাকা সত্ত্বেও জীর্ণতার কারণে ব্যবহারের অনুপযুক্ত

সেগুলি চলভাষের মাধ্যমে চিত্র তুলে অধ্যয়ন করেছি। এছাড়াও অন্তর্জাল ব্যবহারের মাধ্যমে অনেক পুরোনো গ্রন্থ পিডিএফ আকারে পেয়েছি। এভাবে গবেষণাপ্রকল্পটি রূপায়ণে অগ্রসর হয়েছি।

গবেষণা সন্দর্ভটি বাংলা ভাষা ও বাংলা লিপিতে প্রস্তুত করেছি। তাই বর্তমানে প্রচলিত চলিত বাংলা ভাষার বাগ্বিধি ও বানানবিধি অবলম্বন করা হয়েছে। গবেষণাসন্দর্ভটি মুদ্রণের জন্য মূল অংশে কালপুরুষ font-এ ১৪ মাত্রাকৃতি এবং উল্লেখপঞ্জির অংশে ১২ মাত্রাকৃতির ব্যবহার করা হয়েছে। যেখানে ইংরেজী শব্দ প্রয়োগ আছে সেখানে Times New Roman font-এ ১৪ মাত্রাকৃতি ব্যবহার করা হয়েছে। গবেষণা সন্দর্ভের দুই পঙ্ক্তির মাঝখানে ১.৫ শূন্যস্থান রাখা হয়েছে। সংস্কৃত উদ্ধৃতির ক্ষেত্রে বাংলা লিপিই ব্যবহার করেছি। তবে সংস্কৃত উদ্ধৃতিতে 'ৎ' এর পরিবর্তে 'ত্' এর ব্যবহার করা হয়েছে। তবে বাংলা বাক্যে 'ৎ' এর ব্যবহারই থাকবে। সমগ্র গবেষণা সন্দর্ভটিতে উল্লেখপঞ্জি প্রতি অধ্যায়ের শেষে দেওয়া হয়েছে। এছাড়া প্রতি পৃষ্ঠার ওপরে, নীচে ও ডানপাশে ২.৫৪ সেন্টিমিটার শূন্যস্থান রাখা হয়েছে। বামপাশে বাঁধাই এর সুবিধার জন্য ৩.৫ সেন্টিমিটার জায়গা রাখা হয়েছে। উল্লেখপঞ্জিতে উল্লিখিত প্রয়োজনীয় গ্রন্থনাম সংক্ষিপ্ত আকারে করা হয়েছে। পাঠের সুবিধার্থে সেই সংক্ষিপ্ত গ্রন্থনামের বোধসৌকর্যার্থে পূর্ণনামের একটি সূচী প্রদান করেছি। আলোচ্য গবেষণা সন্দর্ভের শেষে গ্রন্থপঞ্জি গবেষণা পদ্ধতি অনুযায়ী MLA Eighth Edition ফরম্যাট-এ সংযোজিত করা হয়েছে। তবে বোঝার সুবিধার জন্য ইংরেজীতে গ্রন্থপঞ্জি তৈরি করেছি।

উল্লেখপঞ্জি :

১. ন্যা. দ., ন্যা. ভা., সম্পা. ফণিভূষণ তর্কবাগীশ, পৃ. – ৬০।

২. মহা. ভা., শা. প. – ১২/১২২/৩১।

৩. ন্যা. দ., ন্যা. ভা., প্রাগুক্ত, পৃ. –২৯।

৪. নানুপলব্ধে ন নির্ণীতেঽর্থে ন্যায়ঃ প্রবর্ততে, কিং তর্হি? সংশয়িতেঽর্থে। – *তদেব,* পৃ. - ২৭।

৫. প্রমাণপ্রমেয়সংশয়প্রয়োজনদৃষ্টান্তসিদ্ধান্তাবয়বতর্কনির্ণয়-বাদজল্পবিতণ্ডাহেত্বাভাসচ্ছলজাতিনিগ্রহস্থানানাং তত্ত্বজ্ঞানান্নিঃশ্রেয়সাধিগমঃ। – ন্যা. সূ., ১/১/১।

৬. *তদেব,* ১/১/৩।

৭. *তদেব,* ১/১/৩৩।

৮. তত্ত্ব. চি., অনু., সম্পা. কামাখ্যানাথ তর্কবাগীশ, পৃ.-৭০৩।

৯. *তদেব,* পৃ.-১০০।

১০. তত্ত্ব. চি. দী., প্রাগুক্ত, পৃ.-১।

১১. যথার্থানুভবঃ প্রমা। - ত. ভা., সম্পা. গঙ্গাধর কর, পৃ. – ৬।

প্রথম অধ্যায় :

অনুমিতিজ্ঞানে ব্যাপ্তির উপযোগিতা

অনুমিতিজ্ঞানে ব্যাপ্তির উপযোগিতা না জানলে অনুমিতি নিরূপণ করা অসম্ভব, তাই প্রথম অধ্যায়ে অনুমিতিজ্ঞানে ব্যাপ্তির কি ভূমিকা তা আলোচনা করছি। নৈয়ায়িক স্বীকৃত প্রত্যক্ষ, অনুমিতি, উপমিতি ও শাব্দ এই চার প্রকার প্রমার করণ চতুর্বিধ – প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান ও শব্দ। প্রশ্ন হয় প্রত্যক্ষের পর অনুমান নিরূপণ করা হয়েছে কেন? কি প্রয়োজন? উপমান বা শব্দেরই বা কেন করা হল না? প্রত্যক্ষপ্রমাণ সমস্ত দার্শনিকগণ স্বীকার করেন। অনুমান প্রমাণ চার্বাকদর্শন ছাড়া সমস্ত দার্শনিকেরা স্বীকার করেন। কিন্তু উপমান প্রমাণ সমস্ত দার্শনিকেরা স্বীকার করেন না। প্রমাণের সংখ্যা নিয়ে অনেক মতভেদ আছে ভারতীয়দর্শনে। *তার্কিকরক্ষা* গ্রন্থে বলা হয়েছে –

> প্রত্যক্ষমেকং চার্বাকাঃ কণাদসুগতৌ পুনঃ।
> অনুমানঞ্চ তচ্চাপি সাংখ্যাঃ শব্দশ্চ তেঽপি।।
> ন্যায়ৈকদেশিনোঽপ্যেবমুপমানঞ্চ কেচন।
> অর্থাপত্ত্যা সহৈতানি চত্বার্যাহুঃ প্রভাকরাঃ।।
> অভাবষষ্ঠান্যেতানি ভাট্টা বেদান্তিনস্তথা।
> সম্ভবৈতিহ্য যুক্তানি তানি পৌরাণিকা জগুঃ।।[১]

চার্বাকেরা একমাত্র প্রত্যক্ষ প্রমাণ স্বীকার করেন। কণাদ (বৈশেষিক) ও সৌগত দর্শন (বৌদ্ধ) প্রত্যক্ষ ও অনুমান প্রমাণ স্বীকার করেন। সাংখ্যদর্শন ও একদেশী নৈয়ায়িক প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শব্দ এই তিনটি প্রমাণ স্বীকার করেন। নৈয়ায়িক (গৌতমীয়) সম্প্রদায় প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান ও শব্দ এই চার প্রকার প্রমাণ স্বীকার করেন। প্রাভাকরমীমাংসক সম্প্রদায় প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান, শব্দ ও অর্থাপত্তি এই পাঁচ প্রকার

প্রমাণ স্বীকার করেন। ভাট্টমীমাংসক ও বেদান্ত সম্প্রদায় প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান, শব্দ, অর্থাপত্তি ও অভাব এই ছয়টি প্রমাণ স্বীকার করেন। পৌরাণিকগণ প্রত্যক্ষ, অনুমান, শব্দ, উপমান, অর্থাপত্তি, অভাব, সম্ভব ও ঐতিহ্য এই আটটি প্রমাণ স্বীকার করেন। ন্যায়মতে অর্থাপত্তি ও সম্ভব অনুমানের অন্তর্গত। ঐতিহ্য শব্দের অন্তর্গত হয়ে যাবে।

১.০ প্রত্যক্ষের পর অনুমাননিরূপণে সঙ্গতি : প্রত্যক্ষের পর অনুমান নিরূপণে দুটি যুক্তি প্রবল – **প্রথমত**, বহুবাদিসম্মতত্ব থাকায় প্রত্যক্ষনিরূপণের পর অনুমানের আলোচনা করা হয়েছে।[২] **দ্বিতীয়ত**, কার্যকারণভাব। প্রত্যক্ষ এবং অনুমানের মধ্যে কার্যকারণভাব আছে। উপমানেও কার্যকারণভাব এসে যাবে। কিন্তু কার্যকারণভাবের সাক্ষাৎ প্রসক্তি অনুমানে আছে বহুবাদিসম্মতত্ব হেতু। কারণ যতক্ষণ না প্রত্যক্ষরূপে ধূমদর্শন হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত বহ্ন্যনুমিতিতে প্রসক্তি হবে না। বহ্ন্যনুমিতিতে প্রসক্তি হতে গেলে ধূমদর্শন ও ধূমে ব্যাপ্তির প্রত্যক্ষপূর্বক গ্রহণ হওয়া চাই। যতক্ষণ না মহানস বা পাকশালা প্রভৃতিতে ব্যাপ্তিগ্রহণ হয় ততক্ষণ পর্বতদেশাবচ্ছেদে ধূমদর্শন হওয়ার পরও বহ্ন্যনুমিতিতে প্রবৃত্তি হবে না। এজন্য প্রথমে ব্যাপ্তিপ্রত্যক্ষ হওয়া প্রয়োজন। প্রত্যক্ষ না হলে অনুমিতি হবে না। এজন্য কারণতা আছে প্রত্যক্ষে, কার্যতা অনুমিতিতে আছে। এজন্য উপজীব্য-উপজীবকভাব সঙ্গতিতে প্রত্যক্ষ নিরূপণের পর অনুমানের নিরূপণ করা হয়েছে। উপজীব্যত্ব কারণত্ব, উপজীবকত্ব কার্যত্ব। কার্য-কারণ এরকম বলা হয়েছে, কারণ '*অল্পাচ্তরম্*'[৩] এই সূত্রানুসারে অল্প অক্ষরবিশিষ্ট শব্দ আমরা আগে উচ্চারণ করি। 'কার্য' কম অক্ষর বিশিষ্ট শব্দ, 'কারণ' বেশি অক্ষর বিশিষ্ট শব্দ। কার্যকারণভাবসঙ্গতিতে প্রত্যক্ষ নিরূপণের পর অনুমান নিরূপণ করা হয়েছে। এ বিষয়ে প্রমাণ হল – *তৎপূর্বকং ত্রিবিধমনুমানং পূর্ববচ্ছেষবত্ সামান্যতো দৃষ্টঞ্চ*[৪] তৎপূর্বকম্ অর্থাৎ প্রত্যক্ষপূর্বকম্। অনুমান ত্রিবিধ – পূর্ববৎ, শেষবৎ ও সামান্যতো দৃষ্ট অনুমান। পূর্ববৎ অনুমান হল কারণ দেখে কার্যের অনুমান। যেমন – মেঘ দেখে বৃষ্টির

অনুমান। শেষবৎ অনুমান হল কার্য দেখে কারণের অনুমান। যেমন – নদীর স্রোতের শীঘ্রতা দেখে বৃষ্টির অনুমান। আর সূর্যের সদাগতিমত্ত্ব হল সামান্যতো দৃষ্ট অনুমান। পূর্ববৎ, শেষবৎ ও সামান্যতো দৃষ্ট – *ন্যায়সূত্রে* যদিও এই তিনপ্রকার অনুমানের কথা বলা হয়েছে তথাপি ন্যায়শাস্ত্রে দুই প্রকার অনুমানের কথা বলা হয়েছে – স্বার্থানুমান ও পরার্থানুমান। এখানে প্রশ্ন হয় তাহলে কি *ন্যায়সূত্রকার* স্বার্থানুমান ও পরার্থানুমান বলেননি? উত্তর হল – না। *ন্যায়সূত্রকার* যে তিন প্রকার অনুমানের কথা বলেছেন তা স্বার্থানুমানই। তাহলে পরার্থানুমান কি করে বুঝব? বলতে হবে *ন্যায়সূত্রে* অবয়ব নামে একটি স্বতন্ত্র পদার্থ স্বীকার করা হয়েছে। যখন পঞ্চাবয়বের কথা আসে তখন পঞ্চাবয়বজন্য যে অনুমান তাকেই পরার্থানুমান বলে। পঞ্চাবয়ব পরার্থানুমিতির প্রতি সাধন, স্বার্থানুমিতির ক্ষেত্রে পঞ্চাবয়ববাক্য প্রযোজ্য নয়। এজন্য ন্যায়প্রযোজ্য অনুমানকে পরার্থানুমান বলে। আর ন্যায় অপ্রযোজ্য যে অনুমান তাকে আমরা স্বার্থানুমান বলব। এই স্বার্থ ও পরার্থের ভেদ সম্ভবত *প্রশস্তপাদভাষ্য* থেকে শুরু হয়েছে।

অতএব দেখা যাচ্ছে প্রত্যক্ষ নিরূপণের পর অনুমান নিরূপণে যে সঙ্গতি আছে তা হল উপজীব্য-উপজীবকভাব সঙ্গতি। এখন প্রশ্ন হয় সঙ্গতি কি? সঙ্গতির সামান্য লক্ষণ হল – *অনন্তরাভিধানপ্রযোজকজিজ্ঞাসাজনকজ্ঞানবিষয়স্মরণানুকূলসম্বন্ধত্বং সঙ্গতিঃ*।[৫] অনন্তরাভিধান অর্থাৎ প্রত্যক্ষ নিরূপণের অনন্তর অনুমানের অভিধান। তৎপ্রযোজিকা জিজ্ঞাসা হল '*অনুমানং জ্ঞানং মে ভবতু*' এরকম জিজ্ঞাসা। যতক্ষণ না জিজ্ঞাসা (*জ্ঞাতুমিচ্ছা*) হয় ততক্ষণ পর্যন্ত প্রবৃত্তি হবে না। *জানাতি, ইচ্ছতি, যততে*। জ্ঞান, তারপর জ্ঞানবিষয়িনী ইচ্ছা, তারপর তৎপ্রাপ্ত্যনুকূল প্রবৃত্তি। *তর্কভাষাতে* বলা হয়েছে ইন্দ্রিয়সন্নিকর্ষের প্রতি যখন প্রত্যক্ষপ্রমা ফল হয়, তখন ইন্দ্রিয় করণ, ইন্দ্রিয়সন্নিকর্ষ ব্যাপার, নির্বিকল্পকজ্ঞান ফল হয়। যখন ইন্দ্রিয়সন্নিকর্ষকে করণ বলি তখন নির্বিকল্পকজ্ঞান

ব্যাপার, সবিকল্পকজ্ঞান ফল হয়। নির্বিকল্পকজ্ঞান যখন করণ হবে তখন সবিকল্পক জ্ঞান ব্যাপার হবে, হানোপাদান অপেক্ষা বুদ্ধি ফল হবে। জিজ্ঞাসা জনক জ্ঞান হল ইষ্টসাধনতাজ্ঞান। ইচ্ছা দুই প্রকার – উপায়েচ্ছা ও ফলেচ্ছা। ফলেচ্ছার প্রতি ফলজ্ঞান কারণ হয়। উপায়েচ্ছার প্রতি ইষ্টসাধনতাজ্ঞান কারণ হয়। *অনুমানং মদিষ্টসাধনম্* – এই জ্ঞান যতক্ষণ না হবে ততক্ষণ '*অনুমানং মে ভবতু*' এরকম জিজ্ঞাসা হবে না। মিষ্টি খাওয়ার অভীষ্ট হলে মিষ্টি বিষয়ে জিজ্ঞাসা জন্মাবে। অভীষ্ট না হলে জন্মাবে না। '*অনুমানং মদিষ্টসাধনম্*' – এই উপায়েচ্ছার প্রতি ইষ্টসাধনতাজ্ঞান কারণ। জ্ঞানের বিষয় কি হবে? '*অনুমানং মদিষ্টসাধনম্*' – এই জ্ঞানের বিষয় হবে অনুমান। তৎস্মরণানুকূলসম্বন্ধ হল 'অনুমান ইষ্ট প্রত্যক্ষকার্যত্ব' অর্থাৎ প্রত্যক্ষের কার্যতা অনুমানেই আছে। এজন্য অনুমানেই সঙ্গতি লাভ হয়। সঙ্গতি ছয় প্রকার। যথা – প্রসঙ্গ, উপোদ্ঘাত, হেতুতা, অবসর, নির্বাহকৈক্য ও কার্যৈক্য বা এককার্যত্ব।

সপ্রসঙ্গ উপোদ্ঘাতো হেতুতাবসরস্তথা।
নির্বাহকৈক্য-কার্যৈক্যে ষোঢা সঙ্গতিরিষ্যতে।।[৬]

প্রসঙ্গ : *স্মৃতিবিষয়তাবচ্ছেদকত্বে সতি দ্বেষবিষয়তানবচ্ছেদকধর্মবত্ত্বম্ অথবা স্মৃতস্য উপেক্ষানর্হত্বং প্রসঙ্গঃ*[৭] অর্থাৎ যা স্মৃতির বিষয়ীভূত কিন্তু উপেক্ষণীয় নয়। যেমন – চৈত্রের নিরূপণের পর চৈত্রের মিত্র অথবা চৈত্রের গ্রাম যদি চৈত্রমিত্রত্বরূপে অথবা চৈত্রগ্রামত্বরূপে স্মৃতির বিষয় হয় এবং পরে যদি চৈত্রের মিত্র অথবা তার গ্রামের নিরূপণ করা হয় তাহলে বুঝতে হবে এরকম মিত্রাদির নিরূপণ প্রসঙ্গাধীন। *তত্ত্বচিন্তামণি*তে ব্যাপ্তি ও পক্ষধর্মতাবিশিষ্ট সদ্ধেতুর নিরূপণের পর প্রসঙ্গক্রমে অসদ্ধেতুর অর্থাৎ হেত্বাভাসের নিরূপণে প্রসঙ্গসঙ্গতি হয়েছে।

উপোদ্ঘাত : *প্রকৃতোপপাদকত্বমুপোদ্ঘাতঃ*[৮] অর্থাৎ প্রকৃত বিষয়ের উপপাদকত্বই উপোদ্ঘাত। যেমন – অনুমিতিপ্রকরণে অনুমিতিলক্ষণ নিরূপণের পর লক্ষণের উপপাদকরূপে ব্যাপ্তিনিরূপণে উপোদ্ঘাতসঙ্গতি হয়েছে। উপপাদক কখনও ঘটকরূপে কখনও বা সাধকরূপে আমরা বুঝি। যেমন – ব্যাপ্তিবিশিষ্টপক্ষধর্মতাজ্ঞানজন্যজ্ঞানত্বরূপ অনুমিতিলক্ষণের ঘটক হওয়ায় ব্যাপ্তি উপপাদকরূপে স্বীকৃত। যেহেতু ঘটকের জ্ঞান ঘটিতপদার্থের জ্ঞানের কারণ। আবার সামান্যলক্ষণসন্নিকর্ষ অনুমিতিলক্ষণের ঘটক না হয়েও লক্ষণের ঘটক ব্যাপ্তিবিশিষ্টপক্ষধর্মতাজ্ঞাননিষ্ঠ যে অনুমিতিজনকতা তার সাধক হওয়ায় অনুমিতিলক্ষণের উপপাদকই হয়। কারণ সামান্যলক্ষণসন্নিকর্ষ ছাড়া পর্বতীয় ধূমে পর্বতীয় বহ্নির ব্যাপ্তিজ্ঞান অসম্ভব হওয়ায় '*বহ্নিব্যাপ্যধূমবান্ অয়ং পর্বতঃ* এরকম পরামর্শজ্ঞানও হতে পারবে না। ফলে এরূপ পরামর্শনিষ্ঠজনকতানিরূপিতজন্যতা-শালিজ্ঞানত্বরূপ অনুমিতিলক্ষণের জ্ঞানও সম্ভব হবে না। সুতরাং সামান্যলক্ষণসন্নিকর্ষ অনুমিতিজনকতার সাধক অর্থাৎ উপপাদক হওয়ায় সামান্যলক্ষণনিরূপণে উপোদ্ঘাতসঙ্গতি থাকে। প্রস্তাবিত বিষয়ে উপপাদক বিষয়ের জিজ্ঞাসা উপোদ্ঘাতসঙ্গতি।

হেতুতা : *স্বনিরূপিকত্বস্বাশ্রয়ত্ব-এতদন্যতরসম্বন্ধেন হেতুতাবত্ত্বং হেতুতা সঙ্গতিঃ*।[৯] এখানে হেতুতা শব্দে অজহৎস্বার্থা লক্ষণার দ্বারা কারণতা ও কার্যতা উভয়কেই বুঝতে হবে। যেমন দ্রব্যনিরূপণের পর গুণের নিরূপণে কার্যতা সঙ্গতি আবার অনুমিতি নিরূপণের পর অনুমান নিরূপণে কারণত্ব সঙ্গতি হয়ে থাকে।

অবসর : *বিষয়সিদ্ধ্যা প্রতিবন্ধকীভূতজিজ্ঞাসানিবৃত্তৌ অনন্তরমবশ্যবক্তব্যত্বমবসরঃ*।[১০] অর্থাৎ কোনো বিষয়ের নিরূপণের ফলে জিজ্ঞাসার নিবৃত্তি হলে তারপর যা অবশ্যবক্তব্য তা অবসরসঙ্গতি। যেমন – প্রত্যক্ষ নিরূপণের পর প্রত্যক্ষের উপজীবকরূপে অনুমান ও

উপমান উভয়ই নিরূপণীয় হলেও প্রথমে বহুবাদিসম্মতহেতু অনুমানপ্রমাণের নিরূপণ করার পর অবসরসঙ্গতি হেতু উপমানপ্রমাণের নিরূপণ করা হয়েছে।

নির্বাহকৈক্য : *নির্বাহকৈক্যমেকনির্বাহকনির্বাহ্যত্বম্*।[১১] অর্থাৎ যে বিষয় পূর্বে নিরূপিত হয়েছে এবং যা তার পরে নিরূপিত হবে এই উভয়ের নির্বাহক অর্থাৎ প্রযোজক এক হলে নির্বাহকৈক্যসঙ্গতি হয়। যে দুটি পদার্থের নির্বাহক এক সেই দুটি পদার্থের কোনো একটির নিরূপণের পর অপরটির নিরূপণ নির্বাহকৈক্যসঙ্গতির দ্বারা হয়ে থাকে। যেমন – গুণ ও কর্ম এই দুটি পদার্থ দ্রব্যাত্মক এককারণ হতে উৎপন্ন হওয়ায় গুণনিরূপণের পর কর্মের নিরূপণ নির্বাহকৈক্য বা এককার্যকারিত্বসঙ্গতির দ্বারা হয়ে থাকে।

কার্যৈক্য : *কার্যৈক্যমেককার্যানুকূলত্বম্*।[১২] অর্থাৎ নিরূপিত এবং নিরূপণীয় এই উভয় একই কার্যের অনুকূল হলে কার্যৈক্য বা এককার্যত্বসঙ্গতি হয়। যেমন – *তত্ত্বচিন্তামণি*তে ব্যাপ্তিনিরূপণের পর এককার্যানুকূলত্বসঙ্গতির দ্বারা পক্ষতার নিরূপণ করা হয়েছে। যেহেতু ব্যাপ্তি ও পক্ষতা উভয়ই অনুমিতিরূপ এককার্যের অনুকূল। অথবা বলা যায় দুটি পদার্থ কোনো এক অভিন্ন কার্যের প্রযোজক হলে তাদের মধ্যে কার্যৈক্যসঙ্গতি হয়। ব্যাপ্তি ও পক্ষতা অনুমিতিরূপ এককার্যের প্রযোজক হওয়ায় ব্যাপ্তিনিরূপণের পর পক্ষতানিরূপণে কার্যৈক্যসঙ্গতি থাকে।

এই ছয় প্রকার সঙ্গতির মধ্যে তো উপজীব্য-উপজীবকভাবসঙ্গতি নেই। কিন্তু হেতুতাসঙ্গতি আছে। হেতুতা অর্থাৎ কারণতা। কারণতা থাকলে কার্যতা থাকবে। বিনা কারণে কার্য হয় না। এজন্য অজহৎস্বার্থা লক্ষণা স্বীকার করতে হবে। হেতুতাতে অজহৎস্বার্থা লক্ষণা স্বীকার করে কার্যকারণভাবেই লক্ষণা স্বীকার করব। লক্ষণা দুই প্রকার – জহৎস্বার্থা ও অজহৎস্বার্থা। জহৎস্বার্থা লক্ষণার উদাহরণ হল – *গঙ্গায়াং ঘোষঃ*। গঙ্গা

শব্দের শক্যার্থ যে ভগীরথরথখাতাবচ্ছিন্ন-জলপ্রবাহ তাতে ঘোষ পদের অন্বয় হয় না। সেজন্য গঙ্গাতীরে লক্ষণা করতে হয়। 'গঙ্গাতীরবৃত্তি ঘোষ' এরকম শাব্দবোধ আমাদের হয়। অজহৎস্বার্থা লক্ষণার উদাহরণ হল – *কাকেভ্যঃ দধি রক্ষতাম্*। শুধু কাক থেকে দধিকে রক্ষা করা নয়, কাক ভিন্ন (ইতর) কুকুর, বিড়াল প্রভৃতি প্রাণীর থেকেও দধি রক্ষা করতে হবে। এজন্য হেতুতে অজহৎস্বার্থা লক্ষণা স্বীকার করলে যেমন কারণতা বোঝায় তেমনি কার্যকেও বোঝায়। তাই হেতুতা পদে কার্যকারণভাব বুঝতে হবে। এই কার্যকারণভাব হল উপজীব্য-উপজীবকভাব। এই কার্যকারণভাবসঙ্গতির দ্বারা প্রত্যক্ষের পর অনুমান নিরূপণ করা হয়েছে।

১.১ অনুমিতির লক্ষণ : অনু = পশ্চাৎ, মিতি = জ্ঞান। প্রত্যক্ষজ্ঞানের পর যে জ্ঞান তা হল অনুমিতি। *অনুমীয়তে অনেন ইতি অনুমানম্*। অনু – মা + ল্যুট্ (ভাবে)। তখন অনুমান শব্দের অর্থ অনুমিতি। আর যখন করণবাচ্যে অনু – মা + ল্যুট্ করব তখন অর্থ হবে অনুমিতির সাধন। *অনুমিতিকরণমনুমানম্*।[১৩] এখন প্রশ্ন হয় অনুমিতি কি? উত্তরে বলা হচ্ছে ক্রম দুই প্রকার – আরোহক্রম ও অবরোহক্রম। অবরোহক্রম হল অনুমিতির লক্ষণে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে, পরামর্শ কি বোঝাতে ব্যাপ্তি দেওয়া হয়েছে এই ক্রম হল অবরোহ। প্রত্যক্ষ কারণ, অনুমিতি কার্য। অনুমিতির করণ লিঙ্গপরামর্শকে অনুমান স্বীকার করেন প্রাচীন নৈয়ায়িক। নব্যনৈয়ায়িক ব্যাপ্তিজ্ঞানকে করণ স্বীকার করেন। শুধু *করণমনুমানম্* এরকম লক্ষণ করলে করণ যেমন ব্যাপ্তিজ্ঞান সেরকম ইন্দ্রিয়ও করণ। এজন্য ইন্দ্রিয়েও লক্ষণসঙ্গতি হয়ে যাবে। তাই ইন্দ্রিয়ে অতিব্যাপ্তিবারণের জন্য লক্ষণে অনুমিতি পদ দিতে হবে। '*কুঠারেণ কাষ্ঠং দ্বৈধীভাবং কুর্যাত্*' এটি বিধিবাক্য। অর্থাৎ কুঠার দিয়ে কাঠকে দুভাগ করা হয়। যখন ছেদন করা হয় তখন সাধন কুঠারই হবে। ব্যাপার হবে কুঠারের উত্থান পতন। উত্থান পতনের চেতন হবে পুরুষ, যিনি কাঠ ছেদন

করেছেন। তিনি নিমিত্তকারণ। কুঠার ছেদনের প্রতি করণ। ছেদনক্রিয়ার প্রতি করণতা কুঠারে বিদ্যমান। এজন্য কুঠারে অতিব্যাপ্তি বারণের জন্য 'অনুমিতি' পদ দিতে হবে। অতএব পশ্চাৎ জ্ঞানের সাধনতা কুঠারে নেই। তাহলে 'মিতিকরণমনুমানম্' এরূপ লক্ষণ করব। মিতিকরণ অর্থাৎ জ্ঞানের করণ। তাহলে জ্ঞানের করণ তো প্রত্যক্ষও হয়ে যাবে। সেরকম উপমিতির (জ্ঞান) করণ সাদৃশ্যজ্ঞান, শাব্দবোধের (জ্ঞান) করণ পদজ্ঞানও হয়ে যাবে। অতএব প্রত্যক্ষ, উপমিতি ও শাব্দবোধে অতিব্যাপ্তি বারণের জন্য 'অনু' পদ দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ পশ্চাৎ জ্ঞানের সাধন দরকার। পশ্চাৎ জ্ঞানের সাধনতা অনুমানই হবে।

অনুমিতির লক্ষণে *তর্কসংগ্রহে* বলা হয়েছে – *পরামর্শজন্যং জ্ঞানমনুমিতিঃ*।[১৪] অনুমিতির করণ না জানলে অনুমিতির জ্ঞান হবে কি করে? জ্ঞান অনুমিতি বললে প্রত্যক্ষ, উপমিতি ও শাব্দজ্ঞানে অনুমিতি লক্ষণের আপত্তি হবে। তাই *পরামর্শজন্য* পদ দিতে হবে। *পরামর্শজন্যম্ অনুমিতি* – এরকম লক্ষণ করলে পরামর্শধ্বংসে অতিব্যাপ্তি হবে। তা বারণের জন্য জ্ঞান পদ দিতে হবে। ধ্বংস অভাব পদার্থ, জ্ঞান নয়। তাই *পরামর্শজন্যত্বে সতি জ্ঞানত্বম্ অনুমিতিত্বম্* – এইভাবে অনুমিতির লক্ষণ করতে হবে। এরকম লক্ষণ করলে পরামর্শ-অনুব্যবসায়ে অতিব্যাপ্তি হবে। কারণ পরামর্শ-অনুব্যবসায় পরামর্শজন্য এবং জ্ঞান। ব্যবসায়জন্য যে জ্ঞান তাকে আমরা অনুব্যবসায় বলি। *অয়ং ঘটঃ* – এরকম প্রত্যক্ষজ্ঞান হওয়ার পর *ঘটবিষয়কজ্ঞানবান্ অহম্* (ঘট ও ঘটত্ব বিষয়) এইরূপ অনুব্যবসায় হয়। এর পর *ঘটমহং জানামি* – এরূপ ব্যবসায়াত্মক প্রত্যক্ষ হয়। যেমন – *পর্বতো বহ্নিমান্ ধূমাত্ মহানসবত্*। এখানে হেতু ধূম। পঞ্চমী বিভক্ত্যন্ত বা তৃতীয়ান্ত পদ হেতু হবে। ধূমের দ্বারা বহ্নির সিদ্ধ করব না পর্বতের সিদ্ধ করব। পর্বত দৃষ্ট। ধূমের দ্বারা বহ্নির সিদ্ধি করব। বহ্নিকে যেখানে সিদ্ধ করব তাই পক্ষ। বহ্নির সাহচর্য ধূম এরূপ প্রত্যক্ষ মহানসে গ্রহণ করা হয়েছে। যেখানে যেখানে ধূম সেখানে সেখানে বহ্নি। *পক্ষঃ*

সাধ্যবান্ – এরকম অনুমিতির আকার হবে। *পর্বতো বহ্নিমান্* এই অনুমিতিজ্ঞানে বিষয় দুটো পর্বত ও বহ্নি। পরামর্শের আকার হল *সাধ্যব্যাপ্যহেতুমান্ পক্ষঃ* অর্থাৎ *বহ্নিব্যাপ্যধূমবান্ পর্বতঃ*। *পর্বতো বহ্নিমান্* – স্থলে সাধ্য বহ্নি, বহ্নিব্যাপ্যহেতু ধূম, তাদৃশ ধূমবান্ পক্ষ পর্বত। পরামর্শের বিষয় চারটি – বহ্নি, ব্যাপ্তি, ধূম ও পর্বত। এরূপ পরামর্শের পর যে অনুব্যবসায় হবে তা হল – *বহ্নিব্যাপ্যধূমবান্ অয়ং পর্বতঃ এতদ্বিষয়কজ্ঞানবান্ অহম্।* পরামর্শের বিষয় চারটি এবং পরামর্শ-অনুব্যবসায়ের বিষয়ও চারটি। পরামর্শের বিষয়ে হেতু বিদ্যমান এবং পরামর্শ-অনুব্যবসায়ের বিষয়েও হেতু বিদ্যমান। কিন্তু আমাদের হেতুর অবিষয়কত্ব দরকার। পরামর্শজন্য যেমন অনুমিতি সেরূপ পরামর্শজন্য পরামর্শধ্বংসও হয়। তাই পরামর্শধ্বংসে অনুমিতিলক্ষণের আপত্তি হবে। তাই পরামর্শধ্বংসে অতিব্যাপ্তি বারণের জন্য *হেত্ববিষয়ক* পদ পরামর্শের বিশেষণরূপে দিতে হবে। অতএব অনুমিতির লক্ষণ হবে – *হেত্ববিষয়কত্বে সতি পরামর্শজন্যত্বে সতি জ্ঞানত্বম্ অনুমিতিত্বম্*। *পর্বতো বহ্নিমান্* এই অনুমিতিতে পর্বত ও বহ্নি বিষয়। এখানে ধূম বিষয় নয়। ধূম হেতু। এজন্য হেতুর অবিষয়ক পরামর্শজন্য জ্ঞানকে অনুমিতি বলতে হবে।

*তত্ত্বচিন্তামণি*কারের মতে – *ব্যাপ্তিবিশিষ্টপক্ষধর্মতাজ্ঞানজন্যং জ্ঞানমনুমিতিঃ*।[১৫] ব্যাপ্তিবিশিষ্ট-পক্ষধর্মতাজ্ঞান হল পরামর্শ। '*পরামর্শে সতি জ্ঞানত্বম্*' এরকম লক্ষণ করলে সংশয়োত্তর প্রত্যক্ষে অতিব্যাপ্তি হবে। প্রত্যক্ষে অনুমিতিলক্ষণের আপত্তি হবে। তাহলে তার পরিহার কিভাবে সম্ভব? কারণ প্রত্যক্ষেও পরামর্শজন্যত্ব থাকে। সংশয়োত্তর প্রত্যক্ষে সংশয় কি তা জানতে হবে। অযথার্থ জ্ঞান তিন প্রকার – সংশয়, বিপর্যয় ও তর্ক। *একস্মিন্ ধর্মিণি বিরুদ্ধনানাধর্মবৈশিষ্ট্যাবগাহিজ্ঞানং সংশয়ঃ*।[১৬] অর্থাৎ এক ধর্মী পর্বতে যদি বিরুদ্ধ ধর্ম অর্থাৎ বহ্নি ও বহ্ন্যভাব উভয়প্রকারক জ্ঞান হয় তাহলে '*পর্বতো বহ্নিমান্ ন বা*' এরকম সংশয় হয়। সংশয় হল অপ্রমা। অপ্রমার প্রতি দোষজ্ঞান কারণ। সেরকম

দূরত্বাদি দোষের কারণে '*অয়ং স্থাণুর্ন বা পুরুষঃ* এরকম সংশয় হয়। সংশয়ের আকারে কোথাও কোথাও ভেদ আছে – '*অয়ং স্থাণু পুরুষো বা, অয়ং পুরুষো ন বা, অয়ং স্থাণুর্ন বা পুরুষঃ*। সমানাকারক উচ্চতা স্থাণু এবং পুরুষ দুইয়ে বিদ্যমান। কিন্তু দূরত্বের কারণে '*অয়ং স্থাণুর্ন বা পুরুষঃ* এরকম সংশয় উৎপন্ন হচ্ছে। এই সংশয়ের পর '*পুরুষত্বব্যাপ্যকরাদিমান্ অয়ম্* এরকম পরামর্শ হল। অর্থাৎ এককোটির জ্ঞান হল। এখানে দুই কোটি আছে – স্থাণুত্ব কোটি ও পুরুষত্ব কোটি। পরামর্শের পর '*অয়ং পুরুষঃ* এরকম প্রত্যক্ষজ্ঞান হয়ে থাকে। অর্থাৎ প্রথমক্ষণে দূরত্বাদিদোষের কারণে '*অয়ং স্থাণুর্ন বা পুরুষঃ* এরকম সংশয় হয়। দ্বিতীয়ক্ষণে '*পুরুষত্বব্যাপ্যকরাদিমান্ অয়ম্* এরকম পরামর্শ জ্ঞান হল। তৃতীয়ক্ষণে '*অয়ং পুরুষঃ* এরকম প্রত্যক্ষ হল। এরকম অবস্থাতেও পরামর্শজন্য হয়ে গেল। এজন্য পরামর্শজন্যত্ব প্রত্যক্ষে চলে গেল। তাই প্রত্যক্ষে অতিব্যাপ্তি হল। এখানে একটি প্রশ্ন হল সংশয়োত্তর প্রত্যক্ষে পরামর্শজন্যত্ব থাকলেও তাকে অনুমিতি মানলে আপত্তি কোথায়? আমরা জানি প্রমা চার প্রকার – প্রত্যক্ষ, অনুমিতি, উপমিতি ও শাব্দ। প্রমাত্বরূপে স্বীকার করে নেব। আলাদা স্বীকার করার কী দরকার? কারণবৈচিত্র্য হেতু আলাদা স্বীকার করি। প্রত্যক্ষের পর '*সাক্ষাৎকরোমি*' এরকম অনুব্যবসায় হয়। অনুমিতির পর '*অনুমিনোমি*' এরকম অনুব্যবসায় হয়। উপমিতির পর '*উপমিনোমি*' এরকম অনুব্যবসায় হয়। শাব্দবোধের পর '*শাব্দয়ামি*' এরকম অনুব্যবসায় হয়। অনুব্যবসায়ের বৈচিত্র্যের কারণে ব্যবসায় পৃথক্ পৃথক্ স্বীকার করতেই হবে। এজন্য '*পুরুষত্বব্যাপ্যকরাদিমান্ অয়ম্* এরূপ পরামর্শের অব্যবহিত পর যে জায়মান '*অয়ং পুরুষঃ* এরকম প্রত্যক্ষ হয়। অনুমিতির অব্যবহিত পর '*অনুমিনোমি*' অনুব্যবসায় হয়। এরকম অনুব্যবসায়ের তাহলে অপলাপ হয়ে যাবে। এজন্য '*পুরুষত্বব্যাপ্যকরাদিমান্ অয়ম্* এরূপ জ্ঞানের পর '*অয়ং পুরুষঃ* যে প্রত্যক্ষ, সেই প্রত্যক্ষ কখনও অনুমিতি হতে পারবে

না। প্রত্যক্ষে পরামর্শ চলে যাওয়ার জন্য অতিব্যাপ্তি হবে। '*অয়ং পুরুষঃ* এরূপ অনুমিতি হবে না। স্থাণু হল বক্রকোটরাদিমান্। কোটর হল শাখা। চিন্তামণিকার লক্ষণে পরামর্শের জায়গায় পক্ষধর্মতা দিয়েছেন। দীপিকাকার পক্ষতাসহকৃতপরামর্শ বলেছেন। *পক্ষতাসহকৃতপরামর্শজন্যং জ্ঞানমনুমিতিঃ*।[১৭] অর্থাৎ পক্ষতা সহকৃত যে পরামর্শজ্ঞান, তাদৃশ পরামর্শজন্য জ্ঞানকে অনুমিতি বলে। পক্ষতাবিশিষ্ট হতে হবে পরামর্শ। '*পর্বতো বহ্নিমান্ ধূমাত্*' স্থলে ব্যাপ্তিজ্ঞান করণ, পরামর্শ ব্যাপার। '*পর্বতো বহ্নিমান্* হল অনুমিতি। *বহ্নিব্যাপ্যধূমঃ* এরকম ব্যাপ্তিস্মরণ হয়। পর্বতীয় ধূমদর্শনের পর মহানসীয় ধূমের ব্যাপ্তিস্মরণ হয়। তারপর '*বহ্নিব্যাপ্যধূমবান্ অয়ম্*' এরকম পরামর্শ হয়। পরামর্শের পর *পর্বতো বহ্নিমান্* এরূপ অনুমিতি হয়। প্রথমক্ষণে লিঙ্গদর্শন অর্থাৎ ধূমদর্শন, দ্বিতীয়ক্ষণে ব্যাপ্তিস্মরণ, তৃতীয়ক্ষণে পরামর্শ এবং চতুর্থক্ষণে অনুমিতি – এরূপ নৈয়ায়িকদের স্থিতি। *বহ্নিব্যাপ্যধূমবান্ পর্বতঃ* – এরূপ পরামর্শকালে ইন্দ্রিয়সন্নিকর্ষ হয়ে গেলে অনুমিতি হবে না। প্রত্যক্ষপ্রমাণ সমস্ত প্রমাণের মধ্যে বলবান্ বলে অনুমিতি হতে দেবে না। *বহ্নিব্যাপ্যধূমবান্ পর্বতঃ* – এরূপ পরামর্শকালে যদি সিদ্ধি (সাধ্যবত্তানিশ্চয়) হয়, তাহলে *পর্বতো বহ্নিমান্* এরূপ প্রত্যক্ষ হয়। প্রত্যক্ষ হয়ে গেলে তো আর অনুমিতি হতে পারবে না। এজন্য অনুমিতি সিদ্ধ করতে গেলে সিষাধয়িষাকে পক্ষতারূপে স্বীকার করতে হবে।

১.১.০ পক্ষতা : পরামর্শলক্ষণের ঘটক ব্যাপ্তিজ্ঞান ও পক্ষধর্মতাজ্ঞান। ব্যাপ্তিজ্ঞানের পর পক্ষধর্মতার জ্ঞান হয়। *তত্ত্বচিন্তামণি*কার তাই ব্যাপ্তিনিরূপণের পর পক্ষধর্মতার নিরূপণ করেছেন – *ব্যাপ্ত্যনন্তরং পক্ষধর্মতা নিরূপ্যতে*।[১৮] অর্থাৎ ব্যাপ্তির স্বরূপ নিরূপণ করে পক্ষধর্মতার নিরূপণ আরম্ভ করছেন। একপদার্থের নিরূপণ করার পর অপর পদার্থের নিরূপণ করতে গেলে তাদের মধ্যে সঙ্গতি থাকা দরকার। কারণ জিজ্ঞাসিত না হয়ে যেমন কোনো কিছু বলা উচিত নয় সেরকম সঙ্গতি ছাড়া অপ্রয়োজনীয় কথা বলা উচিত নয়।

দীধিতিকারের মতে এককার্যানুকূলসঙ্গতি হয়েছে।[১৯] অনুমিতির যে স্বরূপ বা লক্ষণ (অনুমিতিরূপ কার্য) তার প্রতি কারণ পরামর্শ। অতএব পরামর্শ সাক্ষাৎ জনক। জনকতা পরামর্শে থাকবে। জনকতাবচ্ছেদক ব্যাপ্তি ও পক্ষধর্মতা। অনুকূলত্ব হল জনকজনকতাবচ্ছেদকসাধারণ। জনক ও জনকতাবচ্ছেদকের বোধ করায়। পরামর্শজ্ঞানের বিশেষণ অবচ্ছেদক ব্যাপ্তিবিশিষ্টপক্ষধর্মতা। অনুমানের প্রামাণ্য নিরূপণ করার পর ব্যাপ্তিনিরূপণ করা হয়েছে উপোদ্ঘাত সঙ্গতিতে। যদি পরামর্শের পর পক্ষধর্মতা নিরূপণ করা হয় তাহলে উপোদ্ঘাত সঙ্গতি হবে। পরামর্শের উপপাদকত্ব ব্যাপ্তি ও পক্ষধর্মতাতে আছে। আর যদি ব্যাপ্তির পর পক্ষধর্মতা নিরূপণ করা হয় তাহলে এককার্যানুকূলত্ব সঙ্গতি। পক্ষে ধর্মত্বং যস্যাঃ সা = পক্ষধর্মতা। পক্ষে থাকে পক্ষতা, পক্ষধর্মতা, পক্ষবৃত্তিতা (পর্যায়বাচী শব্দ)। পক্ষ শব্দের উত্তর স্বার্থিক তল্-প্রত্যয় করা হয়েছে। সাধ্যসন্দেহকে পক্ষ বলে।[২০] *পর্বতো বহ্নিমান্ ন বা* এই সাধ্যসংশয় হল পক্ষতা। *ন্যায়ভাষ্য*কার বাৎস্যায়ন বলেছেন – *নানুপলব্ধে ন নির্ণীতেঽর্থে ন্যায়ঃ প্রবর্ততে, কিং তর্হি? সংশয়িতেঽর্থে।*[২১] সাধ্যের সংশয় যেখানে হবে সেখানে অনুমিতিসাধনে প্রবৃত্তি হয়ে যাবে। নব্যনৈয়ায়িকরা বলেন সাধ্যসংশয়কে পক্ষতা মানা যাবে না।[২২] *পর্বতো বহ্নিমান্ ধূমাত্* – স্থলে *বহ্নিমান্ ন বা* এরকম সংশয় থাকলেও অনুমিতি হয়ে যায়। তাহলেও *ইদং গগনং মেঘবদ্ ঘনগর্জনাত্* – স্থলে আকাশে মেঘ দেখলে *গগনং মেঘবদ্ ন বা* এরকম সংশয় হয় না, কিন্তু বিনা সংশয়ে অনুমিতি হয়ে যাবে। অতএব সাধ্যসংশয় পক্ষতা মানা যাবে না। তাহলে ইচ্ছাকে পক্ষতা মানা হোক। ইচ্ছা = সিষাধয়িষা = সাধয়িতুম্ ইচ্ছা। ইচ্ছা বলবতী। তাহলে সিষাধয়িষাকে পক্ষতা স্বীকার করব। যেখানে ধূম দেখা যাচ্ছে সেখানে বহ্নি দেখা গেলেও যদি ইচ্ছা থাকে তাহলে অনুমিতি হয়ে যাবে। *পর্বতে বহ্ন্যনুমিতির্মে জায়তাম্* – ইচ্ছা। গগনে মেঘানুমিতি হোক এরকম ইচ্ছা নেই, তা সত্ত্বেও অনুমিতি হয়ে যাবে। বিনা

ইচ্ছাতেই অনুমিতি হয়ে গেল। তাই ইচ্ছাকে পক্ষতা স্বীকার করা যাবে না।

নিয়ম আছে – *প্রত্যক্ষপরিকল্পিতমপ্যর্থম্ অনুমানেন বুভুৎস্যন্তে তর্করসিকাঃ*। নৈয়ায়িকেরা অনুমানের দ্বারা সমস্ত পদার্থের সিদ্ধ করেন। আর বৈয়াকরণেরা শব্দসাধুত্ব করেন। সাহিত্যিকেরা শুষ্কবৃক্ষেও রস আস্বাদন করেন। পরামর্শকালেই যদি বহ্নির প্রত্যক্ষ হয়ে যায় তাহলে অনুমিতি হবে না। অনুমিতি করতে হলে সিষাধয়িষা আনতেই হবে। নিশ্চয় হয়ে গেলে সংশয় হয় না। নিশ্চয়ের কারণ গুণ। আর সংশয়ের কারণ দোষ। চন্দ্রকান্তমণি আছে আর লাঠি ও বহ্নি আছে – দাহ হবে না। অতএব চন্দ্রকান্তমণি প্রতিবন্ধক। *কারণীভূতাভাবপ্রতিযোগিত্বং প্রতিবন্ধকত্বম্*। কিন্তু চন্দ্রকান্তমণি আছে আবার সূর্যকান্তমণিও আছে – দাহ হবে। চন্দ্রকান্তমণির প্রতিবন্ধক সূর্যকান্তমণি। প্রতিবন্ধকের প্রতিবন্ধককে উত্তেজক বলে। *প্রতিবন্ধকসমানকালীনত্বম্ উত্তেজকত্বম্*। অর্থাৎ প্রতিবন্ধকের সমানকালে যদি কার্য উৎপন্ন করায় তাহলে তা উত্তেজক। অতএব সূর্যকান্তমণির (উত্তেজক) অভাববিশিষ্ট চন্দ্রকান্তমণি (সিদ্ধি) প্রতিবন্ধক। কেবল চন্দ্রকান্তমণি নয়। যদি শুধু চন্দ্রকান্তমণি প্রতিবন্ধক মানা হয় তাহলে যেখানে চন্দ্রকান্তমণি ও সূর্যকান্তমণি দুই বিদ্যমান সেখানে দাহকার্য হয়। অতএব প্রতিবন্ধক চন্দ্রকান্তমণি থাকা সত্ত্বেও কার্য হয়। আরও উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে – ছাতা আছে সেইসময় বৃষ্টি হচ্ছে – ঘট উৎপন্ন হবে। তাহলে ছাতা উত্তেজক। আবার ছাতা নেই সেইসময় বৃষ্টি হচ্ছে – ঘট উৎপন্ন হবে না। এখানে বৃষ্টি প্রতিবন্ধক। অতএব প্রত্যক্ষ (সিদ্ধি) থাকলেও সিষাধয়িষা (উত্তেজক) থাকলে অনুমিতি হবে।

যেখানে সিদ্ধি আছে সিষাধয়িষাও আছে সেখানে অনুমিতি হয়। কেবল সিদ্ধি প্রতিবন্ধক নয়, কিন্তু সিষাধয়িষাবিরহবিশিষ্ট সিদ্ধি প্রতিবন্ধক। সেই প্রতিবন্ধকের অভাবই

(সিষাধয়িষাবিরহবিশিষ্টসিদ্ধ্যভাব) কারণ অনুমিতির প্রতি। সিদ্ধির বিশেষণ সিষাধয়িষাবিরহ। তাই *ভাষাপরিচ্ছেদ*কার বলেছেন –

সিষাধয়িষয়া শূন্যা সিদ্ধির্যত্র ন বিদ্যতে।
স পক্ষস্তত্র বৃত্তিত্বজ্ঞানাদনুমিতির্ভবেত্।।[২৩]

সিষাধয়িষাবিরহবিশিষ্টসিদ্ধি যেখানে থাকে না তা পক্ষ। পক্ষে সিষাধয়িষাবিরহবিশিষ্টসিদ্ধ্যভাব থাকে। সেটাই পক্ষতা। অন্নংভট্ট বলেছেন - *সিষাধয়িষাবিরহবিশিষ্টসিদ্ধ্যভাবঃ পক্ষতা*।[২৪] যেখানে সূর্যকান্তমণি ও চন্দ্রকান্তমণি দুই আছে সেখানে দাহ কি করে হবে? সেজন্য তিনটি বিশিষ্টাভাব কল্পনা করা হয়েছে –

১) বিশেষণাভাবপ্রযুক্ত বিশিষ্টাভাব।
২) বিশেষ্যাভাবপ্রযুক্ত বিশিষ্টাভাব।
৩) উভয়াভাবপ্রযুক্ত বিশিষ্টাভাব।

১) বিশেষণাভাবপ্রযুক্ত বিশিষ্টাভাব : যেখানে চন্দ্রকান্তমণি আছে সূর্যকান্তমণিও আছে সেখানে দাহ হবে। এখানে সূর্যকান্তমণির অভাব (বিশেষণ) আর চন্দ্রকান্তমণির অভাব (বিশেষ্য)। অতএব বিশেষণাভাবপ্রযুক্ত বিশিষ্টাভাব।

সূর্যকান্তমণির অভাব — চন্দ্রকান্তমণি (প্রতিবন্ধক) – বিশেষণের অভাব আছে।
বিশেষণ — বিশেষ্য

সিষাধয়িষাবিরহ — সিদ্ধি (প্রতিবন্ধক) – বিশেষণের অভাব আছে।
বিশেষণ — বিশেষ্য

পরামর্শ থাকলেও অনুমিতির প্রতিবন্ধক সিদ্ধি (প্রত্যক্ষ)। সাধ্যবত্তানিশ্চয় সিদ্ধি। সিদ্ধি একপ্রকার প্রতিবন্ধক। প্রতিবন্ধক থাকলেও উত্তেজক থাকলে অনুমিতি হবে। এখানে

অনুমিতি কীভাবে হবে এরকম আপত্তি এসে যায়। কারণ আমরা প্রতিবন্ধকাভাবকে কারণ স্বীকার করি। তাহলে যেখানে প্রতিবন্ধক আছে আর উত্তেজকও আছে সেখানে কার্য কিভাবে হবে? কারণ না থাকলে কার্য কিভাবে হবে? সেজন্য সিষাধয়িষাবিরহ সিদ্ধির বিশেষণ দেওয়া হল।

পর্বতো বহ্নিমান্ ধূমাত্ – এখানে ধূমদর্শন, ব্যাপ্তিস্মরণ, বহ্নিব্যাপ্যধূমবান্ পর্বত – এরূপ সিদ্ধ্যাত্মক পরামর্শও বিদ্যমান। সেইকালে (অনন্তর) *পর্বতে বহ্ন্যনুমিতির্মে জায়তাম্* এই ইচ্ছা যদি হয় তাহলে অনুমিতি হবে। প্রথমক্ষণ – ধূমদর্শন, দ্বিতীয়ক্ষণ – ব্যাপ্তিস্মরণ, তৃতীয়ক্ষণ – বহ্নিব্যাপ্যধূমবান্ পর্বত (সিদ্ধ্যাত্মক পরামর্শ), চতুর্থক্ষণ – সিষাধয়িষা, পঞ্চমক্ষণ – অনুমিতি। সিষাধয়িষা আছে, কিন্তু বিশেষণ (সিষাধয়িষাবিরহ) নেই। এটা হল বিশেষণাভাবপ্রযুক্ত বিশিষ্টাভাব।

২) বিশেষ্যাভাবপ্রযুক্ত বিশিষ্টাভাব : যেখানে সূর্যকান্তমণি নেই আবার চন্দ্রকান্তমণিও নেই সেখানে দাহ হবে। এখানে চন্দ্রকান্তমণির অভাব (বিশেষ্য) আছে এবং সূর্যকান্তমণির অভাব (বিশেষণ) আছে। অতএব বিশেষ্যাভাবপ্রযুক্ত বিশিষ্টাভাব।

সূর্যকান্তমণির অভাব — চন্দ্রকান্তমণি (প্রতিবন্ধক) – বিশেষ্যের অভাব আছে।
বিশেষণ — বিশেষ্য

সিষাধয়িষাবিরহ — সিদ্ধি (প্রতিবন্ধক) – বিশেষ্যের অভাব আছে।
বিশেষণ — বিশেষ্য

যেখানে সিষাধয়িষা নেই এবং সিদ্ধিও নেই সেখানে হবে বিশেষ্যাভাবপ্রযুক্ত বিশিষ্টাভাব। সিষাধয়িষা নেই মানে সিষাধয়িষাবিরহ (বিশেষণ) বিদ্যমান, সিদ্ধি (বিশেষ্য) নেই মানে সিদ্ধ্যভাব বিদ্যমান।

৩) উভয়াভাবপ্রযুক্ত বিশিষ্টাভাব : যেখানে চন্দ্রকান্তমণি নেই কিন্তু সূর্যকান্তমণি আছে সেখানে দাহ হবে। এখানে সূর্যকান্তমণির অভাব (বিশেষণ) নেই এবং চন্দ্রকান্তমণির অভাব (বিশেষ্য) আছে। অতএব এটি উভয়াভাবপ্রযুক্ত বিশিষ্টাভাব।

সূর্যকান্তমণির অভাব — চন্দ্রকান্তমণি (প্রতিবন্ধক) – উভয়াভাব আছে।
বিশেষণ — বিশেষ্য

সিষাধয়িষাবিরহ — সিদ্ধি (প্রতিবন্ধক) – উভয়াভাব আছে।
বিশেষণ — বিশেষ্য

যেখানে সিষাধয়িষা আছে সিদ্ধি নেই, সেখানে উভয়াভাবপ্রযুক্ত বিশিষ্টাভাব।

এখন প্রশ্ন হয় সিষাধয়িষার আকার কীরকম হবে? *পর্বতো বহ্নিমান্ ধূমাত্* – স্থলে ইচ্ছার আকার হবে – *পর্বতে বহ্ন্যনুমিতির্মে জায়তাম্*।
পর্বতে বহ্নিম্ অনুমিনুয়াম্।
পর্বতে বহ্নিজ্ঞানং মে জায়তাম্।

এইসব ইচ্ছা (সিষাধয়িষা) শূন্য হতে হবে। পর্বতে বহ্নিমত্তানিশ্চয় হল সিদ্ধি। সেই সিদ্ধি যেখানে থাকে না তাকে পক্ষ বলে। তাহলে পক্ষে সিষাধয়িষাবিরহসিদ্ধ্যভাব থাকে। তাকেই পক্ষতা বলে। *ইদং গগনং মেঘবদ্ ঘনগর্জনাত্* – এই স্থলে ইচ্ছার আকার হবে – *গগনে মেঘানুমিতির্মে জায়তাম্*। ঘনগর্জন শুনে আমরা মেঘের অনুমান করি। কারণ না থাকলে যদি কার্য হয় তাহলে ব্যতিরেক ব্যভিচার দোষ হয়। যেমন নাস্তিকদের গ্রন্থে মঙ্গলাচরণ না থাকলে যদি সমাপ্তিরূপ কার্য হয় তাহলে ব্যতিরেক ব্যভিচার। এই ব্যতিরেক ব্যভিচার দোষের জন্য আমরা সিষাধয়িষাকে পক্ষতা স্বীকার করব না। *গগনং মেঘবন্ন বা* – এরূপ সাধ্যসন্দেহ না থাকলেও অনুমিতি হয়ে যাবে। অতএব সাধ্যসন্দেহ পক্ষতা হয়। যেখানে সিদ্ধি আছে, সেখানে সিষাধয়িষা না থাকলে অনুমিতি হবে না।

জ্ঞান আত্মবৃত্তিবিশেষগুণ ও তিনক্ষণ স্থায়ী। প্রথম ক্ষণে উৎপন্ন, দ্বিতীয় ক্ষণে স্থিতি, তৃতীয় ক্ষণে বিনাশ। কিন্তু অপেক্ষাবুদ্ধি চতুর্থক্ষণ স্থায়ী হয়। আকাশ ও আত্মার বিশেষগুণ অব্যাপ্যবৃত্তি ও ক্ষণিক। *ভাষাপরিচ্ছেদে*ও বলা হয়েছে –

দ্রব্যারম্ভশ্চতুর্ষু স্যাদথাকাশশরীরিণাম্।

অব্যাপ্যবৃত্তিঃ ক্ষণিকো বিশেষগুণ ইষ্যতে।।[২৫]

ন্যায়মতে তৃতীয়ক্ষণধ্বংসপ্রতিযোগিত্ব ক্ষণিকত্ব। বৌদ্ধমতে দ্বিতীয়ক্ষণধ্বংসপ্রতিযোগিত্ব ক্ষণিকত্ব। অনুমিতির কারণ ব্যাপ্তিজ্ঞান ও পরামর্শ, প্রতিবন্ধক সিদ্ধি (সাধ্যবত্তানিশ্চয়)।

ব্যাপ্তিজ্ঞান –– পরামর্শ –– অনুমিতি।

পরামর্শ – সিদ্ধি – সিষাধয়িষা = অনুমিতি হবে না। (অনুমিতির প্রকৃত কারণ পূর্বে থাকতে হবে)

সিদ্ধি –– সিষাধয়িষা –– পরামর্শ = অনুমিতি হবে।

সিষাধয়িষা –– সিদ্ধি –– পরামর্শ = অনুমিতি হবে না। (কারণ সিদ্ধি প্রতিবন্ধক)

অতএব অনুমিতির পূর্বক্ষণে কারণ থাকতে হবে, আর প্রতিবন্ধককে থাকা চলবে না। এছাড়া এককালে দুটো জ্ঞান উৎপন্ন হতে পারবে না। *ন্যায়সূত্রে* বলা হয়েছে – *যুগপজ্জ্ঞানানুৎপত্তিঃ মনসো লিঙ্গম্*।[২৬] বিশ্বনাথ বলেছেন –

অযৌগ্যপদ্যাদ্ জ্ঞানানাং তস্যাণুত্বমিহোচ্যতে।।[২৭]

মন অণুপরিমাণ। সুষুপ্তি অবস্থাতে মন পুরীতৎ নাড়ীতে প্রবেশ করে। বিভু পদার্থ হলে সমস্ত মূর্তদ্রব্যের সঙ্গে সংযোগ থাকবে। মন অণু বলে এককালে দুটো জ্ঞান উৎপন্ন করতে

পারবে না। যদি একক্ষণে দুটো জ্ঞান উৎপন্ন না হয়, তাহলে সিষাধয়িষাবিরহবিশিষ্ট সিদ্ধ্যভাব কি করে স্বীকার করব? সিষাধয়িষাবিরহ সিদ্ধির বিশেষণ কেন দেওয়া হল? উত্তরে বলতে হবে এমন স্থল আছে যেখানে দুটো জ্ঞান একসাথে উৎপন্ন হয়। অপেক্ষাবুদ্ধিতে বিশিষ্টবুদ্ধি উৎপন্ন হয়। বিশিষ্টবুদ্ধি হবে সিদ্ধ্যাত্মক পরামর্শ। সিদ্ধির দ্বারা ঘটিত পরামর্শ। অনুমিতির পূর্বে যেমন পরামর্শ থাকে সেরকম সিদ্ধিও থাকে, তাই অনুমিতি হবে না। কিন্তু সিদ্ধ্যাত্মক পরামর্শের অব্যবহিত পর যদি সিষাধয়িষা থাকে তাহলে অনুমিতি হবে। অনুমিতির পূর্বক্ষণে পরামর্শের সঙ্গে সিদ্ধি (প্রতিবন্ধক) ও সিষাধয়িষা (উত্তেজক) দুটোই থেকে যাওয়াতে অনুমিতি সম্পাদনের জন্য সিষাধয়িষাবিরহবিশিষ্টত্ব দিতে হবে। অতএব কেবল সিদ্ধি প্রতিবন্ধক নয়। সিষাধয়িষাবিরহবিশিষ্টসিদ্ধি প্রতিবন্ধক। *বহ্নিব্যাপ্যপর্বতো বহ্নিমান্ ধূমাত্* – এখানে ধূমদর্শন হল। তারপর *বহ্নিব্যাপ্যধূমবান্ পর্বতঃ* – পরামর্শ হল। পরামর্শের পর *পর্বতো বহ্নিমান্* – প্রত্যক্ষ হল। কিন্তু আমার ইচ্ছা হল – *পর্বতে ঘটানুমিতির্মে জায়তাম্*। এই ইচ্ছা উত্তেজিকা হবে না। ভিন্নবিষয়ক উত্তেজক হলে হবে না। সমানবিষয়ক উত্তেজক হতে হবে। অর্থাৎ তৎপক্ষক তৎসাধ্যকপ্রকারক অনুমিতিবিষয়িনী ইচ্ছা উত্তেজিকা হবে। *পর্বতো বহ্নিমান্ ধূমাত্* – স্থলে যদি বহ্নির প্রত্যক্ষসিদ্ধি থাকে, সেখানে প্রত্যক্ষবিষয়িনী ইচ্ছা উত্তেজক হবে। অর্থাৎ *পর্বতে বহ্ন্যনুমিতির্মে জায়তাম্* – এই ইচ্ছা *পর্বতো বহ্নিমান্* এই অনুমিতির প্রতি সিদ্ধিদশাতে উত্তেজিকা হবে। কিন্তু *পর্বতে ঘটানুমিতির্মে জায়তাম্* – এই ইচ্ছা উত্তেজিকা হবে না। *বহ্নিব্যাপ্যধূমবান্ পর্বতো বহ্নিমান্* – এটি সিদ্ধ্যাত্মক পরামর্শ। *ভূতলে বহ্ন্যনুমিতির্মে জায়তাম্* – এই ইচ্ছা উত্তেজিকা হবে না। কারণ বহ্নিবিষয়ক থাকলেও পর্বতবিষয়ক নেই। এইজন্য প্রকৃতপক্ষক এর কথা বলা হয়েছে। আবার *বহ্নিব্যাপ্যধূমবান্ পর্বতো বহ্নিমান্* – এই সিদ্ধ্যাত্মক পরামর্শদশাতে যদি

আলোকেন পর্বতে বহ্ন্যনুমিতির্মে জায়তাম্ – এরকম ইচ্ছা হয়, তাহলে এই ইচ্ছা উত্তেজিকা হবে না। ভিন্নলিঙ্গক উত্তেজিকা হবে না। সমানলিঙ্গক উত্তেজিকা হবে – *ধূমেন পর্বতে বহ্ন্যনুমিতির্মে জায়তাম্*। এই ইচ্ছা উত্তেজিকা কখন হবে, উত্তর হল যখন *পর্বতো বহ্নিমান্* – এই সিদ্ধি থাকবে।

পর্বতো বহ্নিমান্ আলোকাত্ – স্থলে ইচ্ছার আকার হল *আলোকেন পর্বতে বহ্ন্যনুমিতির্মে জায়তাম্*। *অয়ম্ আত্মা জ্ঞানাত্* – স্থলে ইচ্ছার আকার হল *জ্ঞানেন আত্মনি আত্মত্বপ্রকারকানুমিতির্মে জায়তাম্*। সেই কারণে সিদ্ধি, পরামর্শ থাকলেও যে কোনও জ্ঞান জন্মাক এরকম ইচ্ছা থাকলেও অনুমিতি হবে না। *বহ্নিব্যাপ্যধূমবান্ পর্বতো বহ্নিমান্* – এরকম প্রত্যক্ষ (সিদ্ধ্যাত্মক পরামর্শ) থাকলেও প্রত্যক্ষাতিরিক্ত জ্ঞান জন্মাক এরকম ইচ্ছা থাকলে অনুমিতি হবে। প্রত্যক্ষাতিরিক্ত বললে উপমিতি ও শাব্দ হতে পারে শুধু অনুমিতি কেন হবে? কিন্তু উপমিতি ও শাব্দের পূর্বক্ষণে পরামর্শ নেই। অনুমিতির অব্যবহিত পূর্বক্ষণে পরামর্শ আছে। এখানে পরামর্শ ধূমলিঙ্গক, কিন্তু যদি আলোকলিঙ্গক হয়, তাহলে অনুমিতি হবে না। কারণ ভিন্নলিঙ্গক ইচ্ছা উত্তেজিকা হবে না। অতএব *বহ্নিব্যাপ্যধূমবান্ পর্বতো বহ্নিমান্* – এই সিদ্ধ্যাত্মক পরামর্শ *পর্বতো বহ্নিমান্* এই অনুমিতির প্রতিবন্ধক। কিন্তু *বহ্নিব্যাপ্যধূমবান্ পর্বতো ঘটবান্* – এই সিদ্ধ্যাত্মক পরামর্শ *পর্বতো বহ্নিমান্* এই অনুমিতির প্রতিবন্ধক নয়। ভিন্নবিষয়ক সিদ্ধি ভিন্নবিষয়ক অনুমিতির প্রতিবন্ধক। এইসব দিক বিবেচনা করে গ্রন্থকারেরা পক্ষতার পরিষ্কার লক্ষণ করেছেন - তৎপক্ষক-তৎসাধ্যক-তদ্ধেতুকস্থলীয়-তৎপক্ষক-তৎসাধ্যক-তদ্ধেতুবিষয়কানুমিতিবিষয়িনি-ইচ্ছাবিরহবিশিষ্ট-তৎপক্ষক-তৎসাধ্যপ্রকারক-সিদ্ধ্যভাবঃ পক্ষতা। এখানে দুই প্রকার অনুমিতি দেখা যায় – পক্ষতাবচ্ছেদকাবচ্ছেদেনানুমিতি এবং পক্ষতাবচ্ছেদকসামানাধিকরণ্যেনানুমিতি। একটি ঘরের চারটি কোণ। যে কোনো একটি কোণে যদি বহ্ন্যনুমিতি হয় তাহলে তা

সামানাধিকরণ্য অনুমিতি। পর্বতে যদি পর্বতত্বপ্রকারকবিধেয় ভান হয় তখন পর্বতত্বরূপে অনুমিতি সামানাধিকরণ্যানুমিতি। আর পর্বতে যদি অবচ্ছেদকবিধেয় ভান হয় তখন অবচ্ছেদকানুমিতি।

এখন প্রশ্ন হয় এই দুটি অনুমিতির প্রতি কীরকম সিদ্ধি প্রতিবন্ধক? একদেশে দেখা বহ্নি – এর প্রতি সামানাধিকরণ্যানুমিতি প্রতিবন্ধক। সিদ্ধিও একদেশ হল। সামানাধিকরণ্যসিদ্ধি সামানাধিকরণ্যানুমিতির প্রতিবন্ধক। অবচ্ছেদক-সামানাধিকরণ্যানুমিতির প্রতি অবচ্ছেদকাবচ্ছেদেন সিদ্ধি প্রতিবন্ধক। সেরকম অবচ্ছেদকসামানাধিকরণ্য সিদ্ধিও প্রতিবন্ধক। অতএব অবচ্ছেদকাবচ্ছেদেনানুমিতির প্রতি অবচ্ছেদকাবচ্ছেদেন সিদ্ধি প্রতিবন্ধক। আর অবচ্ছেদকসামানাধিকরণ্যানুমিতির প্রতি অবচ্ছেদকসামানাধিকরণ্য ও অবচ্ছেদকাবচ্ছেদেন সিদ্ধি প্রতিবন্ধক। তাহলে পক্ষতার নিবেশকৃত লক্ষণ হল – *প্রকৃতপক্ষতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন-বিশেষ্যতানিরূপিত-প্রকৃতসাধ্যতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন-সাধ্যনিষ্ঠপ্রকারতানিরূপিত-প্রকৃতহেতুতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন-হেতুনিষ্ঠপ্রকারতাশালী অনুমিতিবিষয়িনীচ্ছাবিরহবিশিষ্ট-প্রকৃতপক্ষতাবচ্ছেদকা-বচ্ছিন্নবিশেষ্যতানিরূপিত-প্রকৃতসাধ্যতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নপ্রকারতাশালী যো সাধ্যবত্তা-নিশ্চয়সিদ্ধিঃ তস্যাঃ অভাবঃ পক্ষতা*। পরামর্শজন্য জ্ঞান যেমন অনুমিতিতে আছে সেরকম প্রত্যক্ষে চলে যাবে। যেমন দূর থেকে *অয়ং পুরুষো ন বা* – এরকম সংশয়ের পর *পুরুষত্বব্যাপ্যকরাদিমান্ অয়ম্* এরূপ পরামর্শাত্মক জ্ঞান হল। এখানে ইচ্ছা না থাকলে প্রত্যক্ষ হবে। কামিনীজিজ্ঞাসা সকল কার্যের প্রতিবন্ধক হয়। যদি সমানবিষয়কপ্রত্যক্ষসামগ্রী থাকে আর সমানবিষয়ক-অনুমিতিসামগ্রী থাকে সেখানে প্রত্যক্ষসামগ্রী বলবতী হয়। আবার যেখানে ভিন্নবিষয়কপ্রত্যক্ষসামগ্রী ও ভিন্নবিষয়ক-অনুমিতিসামগ্রী থাকে সেখানে অনুমিতিসামগ্রী বলবতী হয়। শাব্দবোধের ক্ষেত্রেও

সমানবিষয়কপ্রত্যক্ষসামগ্রী ও সমানবিষয়কশাব্দবোধসামগ্রী থাকে সেখানে প্রত্যক্ষসামগ্রী বলবতী হয়। আর ভিন্নবিষয়কপ্রত্যক্ষসামগ্রী ও ভিন্নবিষয়কশাব্দবোধসামগ্রী থাকলে শাব্দবোধসামগ্রী বলবতী হয়। আবার সমানবিষয়ক-অনুমিতিসামগ্রী ও সমানবিষয়ক-শাব্দবোধসামগ্রী থাকলে শাব্দবোধসামগ্রী বলবতী হয়।

অতএব আমরা দেখতে পাচ্ছি '*অয়ং স্থাণুর্ন বা পুরুষঃ* এরূপ সংশয়ের পর '*পুরুষত্বব্যাপ্যকরাদিমান্ অয়ম্*' পরামর্শ হল। কিন্তু সেখানে পক্ষতাসহকৃত নেই। এরূপ পরামর্শের পর '*পুরুষজ্ঞানং মে জায়তাম্*' এরকম ইচ্ছা না থাকলেও '*অয়ং পুরুষঃ* এরকম প্রত্যক্ষ হয়। এজন্য সিষাধয়িষাবিরহবিশিষ্ট সিদ্ধ্যভাব যে পক্ষতা, তাদৃশ পক্ষতাসহকৃত পরামর্শজন্য যে জ্ঞান তাই অনুমিতি হবে। প্রত্যক্ষে পক্ষতার কোনো ভূমিকা নেই। তাই প্রত্যক্ষ ও অনুমিতি কারণবৈচিত্র্যের জন্য '*অয়ং পুরুষঃ* এরকম আপত্তি দেওয়া যাবে না। তাহলে অনুমিতি লক্ষণের অতিব্যাপ্তির আপত্তি এসে যাবে। তাহলে অনুমিতির লক্ষণ হল – *সিষাধয়িষাবিরহসহকৃত-সিদ্ধ্যভাববিশিষ্টপরামর্শজন্যত্বে সতি জ্ঞানত্বম্ অনুমিতিত্বম্*। *'পরামর্শজন্যং জ্ঞানমনুমিতিঃ*[২৮] এরূপ লক্ষণ করার পর সংশয়ের অব্যবহিত পর জায়মান প্রত্যক্ষে পরামর্শজন্যত্ব হওয়ার কারণে প্রত্যক্ষে অনুমিতিলক্ষণের অতিব্যাপ্তি হবে। সেই অতিব্যাপ্তিবারণের জন্য 'পক্ষতাসহকৃতপরামর্শজন্যত্বে সতি জ্ঞানত্বমনুমিতিত্বম্' এরূপ লক্ষণ করতে হবে। এই লক্ষণের ঘটক পরামর্শের স্বরূপ কি হবে?

১.১.১ পরামর্শ: নব্যন্যায়মতে পরামর্শ হল ব্যাপার। *তজ্জন্যত্বে সতি তজ্জন্যজনকত্বং ব্যাপারত্বম্*। তৎ = ব্যাপ্তিজ্ঞান, ব্যাপ্তিজ্ঞানজন্য হল অনুমিতি, সেই অনুমিতির সাক্ষাৎ জনকতা পরামর্শে আছে। এজন্য পরামর্শ ব্যাপার। যেমন আমার জনকতা আমার পিতার

মধ্যে আছে, আবার পিতার জনকতা ঠাকুরদার মধ্যে আছে। ঠাকুরদার জন্যত্ব পরম্পরাসম্বন্ধে আমার মধ্যে আছে। *ভাষাপরিচ্ছেদে* পরামর্শের লক্ষণে বলা হয়েছে –

ব্যাপ্যস্য পক্ষবৃত্তিত্বধীঃ পরামর্শ উচ্যতে।[২৯]

ব্যাপ্যস্য অর্থাৎ ব্যাপ্তিবিশিষ্ট হেতুর পক্ষে থাকার জ্ঞান হল পরামর্শজ্ঞান। একেই শাস্ত্রকারেরা বলেছেন ব্যাপ্তিবিশিষ্টপক্ষধর্মতাজ্ঞান। বিশেষণীভূত এরকম ব্যাপ্তির দ্বারা বিশিষ্ট যে হেতু, সেই হেতুর পক্ষধর্মতার বা পক্ষবৃত্তিত্বের জ্ঞান হল পরামর্শ। পরামর্শ একটি বিশিষ্টজ্ঞান। এই বিশিষ্টজ্ঞানের দুটি বিষয় – ব্যাপ্তি ও পক্ষধর্মতা। প্রথমটি বিশেষণ বা প্রকার, দ্বিতীয়টি বিশেষ্য। তাই বিশেষণীভূত ব্যাপ্তির দ্বারা বিশিষ্ট যে পক্ষধর্মতাজ্ঞান তাই হল পরামর্শ। পরামর্শের লক্ষণে ব্যাপ্তিজ্ঞান প্রথমে পক্ষধর্মতাজ্ঞান পরে থাকলেও লক্ষণটিকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে প্রথমে পক্ষধর্মতার জ্ঞান হয়। যেমন পর্বতে ধূমদর্শনের সঙ্গে সঙ্গে *পর্বতো ধূমবান্* – এই পক্ষধর্মতাজ্ঞান হয়। যখন এই পক্ষধর্মতার জ্ঞান হচ্ছে তখন কিন্তু যত্র ধূম তত্র বহ্নি এরকম ব্যাপ্তির স্মরণ হয়নি। সুতরাং *পর্বতো ধূমবান্* এই পক্ষধর্মতাজ্ঞানে পক্ষ পর্বত বিশেষ্যরূপে, হেতু ধূম পর্বতের বিশেষণরূপে এবং ধূমত্ব ধূমের বিশেষণরূপে বিষয় হয়। বহ্নির ব্যাপ্তি ধূমের বিশেষণরূপে বিষয় হয় না। কারণ যখন *পর্বতো ধূমবান্* এইভাবে প্রথম পক্ষধর্মতাজ্ঞান উৎপন্ন হল তখন ব্যাপ্তির স্মরণ না হওয়ায় বহ্নিব্যাপ্তিটি এই সময় ধূমের বিশেষণরূপে বিষয় হতে পারে না। তারপর ব্যাপ্তিস্মরণ হয়, তদনন্তর পরামর্শজ্ঞান জন্মায়। পরামর্শজ্ঞানের আকার হল – *সাধ্যব্যাপ্যহেতুমান্ পক্ষঃ। পর্বতো বহ্নিমান্ ধূমাত্* – অনুমিতি স্থলে পরামর্শ হবে *বহ্নিব্যাপ্যধূমবান্ পর্বতঃ। পর্বতে বহ্নিব্যাপ্যঃ ধূমঃ* নয়। অতএব ব্যাপ্তিস্মরণের পর *বহ্নিব্যাপ্যধূমবান্ পর্বতঃ* এই পরামর্শজ্ঞানকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে এই জ্ঞানে পর্বত

বিশেষ্যরূপে, ধূম পর্বতের বিশেষণরূপে এবং বহ্নির ব্যাপ্তি ঐ ধূমের বিশেষণরূপে বিষয় হয়েছে। ব্যাপ্তিবিশিষ্টহেতু ধূম পক্ষ পর্বতের বিশেষণ হয়েছে। ঐ বিশেষণের দ্বারা বিশিষ্ট পর্বত। এইভাবে ব্যাপ্তিবিশিষ্টহেতুর পক্ষের সঙ্গে যে বৈশিষ্ট্য, সেই বৈশিষ্ট্যবিষয়ক জ্ঞানকেই পরামর্শজ্ঞান বলা হয়। পরামর্শ একপ্রকার বিশিষ্টবৈশিষ্ট্যাবগাহি জ্ঞান। কারণ বিশিষ্টবৈশিষ্ট্যাবগাহিজ্ঞানের প্রতি বিশেষণতাবচ্ছেদকপ্রকারকজ্ঞানকে কারণ স্বীকার করা হয়। যেমন – দণ্ডী বললে দণ্ডবান্ পুরুষ এরকম জ্ঞান হয়। *রক্তদণ্ডবান্ পুরুষঃ* – এখানে পুরুষ বিশেষ্য, বিশেষণ দণ্ড, দণ্ডের বিশেষণ রক্ত। রক্তত্বেন রক্তত্বপ্রকারক যতক্ষণ না উপস্থিত হয় ততক্ষণ পর্যন্ত রক্তবিশিষ্ট দণ্ড, পুনরায় দণ্ডকবৈশিষ্ট্য পুরুষ ভাসিত হয় না। এজন্য বিশিষ্টবৈশিষ্ট্যাবগাহি বুদ্ধির প্রতি বিশেষণতাবচ্ছেদকপ্রকারকজ্ঞান কারণ হয়। *'পর্বতো বহ্নিমান্ ধূমাত্'* – এরূপ অনুমিতিস্থলে *'বহ্নিব্যাপ্যধূমবান্ পর্বতঃ'* এরূপ পরামর্শস্থলে বহ্নিব্যাপ্তিবিশিষ্ট ধূম, সেই ধূমের বৈশিষ্ট্য পর্বতে ভাসিত হচ্ছে। পর্বতের বিশেষণ ধূম, ধূমের বিশেষণ বহ্নিব্যাপ্য। বিশেষণের বিশেষণকে বিশেষণতাবচ্ছেদক বলা হয়। বিশেষণতাবচ্ছেদক কারণ হয়।

পরামর্শজ্ঞানের আকার দুরকম ভাবে হতে পারে। *ন্যায়সিদ্ধান্তমুক্তাবলী*তে বলা হয়েছে – *তচ্চ পক্ষে ব্যাপ্য ইতি জ্ঞানং পক্ষো ব্যাপ্যবান্ ইতি জ্ঞানং বা।*[৩০] *পক্ষে ব্যাপ্যঃ* – এই জ্ঞানের বিষয়রূপে পক্ষ হল প্রকার বা বিশেষণ, ব্যাপ্য হল বিশেষ্য। ব্যাপ্যশব্দে প্রথমা বিভক্তি থাকায় তা জ্ঞানের বিশেষ্যরূপে বিষয় হয়েছে। অতএব *পর্বতো বহ্নিমান্ ধূমাত্* – এই অনুমিতিস্থলে পরামর্শের আকার হবে *পর্বতে বহ্নিব্যাপ্যধূমঃ*। দ্বিতীয় প্রকারের পরামর্শের আকার হল – *পক্ষো ব্যাপ্যবান্*। এই জ্ঞানে ব্যাপ্য হল প্রকার, পক্ষ হল বিশেষ্য। পক্ষশব্দে প্রথমা বিভক্তি থাকায় তা জ্ঞানের বিশেষ্যরূপে বিষয় হয়েছে। অতএব *পর্বতো বহ্নিমান্ ধূমাত্* – এই অনুমিতিস্থলে পরামর্শের আকার হবে *পর্বতো*

বহ্নিব্যাপ্যধূমবান্। অতএব পরামর্শজ্ঞান দুই প্রকার দেখতে পাওয়া যাচ্ছে - ব্যাপ্যবিশেষ্যক ও পক্ষবিশেষ্যক। যে পরামর্শে ব্যাপ্তিবিশিষ্টহেতু (ব্যাপ্য) বিশেষ্যরূপে জ্ঞানের বিষয় হয় তাকে ব্যাপ্যবিশেষ্যক পরামর্শজ্ঞান বলে। যেমন – *পর্বতে বহ্নিব্যাপ্যধূমঃ*। আর যে পরামর্শে পক্ষ বিশেষ্যরূপে জ্ঞানের বিষয় হয় তাকে পক্ষবিশেষ্যক পরামর্শজ্ঞান বলে। যেমন – *পর্বতো বহ্নিব্যাপ্যধূমবান্*। এখানে আপত্তি তুলেছেন আচার্য বিশ্বনাথ। যদি দুই প্রকার পরামর্শকেই অনুমিতির কারণ বলা হয় তাহলে *পক্ষে ব্যাপ্যঃ* এই পরামর্শজ্ঞানজন্য অনুমিতিতে *পক্ষো ব্যাপ্যবান্* এই পরামর্শজ্ঞানের অভাববশত পুনরায় *পক্ষো ব্যাপ্যবান্* এই পরামর্শজ্ঞানজন্য অনুমিতিতে *পক্ষে ব্যাপ্যঃ* এরূপ পরামর্শজ্ঞানের অভাববশত পরস্পর ব্যভিচার হওয়ার জন্য কোনও পরামর্শই অনুমিতির প্রতি কারণ হতে পারবে না। প্রাচীনপন্থীরা মনে করেন – *পর্বতে বহ্নিব্যাপ্যধূমঃ* এরূপ পরামর্শজ্ঞান থেকে *পর্বতে বহ্নিঃ* এরকম অনুমিতি উৎপন্ন হবে। আবার *পর্বতো বহ্নিব্যাপ্যধূমবান্* এরূপ পরামর্শজ্ঞান থেকে *পর্বতো বহ্নিমান্* এরকম অনুমিতি উৎপন্ন হবে। কারণস্বরূপ দুটি ভিন্ন ভিন্ন পরামর্শ থেকে কার্যস্বরূপ দুটি ভিন্ন ভিন্ন অনুমিতি উৎপন্ন হওয়ায় তৃণারণিমণিন্যায়ে পৃথক্ পৃথক্ কার্যকারণভাব কল্পিত হওয়ার ফলে ব্যতিরেকব্যভিচার হল না।

কিন্তু নব্যনৈয়ায়িকদের মতে দুই প্রকার পরামর্শ থেকেই *পক্ষঃ ব্যাপ্যবান্ (সাধ্যবান্)* এরকম অনুমিতিজ্ঞান উৎপন্ন হয়। পক্ষে ব্যাপ্যঃ (সাধ্যঃ) এরকম অনুমিতি জন্মায় না। তাদের মতে ব্যাপ্য এবং পক্ষ এই দুটোরই বৈশিষ্ট্যাবগাহী নিশ্চয়াত্মক জ্ঞানরূপে অনুমিতির প্রতি পরামর্শজ্ঞান কারণ। উপরিউক্ত দুই ধরণের পরামর্শজ্ঞানে ব্যাপ্য এবং পক্ষ এই উভয়েরই বৈশিষ্ট্যাবগাহী নিশ্চয়াত্মক জ্ঞানত্ব আছে। অতএব সেইভাবে নিশ্চয়াত্মক জ্ঞানরূপে দুই প্রকার পরামর্শের মধ্যে যে কোনো একটি পরামর্শজ্ঞান

অনুমিতির কারণ হতে পারে। কিন্তু দুই প্রকার পরামর্শ অনুমিতির কারণ হলেও কারণতার অবচ্ছেদক ধর্ম কিন্তু একটিই হবে, দুটি হবে না। ব্যাপ্য ও পক্ষ এই উভয়ের বৈশিষ্ট্যাবগাহী নিশ্চয়ত্ব হল কারণতার অবচ্ছেদক ধর্ম, যা দুই প্রকার পরামর্শের মধ্যে সাধারণ ধর্ম হিসাবে রয়েছে। অতএব পক্ষপ্রকারক ব্যাপ্যবিশেষ্যক পরামর্শ থেকে যখন অনুমিতিজ্ঞান জন্মায় তখন ব্যাপ্যপ্রকারক পক্ষবিশেষ্যক পরামর্শজ্ঞান না থাকলেও ব্যাপ্য ও পক্ষ এই উভয়ের বৈশিষ্ট্যাবগাহী নিশ্চয়াত্মক পরামর্শজ্ঞান আছে। আবার ব্যাপ্যপ্রকারক পক্ষবিশেষ্যক পরামর্শ থেকে যখন অনুমিতিজ্ঞান জন্মায় তখন পক্ষপ্রকারক ব্যাপ্যবিশেষ্যক পরামর্শজ্ঞান না থাকলেও ব্যাপ্য ও পক্ষ এই উভয়ের বৈশিষ্ট্যাবগাহী নিশ্চয়াত্মক পরামর্শজ্ঞান থাকায় ব্যতিরেক ব্যভিচার হয় না। বিশ্বনাথ ন্যায়পঞ্চানন এখানে নবীন মতকেই সমর্থন করেছেন – *দ্বিবিধাদপি পরামর্শাত্ পক্ষঃ সাধ্যবান্ ইত্যেব অনুমিতিরন্যো*।[৩১] *পক্ষে ব্যাপ্যঃ* (*পর্বতে বহ্নিঃ*) এবং *পক্ষো ব্যাপ্যবান্* (*পর্বতো বহ্নিমান্*) – এরকম দুটি পৃথক্ পৃথক্ অনুমিতিজ্ঞানের উৎপত্তি হবে না। কারণ *পক্ষো ব্যাপ্যবান্* (*পক্ষঃ সাধ্যবান্*) এরকম জ্ঞানই লোকসমাজে প্রচলিত, *পক্ষে ব্যাপ্যঃ* এরকম জ্ঞান লোকে প্রচলিত নয়।

পরামর্শজ্ঞানের আবশ্যকতা আছে কিনা এবিষয়ে বিশ্বনাথ ন্যায়পঞ্চানন পূর্বপক্ষীয় মতের বিশেষ করে প্রভাকরমীমাংসক এবং অদ্বৈতবেদান্তীদের মত উপস্থাপিত করেছেন।[৩২] অনুমিতির প্রতি পরামর্শজ্ঞানকে করণ বা কারণ কোনোটাই বলা যাবে না। কারণ *বহ্নিব্যাপ্যধূমবান্ পর্বতঃ* এরকম পরামর্শজ্ঞান ছাড়াই যখন *পর্বতো ধূমবান্* এরকম প্রত্যক্ষাত্মক পক্ষধর্মতাজ্ঞান এবং *বহ্নিব্যাপ্যধূমঃ* এরকম স্মরণাত্মক ব্যাপ্তিজ্ঞান জন্মায়, তখন দুটো জ্ঞান থেকেই অনুমিতি উৎপন্ন হবে। অতএব ব্যাপ্তিবিশিষ্টবৈশিষ্ট্যাবগাহী যে পরামর্শজ্ঞান তা সর্বত্র অনুমিতির প্রতি কারণ নয়। *বহ্নিব্যাপ্যধূমবান্ পর্বতঃ* এই

পরামর্শজ্ঞানে পর্বত বিশেষ্য, ব্যাপ্তিবিশিষ্টধূম পর্বতের বিশেষণ এবং পর্বতের সাথে ব্যাপ্য ধূমের সংযোগসন্নিকর্ষরূপবৈশিষ্ট্য সম্বন্ধরূপে ভাসিত হয়। এভাবে পক্ষ পর্বতের সাথে ব্যাপ্তিবিশিষ্ট ধূমের সংযোগসম্বন্ধরূপ বৈশিষ্ট্য পরামর্শজ্ঞানে বিষয় হয় বলে পরামর্শকে ব্যাপ্তিবিশিষ্টবৈশিষ্ট্যাবগাহী জ্ঞান বলে। পরামর্শ দুটি শব্দের দ্বারা বোঝানো হয়েছে – ব্যাপ্তিবিশিষ্টবৈশিষ্ট্যাবগাহীজ্ঞান এবং বিশিষ্টবৈশিষ্ট্যজ্ঞান। অতএব প্রথমে পক্ষধর্মতাজ্ঞান হল তারপর ব্যাপ্তিজ্ঞান হল তদনন্তর অনুমিতি জন্মায়। তাহলে ব্যাপ্তিস্মরণের পর এবং অনুমিতির পূর্বে পরামর্শজ্ঞান স্বীকার করার কি প্রয়োজন এরকম আপত্তি পূর্বপক্ষীয়রা তুলেছেন। কারণ বেশী কল্পনা করলে গৌরবদোষ ঘটে, এখানেও তাই হয়েছে। তাহলে পরামর্শজ্ঞানকে বাদ দেওয়া হোক। তাদের যুক্তি হল মহানসাদি স্থলে সবজায়গায় ধূম বহ্নির ব্যাপ্যরূপে প্রত্যক্ষ হয়েছে, কারণ যেখানেই ধূম সেখানেই বহ্নি। ধূম বহ্নির ব্যাপ্য বলে ধূমে আছে ব্যাপ্যতা এবং ধূমত্ব ব্যাপ্যতাবচ্ছেদক। *পর্বতো ধূমবান্* এই পক্ষধর্মতার জ্ঞান যখন হচ্ছে তখন ব্যাপ্যতাবচ্ছেদক ধূমত্ব বিশেষণ হচ্ছে। এখানে নৈয়ায়িক ও মীমাংসক একমত যে, কোনো অনুমিতির পূর্বে ব্যাপ্যতাবচ্ছেদকপ্রকারক পক্ষধর্মতাজ্ঞান নিয়তপূর্ববর্ত্তিরূপে আছে। তাহলে ব্যাপ্যতাবচ্ছেদকপ্রকারক যে পক্ষধর্মতাজ্ঞান তাকেই অনুমিতির কারণরূপে স্বীকার করা হোক আর ব্যাপ্তিবিশিষ্টবৈশিষ্ট্যাবগাহী পরামর্শজ্ঞানকে স্বীকার করার কি প্রয়োজন? ব্যাপ্তিজ্ঞান ও পক্ষধর্মতাজ্ঞান থেকেই যদি অনুমিতি হয়ে যায় তাহলে ব্যাপ্তিবিশিষ্টবৈশিষ্ট্যাবগাহী পরামর্শজ্ঞান স্বীকার করলে ব্যতিরেক ব্যভিচার দোষ হয় না কিন্তু পরামর্শকে অনুমিতির প্রতি তৃতীয়কারণ রূপে কল্পনা করলে গৌরবদোষ ঘটবে। অতএব মীমাংসামতে পক্ষধর্মতাজ্ঞান ও ব্যাপ্তিজ্ঞানের পরে অনুমিতি উৎপন্ন হওয়ায় তার পূর্বে পরামর্শজ্ঞান স্বীকার করার কোনো আবশ্যকতা নেই। তার প্রত্যুত্তর নৈয়ায়িকরা দিয়েছেন –

ন, ব্যাপ্যতাবচ্ছেদকাজ্ঞানেঽপি বহ্নিব্যাপ্যবানিতি জ্ঞানাদনুমিত্যুৎপত্তেঃ, লাঘবাচ্চ ব্যাপ্তিপ্রকারকপক্ষধর্মতাজ্ঞানত্বেনৈব কারণত্বম্।[৩৩]

পূর্বপক্ষীয়রা পরামর্শজ্ঞানের পরিবর্তে ধূমত্বাদিব্যাপ্যতাবচ্ছেদকপ্রকারক যে পক্ষধর্মতাজ্ঞান, সেই পক্ষধর্মতাজ্ঞানকে অনুমিতির কারণ বলেছেন। কিন্তু কোনো স্থলে যদি ব্যাপ্যবস্তুবিষয়ে কারো সংশয় জন্মায় অর্থাৎ বহ্নির ব্যাপ্য ধূম আলোক বা ভস্ম এরকম সংশয়ের পর *বহ্নিব্যাপ্যবান্ পর্বতঃ* এরূপ জ্ঞান হয়, তখন সেই জ্ঞান থেকেও বহ্নির অনুমান হতে পারে। কিন্তু সামান্যভাবে বহ্নিব্যাপ্যের যে জ্ঞান হল সেখানে ধূম আলোক বা ভস্ম এরকম কোনো ব্যাপ্যবিশেষের জ্ঞান না হওয়ায় ব্যাপ্যতাবচ্ছেদক ধূমত্ব বা আলোকত্ব বা ভস্মত্ব এরূপ নিশ্চয়াত্মক জ্ঞান হতে পারছে না। বহ্নিব্যাপ্যত্বপ্রকারক পক্ষধর্মতার জ্ঞান থাকলেও ব্যাপ্যতাবচ্ছেদকধূমত্বাদিপ্রকারক পক্ষধর্মতার জ্ঞান হয়নি। অতএব এরকম জ্ঞান ছাড়াই যখন পক্ষ ব্যাপ্যবান্ এই জ্ঞান থেকে অনুমিতি হচ্ছে তখন ব্যাপ্যতাবচ্ছেদকপ্রকারকপক্ষধর্মতার জ্ঞান কখনই অনুমিতির কারণ হতে পারে না। ফলে ব্যতিরেকব্যভিচার অবশ্যই হবে। অতএব ব্যাপ্যতাবচ্ছেদকপ্রকারকপক্ষধর্মতার জ্ঞান অপেক্ষা ব্যাপ্তিপ্রকারকপক্ষধর্মতার জ্ঞান অনেক লঘু হয়। আর কারণ লঘুরূপেই কল্পনা করা উচিত। তাই ব্যাপ্তিপ্রকারক যে পক্ষধর্মতার জ্ঞান সেরকম পক্ষধর্মতাজ্ঞানকেই অনুমিতির কারণ বলা উচিত। পূর্বপক্ষীয়রা যে ব্যাপ্যতাবচ্ছেদকপ্রকারকপক্ষধর্মতার জ্ঞান অনুমিতির কারণ স্বীকার করেন তা গ্রহণযোগ্য নয়। অতএব যে কোনো অনুমিতির ক্ষেত্রে পক্ষধর্মতাজ্ঞান এবং ব্যাপ্তিজ্ঞান এই দুটি জ্ঞানের পরে এবং অনুমিতির পূর্বে নিয়তপূর্ববৃত্তিরূপে ব্যাপ্তিবিশিষ্টবৈশিষ্ট্যাবগাহী *সাধ্যব্যাপ্যহেতুমান্ পক্ষঃ* ইত্যাদি আকারবিশিষ্ট পরামর্শ নামক একটি বিশিষ্টজ্ঞান অবশ্যই স্বীকার করতে হবে।

পরামর্শের লক্ষণে অন্নংভট্ট বলেছেন – *ব্যাপ্তিবিশিষ্টপক্ষধর্মতাজ্ঞানং পরামর্শঃ*।[৩৪] যে হেতুতে ব্যাপ্তিবিশিষ্ট ও পক্ষধর্মতা আছে সেরকম হেতুবিষয়ক যে জ্ঞান তাকেই পরামর্শ বলে। হেতুতে ব্যাপ্তি ও পক্ষধর্মতা সামানাধিকরণ্য সম্বন্ধে অর্থাৎ স্বরূপ সম্বন্ধে থাকে। ব্যাপ্তি ও পক্ষধর্মতাজ্ঞান বিষয়ে বিষয়তা সম্বন্ধে থাকে। ব্যাপ্তিবিশিষ্ট পক্ষধর্মতাবিষয়কজ্ঞানকে পরামর্শ বলে। অতএব এতাদৃশ পরামর্শজন্য জ্ঞানকে অনুমিতি বলা হয়।

১.২ অনুমিতির করণ : এখন প্রশ্ন হয় অনুমিতির করণ কে হবে? এই নিয়ে প্রাচীন ও নব্য নৈয়ায়িকদের মধ্যে মতবিরোধ আছে। নব্যনৈয়ায়িকদের মতে পরামর্শকে ব্যাপার বলে গ্রহণ করে '*ব্যাপারবৎ কারণং করণম্*' এই লক্ষণানুসারে ব্যাপ্তিজ্ঞানই (ব্যাপ্তিধী) করণ। *ভাষাপরিচ্ছেদে* বলা হয়েছে –

ব্যাপারস্তু পরামর্শঃ করণং ব্যাপ্তিধীর্ভবেত্।[৩৫]

কিন্তু উদ্দ্যোতকর প্রভৃতি প্রাচীন নৈয়ায়িকদের মতে '*ফলাযোগব্যবচ্ছিন্নং কারণং করণম্*' এই লক্ষণানুসারে পরামর্শ হল অনুমিতির কারণ। আর উদয়নাচার্যের মতে ব্যাপ্যরূপে জ্ঞায়মান লিঙ্গ বা হেতু হল অনুমিতির করণ।

১.২.০ প্রাচীনমত : অনুমিতির করণকে জানতে হলে প্রথমে করণকে জানতে হবে। আবার করণকে জানতে হলে কারণকে জানতে হবে, কেননা কার্যের নিয়তপূর্ববর্ত্তী কিন্তু অন্যথাসিদ্ধ নয় এরকম যে সব কারণ আছে সেইসব কারণসমূহের মধ্যে যা অসাধারণ কারণ তাই সেই কার্যের প্রতি করণ। কারণের অসাধারণত্ব কি? উদ্দ্যোতকরের মতে যা ফলাযোগব্যবচ্ছিন্ন তাই অসাধারণ কারণ, সেটাই করণ। ফল অর্থাৎ কার্যের সঙ্গে যার অযোগব্যবচ্ছেদ (যোগের বিচ্ছেদ নেই), যা থাকলে ফল অবশ্যই থাকবে, সেই বস্তুই

ফলাযোগব্যবচ্ছিন্ন, সেই বস্তুই কার্যের প্রতি করণ। অর্থাৎ যে কারণের অব্যবহিত পর ফল বা কার্য উৎপন্ন হয়, সেই কারণটি হল করণ। যেমন – '*পর্বতো বহ্নিমান্* এই অনুমিত্যাত্মক জ্ঞান কার্যের প্রতি চরমকারণরূপ করণ হল পরামর্শজ্ঞান। কোনো ব্যক্তি পর্বতের পাদদেশে চলতে চলতে হঠাৎ পর্বতে ধূম দর্শন করল এবং স্মরণ করল – যেখানে ধূম সেখানে বহ্নি। অর্থাৎ *বহ্নিব্যাপ্যঃ ধূমঃ* – এরকম পূর্বানুভূত ব্যাপ্তির স্মরণ হল। ব্যাপ্তিস্মরণের পর *বহ্নিব্যাপ্যধূমবান্ পর্বতঃ* অর্থাৎ বহ্নির সঙ্গে ব্যাপ্তিসম্বন্ধযুক্ত ধূম এই পর্বতে আছে – এরূপ পরামর্শাত্মক জ্ঞান উৎপন্ন হয়। তারপর কোনো প্রতিবন্ধক না থাকলে পরামর্শজ্ঞানের অব্যবহিত পর *পর্বতো বহ্নিমান্* এরূপ অনুমিত্যাত্মক জ্ঞান উৎপন্ন হবে। চরম কারণ লিঙ্গপরামর্শকে অনুমিতির করণ স্বীকার করা হয়েছে। উদ্দ্যোতকর বলেছেন প্রথম লিঙ্গপরামর্শ থেকে চরম লিঙ্গপরামর্শ পর্যন্ত সব অনুমিতির কারণ হওয়ায় অনুমান প্রমাণ। কিন্তু তার মধ্যে চরম কারণ লিঙ্গপরামর্শ হল মুখ্য অনুমান প্রমাণ। তারপর অনুমিতি হয়।[৩৬] *তর্কসংগ্রহ*কার অন্নংভট্ট এই প্রাচীনমত অবলম্বন করে অনুমিতির লক্ষণ করেছেন – '*পরামর্শজন্যং জ্ঞানমনুমিতিঃ*।'[৩৭] তাঁর মতে লিঙ্গপরামর্শ অনুমিতির করণ।[৩৮] প্রত্যক্ষপরিচ্ছেদে অন্নংভট্ট ইন্দ্রিয়কে প্রত্যক্ষের করণ বলেছেন কিন্তু লিঙ্গপরামর্শকে অনুমিতির করণ বলায় এটা বুঝতে হবে তিনি উদ্দ্যোতকরের মত গ্রহণ করেছেন। কেশবমিশ্রের মতে – *লিঙ্গপরামর্শোঽনুমানম্*।[৩৯] *তর্কভাষার* ব্যাখ্যাতে *ন্যায়প্রদীপ*কার উদ্দ্যোতকরের মতের সমর্থন করেছেন –

> ননু লিঙ্গপরামর্শস্য চরমকারণত্বাত্ তস্য চ স্বোত্তরভাবিভাবভূতকারণানপেক্ষত্ব-রূপত্বাদ্ব্যাপারাভাবেন করণত্বাভাবাত্ কথমনুমানত্বমিতি চেন্ন, বার্ত্তিককারমতে যস্মিন্ সতি ক্রিয়া ভবত্যেবেতি তস্যৈব করণত্বেন নির্ব্যাপারস্যাদোষত্বাত্।[৪০]

কারকচক্র গ্রন্থে ভবানন্দ সিদ্ধান্তবাগীশ উদ্দ্যোতকর প্রভৃতি প্রাচীন আচার্যদের মতের

সমর্থন করেছেন –

> এবঞ্চ তদনুকূলব্যাপারমদ্বারীকৃত্য তজ্জনকত্বং ফলাযোগব্যবচ্ছিন্নকারণত্বং পর্য্যবসিতং করণত্বমিতি লব্ধম্। এবঞ্চ এতন্মতে চরমকারণত্বমেব করণত্বমিতি কুঠারাদৌ করণপদং গৌণমিতি।[৪১]

বাচস্পতিমিশ্রও উদ্দ্যোতকরের মত স্বীকার করেছেন। *তার্কিকরক্ষা*কার বলেছেন – *লিঙ্গপরামর্শোঽনুমানমিত্যাচার্য্যাঃ*।[৪২]

১.২.১ নব্যমত : *তত্ত্বচিন্তামণি*কার গঙ্গেশোপাধ্যায় প্রমুখ নব্যনৈয়ায়িকেরা করণের ভিন্ন সংজ্ঞা দেন। তাদের মতে অনুমিতির প্রতি ব্যাপ্তিজ্ঞান করণ। করণের লক্ষণ হল – *ব্যাপারবৎ কারণং করণম্*। অর্থাৎ কারণসমূহের মধ্যে যেটা ব্যাপারবিশিষ্ট তাই হল অসাধারণ কারণ। ব্যাপারের লক্ষণ হল – *তজ্জন্যত্বে সতি তজ্জন্যজনকো হি ব্যাপারঃ*। অর্থাৎ যা তজ্জন্য এবং তজ্জন্যের জনক তাই ব্যাপার। যা করণজন্য এবং করণজন্য কার্যের জনক তাই ব্যাপার। আরো পরিষ্কার বললে করণ যার মাধ্যমে কার্যের জনক হয়, তাই হল সেই করণের ব্যাপার। আর কোনো কার্যের কারণসমূহের মধ্যে যা ব্যাপারবৎ বা ব্যাপারবিশিষ্ট তাই হল করণ। যেমন – কুঠার দ্বারা বৃক্ষচ্ছেদন স্থলে বৃক্ষচ্ছেদনরূপ কার্যের প্রতি কুঠার হল করণ। কারণ, কুঠারটি কুঠারবৃক্ষসংযোগরূপ ব্যাপারের দ্বারা বৃক্ষচ্ছেদন কার্যটিকে উৎপন্ন করছে। এখানে কুঠারবৃক্ষসংযোগ হল ব্যাপার, কেননা তা কুঠাররূপকরণজন্য এবং কুঠারজন্য যে কার্য অর্থাৎ বৃক্ষচ্ছেদন সেই কার্যের জনক।

ফল বা কার্যস্বরূপ যে প্রত্যক্ষজ্ঞান, সেই প্রত্যক্ষজ্ঞানের প্রতি চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় হল করণ এবং সংযোগ নামক ইন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষ ব্যাপার। সেরকম নব্য নৈয়ায়িকরা বলেন যখন অনুমিতিজ্ঞান কার্য হবে তখন ঐ কার্যের প্রতি ব্যাপ্তিজ্ঞান হবে করণ এবং পরামর্শ

হবে ব্যাপার। এখানে *বহ্নিব্যাপ্যঃ ধূমঃ* এরূপ ব্যাপ্তির স্মরণাত্মক জ্ঞানই *বহ্নিব্যাপ্যধূমবান্ পর্বতঃ* এরূপ পরামর্শজ্ঞানের মাধ্যমে *পর্বতো বহ্নিমান্* এই অনুমিতিজ্ঞানের জনক হবে। বিশ্বনাথ *ন্যায়সিদ্ধান্তমুক্তাবলী*টীকাতে বলেছেন – *অনুমায়াম্ অনুমিতৌ ব্যাপ্তিজ্ঞানং করণম্, পরামর্শো ব্যাপারঃ*।[৪৩]

কোনো ব্যক্তির মহানসে (রান্নাঘর) বহ্নি এবং ধূমের বার বার সহচারদর্শন অর্থাৎ সামানাধিকরণ্যজ্ঞান জন্মেছে। সেই সঙ্গে ধূম আছে অথচ বহ্নি নেই এরূপ কোনো ব্যভিচারজ্ঞান জন্মায়নি। নব্যন্যায়শাস্ত্রে একেই বলা হয়েছে – ব্যভিচারজ্ঞানবিরহসহকৃত সহচারদর্শন। এইভাবেই সেই ব্যক্তির মহানসে পূর্বে ধূমে বহ্নির ব্যাপ্তিজ্ঞান হয়েছে। এই জ্ঞান প্রত্যক্ষজ্ঞান। সেই ব্যক্তিই পরবর্তীকালে কোথাও কোনো পর্বতাদিতে অবিচ্ছিন্নমূল ধূমরেখা দর্শন করল। তারপর উদ্বোধকস্বরূপ এই ধূমরেখাদর্শনের ফলে পূর্বে অনুভূত ব্যাপ্তির স্মরণ হল। ব্যাপ্তিবিষয়ক স্মরণাত্মক জ্ঞান হল ব্যাপ্তিজ্ঞান।

অতএব *পর্বতো বহ্নিমান্* এরকম অনুমিতির প্রতি পরামর্শজ্ঞান এবং ব্যাপ্তিজ্ঞান উভয়ই অন্যথাসিদ্ধিশূন্য এবং নিয়তপূর্ববর্ত্তী হওয়ায় কারণ। তবে প্রাচীন মতে পরামর্শ অসাধারণ কারণ (করণ) এবং নব্য মতে ব্যাপ্তিজ্ঞান অসাধারণ কারণ (করণ)। এখানে মনে রাখতে হবে, প্রত্যক্ষজ্ঞানের লক্ষণে বলা হয়েছে – *জ্ঞানাকরণকং জ্ঞানং প্রত্যক্ষম্*।[৪৪] প্রত্যক্ষজ্ঞানের করণ কোনো জ্ঞান নয়, সেখানে চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় হল করণ। কিন্তু অনুমিত্যাত্মকজ্ঞান প্রত্যক্ষজ্ঞান না হওয়ায় অর্থাৎ পরোক্ষজ্ঞান হওয়ায় তার যে করণ তাকে অবশ্যই জ্ঞান হতে হবে। সেইজন্য অনুমিতির প্রতি ব্যাপ্তিজ্ঞানকে (স্মরণাত্মকজ্ঞান) করণ বলা হয়েছে। সেরকম উপমিতির প্রতি সাদৃশ্যজ্ঞান করণ, অতিদেশবাক্যার্থের স্মরণ হল ব্যাপার। শাব্দবোধের প্রতি পদজ্ঞান করণ, পদজন্যপদার্থের স্মরণ হল ব্যাপার। স্মৃতির

প্রতি অনুভবাত্মক জ্ঞান করণ, অনুভবজন্য সংস্কার হল ব্যাপার।

গঙ্গেশোপাধ্যায় বলেছেন – *ব্যাপ্তিবিশিষ্টপক্ষধর্মতাজ্ঞানজন্যং জ্ঞানমনুমিতিস্তৎকরণমনুমানং তচ্চ লিঙ্গপরামর্শো ন তু পরামৃষ্যমানং লিঙ্গমিতি বক্ষ্যতে।*[৪৫] অতএব তিনি বার্ত্তিককারের মত স্বীকার করে লিঙ্গপরামর্শকে অনুমিতির করণ বলেছেন এটা বোঝা যায়। কিন্তু পরামর্শপ্রকরণে বলেছেন, লিঙ্গপরামর্শ অনুমিতির করণ নয়। কারণ লিঙ্গপরামর্শ অনুমিতির চরম কারণ এবং তা পরে কোনো ব্যাপারকে অপেক্ষা করে না। তাই তিনি বলেছেন –

> যত্তু ব্যাপারভাবান্ন পরামর্শঃ করণমিতি, তত্তথৈব কিন্তু ব্যাপ্তিজ্ঞানং করণং পরামর্শো ব্যাপারঃ। ন চ পরামর্শস্য সংস্কারো ব্যাপারঃ, পরামর্শস্য চ চরমকারণত্বেন সংস্কারোৎপাদনসময়েঽনুমিত্যুৎপাদনাত্।[৪৬]

দীধিতিকার মনকে অনুমিতির প্রতি করণ বলেছেন। মন করণজন্য হলেও মনোজন্য সেই অনুমিতিরূপ জ্ঞান মানসপ্রত্যক্ষ থেকে বিজাতীয় জ্ঞান হতে পারে। কারণ তা ব্যাপ্তিজ্ঞান ও লিঙ্গপরামর্শরূপ বিশেষ কারণজন্য জ্ঞান। রঘুনাথের এই মত নব্যনৈয়ায়িকরা স্বীকার করেননি। তারা গঙ্গেশের মতকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। তাই *ভাষাপরিচ্ছেদ*কার বলেছেন –

> ব্যাপারস্তু পরামর্শঃ করণং ব্যাপ্তিধীর্ভবেত্।[৪৭]

১.৩ অনুমিতিতে জ্ঞায়মান লিঙ্গ করণ নয় : *ভাষাপরিচ্ছেদ*কার বিশ্বনাথ উদয়নাচার্য প্রভৃতি প্রাচীন নৈয়ায়িকদের মত খণ্ডন করেছেন –

> অনুমায়াং জ্ঞায়মানং লিঙ্গন্তু করণং ন হি।
>
> অনাগতাদিলিঙ্গেন ন স্যাদনুমিতিস্তথা।।[৪৮]

উদয়ানাচার্য *কিরণাবলী* গ্রন্থে লিঙ্গপরামর্শের বিষয় লিঙ্গকেই অনুমিতির করণ বলেছেন – *এতেন পরামৃশ্যমানং লিঙ্গমনুমানম্*।[৪৯] এই মতের সমর্থন পাওয়া যায় বৈশেষিকসূত্রে – *হেতুরপদেশো লিঙ্গং প্রমাণং করণম্ ইতি অনর্থান্তরম্*।[৫০] মহর্ষি কণাদ লিঙ্গ, প্রমাণ ও করণকে একই পদার্থ বলেছেন। গঙ্গেশোপাধ্যায় কিন্তু উদয়নাচার্যের মত স্বীকার করেন না। আবার *উপস্কার*টীকাকার শঙ্করমিশ্র উদয়নাচার্যের মতকেই প্রাধান্য দিয়েছেন – *এতেন লিঙ্গমেবানুমিতিকরণং ন তু তস্য ব্যাপারঃ, তস্য নির্ব্যাপারত্বেনাকরণত্বাত্, লিঙ্গস্য তু স এব ব্যাপারঃ*।[৫১] জ্ঞায়মান লিঙ্গ বলতে পরামৃশ্যমান লিঙ্গকেই বোঝানো হয়েছে। অতএব *বহ্নিব্যাপ্যধূমবান্ পর্বতঃ* - এই পরামর্শজ্ঞানে পরামৃশ্যমান যে ধূম অর্থাৎ লিঙ্গ, সেই লিঙ্গই হল অনুমিতির করণ।

১.৩.০ লিঙ্গ : লিঙ্গ শব্দের ব্যুৎপত্তি হল – *লীনম্ অর্থং গময়তি বোধয়তি ইতি লিঙ্গম্*। অর্থাৎ লুকিয়ে থাকা অর্থকে যে বুঝিয়ে দেয় তাকে লিঙ্গ বলে। এককথায় বললে অজ্ঞাত অর্থের জ্ঞাপক। যে পদার্থটি লীন অর্থাৎ অপ্রত্যক্ষ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের সাথে অসন্নিকৃষ্ট পদার্থকে জ্ঞানের বিষয় করে তাই লিঙ্গ। *পর্বতো বহ্নিমান্* - এইভাবে যখন পর্বতে বহ্নির অনুমান করা হয় অর্থাৎ বহ্নিবিষয়ক অনুমিত্যাত্মক জ্ঞান জন্মায় তখন সেখানে ধূম অনুমাপক হেতু হিসাবে লিঙ্গ হয়ে থাকে। অনুমাপক হেতু এবং লিঙ্গস্বরূপ এই ধূম হল সাধ্য বহ্নির সাধন। *সাধ্যতে অনেন ইতি সাধনম্*। অতএব ধূম বহ্নির লিঙ্গ। *তর্কভাষা*কারের মতে – *ব্যাপ্তিবলেনার্থগমকং লিঙ্গম্*।[৫২] অর্থাৎ ব্যাপ্তির সাহায্যে অর্থের গমক বা অনুমাপক লিঙ্গ। অতএব লিঙ্গ হল অজ্ঞাত অর্থের জ্ঞাপক বা অনুমাপক হেতু। যা পক্ষে থাকে, সপক্ষে নিশ্চিতভাবে থাকে এবং বিপক্ষে থাকে না – এরকম অনুমাপক হেতু হল লিঙ্গ।

১.৩.১ লিঙ্গপরামর্শ : লিঙ্গের পরামর্শকে বলা হয় লিঙ্গপরামর্শ। লিঙ্গপরামর্শ তিন প্রকার হয়। প্রথম যখন মহানসাদিতে বহ্নির সমানাধিকরণরূপে ধূম এই লিঙ্গের জ্ঞান হল তখন তা **প্রথম লিঙ্গপরামর্শ**। তারপর পর্বতাদিপক্ষে যে ধূমদর্শন হল তা **দ্বিতীয় লিঙ্গপরামর্শ**। তারপর ব্যাপ্তির স্মরণজন্য *বহ্নিব্যাপ্যধূমবান্ পর্বতঃ* এরূপ যে জ্ঞান হল তা **তৃতীয় লিঙ্গপরামর্শ**। ক্রমটি হল – মহানসাদিতে প্রথম ধূমদর্শন বা ধূমের অনুভব অর্থাৎ জ্ঞান হল। তা থেকে অনুভবের স্বাভাবিক নিয়মানুসারে সংস্কার উৎপন্ন হল এবং তারপর দ্বিতীয় ধূমদর্শনে ঐ ব্যাপ্তিবিষয়ক সংস্কারটি উদ্বুদ্ধ হয়ে উক্ত ব্যাপ্তির স্মরণ হল – *যত্র যত্র ধূমঃ তত্র তত্র বহ্নিঃ*। এরপর ব্যাপ্তিস্মরণপূর্বক পর্বতাদিপক্ষে '*বহ্নিব্যাপ্যধূমবান্ অয়ং পর্বতঃ* – এরকম বহ্নিব্যাপ্য ধূমের জ্ঞান হল। অর্থাৎ *বহ্নিব্যাপ্যধূমবান্ অয়ং পর্বতঃ* – এইপ্রকারে পর্বতের সাথে বহ্নিব্যাপ্যধূমের সম্বন্ধের জ্ঞান হল। এই ধূমজ্ঞানকে বলে তৃতীয় লিঙ্গপরামর্শ। এই তৃতীয় ধূমজ্ঞানই পরামর্শ বা লিঙ্গপরামর্শরূপে অভিহিত। এই তৃতীয় ধূমজ্ঞান বা তৃতীয় লিঙ্গপরামর্শ বা পরামর্শের অব্যবহিত পর *পর্বতো বহ্নিমান্* এরকম অনুমিতি হল। উদ্দ্যোতকর, অন্নংভট্ট প্রভৃতি আচার্যেরা '*ফলাযোগব্যবচ্ছিন্নং কারণং করণম্*' এই লক্ষণানুসারে লিঙ্গপরামর্শ বা পরামর্শকেই অনুমিতির প্রতি করণ বলেছেন।

পরামর্শের পরিবর্তে জ্ঞায়মান বা পরামৃশ্যমান লিঙ্গকে উদয়নাচার্য প্রমুখ প্রাচীননৈয়ায়িকগণ অনুমিতির করণরূপে স্বীকার করেছেন। তাদের যুক্তি হল –

> অসতি বাধকে বিশিষ্টস্য কারণতাগ্রাহকপ্রমাণেন বিশেষণস্যাপি কারণতাগ্রহনিয়মাদ্ লিঙ্গপরামর্শস্যেব পরামৃশ্যমানলিঙ্গস্যাপি হেতুতা, একতরস্য হেতুত্বে বিনিগমনাভাবাত্। তত্র চ ব্যাপারভাবাল্লিঙ্গপরামর্শস্য ন করণতা, কিন্তু জ্ঞায়মানলিঙ্গস্যৈব। তথা চোক্তং কিরণাবল্যাম্ – লিঙ্গস্যাবান্তরব্যাপারবত্ত্বেন করণত্বম্।[৫৩]

যে স্থলে বিশেষণবিশিষ্ট বস্তুটি কোন কার্যের কারণ হয় সেখানে বিশেষণীভূত ধর্মটি কারণতার অবচ্ছেদককোটিতে প্রবিষ্ট হওয়ায় কার্যের প্রযোজক হয়ে যায়। কোনো বাধক না থাকলে ঐ বিশেষণটিও কার্যের উৎপাদক হয়। যেমন নৈয়ায়িকগণ ব্যাপ্তিবিশিষ্ট পক্ষধর্মতাজ্ঞানকে অনুমিতির কারণ বলেন। ব্যাপ্তিবিশিষ্ট পক্ষধর্মতাজ্ঞান যেমন অনুমিতির কারণ তেমনি পক্ষধর্মতাবিশিষ্টব্যাপ্তির জ্ঞানও কারণ হতে পারে। কোনও একটি কারণ হবে অপরটি হবে না এরূপ বিনিগমনা (একতরপক্ষপাতিনী যুক্তি) নেই। অনুরূপভাবে লিঙ্গপরামর্শকে অনুমিতির করণ বললে বিনিগমনাবিরহবশত লিঙ্গপরামর্শের বিশেষণ লিঙ্গকে অর্থাৎ পরামৃশ্যমান বা জ্ঞায়মান লিঙ্গকেও করণ বলতে হবে। কিন্তু লিঙ্গপরামর্শকে করণ বললে তা ব্যাপারবান্ হয় না, কারণ লিঙ্গপরামর্শ নিজেই ব্যাপার তার আর ব্যাপারান্তর নেই। ফলে নব্যমতে লিঙ্গপরামর্শ করণ হতে পারছে না। কিন্তু পরামৃশ্যমান বা জ্ঞায়মান লিঙ্গকে করণ বললে তার ব্যাপাররূপে লিঙ্গপরামর্শকে পাওয়া যাবে। ন্যায়বার্ত্তিককারের মতে পঞ্চাবয়ববাক্যের চতুর্থাবয়ব উপনয়বাক্যের সার্থকতার জন্য লিঙ্গপরামর্শের প্রয়োজন। উদয়নাচার্য বিচারবিশ্লেষণ পূর্বক বলেছেন, স্বার্থানুমানে যদি তৃতীয় লিঙ্গপরামর্শের আবশ্যকতা না থাকে তাহলে পরার্থানুমানে উপনয়বাক্য ব্যর্থ হয়ে যায়। অতএব সাধ্যব্যাপ্যহেতুমান্ পক্ষ এরকম জ্ঞান অনুমিতির পূর্বে অবশ্যই স্বীকার করতে হবে। সেটাই হল ব্যাপ্তিবিশিষ্টপক্ষধর্মতাজ্ঞান ও তৃতীয় লিঙ্গপরামর্শ। তাৎপর্যপরিশুদ্ধিতে বলা হয়েছে – *নূনঃ পরামর্শোঽপি তৃতীয়ঃ স্বীকার্যঃ*।[৫৪]

যদি অনুমিতিতে জ্ঞায়মান বা পরামৃশ্যমান লিঙ্গ করণ হয় তাহলে অনাগত (ভাবী) বা বিনষ্ট হেতু বা লিঙ্গ দ্বারা অনুমিতি হতে পারে না। অর্থাৎ অনুমিতিকালে অনুমিতির করণস্বরূপ যে ধূমাদি লিঙ্গ বা হেতু তা নেই। জ্ঞায়মান লিঙ্গ কথার অর্থ হল করণরূপ যে লিঙ্গ বা হেতু অনুমিতি হচ্ছে তাকে সর্বদা বর্তমানকালে জ্ঞাত হতে হবে। কারণ জ্ঞা-ধাতুর

উত্তর কর্মবাচ্যে শানচ্-প্রত্যয় করে জ্ঞায়মান পদ নিষ্পন্ন হয়েছে। ধাতুর সঙ্গে শতৃ এবং শানচ্ প্রত্যয় বর্তমানকাল অর্থেই হয়ে থাকে। *ইযং যজ্ঞভূমিঃ ভাবিবহ্নিমতী ভাবিধূমাত্* এবং *ইযং যজ্ঞভূমিঃ অতীতবহ্নিমতী অতীতধূমাত্* – এই দুই ক্ষেত্রে যথাক্রমে ভাবী এবং অতীত লিঙ্গ বা হেতু থেকে কখনই কোনও অনুমিতি হতে পারবে না। কারণ সেই সময়ে অর্থাৎ বর্তমান অনুমিতিকালে যথাক্রমে ভবিষ্যৎকালীন এবং অতীতকালীন এই লিঙ্গদুটি জ্ঞায়মানরূপে (বর্তমানকালে জ্ঞাতরূপে) বিদ্যমান থাকে না। কিন্তু বিপরীতভাবে যদি বলা যায় – পরামৃশ্যমান বা জ্ঞায়মান লিঙ্গ নয়, লিঙ্গের পরামর্শ বা জ্ঞানই হল অনুমিতির করণ। তাহলে অনুমিতিকালে ভাবী এবং অতীত (বিনষ্ট) কালীন লিঙ্গ বর্তমানকালীন না হলেও লিঙ্গের জ্ঞান থাকায়, সেই লিঙ্গের জ্ঞানকেই করণরূপে স্বীকার করে অনুমিতি হয়ে যাবে। এছাড়াও জ্ঞায়মান লিঙ্গকে (লিঙ্গ) করণ বললে চৈত্রের পরামৃশ্যমান বা জ্ঞায়মান লিঙ্গ থেকে মৈত্রের অনুমিতির প্রসঙ্গ এসে যায়। কিন্তু লিঙ্গপরামর্শকে করণ মানলে যেখানে (চৈত্রের আত্মায়) সমবায় সম্বন্ধে লিঙ্গপরামর্শ বা লিঙ্গের জ্ঞান সেখানেই অনুমিতি হবে অন্যত্র (মৈত্রাদিতে) হবে না। অতএব লিঙ্গজ্ঞান এবং অনুমিতিজ্ঞান একই ব্যক্তিতে হওয়ায় কোনো অসুবিধে নেই। জ্ঞায়মান (পরামৃশ্যমান) লিঙ্গ বা লিঙ্গজ্ঞান (লিঙ্গের পরামর্শজ্ঞান) দুয়ের কোনোটিও অনুমিতিজ্ঞানের প্রতি করণ নয়। এই দুটি মতই নব্যনৈয়ায়িকেরা বর্জন করেছেন। তাদের মতে ব্যাপ্তির জ্ঞানই অনুমিতিজ্ঞানের প্রতি করণ।

অনুমিতিতে ব্যাপ্তিজ্ঞান করণ। ব্যাপারবদসাধারণকারণতা ব্যাপ্তিজ্ঞানে আছে। এজন্য অনুমিতির প্রতি ব্যাপ্তিজ্ঞান করণ। পরামর্শকে ব্যাপার এবং অনুমিতিকে ফল স্বীকার করব। ব্যাপ্তিজ্ঞানের অব্যবহিত পর পরামর্শ (কার্য), পরামর্শের অব্যবহিত পরে যে জ্ঞান জন্মাবে তা হল অনুমিতি। এখন প্রশ্ন হয় জ্ঞানের বিষয়ীভূত হেতু যে লিঙ্গ সেটাকেই অনুমিতির করণ অর্থাৎ অনুমান মানা হোক। এই মত আচার্য উদয়নের। জ্ঞায়মান করণ হল

বর্তমানকালীন লিঙ্গ। *পর্বতো বহ্নিমান্ ধূমাত্* – এই স্থলে লুকিয়ে আছে বহ্নি। পক্ষ পর্বত ও হেতু ধূম দেখা যাচ্ছে। কিন্তু লুকানো অর্থ হল বহ্নি। বহ্নিরূপ লুকানো অর্থকে বলে দেয় ধূম। এজন্য ধূমকে লিঙ্গ বলে। বর্তমানকালীন ধূমকে করণ মানলে বহ্নির অনুমিতি হবে। যেমন কোনো ঘরে রান্না করলে সেই ঘরের দেওয়ালে কালো ছাপ দেখা যায়। কালো ছাপ দেখলে বহ্নির অনুমিতি হয়। কারণ ধূমের জন্য এরকম কালো হয়েছে। কারণ না থাকলে কার্য হলে ব্যতিরেকব্যভিচার হয়। এই ব্যতিরেকব্যভিচারের জন্য আমরা ধূমকে কারণ স্বীকার করব না। তাহলে কাকে কারণ স্বীকার করব? উত্তর হল ব্যাপ্তিজ্ঞানকে স্বীকার করব। ব্যাপ্তি ধূমেই থাকে। ধূমজ্ঞানকে করণ মানব। কারণ দেওয়ালে কালো ছাপ দেখে সঙ্গে সঙ্গে ধূমজ্ঞান আত্মাতে হয়। আর পরামর্শ ও অনুমিতি আত্মাতেই হয়। তাই সামানাধিকরণ্য হয়ে যাবে। যেই আত্মাতে ধূমজ্ঞান সেই আত্মাতেই পরামর্শজ্ঞান ও অনুমিতিজ্ঞান হয়। এরকম কার্যকারণভাব সিদ্ধ করার জন্য এবং প্রাচীনমতে ব্যভিচার হওয়ার জন্য জ্ঞায়মান বা বর্তমানকালীন ধূমকে কারণ স্বীকার না করে ধূমজ্ঞানকে করণ স্বীকার করব। যাকে আমরা ব্যাপ্তিজ্ঞান বলি। অতএব অনুমিতির করণ ব্যাপ্তিজ্ঞান। পরামর্শরূপ ব্যাপারের দ্বারা অনুমিতির প্রতি ব্যাপারবদসাধারণ কারণতা ব্যাপ্তিজ্ঞানে আছে।

১.৪ ব্যাপ্তিগ্রহের উপায় : ব্যাপ্তিগ্রহের উপায় নিশ্চিত না হলে অনুমিতি যথাযথভাবে সম্ভব হবে না। তাই ব্যাপ্তিগ্রহের উপায় নিশ্চিত করতে হবে। গ্রহ শব্দের অর্থ জ্ঞান। অতএব ব্যাপ্তিজ্ঞান হবে কীভাবে তা জানা দরকার। ভাষাপরিচ্ছেদে বলা হয়েছে –

> ব্যভিচারস্যাগ্রহোঽথ সহচারগ্রহস্তথা।
>
> হেতুর্ব্যাপ্তিগ্রহে তর্কঃ ক্বচিচ্ছঙ্কানিবর্তকঃ।।[৫৫]

আলোচ্য কারিকার দ্বারা ব্যাপ্তিজ্ঞানের হেতুর বিষয় বলেছেন। ব্যভিচারজ্ঞান ব্যাপ্তিজ্ঞানের

প্রতিবন্ধক। তাই ব্যভিচারাভাববিষয়কজ্ঞান প্রতিবন্ধকাভাবরূপে ব্যাপ্তিজ্ঞানের হেতু। সহচর কথার অর্থ হল – যে দুটি দ্রব্য একই অধিকরণে থাকে তারা সহচর। সহচর, সমানাধিকরণ, একাধিকরণবৃত্তি এরা সমানার্থক শব্দ। যত্র হেতু তত্র সাধ্য এবং যত্র সাধ্যাভাব তত্র হেত্বভাব – এরকম অন্বয় ও ব্যতিরেক দ্বারা হেতু ও সাধ্যের মধ্যে সহচারজ্ঞান উৎপন্ন হয়। ব্যভিচারের জ্ঞানাভাব ও সহচারজ্ঞান ব্যাপ্তিজ্ঞানের হেতু। ব্যভিচারজ্ঞানাভাব ব্যাপ্তিজ্ঞানের প্রতি হেতু বা কারণ এইভাবে অন্বয়-ব্যতিরেকদ্বারা সহচারজ্ঞানেরও কারণতা সিদ্ধ হয়। কিন্তু ভূয়োদর্শন ব্যাপ্তিজ্ঞানের কারণ হয় না। সাধ্য ও হেতুর একবার দর্শন দ্বারাও কোথাও ব্যাপ্তিজ্ঞান হয়। আবার কোথাও কোথাও ব্যভিচারশঙ্কা দূর করে ভূয়োদর্শন উপযোগী হয়ে থাকে। কিন্তু যেখানে ভূয়োদর্শন থেকেও ব্যভিচারশঙ্কা দূরীভূত হয় না সেখানে ব্যভিচারশঙ্কা নিবারণের জন্য তর্ক আবশ্যক। ব্যভিচারনিশ্চয় বা ব্যভিচারসংশয় থাকলে বার বার সহচারদর্শনের দ্বারাও ব্যাপ্তিনিশ্চয় হয় না। বাধনিশ্চয়ের দ্বারাই ব্যভিচারনিশ্চয় দূরীভূত হয়। আবার ব্যভিচারসংশয় তর্কের দ্বারা দূরীভূত হয়। এভাবে তর্কের দ্বারা ব্যভিচারসংশয় দূরীভূত হলে ব্যাপ্তির জ্ঞান হয় বলে তর্ককে অনুমান প্রমাণের অনুগ্রাহক বলা হয়।

অনুমিতিস্থলে যাকে হেতু বলা হয় তর্কস্থলে তাকে আপাদক বলা হয়। এবং অনুমিতিস্থলে যাকে সাধ্য বলা হয় তর্কস্থলে তাকে আপাদ্য বলা হয়। আপাদ্যের বাধনিশ্চয়স্থলে আপাদ্য ও আপাদকের ব্যাপ্তিজ্ঞানের পর আপাদ্যের মানস জ্ঞানবিশেষের নাম তর্ক। *হ্রদো ন বহ্নিমান্* – এরকম আপাদ্যের বাধনিশ্চয়স্থলে *হ্রদো ধূমবান্ ন বা* – যদি এরকম সংশয় হয়, তাহলে *হ্রদো যদি ধূমবান্ বা আপাদকবান্ স্যাত্ তর্হি বহ্নিমান্ বা আপাদ্যবান্ স্যাত্* – এরকম তর্ক দ্বারা হ্রদে ধূম আছে কিনা এরূপ সংশয় নিবারিত হয়। এখানে আপাদ্য ও আপাদকের ব্যাপ্তিজ্ঞানের পর *হ্রদো বহ্নিমান্* এরকম আহার্য্য

মানসজ্ঞান উৎপন্ন হয়। এই মানসজ্ঞানই হল তর্ক। তর্কের আকার হবে – *হ্রদো বহ্নিমান্*। অনুমিতির মত – *পক্ষঃ সাধ্যবান্*। হ্রদে আপাদ্যের বাধনিশ্চয় থাকায় *হ্রদে ন ধূমবান্* এরকম আপাদকের অভাবনিশ্চয় হয়। অতএব *হ্রদো ধূমবান্ ন বা* – এরকম সংশয় দূরীভূত হল। কারণ হ্রদ যদি ধূমবান্ হত তাহলে হ্রদ বহ্নিমান্ও হত।

বহ্নিশূন্যস্থলেও ধূম থাকতে পারে – যদি এরকম আশঙ্কা হয়, তাহলে সেই আশঙ্কা বহ্নি ও ধূমের কার্যকারণভাবের নিশ্চয়ের দ্বারা দূরীভূত হবে। যদি হ্রদ বহ্নিমান্ না হয় তাহলে ধূমবান্ও হবে না। যদি কোথাও কারণ ছাড়াও কার্য হয় তাহলে তা অহেতুক কার্য হবে এরকম আশঙ্কা হতে পারে। অর্থাৎ *ধূমো যদি বহ্নিব্যভিচারী স্যাত্ তদা বহ্নিজন্যো ন স্যাত্* – এরকম ব্যভিচারের আশঙ্কা যদি হয় তাহলে সেই ব্যভিচারের আশঙ্কাকে তর্কপ্রয়োগকারী পুরুষের ধূমের জন্য বহ্নিতে প্রবৃত্ত্যাদি ক্রিয়ার ব্যাঘাত বা অনিষ্ট উৎপত্তির দ্বারা দূর করতে হবে। যদি কারণ ছাড়া কার্য হয় তাহলে ধূমের জন্য অব্যভিচারে বহ্নির উপাদান ও তৃপ্তির জন্য অব্যভিচারে ভোজনের উপাদান উৎপন্ন হয় না – এভাবে স্বক্রিয়ার ব্যাঘাত থেকে সেই ব্যভিচারশঙ্কা দূরীভূত হবে। আর যেখানে স্বতঃই ব্যভিচারশঙ্কা উৎপন্ন হয় না, সেখানে তর্কেরও প্রয়োজন নেই। অতএব তর্ক কোথাও কোথাও শঙ্কার নিবর্তক হয়। আচার্য গঙ্গেশ তাই যেখানে আশঙ্কা হবে সেখানে তর্কের অনুসরণ করতে বলেছেন। আর যেখানে ব্যাঘাতের দ্বারা শঙ্কা আসবে না সেখানে তর্ক ছাড়াই ব্যাপ্তিগ্রহ হবে। তিনি বলেছেন –

> অত্রোচ্যতে ব্যভিচারজ্ঞানবিরহসহকৃতং সহচারদর্শনং ব্যাপ্তিগ্রাহকং জ্ঞানং নিশ্চয়ঃ শঙ্কা চ সা চ ক্বচিদুপাধিসন্দেহাত্ ক্বচিদ্বিশেষাদর্শনসহিতসাধারণধর্মদর্শনাত্। তদ্বিরহশ্চ ক্বচিদ্বিপক্ষবাধকতর্কাত্ ক্বচিত্ স্বতঃ সিদ্ধ এব, তর্কস্য ব্যাপ্তিগ্রহমূলকত্বেনানবস্থেতি চেত্, ন, যাবদাশঙ্কং তর্কানুসরণাত্। যত্র চ ব্যাঘাতেন শঙ্কৈব নাবতরতি তত্র তর্কং বিনৈব

ব্যাপ্তিগ্রহঃ।[৫৬]

উদয়নাচার্য বলেছেন –

শঙ্কা চেদনুমাস্ত্যেব ন চেচ্ছঙ্কা ততস্তরাম্।

ব্যাঘাতাবধিরাশঙ্কা তর্কঃ শঙ্কাবধির্মতঃ।।[৫৭]

অর্থাৎ যতক্ষণ পর্যন্ত কোনো ব্যাঘাত বা অনিষ্টোৎপত্তি উপস্থিত না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত আশঙ্কা থাকে। আবার যতক্ষণ পর্যন্ত আশঙ্কার উদয় না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত তর্কেরও প্রয়োজন হয় না। অতএব আশঙ্কার যেমন একটা পরিধি আছে সেরকম আশঙ্কামূলক তর্কেরও একটা পরিধি আছে। তর্ক দুই প্রকার – বিষয়পরিশোধক ও ব্যাপ্তিগ্রাহক। যে তর্ক দ্বারা অনুমান প্রমাণ বিষয়ে যথার্থ জ্ঞান উৎপন্ন হয় তাকে বিষয়পরিশোধক তর্ক বলে। যেমন – *যদি নির্বহ্নিঃ স্যাত্তর্হি নির্ধূমো স্যাত্*। আর যে তর্ক দ্বারা হেতুতে সাধ্যের ব্যভিচারশঙ্কা দূরীভূত হওয়ায় ব্যাপ্তিজ্ঞান উৎপন্ন হয় তাকে ব্যাপ্তিগ্রাহক তর্ক বলে। যেমন – *ধূমো যদি বহ্নিব্যভিচারী স্যাত্তর্হি বহ্নিজন্যো ন স্যাত্।* অর্থাৎ ধূম যদি বহ্নির ব্যভিচারী হয় তাহলে ধূম বহ্নিজন্য হবে না।

অতএব অনুমিতিতে ব্যাপ্তিজ্ঞানের উপযোগিতা কতখানি তা উপরিউক্ত বিচারের দ্বারা অনুধাবন করতে পারি। পক্ষধর্মতা, ব্যাপ্তি ও পরামর্শ এই তিনটি জ্ঞান জানা না থাকলে কোনো ব্যক্তির যথার্থ অনুমিতি সম্ভব নয়। পক্ষধর্মতা না জানলে ব্যাপ্তিস্মরণ সম্ভব নয়, ব্যাপ্তি না জানলে পরামর্শজ্ঞান সম্ভব নয়, আবার পরামর্শ ব্যতিরেকে অনুমিতি সম্ভব নয়।

উল্লেখপঞ্জি :

১. তা. র., সম্পা. বিন্ধ্যেশ্বরী প্রসাদ ত্রিবেদী, পৃ. – ৫৬।

২. প্রত্যক্ষোপজীবকত্বাত্ প্রত্যক্ষানন্তরং বহ্বাদিসম্মতত্বাদুপমানাত্ প্রাগনুমানং নিরূপ্যতে। – তত্ত্ব. চি., অনু., সম্পা. কামাখ্যানাথ তর্কবাগীশ, পৃ.-১।

৩. পা. সূ. - ৫/৩/৮৫।

৪. ন্যায়. সূ. - ১/১/৫।

৫. তত্ত্ব. চি., প্রাগুক্ত, *মাথুরী,* পৃ.-৩।

৬. ব্যা. প., সম্পা. গঙ্গাধর কর, পৃ. – ৮।

৭. *তত্রৈব*

৮. *তত্রৈব*

৯. *তত্রৈব*

১০. *তত্রৈব*

১১. *তত্রৈব*

১২. *তত্রৈব*

১৩. ত. স., সম্পা. কৃষ্ণবল্লভাচার্য, পৃ.-৮৭।

১৪. *তত্রৈব*।

১৫. তত্ত্ব. চি., প্রাগুক্ত, পৃ. -২।

১৬. ত. স., প্রাগুক্ত, পৃ.-১৫৭।

১৭. ত. স. দী., *তদেব*।

১৮. তত্ত্ব. চি., প্রাগুক্ত, পৃ.-৪০৭।

১৯. অত্র অনুমিতিলক্ষণৈককার্যানুকূলসঙ্গত্যা ব্যাপ্তিনিরূপণানন্তরং পক্ষধর্মতানিরূপয়িতুমাহ – ব্যাপ্তিরিতি। – তত্ত্ব. চি. দী., প্রাগুক্ত, পৃ.-১০৭৯।

২০. সন্দিগ্ধসাধ্যবান্ পক্ষঃ। – ত. স., প্রাগুক্ত, পৃ.-১০৮।

২১. ন্যায়. দ., সম্পা. ফণিভূষণ তর্কবাগীশ, পৃ.-২৭।

২২. অত্র ন তাবত্ সন্দিগ্ধসাধ্যধর্মত্বং পক্ষত্বম্, সন্দেহো হি ন বিশেষণং পরামর্শপূর্বং লিঙ্গদর্শনব্যাপ্তিস্মরণাদিনা তস্য নাশাত্। – তত্ত্ব. চি., প্রাগুক্ত, পৃ.-৪০৭।

২৩. ভা. প., কারিকা-৭০।

২৪. ত. স, প্রাগুক্ত, পৃ. – ৮৯।

২৫. ভা. প., কারিকা-২৭।

২৬. ন্যায়. সূ. - ১/১/১৬।

২৭. ভা. প., কারিকা-৮৫।

২৮. ত. স., প্রাগুক্ত, পৃ. - ৮৭।

২৯. ভা. প., কারিকা-৬৮।

৩০. ভা. প., ন্যায়. সি. মু., সম্পা. পঞ্চানন ভট্টাচার্য, পৃ.-৩১৪।

৩১. *তদেব,* পৃ.-৩১৫।

৩২. ননু বহ্নিব্যাপ্যধূমবান্ পর্বত ইতি জ্ঞানং বিনাপি যত্র পর্বতো ধূমবান্ ইতি প্রত্যক্ষম্, ততো বহ্নিব্যাপ্যো ধূম ইতি ব্যাপ্তিস্মরণম্, তত্র জ্ঞানদ্বযাদ্ এব অনুমিতের্দর্শনাত্ ব্যাপ্তিবিশিষ্টবৈশিষ্ট্যাবগাহী জ্ঞানং সর্বত্র ন কারণম্। কিন্তু ব্যাপ্যতাবচ্ছেদকপ্রকারক-পক্ষধর্মতাজ্ঞানত্বেন কারণত্বস্যাবশ্যকত্বাত্, তত্র বিশিষ্টবৈশিষ্ট্যজ্ঞানকল্পনে গৌরবাচ্চেতি চেত্। - *তদেব,* পৃ.-৩১৬।

৩৩. *তদেব,* পৃ.-৩১৭।

৩৪. ত. স., প্রাগুক্ত, পৃ. - ৮৮।

৩৫. ভা. প., কারিকা – ৬৮।

৩৬. বয়ন্তু পশ্যামঃ, সর্বমনুমানমনুমিতেস্তন্নান্তরীয়কত্বাত্। প্রধানোপসর্জনতাবিবক্ষাযাং লিঙ্গপরামর্শ ইতি ন্যায্যম্। কঃ পুনরত্র ন্যাযঃ? আনন্তর্য্যপ্রতিপত্তিঃ। যস্মাল্লিঙ্গপরামর্শাদনন্তরং শেষার্থপ্রতিপত্তিরিতি, তস্মাল্লিঙ্গপরামর্শো ন্যায্য ইতি। স্মৃতির্ন প্রধানম্। কিং কারণম্? স্মৃত্যনন্তরমপ্রতিপত্তেঃ। ন হি ভবতি যত্র ধূমমদ্রাক্ষং তত্রাগ্নিমদ্রাক্ষমিতি। এতস্যাশ্চ স্মৃতেরনন্তরং তস্মাদগ্নিরিতি শেষার্থগ্রহ ইতি যুক্তং বক্তুম্। তস্মাত্ স্মৃত্যনুগৃহীতো লিঙ্গপরামর্শোঽভীষ্টার্থপ্রতিপাদকো ভবতীতি। এবঞ্চ উপনযস্যার্থবত্তা। – ন্যায়. বা., পৃ.-৪৫।

৩৭. ত. স., প্রাগুক্ত, পৃ. - ৮৭।

৩৮. স্বার্থানুমিতিপরার্থানুমিত্যোর্লিঙ্গপরামর্শ এব করণম্। তস্মাল্লিঙ্গপরামর্শোঽনুমানম্। – *তদেব,* পৃ. - ৯৯।

৩৯. ত. ভা., সম্পা. গঙ্গাধর কর, পৃ. - ১৪১।

৪০. ন্যায়. দ., সম্পা. ফণিভূষণ তর্কবাগীশ, পৃ.-১৫৯।

৪১. *তত্রৈব।*

৪২. তা. র., প্রাগুক্ত, পৃ.-৬৫।

৪৩. ভা. প., সম্পা. পঞ্চানন ভট্টাচার্য, পৃ. – ৩১১।

৪৪. ভা. প., ন্যা. সি. মু., *সম্পা.* আশুতোষ ভট্টাচার্য, পৃ. – ১৬২।

৪৫. তত্ত্ব. চি., প্রাগুক্ত, পৃ.-২।

৪৬. *তদেব,* পৃ.-৫৫১।

৪৭. ভা. প., কারিকা – ৬৮।

৪৮. ভা. প., কারিকা - ৬৭।

৪৯. কি. ব., পৃ. – ৫৪৬।

৫০. বৈ. সূ. - ৯/২/৪।

৫১. ন্যায়. দ., প্রাগুক্ত, পৃ.-১৬১।

৫২. ত. ভা., প্রাগুক্ত, পৃ.-১৪২।

৫৩. কি. ব., পৃ. - ৫৪৬।

৫৪. ন্যায়. দ., প্রাগুক্ত, পৃ.-১৬৩।

৫৫. ভা. প., কারিকা-১৩৭।

৫৬. তত্ত্ব. চি., প্রাগুক্ত, পৃ.-২১২।

৫৭. ন্যায়. কু., তৃতীয় স্তবক, কারিকা-৭।

দ্বিতীয় অধ্যায় :

ব্যাপ্তিবিষয়ে প্রাচীন ন্যায়ের অভিমত

এই অধ্যায়ে ব্যাপ্তিবিষয়ে প্রাচীনন্যায়ের কি কি অভিমত তা আলোচনা করেছি। কোন কোন গ্রন্থকে আমরা প্রাচীনন্যায়ের মধ্যে ধরব। মহর্ষি গৌতম প্রণীত *ন্যায়সূত্রম্*। *ন্যায়সূত্রের* উপর বাৎস্যায়নের *ন্যায়ভাষ্যম্*। উদ্দ্যোতকরের *ন্যায়বার্ত্তিকম্*। *ন্যায়বার্ত্তিকের* উপর বাচস্পতিমিশ্রের *ন্যায়বার্ত্তিকতাৎপর্যটীকা*। *ন্যায়বার্ত্তিকতাৎপর্যটীকার* উপর উদয়নাচার্যের *ন্যায়বার্ত্তিকতাৎপর্যপরিশুদ্ধিটীকা*। উদয়নাচার্যের *ন্যায়কুসুমাঞ্জলিঃ*। বর্দ্ধমানোপাধ্যায়ের *ন্যায়নিবন্ধপ্রকাশটীকা*। কেশবমিশ্রের *তর্কভাষা* প্রভৃতি গ্রন্থ। হেতু যেখানে যেখানে থাকে সাধ্য সেখানে সেখানে থাকে এই যে সামানাধিকরণ্য একেই ব্যাপ্তি বলে। হেতুর অধিকরণে বৃত্তি অভাবের অপ্রতিযোগী সাধ্যের সঙ্গে হেতুর সামানাধিকরণ্যকে ব্যাপ্তি বলে। যেখানে ধূম দেখা যায় সেখানে বহ্নি দেখা যায়। এই সাহচর্য নিয়ম হল ব্যাপ্তি।[১] হেতু ও সাধ্য নিয়মিতভাবে একই অধিকরণে থাকে বলে এরা সমানাধিকরণ। ন্যায়মত পর্যালোচনা করে আমরা দেখি হেতু ও সাধ্যের সামানাধিকরণ্যকে ব্যাপ্তি বলে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। পর্বতে ধূম দেখে তবেই বহ্নির অনুমিতি হয়। আর সেই অনুমিতিতে ধূম ও বহ্নির সামানাধিকরণ্যই ব্যাপ্তি। কিন্তু গৌতমের *ন্যায়সূত্রে* ব্যাপ্তির কোনো লক্ষণ নেই। তবে অব্যভিচার শব্দের প্রয়োগ আছে। প্রাচীনকালে ব্যাপ্তি অর্থে সময়, নিয়ম, প্রতিবন্ধ, অব্যভিচার, অবিনাভাব প্রভৃতি শব্দের উল্লেখ করা হয়েছে। মহর্ষি গৌতম বলেছেন – *তত্ত্বভাক্তয়োর্নানাত্বস্য বিভাগাদব্যভিচারঃ*।[২] অর্থাৎ তত্ত্ব (মুখ্যনিত্যত্ব) ও ভাক্তের (গৌণনিত্যত্বের) নানাত্ববিভাগবশত অব্যভিচার (ব্যভিচার নেই)। ধ্বংসে যে নিত্যত্ব আছে তা ভাক্ত বা গৌণ, মুখ্যনিত্যত্ব নয়। মুখ্যনিত্যত্বের অভাবরূপ অনিত্যত্বই সাধ্য তা ধ্বংসে থাকায় ব্যভিচার নেই। যে পদার্থের উৎপত্তি হয় না, যা অনুৎপত্তিধর্মক, তার অবিনাশিত্ব

নিত্যত্ব অর্থাৎ উৎপত্তিশূন্য পদার্থের বিনাশশূন্যতাই নিত্যপদার্থের তত্ত্ব এবং তাই মুখ্যনিত্যত্ব। ধ্বংসে এই মুখ্যনিত্যত্ব নেই। কারণ ধ্বংসপদার্থের উৎপত্তি হয়। কিন্তু ধ্বংসে অবিনাশিত্বরূপ ভাক্তনিত্যত্ব থাকায় ধ্বংস নিত্য এরকম জ্ঞান হয়। কোনো বস্তুর ধ্বংস হলে সেখানে বস্তুটি প্রথমে উৎপন্ন হয়েছিল তারপর বিনষ্ট হল। বিনষ্ট হওয়ার পর আর উৎপন্ন হতে পারবে না। সুতরাং ধ্বংসের আর ধ্বংস হতে পারবে না। তাই ধ্বংস অবিনাশী পদার্থ। আকাশ প্রভৃতি নিত্যপদার্থও ধ্বংসের মত অবিনাশী। বস্তুত ধ্বংস নিত্যপদার্থ নয়। আকাশাদি নিত্যপদার্থের মত বলে ধ্বংসকে নিত্য বলা হয়। ধ্বংসের ঐ নিত্যত্ব গৌণ (ভাক্ত)। ভক্তি কথার অর্থ হল সাদৃশ্য। প্রাগভাবের উৎপত্তি হয় না এবং ধ্বংসাভাবের বিনাশ হয় না। এই দুই প্রকার অভাবেই আকাশাদি নিত্যপদার্থের সাদৃশ্য থাকায় নিত্য বলা হয়, কিন্তু তা নিত্য নয়। অতএব মহর্ষি গৌতম নিত্যপদার্থের মুখ্য ও গৌণ ভেদ করে শব্দে মুখ্যনিত্যত্বের অভাবরূপ অনিত্যত্ব বুঝিয়েছেন। এছাড়া মহর্ষি গৌতম আরও বলেছেন – *নিয়মহেত্বভাবাদ্যথাদর্শনমভ্যনুজ্ঞা*।[৩] এই সূত্রে নিয়ম শব্দের দ্বারা ব্যাপ্তির অর্থকেই বোঝাতে চেয়েছেন। *স্ফটিকেঽপ্যপরাপরোৎপত্তেঃ ক্ষণিকত্বাদ্যক্তীনামহেতুঃ।*[৪] পূর্বপক্ষীর এই মতের উত্তর দানের জন্য আলোচ্য সূত্রের অবতারণা। সূত্রের অর্থ হল – সমস্ত বস্তুই প্রতিক্ষণে বৃদ্ধি ও হ্রাস প্রাপ্ত হচ্ছে, অর্থাৎ সেই জাতীয় ভিন্ন ভিন্ন বস্তুর উৎপত্তি হচ্ছে, এরূপ নিয়মে প্রত্যক্ষ বা অনুমান প্রমাণ নেই। এরূপ নিয়মে কোনো প্রমাণ না থাকায় তা স্বীকার করা যায় না। অতএব যেখানে বৃদ্ধি ও হ্রাসের প্রমাণ আছে সেখানে সেই বস্তুতে তজ্জাতীয় অন্য বস্তুর উৎপত্তি ও পূর্বজাত বস্তুর বিনাশ স্বীকার করতে হবে। ভাষ্যকারের মতে, যে শরীরাদিতে বৃদ্ধি ও হ্রাসের প্রবাহ দেখতে পাওয়া যায় তা প্রমাণসিদ্ধ, সুতরাং তাতে ভিন্ন ভিন্ন শরীরাদির উৎপত্তি স্বীকার করা যায়। কিন্তু প্রস্তরাদির তো বৃদ্ধি ও হ্রাসের প্রবাহ দেখা যায় না, তা বহুকাল

একইরকম থাকে, তাতে প্রতিক্ষণে ভিন্ন ভিন্ন প্রস্তরাদির উৎপত্তি স্বীকার করা যায় না। সেইরকম স্ফটিকেও বৃদ্ধি ও হ্রাসের প্রবাহ দেখা যায় না, বহুদিন পর্যন্ত স্ফটিক একইরকম থাকে, সুতরাং তাতে ভিন্ন ভিন্ন স্ফটিকের উৎপত্তি স্বীকার করা যায় না। সেবিষয়ে কোনো নিয়ম না থাকায় তা সিদ্ধ হতে পারে না। শরীরাদি কতিপয় পদার্থের বৃদ্ধি ও হ্রাস দেখে সমস্ত পদার্থের বৃদ্ধি ও হ্রাস স্বীকার করা যায় না। তাহলে অর্কফলের কটুত্ব উপলব্ধি করে সমস্ত দ্রব্যেরই কটুত্ব উপলব্ধি হয়ে যেত। সেরকম ক্ষণিকবাদীরাও শরীরাদি দৃষ্টান্তের দ্বারা বস্তুমাত্রেরই ক্ষণিকত্ব সাধন করে। অতএব সেরকম অনুমান প্রত্যক্ষাদি প্রমাণবাধিত হওয়ায় তা প্রমাণ হতে পারে না। শরীরাদির ক্ষণিকত্ব অসিদ্ধ তা স্বীকার করা যায় না একথা ভাষ্যকারও মেনেছেন। বস্তুত শরীরাদি ক্ষণিক নয়। শরীরের বৃদ্ধি ও হ্রাস প্রতিক্ষণেই হচ্ছে, কিন্তু প্রতিক্ষণেই এক শরীরের নাশ ও তজ্জাতীয় অন্য শরীরের উৎপত্তি সে বিষয়ে অন্য কোনো প্রমাণ নেই। যে সময়ে কোনো শরীরের বৃদ্ধি হয় তখন পূর্ব শরীর থেকে তার পরিণামের ভেদ হওয়ায় পূর্ব শরীরের নাশ এবং অন্য শরীরের উৎপত্তি স্বীকার করতে হয় এবং শরীরের হ্রাস হলে শরীরান্তরের উৎপত্তি স্বীকার করতে হয়। কারণ পরিমাণের ভেদ হলে দ্রব্যের ভেদ হয়। একই দ্রব্য বিভিন্ন পরিমাণ হতে পারে না। কিন্তু প্রতিক্ষণেই শরীরের হ্রাস, বৃদ্ধি বা পরিমাণভেদ প্রত্যক্ষ করা যায় না, সেবিষয়ে অন্য কোনো প্রমাণও নেই। সুতরাং প্রতিক্ষণে শরীরভেদ স্বীকার করা যায় না। আরও বলেছেন – *নিয়মানিয়মৌ তু তদ্বিশেষকৌ*[৫] অর্থাৎ নিয়ম ও অনিয়ম কিন্তু সেই ইচ্ছা ও দ্বেষের বিশেষক (ভেদক)। এই নিয়ম ও অনিয়ম শব্দের দ্বারা ব্যাপ্তি ও তার অভাবের কথা বলা হয়েছে। বৈশেষিকদর্শনেও ব্যাপ্তিকে অন্য নামে উল্লেখ করা হয়েছে – *প্রসিদ্ধিপূর্বকত্বাদপদেশস্য*।[৬] এখানে ব্যাপ্তি অর্থে প্রসিদ্ধি শব্দের প্রয়োগ করা হয়েছে। সূত্রের অর্থ হল – ব্যাপ্তিস্মরণবিশিষ্ট হেতুই অনুমাপক হয়। আত্মা ও জ্ঞানের ব্যাপ্তি সর্বত্র

বিদ্যমান, কিন্তু জ্ঞানে ও শরীরে কার্যত্বের ব্যাপ্তি কোথাও দেখা যায় না। সুতরাং শরীরের আত্মত্বানুমান কীভাবে হবে? যা ব্যাপ্য হেতু তা পক্ষে আছে এরকম জ্ঞান হলেই অনুমিতি হয়।

এইভাবে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে *ন্যায়সূত্রে* ও *বৈশেষিকসূত্রে* সরাসরি ব্যাপ্তির উল্লেখ না থাকলেও অব্যভিচার, নিয়ম, প্রসিদ্ধি প্রভৃতি শব্দের দ্বারা ব্যাপ্তির সেই অর্থকেই বোঝাতে চেয়েছেন। পরবর্তীকালে নৈয়ায়িকরা ব্যাপ্তির অনৌপাধিকত্বের বা স্বাভাবিক সম্বন্ধের কথা উল্লেখ করেছেন। যদিও পরবর্তীকালে নব্যন্যায়সম্মত ব্যাপ্তির লক্ষণের সঙ্গে সামঞ্জস্য হয় না।

২.০ অনৌপাধিক সম্বন্ধ ব্যাপ্তি : ব্যাপ্তির লক্ষণবিষয়ে দার্শনিকগণের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। মহর্ষি গৌতম তাঁর *ন্যায়সূত্রে* ব্যাপ্তির কোনো লক্ষণ প্রদান করেননি। ভাষ্যকার বাৎস্যায়নও তাঁর রচিত ভাষ্যে ব্যাপ্তির লক্ষণ দেননি। উদ্দ্যোতকর *ন্যায়বার্ত্তিকে* বলেছেন বৌদ্ধমতে ব্যাপ্তি অবিনাভাব।[৭] আচার্য উদয়নের মতে অনৌপাধিক সম্বন্ধ ব্যাপ্তি। অর্থাৎ উপাধিহীন যে সম্বন্ধ তাই ব্যাপ্তি। সম্বন্ধ দুই প্রকার – স্বাভাবিক এবং ঔপাধিক। যেমন – গোলাপ ফুল লাল। সেই গোলাপফুলের সঙ্গে তার লাল রঙের সম্বন্ধ স্বাভাবিক। আর স্বচ্ছ দর্পণে গোলাপফুলের লালরঙ আরোপিত হলে ঐ লালরঙের সঙ্গে দর্পণের যে কৃত্রিম বা অবাস্তব সম্বন্ধ তা গোলাপফুলরূপ উপাধিমূলক বলে ঔপাধিক। স্বাভাবিক সম্বন্ধ যেটাকে বলা হচ্ছে তা উপাধিযুক্ত নয় অর্থাৎ অনৌপাধিক সম্বন্ধ। ব্যভিচারজ্ঞানবিরহ সহচারদর্শন থেকে যে ব্যাপ্তিজ্ঞান হয়ে থাকে সেই ব্যাপ্তি সম্বন্ধ স্বাভাবিক। বার বার সহচারদর্শন করেও যে ব্যাপ্তিনিশ্চয় হয় তা কিন্তু নয়। যদি বিপরীতভাবে ধূমকে সাধ্য আর বহ্নিকে হেতু করি তাহলে যেখানে বহ্নি সেখানে ধূম এরকম মহানস প্রভৃতিতে বার বার সহচারদর্শন হলেও

বহ্নিতে ধূমের স্বাভাবিক সম্বন্ধ রূপ ব্যাপ্তির জ্ঞান হতে পারবে না, কারণ তপ্ত-অয়োগোলকে বহ্নি থাকলেও ধূম থাকে না। অতএব যেখানে বহ্নি সেখানে ধূম এরকম সাহচর্য নিয়মকে স্বাভাবিক সম্বন্ধ বলা যাবে না, তাকে ঔপাধিক সম্বন্ধ বলতে হবে। *পর্বতো বহ্নিমান্ ধূমাত্* – এই সদ্ধেতুকানুমিত্যাত্মক স্থলে ধূমে বহ্নির অনৌপাধিক সম্বন্ধ আছে, তাই ধূমে বহ্নির ব্যাপ্তি বিদ্যমান। যে পদার্থ সাধ্যশূন্য স্থানে থাকে, তাতে সাধ্যের অনৌপাধিক সম্বন্ধ বা ব্যাপ্তি থাকতে পারে না। কিন্তু ধূমশূন্য স্থানেও বহ্নি থাকে। যেমন – তপ্ত-অয়োগোলক। বহ্নিতে ধূমের যে সম্বন্ধ তা স্বাভাবিক নয়, ঔপাধিক। কারণ, যেখানে আর্দ্র ইন্ধনের সঙ্গে বহ্নির সংযোগ হয় সেখানেই বহ্নি থেকে ধূমের উৎপত্তি হয়। সুতরাং বহ্নির সঙ্গে ধূমের ঐ সম্বন্ধ আর্দ্র ইন্ধনরূপে উপাধিমূলক বলে তা ঔপাধিক সম্বন্ধ। অতএব অনুমানের হেতুতে যদি উপাধি না থাকে তাহলেই ঐ হেতুতে সাধ্যের ব্যাপ্তি থাকে। সাধ্যের ব্যভিচারী হেতুমাত্রেই উপাধি থাকায় তাতে অনৌপাধিক সম্বন্ধরূপ ব্যাপ্তি নেই। এই মত বিচার করার পূর্বে উপাধি কাকে বলে জানা দরকার।

২.১ উপাধি : উপ-পূর্বক আ-পূর্বক ধা-ধাতুর উত্তর কি-প্রত্যয় করে উপাধি শব্দটি নিষ্পন্ন হয়। 'উপ' শব্দের অর্থ সমীপবর্তী। সমীপস্থ অন্যপদার্থে যা নিজ ধর্মের আধান বা আরোপ জন্মায় তাই উপাধি। এখানে 'উপাধি' পদের যৌগিক অর্থ ধরতে হবে। দীধিতিকার রঘুনাথ শিরোমণি বলেছেন – *উপসমীপবর্ত্তিনি আদধাতি স্বীয়ং ধর্মমিত্যুপাধিঃ*।[৮] নৈয়ায়িকরা বলেন হেতুতে উপাধির আশঙ্কা থাকলে ব্যভিচারেরও আশঙ্কা থাকে, আর ব্যভিচারের আশঙ্কা থাকলে ঐ হেতুকে ব্যাপ্যরূপে জানা যায় না। উপাধির লক্ষণে *তত্ত্বচিন্তামণি*গ্রন্থের উপাধিবাদ প্রকরণে বলা হয়েছে – *উপাধিঃ সাধ্যত্বাভিমতব্যাপকত্বে সতি সাধনত্বাভিমতাব্যাপকঃ*।[৯] অর্থাৎ যা সাধ্যের ব্যাপক কিন্তু সাধনের (হেতুর) অব্যাপক তা উপাধি। *ভাষাপরিচ্ছেদ*কারও বলেছেন –

সাধ্যস্য ব্যাপকো যস্তু হেতোরব্যাপকস্তথা।

স উপাধির্ভবেত্তস্য নিষ্কর্ষোঽয়ং প্রদর্শ্যতে।।[১০]

অর্থাৎ যা সাধ্যের ব্যাপক হয়েও হেতুর অব্যাপক হয় তা হল উপাধি। উপাধির লক্ষণে *তর্কসংগ্রহ* গ্রন্থে বলা হয়েছে – *সাধ্যব্যাপকত্বে সতি সাধনাব্যাপকত্বমুপাধিত্বম্*।[১১] উপাধির দুটি শর্ত – সাধ্যের ব্যাপক এবং হেতুর অব্যাপক। কোনো হেতুতে এরূপ উপাধি থাকলে সেই হেতু ও সাধ্যের মধ্যে ব্যাপ্যব্যাপকভাব থাকতে পারে না। কারণ, উপাধি হেতুর অব্যাপক হওয়ায় হেতুটি উপাধির ব্যাপ্য না হয়ে ব্যভিচারী হয়। যে সাধ্যের ব্যাপকের ব্যভিচারী হয়, সে অবশ্য সাধ্যেরও ব্যভিচারী হয়। এভাবে যদি কোনো বস্তু সাধ্যের ব্যাপক ও হেতুর অব্যাপকরূপ উপাধি হয় তাহলে ঐ উপাধির দ্বারা অনুমিতিস্থলীয় হেতুটি যে সাধ্যের ব্যভিচারী তা নিশ্চিতভাবে জানা যায়। হেতুতে উপাধির নিশ্চয় হলে ব্যভিচারেরও নিশ্চয় হয়, সংশয় হলে ব্যভিচারেরও সংশয় হয়। *পর্বতো ধূমবান্ বহ্নেঃ* – এই অসদ্ধেতুক অনুমিতিস্থলে ধূম সাধ্য, বহ্নি হেতু এবং এই হেতু আর্দ্রেন্ধনসংযোগরূপ উপাধিযুক্ত। তপ্ত-অয়োগোলকে বহ্নি থাকে, আর্দ্রেন্ধনসংযোগ থাকে না। সুতরাং বহ্নি আর্দ্রেন্ধনসংযোগের ব্যভিচারী। যেখানে ধূম থাকে সেখানে আর্দ্রেন্ধনসংযোগ থাকে। এজন্য আর্দ্রেন্ধনসংযোগ সাধ্য ধূমের ব্যাপক ও ধূম ব্যাপ্য হয়। বহ্নি যদি ব্যাপক আর্দ্রেন্ধনসংযোগের ব্যভিচারী হয় তাহলে ব্যাপ্য ধূমেরও ব্যভিচারী হবে। যে ব্যাপকের ব্যভিচারী হয়, সে ব্যাপ্যেরও ব্যভিচারী হয়। আবার যেখানে বহ্নি থাকে সেখানে স্বাভাবিকভাবেই আর্দ্রেন্ধনসংযোগ থাকবে তা বলা যায় না। তপ্ত-অয়োগোলকে বহ্নি থাকলেও আর্দ্রেন্ধনসংযোগ থাকে না, ফলে আর্দ্রেন্ধনসংযোগ হল হেতু বহ্নির অব্যাপক। এভাবে আর্দ্রেন্ধনসংযোগ সাধ্যব্যাপক এবং সাধনাব্যাপক উভয় হওয়ার জন্য উপাধি হল। এখানে বহ্নি হেতুটি উপাধিযুক্ত হওয়ায় বহ্নি ও ধূমের সম্বন্ধ স্বাভাবিক না হয়ে ঔপাধিক

হয়। এখন সাধ্যব্যাপক ও সাধনাব্যাপক কাকে বলে তা জানা দরকার। সাধ্যব্যাপকের লক্ষণে *তর্কসংগ্রহ*কার বলেছেন – *সাধ্যসমানাধিকরণাত্যন্তাভাবাপ্রতিযোগিত্বং সাধ্যব্যাপকত্বম্*।[১২] অর্থাৎ সাধ্যের অধিকরণে বিদ্যমান অত্যন্তাভাবের অপ্রতিযোগিত্বই হল সাধ্যব্যাপকত্ব। আর্দ্রেন্ধনসংযোগ ছাড়া ধূম উৎপন্ন হতে পারে না বলে ধূমের অধিকরণে আর্দ্রেন্ধনসংযোগের অভাব না থাকায় আর্দ্রেন্ধনসংযোগ হল ধূমসমানাধিকরণাত্যন্তাভাবের অপ্রতিযোগী। অতএব আর্দ্রেন্ধনসংযোগ হল সাধ্য ধূমের ব্যাপক। আর সাধনাব্যাপকত্বের লক্ষণে অন্নংভট্ট বলেছেন – *সাধনবন্নিষ্ঠাত্যন্তাভাবপ্রতিযোগিত্বং সাধনাব্যাপকত্বম্*।[১৩] অর্থাৎ সাধন বা হেতুর অধিকরণে বিদ্যমান অত্যন্তাভাবের প্রতিযোগীকে সাধনাব্যাপকত্ব বলে। বহ্নি হেতুর অধিকরণ তপ্ত-অয়োগোলকে আর্দ্রেন্ধনসংযোগের অভাব থাকায় আর্দ্রেন্ধনসংযোগ হল হেতুসমানাধিকরণাত্যন্তাভাবের প্রতিযোগী। অতএব আর্দ্রেন্ধনসংযোগ বহ্নি হেতুর অব্যাপক।

প্রাচীন নৈয়ায়িক ও বৈশেষিকগণ সাধ্যসমব্যাপ্তকে উপাধিরূপে স্বীকার করেছেন। *তার্কিকরক্ষা*কার বরদরাজও বলেছেন – *সাধনাব্যাপকাঃ সাধ্যসমব্যাপ্তা উপাধয়ঃ*।[১৪] অর্থাৎ সাধ্যের ব্যাপ্য ও ব্যাপক এবং হেতুর অব্যাপক পদার্থ উপাধি। *ধূমবান্ বহ্নেঃ* – এখানে আর্দ্রেন্ধনসম্ভূতবহ্নি হল উপাধি। কারণ যেখানে ধূম থাকে সেখানে আর্দ্রেন্ধনসম্ভূত বহ্নি থাকায় এরূপ বহ্নি হল ধূমের ব্যাপক। আবার যেখানে আর্দ্রেন্ধনসম্ভূত বহ্নি থাকে সেখানে অবশ্যই ধূম থাকায় আর্দ্রেন্ধনসম্ভূত বহ্নি হল ধূমের ব্যাপ্য। এভাবে আর্দ্রেন্ধনসম্ভূত বহ্নি ধূমের ব্যাপ্য ও ব্যাপক হওয়ায় সাধ্যসমব্যাপ্ত হয় এবং বহ্নির অধিকরণ তপ্ত-অয়োগোলকে আর্দ্রেন্ধনসম্ভূত বহ্নি না থাকায় তা হেতুর অব্যাপক হয়। অতএব আর্দ্রেন্ধনসম্ভূত বহ্নি হল উপাধি। যা নিকটবর্তী বস্তুতে নিজ ধর্মের আরোপ করে তাই উপাধি। সাধ্যসমব্যাপ্ত ও হেতুর অব্যাপক পদার্থ নিকটবর্তী হেতুতে নিজ ধর্ম ব্যাপ্তির আরোপ করে উপাধি হয়ে

থাকে। আর্দ্রেন্ধনসম্ভূত বহ্নিরূপ উপাধিতে সাধ্যের ব্যাপ্তি থাকায় তা ব্যাপ্তিহীন বহ্নিরূপ হেতুতে স্বধর্ম ব্যাপ্তির আরোপ করতে পারে। আর এই আরোপের ফলে হেতুতে ব্যাপ্তির ভ্রম হয়। ফলে ভ্রমাত্মক ব্যাপ্তিনিশ্চয় হওয়ায় বহ্নিত্বরূপে বহ্নিহেতুর দ্বারা ধূমের ভ্রমানুমিতি হয়। এভাবে আর্দ্রেন্ধনসম্ভূত বহ্নি বহ্নিহেতুতে স্বধর্ম ধূমব্যাপ্তির আরোপ জন্মিয়ে উপাধি হয়ে থাকে। যেখানে অনুমানের হেতুতে উপাধি থাকে সেখানে অনুমান যথার্থ হয় না।

নব্যমতে কিন্তু বিষমব্যাপ্তি উপাধি। অর্থাৎ যা সাধ্যের কেবল ব্যাপক এবং হেতুর অব্যাপক। বিষমব্যাপ্ত কথার অর্থ অসমানব্যাপ্তিযুক্ত। দুটি বস্তুর মধ্যে পরস্পরের ব্যাপ্তি পরস্পরে না থেকে যদি কেবল একটিতে অন্যের ব্যাপ্তি থাকে তাহলে তারা বিষমব্যাপ্ত হয়। যেমন ধূমের সব অধিকরণে বহ্নি থাকায় ধূমে বহ্নির ব্যাপ্তি থাকলেও বহ্নির সব অধিকরণে ধূম না থাকায় বহ্নিতে ধূমের ব্যাপ্তি থাকে না। ফলে *ধূমবান্ বহ্নেঃ* – এখানে আর্দ্রেন্ধনসংযোগ উপাধি হয়ে থাকে। যেহেতু ধূমের সমস্ত অধিকরণে আর্দ্রেন্ধনসংযোগ থাকায় তা সাধ্যের ব্যাপক হয় এবং বহ্নির অধিকরণ তপ্ত-অয়োগোলকে আর্দ্রেন্ধনসংযোগ না থাকায় তা হেতুর অব্যাপক হয়। কিন্তু প্রাচীনমত গ্রহণ করলে আর আর্দ্রেন্ধনসংযোগকে উপাধি বলা যাবে না। কারণ আর্দ্রেন্ধনসংযোগ সাধ্য ধূমের ব্যাপক হলেও ব্যাপ্য হয় না। কারণ যেখানে আর্দ্রেন্ধনসংযোগ থাকে সেখানে সব জায়গায় ধূম থাকে না। সেইজন্য প্রাচীনগণ আর্দ্রেন্ধনসংযোগ নয় কিন্তু আর্দ্রেন্ধনসম্ভূত বহ্নিকে উপাধিরূপে স্বীকার করেছেন।

যে নিকটস্থ অন্যপদার্থে স্বধর্ম আরোপ করে তা উপাধি – এটি হল যৌগিক অর্থ। আবার যা সাধ্যের ব্যাপক ও হেতুর অব্যাপক তাও উপাধি – এটি হল রূঢ়্যর্থ। ন্যায়দর্শনে

শক্তিবিশিষ্ট পদ চার প্রকার – যৌগিক, রূঢ়, যোগরূঢ় ও যৌগিকরূঢ়।

যৌগিক – অবয়বশক্তি দ্বারা অর্থ প্রতিপাদক পদ হল যৌগিক পদ। যেমন – পাচক। পচ্ ধাতুর অর্থ পাক করা। ণ্বুল্ প্রত্যয়ের অর্থ কর্তা। অর্থাৎ পচ্ ধাতুর পাকে শক্তি এবং ণ্বুল্ প্রত্যয়ের কৃতিতে বা যত্নে শক্তি। তাই অবয়বশক্তি দ্বারা পাককর্তার প্রতিপাদক হয়। তাই পাচকপদ যৌগিক পদ।

রূঢ় – সমুদায়শক্তি দ্বারা অর্থের প্রতিপাদক পদ রূঢ়। যেমন – গো, ঘট। গমের্ডো। গচ্ছতীতি গো। অবয়বশক্তি স্বীকার করলে যে গমন করে তাই গো। এজন্য গো পদে সমুদায়শক্তি দ্বারা সাস্নাদিমত্ পিণ্ডাদ্যর্থে অথবা গলকম্বলত্ববিশিষ্ট পশুর প্রতিপাদক হয়।

যোগরূঢ় – যে পদ অবয়বশক্তি ও সমুদয়শক্তি এই উভয়শক্তিদ্বারা অর্থপ্রতিপাদক হয় সেই পদকে যোগরূঢ় বলে। যেমন – পঙ্কজ। অবয়বশক্তি দ্বারা পাঁকে যে জন্মায় আর সমুদয়শক্তি দ্বারা পদ্মকে বোঝায়।

যৌগিকরূঢ় – যে পদের যৌগিকার্থের ও রূঢ়্যর্থের পৃথক্ পৃথক্ ভাবে প্রতিপাদক হয় সেই পদ যৌগিকরূঢ়। যেমন – উদ্ভিদ। যৌগিকার্থ – উদ্ভিদ্যতে অনেন ইতি উদ্ভিদ। অর্থাৎ তরুগুল্মাদি। রূঢ়্যর্থ – যাগবিশেষ। উদ্ভিদা যজেত পশুকাম। এখানে উদ্ভিদ যাগবিশেষের বোধক।

এই যৌগিকার্থ ও রূঢ়্যর্থ উভয় অর্থ গ্রহণ করে উপাধির স্বরূপ বুঝতে হয় বলে প্রাচীনমতে উপাধি পদটি যোগরূঢ়। এরূপ উপাধি সাধ্যের সমব্যাপ্ত পদার্থ হয় এরকম মত উদয়নাচার্য *ন্যায়কুসুমাঞ্জলি* গ্রন্থের তৃতীয় স্তবকে বলেছেন –

তত্রোপাধিস্তু সাধনাব্যাপকত্বে সতি সাধ্যব্যাপকঃ। তদ্ধর্মভূতা হি ব্যাপ্তির্জবাকুসুমরক্ততেব স্ফটিকে সাধনাভিমতে চকাস্তিত্যুপাধিরসাবুচ্যতে ইতি।[১৫]

সেখানে তিনি উপাধির যৌগিক অর্থ বলেছেন। উপাধি যদি সাধ্যসমব্যাপ্ত হয় তাহলে সোপাধিক হেতুতে সাধ্যের ব্যাপ্তি থাকে না। কিন্তু বিষমব্যাপ্তকে উপাধিরূপে স্বীকার করলে সেই উপাধিতে সাধ্যের ব্যাপ্তি না থাকায় তা নিকটবর্তী হেতুতে ব্যাপ্তির আরোপ করতে পারে না বলে উপাধি নয়। উপাধি না হলেও উপাধির মত সাধ্যের ব্যাপক ও হেতুর অব্যাপক হওয়ায় হেতুতে সাধ্যব্যভিচারের অনুমাপক হয়ে অনুমানকে দূষিত করে বলে বিষমব্যাপ্ত উপাধিপদার্থে উপাধির গৌণ ব্যবহার হয়ে থাকে। বর্দ্ধমানোপাধ্যায় *প্রকাশটীকাতে* বলেছেন –

যদ্ধর্মোঽন্যত্র ভাসতে ন এবোপাধিপদবাচ্যো জবাকুসুমং স্ফটিকে। তথা যদ্বৃত্তিব্যাপ্যত্বং সাধনত্বাভিমতে ভাসতে, স ধর্মস্তত্র হেতাবুপাধিরিতি সমব্যাপ্তে উপাধিপদং মুখ্যং, বিষমব্যাপ্তে তু সাধ্যব্যাপকত্বাদিগুণযোগাদ্-গৌণমুপাধিপদমিত্যর্থঃ।[১৬]

এখানে শঙ্কা জন্মায় প্রাচীন নৈয়ায়িকরা বিষমব্যাপ্তকে উপাধি না বলে কেন সাধ্যসমব্যাপ্তকে উপাধি বলেছেন? তারা যুক্তি দিয়েছেন যে, বিষমব্যাপ্তকে উপাধিরূপে স্বীকার করলে সদ্ধেতু ও অসদ্ধেতু উভয়ই সোপাধিক হেতু হয়ে যাবে। যেমন – *পর্বতো বহ্নিমান্ ধূমাত্* - এই সদ্ধেতুক অনুমিতিস্থলে সাধ্যের ব্যাপ্তি হেতুতে আছে, হেতু এখানে ব্যভিচারী নয়। কিন্তু সাধ্যের ব্যাপক ও হেতুর অব্যাপক পদার্থকে উপাধিরূপে স্বীকার করলে পক্ষভিন্নত্ব সবজায়গায় উপাধি হবে এবং সমস্ত হেতুই সোপাধিক হবে। উপরিউক্ত অনুমিতিতে পক্ষ পর্বতে সাধ্যের সংশয় হওয়ায় যেখানে বহ্নি নিশ্চিত সেখানে পক্ষভিন্নত্ব থাকায় সাধ্য বহ্নির ব্যাপক হল পক্ষভিন্নত্ব। আবার ধূম মহানসাদিতে থাকলেও পর্বতে নিশ্চিতরূপে থাকায় এবং সেই পক্ষে পক্ষভিন্নত্ব না থাকায় হেতুর অব্যাপক হয়

পক্ষভিন্নত্ব। এভাবে সমস্ত সদ্ধেতুস্থলে এবং অসদ্ধেতুস্থলে উপাধির প্রসঙ্গ এসে যাবে। অসদ্ধেতুস্থলে উপাধি থাকলে ঠিক আছে, কিন্তু সদ্ধেতুস্থলে উপাধি থাকলে যথার্থ অনুমিতি হবে না। তাই প্রাচীন নৈয়ায়িকরা বলেছেন যে পদার্থ সাধ্যের ব্যাপক ও ব্যাপ্য দুই হবে এবং হেতুর অব্যাপকও হবে সেটাই উপাধি হবে। এভাবে লক্ষণ স্বীকার করলে সদ্ধেতুস্থলে উপাধির সম্ভাবনা থাকে না। যেহেতু অনুমিতিস্থলে পক্ষভিন্নত্ব বহ্নির অর্থাৎ সাধ্যের ব্যাপক হলেও ব্যাপ্য কখনও হবে না। যেমন জলহ্রদে পক্ষভিন্নত্ব থাকায় তাকে সাধ্য বহ্নির ব্যাপ্য বলা যাবে না। কারণ ব্যাপ্য কখনও ব্যাপকাভাবের অধিকরণে থাকে না। সুতরাং উপাধির লক্ষণে প্রাচীনদের অভিমত হল – *সাধ্যব্যাপ্যত্বে সতি সাধ্যব্যাপকত্বে সতি সাধনাব্যাপকত্বমুপাধিত্বম্*। কিন্তু নব্যনৈয়ায়িকরা বিষমব্যাপ্তকেই উপাধি বলে স্থির করেছেন। তাদের মতে যে ব্যাপকের ব্যভিচারী সে ব্যাপ্যেরও ব্যভিচারী। উপাধি হল সাধ্যের ব্যাপক কিন্তু হেতুর অব্যাপক। উপাধি হেতুর অব্যাপক হলে হেতু উপাধির ব্যভিচারী হবে। আর এই উপাধি সাধ্যের ব্যাপক হয় বলে সাধ্যটি ব্যাপ্য হয়। এখন হেতুটি সাধ্যের ব্যাপকের ব্যভিচারী হলে ব্যাপ্যেরও ব্যভিচারী হবে অর্থাৎ সাধ্যাভাবের অধিকরণে হেতু থাকবে। অতএব উপাধি স্বব্যভিচারের দ্বারা হেতুতে সাধ্যব্যভিচারের অনুমাপক হয়। *ধূমবান্ বহ্নেঃ* – স্থলে হেতু বহ্নি আর্দ্রেন্ধনসংযোগরূপ সাধ্যব্যাপকের ব্যভিচারী হওয়ায় অর্থাৎ আর্দ্রেন্ধনসংযোগাভাব এর অধিকরণ তপ্ত-অয়োগোলকে বহ্নি থাকায় বহ্নি আর্দ্রেন্ধনসংযোগের ব্যভিচারী, আর উপাধির ব্যাপ্য যে সাধ্য তারও ব্যভিচারী হয় অর্থাৎ সাধ্যাভাব = ধূমাভাব এর অধিকরণ তপ্ত-অয়োগোলকে বহ্নি থাকে। অতএব উপাধিকে কেবল সাধ্যব্যাপক ও সাধনাব্যাপক বললেই কাজ হয়ে যায় তাহলে আর অতিরিক্ত সাধ্যসমব্যাপ্ত বলার দরকার নেই। তাদের মতে পক্ষভিন্নত্বকে সবজায়গায় উপাধি বলা যাবে না। তাহলে বাধস্থলে পক্ষভিন্নত্ব উপাধি হয়ে যাবে। যেমন – *বহ্নিঃ অনুষ্ণঃ*

কৃতকত্বাত্ এই অসদ্ধেতুকানুমিতিস্থলে পক্ষ বহ্নি, সাধ্য অনুষ্ণত্ব এবং হেতু কৃতকত্ব। বহ্নিতে অনুষ্ণত্বাভাব নিশ্চিতরূপে পাওয়া যায়। ত্বগিন্দ্রিয়ের সাহায্যে বহ্নির অনুষ্ণত্বাভাব অর্থাৎ উষ্ণত্বকে প্রত্যক্ষ করি। পক্ষে সাধ্যাভাব নিশ্চয় হওয়ায় সাধ্যাধিকরণরূপে পক্ষ বহ্নিকে গ্রহণ করা যাবে না। অতএব সাধ্যাধিকরণরূপে পক্ষভিন্নত্বকে গ্রহণ করতে হবে। এরূপ বাধস্থলে পক্ষভিন্নত্ব উপাধি হবে। কিন্তু *পর্বতো বহ্নিমান্ ধূমাত্* এরকম সন্দিগ্ধসাধ্যক অনুমিতিস্থলে পক্ষভিন্নত্বে সাধ্য বহ্নির ব্যাপকতা নিশ্চিত হতে পারে না। কারণ পক্ষে সাধ্যের সন্দেহ আছে। যদি পক্ষকেই সাধ্যাধিকরণরূপে গ্রহণ করা হয় তাহলে সেই পক্ষে পক্ষভিন্নত্ব না থাকায় পক্ষভিন্নত্বকে সাধ্যের ব্যাপক বলা যাবে না। অতএব পক্ষভিন্নত্বকে উপাধি বলা যাবে না। অতএব বলা যায় যে, সাধ্যাধিকরণরূপে যে পক্ষ, সেই পক্ষের ভেদ উপাধি হবে। আর সাধ্যাধিকরণরূপে যে পক্ষ নির্ণীত নয়, সেই পক্ষের ভেদ উপাধি নয়। প্রাচীনরা এখানে আপত্তি করতে পারেন পক্ষভিন্নত্ব নিশ্চিতোপাধি না হোক কিন্তু সন্দিগ্ধোপাধি হোক। নব্যদের যুক্তি হল যে, হেতুটি যে সাধ্যের ব্যভিচারী তা বোঝানোর জন্য উপাধির প্রসঙ্গ আনা হয়। যদি সদ্ধেতুস্থলে এরকম উপাধির প্রসঙ্গ আনা হয় তাহলে তা নিজেই নিজের ব্যাঘাতক হবে। কারণ উপাধির দ্বারা যে ব্যভিচারের অনুমান করা হবে সেই অনুমানেও পক্ষভিন্নত্ব উপাধি হবে। ফলস্বরূপ উপাধির ব্যভিচারের অনুমাপকতা কোথাও সম্ভব নয়। আর তাছাড়া যদি সমস্ত অনুমানে পক্ষভিন্নত্বকে উপাধি স্বীকার করে নিই তাহলে অনুমানের ব্যবস্থাই উচ্ছেদ হয়ে যাবে। এজন্য নব্যদের মতানুসারে উপাধির নির্দুষ্ট লক্ষণ হল – *সাধ্যব্যাপকত্বে সতি সাধনাব্যাপকত্বম্ উপাধিত্বম্*।[১৭] *সাধনাব্যাপকত্বম্ উপাধিত্বম্* এরকম লক্ষণ করলে *সাধ্যব্যাপকত্বে সতি* এই অংশ নিবেশ না করলে *শব্দঃ অনিত্যঃ কার্যত্বাত্* – স্থলে সাবয়বত্ব উপাধি হবে। সাবয়বত্ব হেতুর অব্যাপক। জন্য গুণাদিতে কার্যত্ব হেতু থাকলে সাবয়বত্ব না থাকায় তা সাধনের

অব্যাপক। আবার *সাধ্যব্যাপকত্বম্ উপাধিত্বম্* এরকম লক্ষণ করলে *সাধনাব্যাপকত্বম্* এই অংশ না দিলে *শব্দঃ অনিত্যঃ কার্যত্বাত্* – স্থলে প্রমেয়ত্ব উপাধি হবে। কারণ প্রমেয়ত্ব অনিত্যত্বের (সাধ্যের) ব্যাপক। প্রমেয়ত্ব কেবলান্বয়ী বলে সাধ্য অনিত্যত্বের সমস্ত অধিকরণে থাকে। অতএব কার্যত্ব হেতুর সোপাধিকত্ব বারণের জন্য সাধ্যব্যাপকত্ব ও সাধনাব্যাপকত্ব এই দুটি অংশ লক্ষণে নিবেশ করতে হবে।

আচার্য শিবাদিত্য মিশ্র *সপ্তপদার্থী* গ্রন্থে উপাধির লক্ষণ প্রসঙ্গে বলেছেন – *উপাধিশ্চ সাধনাব্যাপকত্বে সতি সাধ্যসমব্যাপ্তিঃ*।[১৮] অর্থাৎ সাধনের (হেতুর) অব্যাপক হয়ে সাধ্যের সমব্যাপ্তকে উপাধি বলে। সাধ্যসমব্যাপ্তি উপাধি বললে অর্থাৎ লক্ষণঘটক *সাধনাব্যাপকত্বে সতি* অংশ বাদ দিলে *শব্দঃ অনিত্যঃ কৃতকত্বাদ্ ঘটবত্* – এই সদ্ধেতুস্থলে সকর্তৃকত্ব উপাধি হবে। কারণ যেখানে যেখানে সকর্তৃকত্ব সেখানে সেখানে অনিত্যত্ব, আবার যেখানে যেখানে অনিত্যত্ব সেখানে সেখানে সকর্তৃকত্ব থাকায় সকর্তৃকত্ব হল সাধ্য অনিত্যত্বের সমব্যাপ্ত। অতএব কৃতকত্ব (কার্যত্ব) হেতু সোপাধিক হওয়ায় সাধ্য অনিত্যত্বের অনুমাপক হতে পারবে না। কিন্তু কৃতকত্ব হেতু দিয়ে অনিত্যত্বকেই বোঝানো হয়। তা বারণের জন্য সাধনাব্যাপকত্বে সতি এই বিশেষণ লক্ষণে দিতে হবে। সকর্তৃকত্ব কৃতকত্ব হেতুর অব্যাপক না হওয়ায় আর উপাধি হতে পারল না। আবার যদি সাধনাব্যাপকত্বকে উপাধি বলা হয় তাহলে *শব্দঃ অনিত্যঃ কৃতকত্বাদ্ ঘটবত্* এই সদ্ধেতুস্থলে ঘটত্ব উপাধি হবে। কারণ শব্দে কৃতকত্ব থাকলেও ঘটত্ব না থাকার জন্য ঘটত্ব কৃতকত্বের অব্যাপক হবে। তা বারণের জন্য লক্ষণে *সাধ্যসমব্যাপ্তিঃ* এই অংশটি দিতে হবে। ঘটত্ব সাধ্যসমব্যাপ্ত না হওয়ায় উপাধি হতে পারবে না। আবার যদি লক্ষণে 'সম' পদ না দেওয়া হয় অর্থাৎ সাধ্যব্যাপ্তি এরকম বলা হয় তাহলে *শব্দঃ অনিত্যঃ কৃতকত্বাদ্ ঘটবত্* এই সদ্ধেতুস্থলে অশ্রাবণত্ব উপাধি হবে। কারণ শব্দে অশ্রাবণত্ব না থাকায় তা কৃতকত্বের অব্যাপক। কিন্তু

যেখানে অনিত্যত্ব সেখানে অশ্রাবণত্ব থাকায় সাধ্যে অশ্রাবণত্বের ব্যাপ্তি আছে। তা বারণের জন্য 'সম' পদ দেওয়া হয়েছে। অতএব অশ্রাবণত্ব সাধ্যসমব্যাপ্ত নয়।

*তার্কিকরক্ষা*কার বরদরাজ তার উল্লেখ করে স্বমত সমর্থন করেছেন। *আত্মতত্ত্ববিবেক* গ্রন্থে উদয়নাচার্য উপাধিকে সাধ্যাপ্রযোজক হেত্বন্ত বলেছেন। উপাধি সাধ্যের ব্যাপ্য না হলে সাধ্যের প্রযোজক বা সাধক হতে পারে না। *তত্ত্বচিন্তামণি*কার গঙ্গেশোপাধ্যায় ব্যাপ্তিবাদের শেষে উদয়নাচার্যের এই মত তাঁর যুক্তি অনুসারে সমর্থন করেছেন। রঘুনাথ শিরোমণি ও মথুরানাথ তর্কবাগীশ তা আচার্যমত বলে স্পষ্ট প্রকাশ করেছেন। রঘুনাথ শিরোমণি বলেছেন – উপাধি শব্দটি যোগরূঢ়, এর যৌগিক অর্থ গ্রহণ করে উপাধি নিরূপণ করা যায় না। কারণ তাহলে এরূপ অনেক পদার্থই উপাধি হতে পারে। সুতরাং রূঢ়্যর্থও গ্রহণ করতে হবে। সাধ্যের ব্যাপক হয়েও হেতুর অব্যাপক এটা রূঢ়্যর্থ। রূঢ়্যর্থ ও যৌগিকার্থ উভয় অর্থ গ্রহণ করেই উপাধি বুঝতে হবে। তাহলেই সাধ্যের সমব্যাপ্ত পদার্থ উপাধি হয়। কারণ, তা সাধ্যের ব্যাপক হয়ে হেতুর অব্যাপক হয় এবং তাতে সাধ্যের ব্যাপ্তি থাকায় হেতুতে তার অব্যাপক হয় এবং তাতে সাধ্যের ব্যাপ্তি থাকায় হেতুতে তার আরোপও হয়।

অনুমান এবং তার প্রামাণ্য বুঝতে গেলে উপাধি পদার্থ জানা অত্যন্ত আবশ্যক। এই উপাধি নিয়ে প্রাচীনন্যায় এবং নব্যন্যায়ে আলোচনা সুদূরপ্রসারী বিস্তৃত। উপাধি না বুঝলে হেতু সাধ্যের ব্যাপ্য কি না তা নিশ্চয় করা যায় না। উপাধির জ্ঞান হলে হেতুতে সাধ্যের ব্যভিচার জ্ঞান জন্মায়। সুতরাং হেতুতে সাধ্যের ব্যাপ্তিনিশ্চয় না হলে অনুমিতি সম্ভব নয়। উদয়নাচার্য থেকে শুরু করে গঙ্গেশোপাধ্যায় পর্যন্ত সবাই উপাধি নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন।

২.২ উপাধির ভেদ : উপাধি দুই প্রকার – নিশ্চিত উপাধি ও শঙ্কিত বা সন্দিগ্ধ উপাধি।[১৯]

নিশ্চিত উপাধি – যে উপাধিতে সাধ্যের ব্যাপকতা ও হেতুর অব্যাপকতা নিশ্চিত তা নিশ্চিত উপাধি।[২০] *পর্বতো ধূমবান্ বহ্নেঃ* – এই স্থলে আর্দ্রেন্ধনসংযোগ নিশ্চিত উপাধি। বহ্নির সঙ্গে আর্দ্র ইন্ধনের সংযোগ হলেই ধূম উৎপন্ন হয়। আর্দ্রেন্ধনসংযোগ সাধ্য ধূমের ব্যাপক হয়। যেখানে যেখানে ধূম থাকে সেখানে সেখানে আর্দ্রেন্ধনসংযোগ থাকে। সাধ্যধূমের অধিকরণে বিদ্যমান অত্যন্তাভাবের অপ্রতিযোগী আর্দ্রেন্ধনসংযোগ। মহানসাদি ধূমাধিকরণে আর্দ্রেন্ধনসংযোগের অত্যন্তাভাব থাকে না, তাই আর্দ্রেন্ধনসংযোগ প্রতিযোগী হয় না, অপ্রতিযোগী হয়। অতএব আর্দ্রেন্ধনসংযোগ সাধ্যব্যাপক। আবার আর্দ্রেন্ধনসংযোগ বহ্নিরূপ হেতুর অধিকরণে তপ্ত-অয়োগোলকে বিদ্যমান অত্যন্তাভাবের প্রতিযোগী হয়। কারণ তপ্ত-অয়োগোলকে আর্দ্রেন্ধনসংযোগের অত্যন্তাভাব থাকে। যেখানে বহ্নি সেখানে আর্দ্রেন্ধনসংযোগ না থাকায় আর্দ্রেন্ধনসংযোগ হেতুর অব্যাপক হল। এখানে উপাধিটি নিশ্চিত।

শঙ্কিত উপাধি – যে উপাধিতে সাধ্যের ব্যাপকতা ও হেতুর অব্যাপকতা সন্দিগ্ধ বা শঙ্কিত তা সন্দিগ্ধ উপাধি বা শঙ্কিত উপাধি।[২১] *স শ্যামঃ মিত্রাতনয়ত্বাত্* – এই স্থলে শাকপাকজন্যত্ব সন্দিগ্ধ উপাধি। মিত্রা নামে কোনো এক রমণীর পাঁচজন পুত্র আছে এবং তাদের গায়ের রঙ কালো। পরে মিত্রা অন্য জায়গায় আবার পুত্র সন্তানের জন্ম দিয়েছে। এখন যে ব্যক্তি মিত্রার পাঁচজন পুত্রকে দেখেছে পরে সেই ব্যক্তি মিত্রার পুত্র হয়েছে শুনে অনুমান করলেন – *স শ্যামঃ মিত্রাতনয়ত্বাত্*। হেতুতে সাধ্যের বার বার সহচারদর্শন যদি ব্যাপ্তিজ্ঞানের উপায় হয় তাহলে উক্ত অনুমিতিস্থলে মিত্রাতনয়ত্ব ও শ্যামত্বের বার বার সহচারদর্শন থেকে মিত্রাতনয়ত্বে শ্যামত্বের ব্যাপ্তিজ্ঞানের আপত্তি হয়। *যত্র যত্র মিত্রাতনয়ত্বং তত্র তত্র শ্যামত্বম্* – এরূপ ব্যাপ্তিতে মিত্রাতনয়ত্ব হেতুটি সোপাধিক হবে।

মিত্রাতনয়ত্ব শ্যামত্বের অনুমাপক হতে পারবে না। কিন্তু শাকপাকজন্যত্বই শ্যামত্বের প্রযোজক। তাই শাকপাকজন্যত্বই উপাধি। শাক প্রভৃতি শ্যামবর্ণ আহার গ্রহণ করার জন্যই মিত্রার পুত্রগুলি শ্যামবর্ণ হয়েছে। মিত্রার পুত্রগুলি মিত্রার তনয়ত্বনিবন্ধন হেতু শ্যামবর্ণ নয়। সন্তানের গাত্রবর্ণের তারতম্যের প্রতি আহার্য্যের তারতম্য হল অন্যতম কারণ। এরূপ মতান্তর সুশ্রুতসংহিতায় শারীরস্থানের দ্বিতীয় অধ্যায়ে বলা হয়েছে – *যাদৃগ্বর্ণমাহারমুপসেবতে গর্ভিনী তাদৃগ্বর্ণপ্রসবা ভবতীত্যেকে ভাষন্তে*।[২২] অর্থাৎ গর্ভাবস্থায় মা যেরূপ বর্ণবিশিষ্ট আহার গ্রহণ করবেন সন্তানও সেরূপ বর্ণবিশিষ্ট হয়ে থাকে – এরকম কথা কেউ কেউ বলেছেন। এখান থেকে বোঝা যায় কেউ যদি গর্ভাবস্থায় শাক খায় তাহলে তার সন্তান কালো হবে। সুতরাং মিত্রার সন্তানগুলি মিত্রাতনয়ত্বনিবন্ধন শ্যামবর্ণ নয়, কিন্তু শাকপাকজন্যত্বনিবন্ধন শ্যামবর্ণ। শাক খেলে তা রক্ত রসে পরিণত হয়ে গাত্রবর্ণ কালো হতে পারে। কিন্তু মনে রাখতে হবে চিকিৎসাশাস্ত্রে এই মত মতান্তররূপে বলা হয়েছে। অতএব শাক খেলেই গাত্রবর্ণ কালো হবে এরকম সিদ্ধান্ত কিন্তু গ্রহণ করা যাবে না। আরও বলা যেতে পারে মিত্রার শাকভক্ষণ হেতু সন্তানগুলি শ্যামবর্ণ হয়েছে। এখন মিত্রা যদি দুধ দই ইত্যাদি গ্রহণ করত তাহলে তজ্জন্য রক্তের দ্বারা উৎপন্ন সন্তানের বর্ণ গৌর হত। অতএব পুত্রের বর্ণতারতম্যে আহার্য্যের তারতম্যই হেতু, মিত্রাতনয়ত্ব নয়। এখানে শ্যামবর্ণের কথা বলা হয়েছে তা কাক কোকিল প্রভৃতির শ্যামবর্ণ নয়। যেখানে শ্যামত্ব সেখানে শাকপাকজন্যত্ব থাকে কিন্তু যেখানে মিত্রাতনয়ত্ব সেখানে শ্যামত্ব থাকে না। সুতরাং শাকপাকজন্যত্ব সাধ্যের ব্যাপক ও হেতুর অব্যাপক হওয়ায় উপাধি হল। এখানে স্মরণ রাখতে হবে যে, যদি মিত্রার সন্তান গৌরবর্ণ হয়েছে জানা যায় তাহলে শাকপাকজন্যত্ব হবে নিশ্চিত উপাধি। আর যদি ঐ সন্তান শ্যামবর্ণ কিনা এরূপ সংশয় থাকে তাহলে শাকপাকজন্যত্ব হবে সন্দিগ্ধ উপাধি। নিশ্চিত উপাধি হেতুতে সাধ্যের

ব্যভিচারের জ্ঞাপক হয়। আর সন্দিগ্ধ উপাধি হেতুতে সাধ্যের ব্যভিচারসংশয়ের জ্ঞাপক হয়।

নিশ্চিত উপাধি হেতুতে সাধ্যের ব্যভিচারনিশ্চয় জন্মায় আর সন্দিগ্ধ উপাধি হেতুতে সাধ্যের ব্যভিচারসংশয় জন্মায়। সন্দিগ্ধ উপাধি হেতুতে সাধ্যের ব্যভিচারসংশয়ের প্রযোজক কীরকম হবে তার ব্যাখ্যা রঘুনাথ করেছেন। ব্যাপ্যের সংশয় ব্যাপকের সংশয়ের কারণ। যেমন ধূম ব্যাপ্য, বহ্নি তার ব্যাপক। যেখানে বহ্নি বা বহ্ন্যভাব দেখা যায়নি সেখানে পর্বতাদিতে ধূমের সংশয় হলে তজ্জন্য বহ্নিরও সংশয় জন্মায়। যদিও ধূম না থাকলে বহ্নি থাকতে পারে কিন্তু যখন বহ্নি দেখা যায় না তখন বহ্নির অনুমাপক ধূমও সন্দিগ্ধ। বহ্নি আছে কি না এরকম সংশয় অনুভবসিদ্ধ। সংশয়ের সাধারণ কারণ থাকলে ব্যাপ্যের সংশয়ে ব্যাপকের সংশয় জন্মায়। ব্যাপ্যসংশয় ব্যাপকসংশয়ের কারণ হলে যেখানে উপাধি সাধ্যব্যাপক এটা নিশ্চিত কিন্তু তা হেতুর অব্যাপক কি না এটা সন্দিগ্ধ সেখানে উপাধিতে হেতুর অব্যাপকত্ব সংশয় হলে হেতুতে সাধ্যব্যাপক ঐ উপাধির ব্যভিচারসংশয় জন্মাবে। কারণ উপাধি হেতুর অব্যাপক হলে হেতু উপাধির ব্যভিচারী হবে। সুতরাং উপাধি হেতুর অব্যাপক কি না এরকম সংশয় হলে হেতু উপাধির ব্যভিচারী কি না এরূপ সংশয় হবে। উপাধি সবজায়গায় সাধ্যের ব্যাপক হবে। সাধ্যব্যাপক ঐ উপাধিতে ব্যভিচারসংশয় হলে তজ্জন্য হেতুতে সাধ্যের ব্যভিচারসংশয় উৎপন্ন হবে। কারণ সাধ্যের ব্যাপকের ব্যভিচার যেখানে থাকে সেখানে সাধ্যের ব্যভিচার অবশ্যই থাকে। সুতরাং সাধ্যের ব্যাপকের ব্যভিচার সাধ্যের ব্যভিচারের ব্যাপ্য। ঐ ব্যাপ্যের সংশয়বশত ব্যাপকের সংশয় হয়।

আবার যেখানে উপাধি হেতুর অব্যাপক এটা নিশ্চিত কিন্তু সাধ্যের ব্যাপক কি না এটা সন্দিগ্ধ সেখানে (সন্দিগ্ধ উপাধিতে) সাধ্যে হেতুর অব্যাপক সেই উপাধির ব্যাপ্যত্ব

সংশয় জন্মায়। কারণ উপাধি সাধ্যের ব্যাপক হলে সাধ্য তার ব্যাপ্য হয়। সুতরাং উপাধি সাধ্যের ব্যাপক কি না এরকম সংশয় হলে সাধ্য ঐ উপাধির ব্যাপ্য কি না এরকম সংশয়ও জন্মায়। ফলে সাধ্যে হেতুর অব্যাপকত্বরূপ সংশয় জন্মাবে। যা হেতুর অব্যাপকের ব্যাপ্য তা সমস্ত হেতুর অব্যাপক হবে। অতএব সাধ্যে হেতুর অব্যাপকত্ব সংশয়ও ব্যাপ্যের সংশয়জন্য ব্যাপকের সংশয়। এরকম সংশয়স্থলে হেতুতে সাধ্যের ব্যাপ্যতাসংশয়ও অবশ্যই জন্মাবে। তাই *স শ্যামঃ মিত্রাতনয়ত্বাত্* – স্থলে মিত্রাতনয়ত্বরূপ হেতুতে শ্যামত্বরূপ সাধ্যের ব্যভিচারসংশয় জন্মাবে।

*সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী*কার বাচস্পতিমিশ্র ব্যাপ্য কাকে বলে বলতে গিয়ে সন্দিগ্ধ ও নিশ্চিত এই দুই প্রকার উপাধির কথা বলেছেন – *শঙ্কিতসমারোপিতোপাধিনিরাকরণেন চ বস্তুস্বভাবপ্রতিবন্ধং ব্যাপ্যম্, যেন প্রতিবন্ধং তদ্ব্যাপকম্*।[২৩] ব্যাপ্য হল ব্যাপ্তির আশ্রয় এবং ব্যাপক হল ব্যাপ্তির নিরূপক। ব্যাপ্য ও ব্যাপকের সম্বন্ধকে ব্যাপ্তি বলা হয়। কিন্তু সেই সম্বন্ধকে স্বাভাবিক হতে হবে এটা বাচস্পতিমিশ্রের মত। স্বাভাবিকসম্বন্ধবিশিষ্টই ব্যাপ্য। বস্তুস্বভাবপ্রতিবন্ধ কথার দ্বারা তাই সূচনা করে। স্বাভাবিকপ্রতিবন্ধবিশিষ্ট ব্যাপ্য। তাই তো অনৌপাধিক সম্বন্ধকে ব্যাপ্তি বলা হয়েছে। আর স্বাভাবিক সম্বন্ধই হল অনৌপাধিক সম্বন্ধ। ঔপাধিক সম্বন্ধ হলে ব্যাপ্যত্বসিদ্ধি হয় না, ব্যাপ্যত্বাসিদ্ধি হেত্বাভাস হয়। তাহলে অনৌপাধিকসম্বন্ধবিশিষ্টকে ব্যাপ্য বলতে হবে। কিন্তু কোন বস্তুটি অনৌপাধিকসম্বন্ধবিশিষ্ট বা বস্তুস্বভাবপ্রতিবন্ধ তা কিভাবে বোঝা যাবে? তার উত্তরে বলেছেন শঙ্কিত ও সমারোপিত এই দুই প্রকার উপাধির নিরাকরণের দ্বারা স্বাভাবিক সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত হবে। সমারোপিত শব্দের অর্থ নিশ্চিত।

এছাড়াও আমরা *তর্কসংগ্রহ*গ্রন্থের স্বোপজ্ঞ *দীপিকা*টীকায় চারপ্রকার উপাধির

পরিচয় পাই।

(১) কেবলসাধ্যব্যাপক – এর উদাহরণ দিয়েছেন – *পর্বতো ধূমবান্ বহ্নেঃ*। এখানে আর্দ্রেন্ধনসংযোগরূপ উপাধি কেবলসাধ্যব্যাপক। আর্দ্রেন্ধনসংযোগ ধূমত্বমাত্রাবচ্ছিন্ন ধূমের ব্যাপক হয়। আর্দ্রেন্ধনসংযোগটি কেবলমাত্র ধূমের অধিকরণেই থাকে বলে ধূমের অধিকরণে অর্থাৎ সাধ্যের অধিকরণে যে অত্যন্তাভাব থাকে তার প্রতিযোগী হয় না। আবার পক্ষান্তরে আর্দ্রেন্ধনসংযোগ হেতু বহ্নির অব্যাপক। যেহেতু যেখানে বহ্নি থাকে সেখানে আর্দ্রেন্ধনসংযোগ থাকে না। যেমন তপ্ত-অয়োগোলকে আর্দ্রেন্ধনসংযোগ থাকে না। অতএব হেতুর অধিকরণে বিদ্যমান অত্যন্তাভাবের প্রতিযোগী হওয়ায় আর্দ্রেন্ধনসংযোগটি এখানে হেতু বহ্নির অব্যাপক হয়েছে। তাই এটি কেবলসাধ্যব্যাপক উপাধি।

(২) পক্ষধর্মাবচ্ছিন্নসাধ্যব্যাপক – যে উপাধি পক্ষধর্মাবচ্ছিন্ন সাধ্যের ব্যাপক হয়েও হেতুর অব্যাপক হয় তাকে পক্ষধর্মাবচ্ছিন্নসাধ্যব্যাপক উপাধি বলে। এর উদাহরণ হল – *বায়ুঃ প্রত্যক্ষঃ প্রত্যক্ষস্পর্শাশ্রয়ত্বাত্*। অর্থাৎ বায়ু প্রত্যক্ষগ্রাহ্য যেহেতু এটি প্রত্যক্ষস্পর্শের আশ্রয়। যেমন – ঘট। এই অনুমিতিতে পক্ষ বায়ু, সাধ্য প্রত্যক্ষত্ব, হেতু প্রত্যক্ষস্পর্শাশ্রয়ত্ব, পক্ষধর্ম হল বহির্দ্রব্যত্ব এবং উপাধি হল উদ্ভূতরূপবত্ত্ব। যেখানে যেখানে প্রত্যক্ষত্ব আছে সেখানে সেখানে উদ্ভূতরূপবত্ত্ব আছে একথা বলা যাবে না। কারণ এটি যথার্থ নয়। কারণ রূপে প্রত্যক্ষত্ব আছে কিন্তু উদ্ভূতরূপবত্ত্ব নেই। তাই উদ্ভূতরূপবত্ত্ব কেবল সাধ্যের ব্যাপক নয়। কিন্তু পক্ষ বায়ুর যে ধর্ম বহির্দ্রব্যত্ব তার দ্বারা অবচ্ছিন্ন হওয়ায় সাধ্যের ব্যাপক হয়। যেখানে যেখানে বহির্দ্রব্যত্বাবচ্ছিন্ন প্রত্যক্ষত্ব থাকে সেখানে সেখানে উদ্ভূতরূপবত্ত্ব থাকে অর্থাৎ প্রত্যক্ষগ্রাহ্য। আবার এই উপাধি কেবল প্রত্যক্ষত্ব সাধ্যের ব্যাপক নয়। কারণ আত্মাও মানসপ্রত্যক্ষগ্রাহ্য হওয়ায় আত্মাতে উদ্ভূতরূপবত্ত্ব নেই। তাই প্রত্যক্ষত্বকে

আত্মাভিন্ন দ্রব্য প্রত্যক্ষত্ব অর্থাৎ বহির্দ্রব্যপ্রত্যক্ষত্ব রূপে গ্রহণ করতে হবে। অতএব উদ্ভূতরূপবত্ত্বটি বহির্দ্রব্যত্বাবচ্ছিন্ন প্রত্যক্ষত্বের অর্থাৎ পক্ষধর্মাবচ্ছিন্ন সাধ্যের ব্যাপক এবং হেতু প্রত্যক্ষস্পর্শাশ্রয়ত্বের অব্যাপক। কারণ যেখানে প্রত্যক্ষস্পর্শাশ্রয়ত্ব থাকে সেখানে উদ্ভূতরূপবত্ত্ব থাকে না। এখানে পক্ষ বায়ু বহির্দ্রব্য। পক্ষের বিশেষণ সাধ্যের বৈশিষ্ট্য প্রতিপাদন করায় উক্ত উপাধিকে পক্ষধর্মাবচ্ছিন্নসাধ্যব্যাপক বলা হয়েছে। উদ্ভূতরূপবত্ত্বটি প্রত্যক্ষযোগ্য স্পর্শাশ্রয়ত্বের ব্যাপক হয় না। কারণ বায়ুতে প্রত্যক্ষযোগ্য স্পর্শাশ্রয়ত্ব থাকলেও উদ্ভূত অর্থাৎ প্রত্যক্ষগ্রাহ্য রূপবত্ত্ব নেই। এইভাবে উদ্ভূতরূপবত্ত্বটি পক্ষধর্মাবচ্ছিন্ন সাধ্যের ব্যাপক হয় কিন্তু হেতুর অব্যাপক হয়। তাই এটি পক্ষধর্মাবচ্ছিন্নসাধ্যব্যাপক উপাধি।

(৩) সাধনাবচ্ছিন্নসাধ্যব্যাপক – যে উপাধি সাধনাবচ্ছিন্ন সাধ্যের ব্যাপক হয়েও হেতুর অব্যাপক হয় তাকে সাধনাবচ্ছিন্নসাধ্যব্যাপক উপাধি বলে। এর উদাহরণ হল – *প্রাগভাবঃ বিনাশী জন্যত্বাত্*। অর্থাৎ প্রাগভাব বিনাশী কারণ এর উৎপত্তি আছে। এই অনুমিতিস্থলে পক্ষ প্রাগভাব, সাধ্য বিনাশীত্ব, হেতু জন্যত্ব এবং ভাবত্ব উপাধি। অতএব সাধনাবচ্ছিন্ন জন্যত্বাবচ্ছিন্ন সাধ্য হল বিনাশীত্ব। এখানে ভাবত্বটি কেবল সাধ্য বিনাশীত্বের ব্যাপক নয়। কেননা যা বিনাশশীল তা ভাবপদার্থ এরকম বলা যায় না। যেহেতু প্রাগভাব বিনাশী হলেও ভাবপদার্থ নয়। কিন্তু ভাবত্ব সাধনাবচ্ছিন্ন সাধ্যের ব্যাপক। তাই একটি বিশেষণ যোগ করে জন্যত্বাবচ্ছিন্ন বিনাশীত্বকে সাধ্য করলে ভাবত্ব সাধ্যের ব্যাপক হয়। কারণ যা জন্যত্ববিশিষ্ট বিনাশশীল তা ভাবপদার্থ। ভাবত্বটি হেতু জন্যত্বের ব্যাপক নয়, যেহেতু যা জন্য (উৎপত্তিশীল) তা ভাবপদার্থ এরকম বলা যায় না। যেমন ধ্বংসাভাব জন্য হলেও ভাবপদার্থ নয়। অভাবে ভাবত্ব সাধনাবচ্ছিন্ন সাধ্যের ব্যাপক হয় এবং জন্যত্বের অব্যাপক হয়।

(৪) উদাসীনধর্মাবচ্ছিন্নসাধ্যব্যাপক – উদাসীন ধর্ম বলতে বোঝায় যে ধর্মটি পক্ষধর্মও নয় আবার হেতুধর্মও নয় এমন এক নিরপেক্ষ ধর্ম। সুতরাং যে উপাধি উদাসীনধর্মাবচ্ছিন্ন হয়ে সাধ্যের ব্যাপক হয়েও হেতুর অব্যাপক হয় তাকে উদাসীনধর্মাবচ্ছিন্নসাধ্যব্যাপক উপাধি বলা হয়। এর উদাহরণ হল – *প্রাগভাবঃ বিনাশী প্রমেয়ত্বাত্*। অর্থাৎ প্রাগভাব বিনাশী যেহেতু এটি প্রমেয়। এই অনুমিতিতে পক্ষ প্রাগভাব, সাধ্য বিনাশীত্ব, হেতু প্রমেয়ত্ব, উদাসীনধর্ম হল জন্যত্বাবচ্ছিন্নভাবত্ব, উদাসীনধর্মাবচ্ছিন্নসাধ্য হল জন্যত্বাবচ্ছিন্ন বিনাশীত্ব এবং ভাবত্ব উপাধি। এখানে জন্যত্বাবচ্ছিন্নভাবত্বকে উদাসীন ধর্ম বলার কারণ হল জন্যত্ব পক্ষের (প্রাগভাবের) ধর্ম নয়। কারণ প্রাগভাব অনাদি।[২৪] আবার বিপরীতপক্ষে জন্যত্বটি হেতু প্রমেয়ত্বেরও ধর্ম নয়। কারণ আত্মা, পরমাণু প্রভৃতি প্রমেয় পদার্থ জন্যত্ব নয়। ভাবত্ব জন্যত্বাবচ্ছিন্ন বিনাশীত্বের ব্যাপক। যা জন্যত্বাবচ্ছিন্ন বিনাশী তা ভাবপদার্থ। কিন্তু যা প্রমেয় তা ভাবপদার্থ নয়। তাই ভাবত্বটি এখানে উদাসীনধর্মাবচ্ছিন্ন সাধ্যের ব্যাপক হয়েও প্রমেয়ত্বের অব্যাপক হওয়ায় উপাধিটি উদাসীনধর্মাবচ্ছিন্নসাধ্যব্যাপক।

উপাধির একটি মাত্র লক্ষণ স্বীকার করলে উদ্ভূতরূপবত্ত্ব, ভাবত্ব, শাকপাকজন্যত্ব প্রভৃতি উপাধি হয় না। কারণ ঐগুলিতে উপাধির লক্ষণ নেই। আর ঐগুলিকে উপাধি বলে স্বীকার না করলে *বায়ুঃ প্রত্যক্ষঃ প্রত্যক্ষস্পর্শাশ্রয়ত্বাত্, প্রাগভাবঃ বিনাশী জন্যত্বাত্, প্রাগভাবঃ বিনাশী প্রমেয়ত্বাত্* – এই অনুমিতিগুলিকে যথার্থ বলতে হবে। কারণ ঐ অনুমিতিগুলিতে হেতুতে উপাধি ছাড়া অন্য কোনো দোষ নেই। সুতরাং সবগুলিকে উপাধি বলতে গেলে তার অন্য লক্ষণ আবশ্যক। তাই অন্নংভট্ট চার প্রকার উপাধির লক্ষণ বলেছেন যাতে সমস্ত উপাধি লক্ষিত হয়। গঙ্গেশোপাধ্যায় তাই উপাদিবাদসিদ্ধান্তে বলেছেন –

যদ্ব্যভিচারিত্বেন সাধনস্য সাধ্যব্যভিচারিত্বং স উপাধিঃ, লক্ষণন্তু পর্য্যবসিতসাধ্যব্যাপকত্বে সতি সাধনাব্যাপকত্বম্, যদ্ধর্মাবচ্ছেদেন সাধ্যং প্রসিদ্ধং তদবচ্ছিন্নং পর্য্যবসিতং সাধ্যম্, স চ ধর্মঃ ক্বচিত্ সাধনমেব, ক্বচিদ্ দ্রব্যত্বাদি, ক্বচিন্মহানসত্বাদি।[২৫]

অর্থাৎ যা পর্যবসিতসাধ্যের ব্যাপক হয়ে হেতুর অব্যাপক হয় তাই উপাধি। এই লক্ষণ সমস্ত লক্ষ্যেই আছে। যে ধর্মাবচ্ছিন্নরূপে সাধ্য প্রসিদ্ধ সেই ধর্মাবচ্ছিন্ন সাধ্যই পর্যবসিত সাধ্য। সেই ধর্ম কোনো স্থলে সাধন, কোনো স্থলে দ্রব্যত্বাদি (ভাবত্বাদি), কোনো স্থলে মহানসত্বাদি। অন্নংভট্ট সহজ বোধগম্যের জন্য চার প্রকার বলে ব্যাখ্যা করেছেন।

২.৩ উপাধি ব্যাপ্তিজ্ঞানের প্রতিবন্ধক : বিচারকালে ব্যাপ্তিনিশ্চয়কে বাধা দেওয়ার জন্য বাদী ও প্রতিবাদী উপাধির উত্থাপন করেন। উপাধি অনুমানে একটি পরজীবী বৃক্ষের মত আচরণ করে। পরজীবী বৃক্ষ যে বৃক্ষকে আশ্রয় করে বড়ো হয় সেই গাছকেই পরবর্তীকালে নষ্ট করে দেয় সেরকম উপাধি অনুমানের আশ্রয়ে বড়ো হয়েই ব্যাপ্তিকে নষ্ট করে দেয়। সাধারণ সব্যভিচার ব্যাপ্তিজ্ঞানের প্রতিবন্ধক হয়। যদি কেউ *পর্বতো ধূমবান্ বহ্নেঃ* – এরকম অনুমান প্রয়োগ করে এবং যিনি শ্রোতা হবেন, তাঁর যদি ঐ বহ্নিতে সাধ্যাভাব ধূমাভাবের অধিকরণ তপ্ত-অয়োগোলকনিরূপিত বৃত্তিত্বের নিশ্চয় থাকে, তাহলে ঐ শ্রোতার ব্যভিচারের নিশ্চয় আছে বলে ঐ ব্যভিচারনিশ্চয়টি সাধ্যাভাবাধিকরণ নিরূপিত বৃত্তিত্বাভাবাভাব বৃত্তিত্বের নিশ্চয়রূপ বলে ব্যাপ্তিজ্ঞানের প্রতিবন্ধক হবে। সেরকম উপাধিবিশিষ্ট হেতুকে ব্যাপ্যত্বাসিদ্ধ হেত্বাভাস বলে। অসিদ্ধির তিন প্রকার ভাগের মধ্যে অন্যতম ব্যাপ্যত্বাসিদ্ধি। এখন প্রশ্ন হয় উপাধি কেন ব্যাপ্তিজ্ঞানের প্রতিবন্ধক হবে? প্রাচীনমতে অনৌপাধিক সম্বন্ধ ব্যাপ্তি। উপাধির জ্ঞান হলে অনৌপাধিকরূপ ব্যাপ্তির জ্ঞান হবে কীভাবে? সুতরাং প্রাচীনমতে উপাধি ব্যাপ্তিজ্ঞানের প্রতিবন্ধক এই মত পরিষ্কার। আর নবীনমতে উপাধি যদি সন্দিগ্ধ হয় তাহলে হেতুতে সাধ্যের ব্যভিচারসংশয় হওয়ায়

ব্যাপ্তিনিশ্চয় হতে পারে না বলে অনুমান হয় না। নিশ্চিত উপাধি স্থলে উপাধি পদার্থের ব্যভিচারিত্ব হেতুর দ্বারা হেতুতে সাধ্যের ব্যভিচারের অনুমিতি হলে পর ব্যভিচারনিশ্চয় হওয়ায় ব্যাপ্তিনিশ্চয় হতে পারল না। যেহেতু ব্যাপ্তিনিশ্চয়ের প্রতি ব্যভিচারনিশ্চয় প্রতিবন্ধক হয়। উদাহরণ দিলে বিষয়টি পরিষ্কার হবে – *পর্বতো ধূমবান্ বহ্নেঃ* – এরূপ অনুমানের পূর্বে কারোও যদি আর্দ্রেন্ধনসংযোগকে উপাধি বলে জানা থাকে এবং বহ্নিহেতুতে ব্যভিচারিত্ব সম্বন্ধে আর্দ্রেন্ধনসংযোগের নিশ্চয় জ্ঞান থাকে তাহলে তার এই নিশ্চয় ব্যাপ্যত্বাসিদ্ধির নিশ্চয়। আর্দ্রেন্ধনসংযোগে বহ্নি হেতুর অব্যাপকত্বের জ্ঞান হলে বহ্নি হেতুতে আর্দ্রেন্ধনসংযোগের অব্যাপ্যত্বের নিশ্চয় হবে। এই অব্যাপ্যত্ব হল হেতুসমানাধিকরণাত্যন্তাভাবের প্রতিযোগিত্ব এবং তা ব্যভিচার। বহ্নি হেতু আর্দ্রেন্ধনসংযোগের ব্যভিচারী নিশ্চয় হলে ব্যাপ্য ধূমের ব্যভিচারনিশ্চয় অবশ্যই হবে। বহ্নিতে ধূমের ব্যভিচার থাকলে ব্যাপ্তি থাকতে পারবে না। বহ্নিরূপ হেতুতে এই ব্যাপ্তির অভাবই ব্যাপ্যত্বাসিদ্ধি। তার নিশ্চয় ব্যাপ্যাভাবের নিশ্চয়রূপে ব্যাপ্তিজ্ঞানের প্রতিবন্ধক। উপাধি কিন্তু নিজে হেত্বাভাস নয়, কারণ উপাধির জ্ঞান সাক্ষাৎ অনুমিতি বা তার করণের প্রতিবন্ধক নয়। কিন্তু উপাধির জ্ঞান হেতুতে সাধ্যের ব্যভিচার জ্ঞান জন্মিয়ে ব্যাপ্তিজ্ঞানের প্রতিবন্ধক হয়। উপাধিতে হেতুর অব্যাপকত্বের জ্ঞান হলেই হেতুতে সাধ্যের ব্যভিচারজ্ঞান জন্মাবে। যে সাধ্যের ব্যাপকের ব্যভিচারী সে ব্যাপ্যেরও ব্যভিচারী। এভাবে বহ্নি হেতুতে সাধ্য ধূমের ব্যভিচারজ্ঞান হলে ব্যাপ্তির জ্ঞান হতে পারবে না। তাই উপাধির জ্ঞান ব্যভিচারজ্ঞানের দ্বারা ব্যাপ্তিজ্ঞানের প্রতিবন্ধক হয়।

২.৪ উপাধি অনুমিতির প্রতিবন্ধক : কোনো কোনো আচার্যের মতে উপাধি নিজের অভাবরূপ হেতুর দ্বারা পক্ষে সাধ্যাভাবের অনুমাপক হয়ে অনুমিতির প্রতিবন্ধক হয়। অর্থাৎ উপাধি হেতুতে সৎপ্রতিপক্ষ দোষ উৎপন্ন করে। যেমন *ধূমবান্ বহ্নেঃ* – স্থলে

আর্দ্রেন্ধনরূপ উপাধি ধূমের ব্যাপক। সুতরাং আর্দ্রেন্ধনের অভাব থাকলে ব্যাপ্য ধূমের অভাব থাকবে। কারণ যেখানে ব্যাপকের অভাব থাকে সেখানে ব্যাপ্যেরও অভাব থাকে। তাহলে ব্যাপকের অভাবকে হেতুরূপে গ্রহণ করে তার ব্যাপ্যাভাবকে অনুমান করা যায়। আর্দ্রেন্ধনাভাবকে হেতুরূপে গ্রহণ করে ধূমাভাবকে অনুমানের দ্বারা বুঝলে সেখানে ধূমের অনুমান হতে পারে না। এভাবে উপাধি হেতুতে সৎপ্রতিপক্ষের উদ্ভাবন করে অনুমিতির প্রতিবন্ধক হয়। কারো কারো মতে উপাধির সামান্যলক্ষণে হেতুর অব্যাপক এই কথা বলার কোনো দরকার নেই। কারণ কোথাও কোথাও হেতুর ব্যাপকও উপাধি হয়। যেমন – *করকা পৃথিবী কঠিনসংযোগাত্* – পক্ষ করকা, সাধ্য পৃথিবীত্ব, হেতু কঠিনসংযোগ এবং উপাধি অনুষ্ণাশীতস্পর্শ। করকা পৃথিবী নয়, জলীয় দ্রব্য সুতরাং তাতে কঠিনসংযোগ থাকতে পারে না। অনুষ্ণাশীতস্পর্শও নেই, কারণ জলে শীতস্পর্শ থাকে।[২৬] অনুমানের পূর্বে করকা যে জলীয় দ্রব্য এটা নিশ্চয় না থাকলেও অনুষ্ণাশীতস্পর্শ যে তাতে নেই এটা নিশ্চিত আছে। যেখানে যেখানে কঠিনসংযোগ আছে সেখানে সেখানে অনুষ্ণাশীতস্পর্শ থাকায় তা কঠিনসংযোগরূপ হেতুর ব্যাপক। কিন্তু তাহলেও অনুষ্ণাশীতস্পর্শ পৃথিবীত্বের (সাধ্যের) ব্যাপক বলে এবং অনুষ্ণাশীতস্পর্শের অভাব করকাতে নিশ্চিত হওয়ায় করকাতে পৃথিবীত্বাভাবের অনুমাপক হয়। অতএব করকাতে পৃথিবীত্বের অনুমানের আপত্তি এসে পড়ে। অতএব আর্দ্রেন্ধনের মত অনুষ্ণাশীতস্পর্শও যখন নিজের অভাবের দ্বারা করকাতে পৃথিবীত্বাভাবের অনুমাপক হয়ে সৎপ্রতিপক্ষ নামক দোষের উদ্ভাবন ঘটায় তখন অনুষ্ণাশীতস্পর্শ কঠিনসংযোগরূপ হেতুর ব্যাপক হয়ে উপাধি হবে। এই মতানুসারে যেখানে পক্ষে হেতু নেই সেখানেই হেতুর ব্যাপক হয়ে সাধ্যের ব্যাপক উপাধি হয়। অতএব দেখতে পাওয়া যাচ্ছে উপাধি থাকলে হেতুতে দোষ থাকবে। আচার্য গঙ্গেশোপাধ্যায় কিন্তু উপাধির দূষকতাবীজ নিরূপণে সৎপ্রতিপক্ষরূপ দোষের অনুমাপক

হয়ে উপাধি দূষক একথা স্বীকার করেননি।[২৭] তাঁর পুত্র বর্দ্ধমানোপাধ্যায় *প্রকাশ*টীকাতে উক্ত মতের সমর্থন করেছেন। তাঁর পিতার মতেরও উল্লেখ করেছেন। বর্দ্ধমানের মতে অবাধিতস্থলে পক্ষের ভেদ উপাধি হতে পারবে না। কারণ পর্বতে বহ্নির অনুমানে পর্বতের ভেদ উপাধি বললে, ঐ পর্বতভেদের অভাব পর্বতত্ব পর্বতে বহ্ন্যভাবের অনুমাপক হতে পারে না। পর্বতত্ব হেতুর দ্বারা পর্বতে বহ্ন্যভাবের অনুমানে ঐ পর্বতভেদ আবার উপাধিরূপে প্রযুক্ত হতে পারে। সুতরাং সেই পর্বতভেদের অভাব পর্বতত্ব হেতুর দ্বারা আবার পর্বতে বহ্ন্যভাবরূপ সাধ্যাভাব যে বহ্নি তার অনুমাপক হয়ে তা অব্যাঘাতক হয়ে পড়ে। অতএব যার অভাবের দ্বারা পক্ষে সাধ্যাভাবের অনুমান হয় তা উপাধি এরকম সিদ্ধান্ত অবাধিত হলে পক্ষের ভেদ উপাধি হয়। যেখানে পক্ষে সাধ্য নেই এটা নিশ্চিত, সেই বাধিত স্থলে পক্ষের ভেদ উপাধি হতে পারে। কারণ এখানে ঐ উপাধির অভাবের দ্বারা পক্ষে যে সাধ্যাভাব বোঝানো হয় তা পক্ষে প্রমাণসিদ্ধ। সেখানে প্রমাণসিদ্ধ সাধ্যাভাবকে উপাধি বলতে হবে। বস্তুত গঙ্গেশোপাধ্যায় ব্যভিচারের অনুমাপকরূপেই উপাধিকে দূষক বললেও স্থলবিশেষে সৎপ্রতিপক্ষের এবং স্থলবিশেষে বাধের অনুমাপকরূপেও উপাধি দূষক হয়ে থাকে।[২৮] *দীধিতি*কার রঘুনাথ শিরোমণি এই ন্যূনতা পরিহারের কথা বলেছেন –

> পরস্পরসংবলনেনৈবানুমিত্যনুৎপাদে তত্র ব্যভিচারসন্দেহস্যাবশ্যমুৎপত্তৌ মানাভাবাদ্ উপাধিসন্দেহাদ্বিশিষ্যৈকত্র ব্যভিচারসন্দেহেন তুল্যবলত্বাভাবাত্। ন চাতুল্যবলেন সৎপ্রতিপক্ষো ব্যভিচারাদিশঙ্কাধানং বা, স্বরসতঃ সন্দিগ্ধব্যভিচারাদিনাপি তথাত্বপ্রসঙ্গাদিতি। অত্র চ ক্বচিদুপাধেস্তুল্যবলত্বে সৎপ্রতিপক্ষোন্নায়কতয়া তর্কাদিসাচিব্যাদধিকবলত্বে চ বাধোন্নায়কতয়াপি দূষকত্বম্, ব্যাপ্ত্যাদিপ্রতিসন্ধানে তদুন্নয়নস্য ততোঽনুমিতিপ্রতিরোধস্য চ দুর্বারত্বাত্। পরন্তু সার্বত্রিকত্বং ন তস্যেতি ধ্যেয়ম্।[২৯]

২.৫ প্রাচীনন্যায় মতে স্বাভাবিক সম্বন্ধ ব্যাপ্তি : বাচস্পতি মিশ্র স্বাভাবিক সম্বন্ধকে ব্যাপ্তি বলে প্রতিষ্ঠা করেছেন। তাঁর মতে ধূমে বহ্নির যে সামানাধিকরণ্য সম্বন্ধ তা স্বাভাবিক সম্বন্ধ। তিনি বলেছেন –

> তথা হি ধূমাদীনাং বহ্ন্যাদিসম্বন্ধঃ স্বাভাবিকঃ। ন তু বহ্ন্যাদীনাং ধূমাদিভিঃ। তে হি বিনাপি ধূমাদিভিরুপলভ্যন্তে, যদা ত্বার্দ্রেন্ধনাদিসম্বন্ধমনুভবন্তি তদা ধূমাদিভিঃ সহ সম্বন্ধ্যন্তে। তস্মাদ্বহ্ন্যাদীনামার্দ্রেন্ধনাদ্যুপাধিকৃতঃ সম্বন্ধো ন স্বাভাবিকঃ, ততো ন নিয়তঃ। স্বাভাবিকস্তু ধূমাদীনাং বহ্ন্যাদিভিঃ সম্বন্ধ উপাধেরনুপলভ্যমানত্বাত্ ক্বচিদ্ব্যভিচারস্যাদর্শনাদনু-পলভ্যমানস্যাপি কল্পনানুপপত্তেঃ, অতো নিয়তঃ সম্বন্ধোঽনুমানাঙ্গম্।[৩০]

তিনি বলেছেন কোন প্রমাণের দ্বারা এরকম স্বাভাবিক সম্বন্ধ গ্রহণ করব? যদি প্রথমে বহ্নি ও ধূমের সঙ্গে আর্দ্রেন্ধনের সম্বন্ধ দেখা যায় তাহলে তাদের মধ্যে কি স্বাভাবিক সম্বন্ধ স্বীকার করব না ঔপাধিক সম্বন্ধ? অথবা ধূমের সঙ্গে ঔপাধিক সম্বন্ধ আর বহ্নির সঙ্গে স্বাভাবিক সম্বন্ধ অথবা বহ্নির ঔপাধিক ধূমের স্বাভাবিক সম্বন্ধ এরকম নির্ধারণ করা যাবে না। তপ্ত-অয়োগোলকে ধূম ছাড়া বহ্নি দেখা যায় বলে আর্দ্রেন্ধন সেখানে উপাধি, আর আর্দ্রেন্ধনরূপ উপাধির ধূমের সঙ্গে সম্বন্ধ কখনো স্বাভাবিক নয়।[৩১] এখানে বলে রাখা ভালো মীমাংসকেরাও কিন্তু স্বাভাবিক সম্বন্ধকে ব্যাপ্তি বলে স্বীকার করেছেন। নারায়ণ ভট্ট *মানমেয়োদয়* গ্রন্থে প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন ব্যাপ্তি কি? উত্তরে বলেছেন – *স্বাভাবিকঃ সম্বন্ধো ব্যাপ্তিঃ, স্বাভাবিকত্বং চ উপাধিরাহিত্যম্*।[৩২] অর্থাৎ স্বাভাবিক সম্বন্ধ হল ব্যাপ্তি। স্বাভাবিক সম্বন্ধ ব্যাপ্তির স্বরূপমাত্র, ব্যাপ্তির লক্ষণ হতে পারে না। ব্যাপ্তির লক্ষণ যথাস্থানে আলোচনা করা হবে। প্রাচীনেরা কিন্তু স্বাভাবিক সম্বন্ধকেই ব্যাপ্তির লক্ষণ বলেছেন। আর স্বাভাবিক কি? উত্তর হল – উপাধিবিহীন হল স্বাভাবিক। অর্থাৎ যেখানে উপাধি থাকবে না। সেইজন্য উদয়নাচার্য অনৌপাধিক সম্বন্ধকে ব্যাপ্তি বলেছেন। অনৌপাধিক কথার অর্থ হল

উপাধিরহিত। তাই উপাধির জ্ঞান আবশ্যক। উপাধি সাধ্যের সাক্ষাৎ প্রযোজক অপর হেতু।[৩৩] কোনো বাদী যখন কোনো সাধ্যের সাধনে কোনো পদার্থকে হেতু বলে প্রয়োগ করেন সেখানে যদি অপর একটি হেতু থাকে তাহলে সেই হেতুটি উপাধি হবে। এরকম উপাধি থাকলে বাদীর দ্বারা প্রস্তাবিত হেতুটি আর নিজে থেকে সাধ্যের সাধক হতে পারে না। যারা বেদের প্রামাণ্য স্বীকার করেন না এবং সাংখ্যরা অনুমান প্রয়োগ করেন – *অগ্নীষোমীয়হিংসা অধর্মঃ হিংসাত্বাত্ বাহ্যহিংসাদিবত্*। অগ্নীষোম একপ্রকার যাগ বেদে বলা হয়েছে, তার অঙ্গ হিসাবে পশুহিংসার বিধানও বেদে বলা হয়েছে। পক্ষ অগ্নীষোমীয়হিংসা পক্ষ, সাধ্য অধর্মত্ব, হেতু হিংসাত্ব। *অগ্নীষোমীয়ং পশুমালভেত* অর্থাৎ যে পশুর দেবতা অগ্নি ও সোম সেই পশুর হিংসা করবে। সুতরাং সেই পশুটি অগ্নীষোম যাগের অঙ্গ বলে সেই পশুহিংসা অগ্নীষোমীয় হিংসা। অতএব যেখানে যেখানে হিংসাত্ব থাকে সেখানে সেখানে অধর্মত্ব থাকে। যেমন কেউ যদি নরহত্যা করে তাহলে সেই নরহত্যাতে হিংসাত্ব ও অধর্মত্ব দুই আছে। যেহেতু বেদেও আছে *মা হিংস্যাৎ সর্বা ভূতানি* অর্থাৎ কোনো প্রাণীর হিংসা করবে না। এভাবে হিংসার নিষেধ করা হয়েছে বলে নিষিদ্ধ কর্ম অধর্ম হবে। সেরকম অগ্নীষোমীয় পশুহিংসাতেও হিংসাত্ব আছে সুতরাং সেখানেও অধর্মত্ব হবে। তাই হিংসাত্ব হেতুটি সোপাধিক হেতু। কারণ হিংসাত্বহেতুর দ্বারা যে অধর্মত্ব সাধন, সেই অধর্মত্বের সাক্ষাৎ সাধক আর একটি হেতু আছে। তা হল নিষিদ্ধত্ব। নিষিদ্ধত্ব অধর্মত্বের সাক্ষাৎ সাধক। কারণ যেখানে যেখানে নিষিদ্ধত্ব থাকে সেখানে সেখানে অধর্মত্বও থাকে। যেমন নরহত্যাতে নিষিদ্ধত্ব ও অধর্মত্ব আছে। তাই নিষিদ্ধত্ব সাক্ষাৎ সাধক। হিংসাত্ব নিষিদ্ধত্বকে অবলম্বন করে অধর্মত্বের সাধক হয়, সাক্ষাৎ অধর্মত্বের সাধক হয় না। কারণ যজ্ঞাদিতে যে পশুহিংসার কথা বলা হয়েছে তা শাস্ত্রবিহিত নিষিদ্ধ হয়। এজন্য যজ্ঞাদিতে পশুহিংসাতে হিংসাত্ব থাকলেও নিষিদ্ধত্ব থাকে না বলে যজ্ঞীয় হিংসাতে অধর্মত্ব থাকে না।

যজ্ঞীয় হিংসা থেকে অধর্ম হয় না। বাহ্য হিংসাতে নিষিদ্ধত্ব আছে বলে সেই নিষিদ্ধত্বনিবন্ধন বাহ্যহিংসা অধর্মের কারণ হয় সাক্ষাৎ হিংসা অধর্মের কারণ হয় না। তাহলে হিংসাত্ব হেতুতে নিষিদ্ধত্বরূপ উপাধি আছে বলে হিংসাত্ব হেতুতে অধর্মত্বের স্বাভাবিক সম্বন্ধ অর্থাৎ উপাধিহীন সম্বন্ধ না থাকায় হিংসাত্বে অধর্মত্বের ব্যাপ্তি থাকল না। যজ্ঞীয় হিংসাতে নিষিদ্ধত্ব না থাকায় কেবল হিংসাত্বমাত্রের দ্বারা অধর্মত্ব সিদ্ধ হয় না।

উপাধি ধূমে বহ্নির সম্বন্ধ নেই এজন্য ধূমে যে বহ্নির সম্বন্ধ তা স্বাভাবিক। এই স্বাভাবিক সম্বন্ধের জ্ঞান প্রথমে মহানস প্রভৃতিতে ধূমে বহ্নির সম্বন্ধ বার বার দর্শন করে আশঙ্কা হয় যে মহানসত্ব, গৃহত্ব, গ্রামত্ব উপাধি হয় কি না? অর্থাৎ ধূমে বহ্নির সম্বন্ধ মহানস, গৃহ বা গ্রামাদি অবচ্ছেদে আছে কি না এরূপ আশঙ্কা হলে যখন দেখা যায় ধূমে বহ্নির ব্যভিচার নেই তখন ধূমে যে উপাধি নেই তা নিশ্চয় হয়ে যায়। কারণ উপাধি থাকলে হেতু সাধ্যের ব্যভিচারী হয়। ব্যভিচার নেই এটা নিশ্চয় হলে আর উপাধির আশঙ্কা থাকে না। তখন উপাধির নিরসন করে অন্যান্য উপাধি (মহানসত্ব, গ্রামত্ব, গৃহত্ব ভিন্ন) ধূমে আছে কিনা তা নিশ্চয় করে যখন যোগ্যানুপলব্ধির দ্বারা দেখা যায় যে ধূমে বহ্নিসম্বন্ধের কোনো উপাধি নেই তখন বার বার যেখানে ধূম সেখানে বহ্নি থাকে এরকম নিশ্চয় আর উপাধির অভাবের জ্ঞান – এই সকল জ্ঞানজন্যসংস্কারের সঙ্গে ইন্দ্রিয়ের দ্বারা নিশ্চয় হয় যে ধূম ও বহ্নির সম্বন্ধ স্বাভাবিক। এভাবে ব্যাপ্তির নিশ্চয় হয়।[৩৪]

চার্বাকরা বলেন অনৌপাধিকত্বকে যখন ব্যাপ্তি বলা হয়েছে তখন ব্যাপ্তিজ্ঞান কোথাও হবে না। কারণ অনৌপাধিকত্ব বুঝতে উপাধির জ্ঞান আবশ্যক। আবার উপাধির লক্ষণ বুঝতে ব্যাপ্তিজ্ঞান আবশ্যক। সুতরাং ব্যাপ্তিজ্ঞান ব্যাপ্তিজ্ঞানসাপেক্ষ হওয়ায় অন্যোন্যাশ্রয়দোষ অনিবার্য। সুতরাং ব্যাপ্তিজ্ঞান কোনোভাবে সম্ভব নয়। আর অনুমানের

প্রামাণ্যও সিদ্ধ হতে পারে না। *তত্ত্বচিন্তামণি*কার গঙ্গেশোপাধ্যায় উদয়নাচার্যসম্মত অনৌপাধিকত্বরূপ ব্যাপ্তিলক্ষণের যেরূপ ব্যাখ্যা করেছেন তাতে অন্যোন্যাশ্রয় দোষের সম্ভাবনা নেই। তিনি বলেছেন –

> তত্রোপাধিঃ সাধ্যত্বাভিমতব্যাপকত্বে সতি সাধনত্বাভিমতাব্যাপকঃ, অনৌপাধিকত্বজ্ঞানঞ্চ ন ব্যাপ্তিজ্ঞানহেতুরতো ব্যাপকত্বাদিজ্ঞানে নান্যোন্যাশ্রয়ঃ।[৩৫]

উপাধির জ্ঞান ব্যাপ্তিজ্ঞানসাপেক্ষ নয় এটা তিনি দেখিয়েছেন। অনুমিতির জনক ব্যাপ্তিজ্ঞান যদি আবার সেই ব্যাপ্তির জ্ঞানকেই অপেক্ষা করে তাহলে অন্যোন্যাশ্রয়দোষ হতে পারে। যদি উপাধি বুঝতে ব্যাপ্তিজ্ঞান আবশ্যক হয়, তাহলে অন্যপ্রকার ব্যাপ্তির জ্ঞান বলা যেতে পারে। কিন্তু অনৌপাধিকত্ব যে ব্যাপ্তি, অন্যরূপ ব্যাপ্তির লক্ষণ বলাই যায় না, এরকম কথা চার্বাকরা বলতে পারেন না। *তাৎপর্যটীকা*কার বাচস্পতিমিশ্রের মতে – স্বাভাবিক সম্বন্ধ ব্যাপ্তি। তিনি বলেছেন, ধূমে বহ্নির সম্বন্ধ অনৌপাধিক বা স্বাভাবিক। কারণ, এখানে কোনো উপাধির উপলব্ধি হয় না। কোনো স্থানেই ধূমে বহ্নির ব্যভিচারদর্শন না হওয়ায় অনুপলভ্যমান উপাধিরও কল্পনা করা যায় না।

উপলব্ধির অযোগ্য কোনও উপাধি পদার্থ সেখানে থাকতে পারে এরূপ শঙ্কা সর্বত্র জন্মালে সর্বত্রই নানাবিধ অমূলকশঙ্কা কেন জন্মায় না তা বলতে হবে। অন্নভোজনাদির পরেও যখন অনেকের মৃত্যু হয়, তখন সর্বত্র প্রত্যহ অন্নভোজনাদিতেও অনর্থকত্ব শঙ্কা কেন জন্মায় না? অন্নভোজনাদিতে ঐরূপ শঙ্কা হয় বললে তা হতে লোকের নিবৃত্তিই হয়ে পড়ে। তাহলে লোকব্যবহার নির্বাহ হয় না। অতএব সর্বত্র অমূলক শঙ্কা জন্মায় না এটা অবশ্য স্বীকার্য। এছাড়া বাচস্পতিমিশ্র আরও বলেছেন যে, সংশয়মাত্রই বিশেষ ধর্মের স্মরণ আবশ্যক। সংশয়ের এক এক কোটিই বিশেষ ধর্ম। তার কোনও একটির উপলব্ধি হলে সংশয় জন্মাতে পারে না। কিন্তু পূর্বে কোনও দিন তার উপলব্ধি থাকা আবশ্যক তা

নাহলে তার স্মরণ হতে পারে না। কারণ অজ্ঞাত পদার্থের স্মরণ হয় না। জ্ঞাত পদার্থেরই স্মরণ হয়। বিশেষ ধর্মের স্মরণ ছাড়া যে কোনো প্রকার সংশয়ই জন্মাতে পারে না। তাহলে সবজায়গায় উপাধির শঙ্কা কখনই সম্ভব হয় না। সুতরাং উপাধিমূলক ব্যভিচার সংশয়ও অসম্ভব। বাচস্পতিমিশ্রের বক্তব্য এই যে, এই হেতু উপাধিযুক্ত কি না? এরূপ সংশয়ে উপাধি এবং তার অভাব এই দুই পদার্থ কোটি। তার একতরের নিশ্চয় হলে আর ঐরূপ সংশয় জন্মায় না। সুতরাং তার প্রত্যেকটি ঐ স্থলে বিশেষ ধর্ম। এখন ঐ উপাধিরূপ একতর কোটি বা বিশেষ ধর্ম যদি কোথাও নিশ্চিত না হয়ে থাকে, তবে ঐ বিষয়ে সংস্কার জন্মাতে না পারায় তার স্মরণ হওয়া অসম্ভব। সেখানে উপাধির সংশয় হওয়া অসম্ভব। উপাধির সংশয় করতে গেলে যখন তার স্মরণ আবশ্যক, তখন সেখানে উপাধি পদার্থের কোথাও নিশ্চয় না হওয়ায় স্মরণ হওয়া সম্ভব নয়। সেখানে উপাধির সংশয় কোনোওভাবে হতে পারে না। ব্যভিচারীহেতুতে যে উপাধি নিশ্চিত আছে, সদ্ধেতুতে তার সংশয় কোনো স্থলে হতে পারলেও ঐ সংশয় সেই হেতুতে ব্যভিচার সংশয় সম্পাদন করতে পারে না। যে স্থলে যা উপাধি লক্ষণাক্রান্তই হয় না, সেখানে তার সংশয় উপাধির সংশয় নয়। যদি সেই স্থলে কোনো পদার্থ উপাধিলক্ষণাক্রান্ত হয় এবং অন্যত্র তার নিশ্চয় হয়, তাহলে সেই স্থলেও ঐ উপাধির নিশ্চয় হওয়ায় ব্যভিচার নিশ্চয়ই জন্মাবে। সুতরাং সেখানে উপাধির নিশ্চয় হওয়ায় তার সংশয় বা তন্মূলক ব্যভিচার সংশয় অসম্ভব।

এছাড়া বাচস্পতি মিশ্র বৌদ্ধদের মতও খণ্ডন করেছেন। বৌদ্ধরা বলেন কোনো স্থলে কার্যকারণভাব প্রযুক্ত ব্যাপ্তি থাকে এবং কোনো স্থলে তাদাত্ম্য বা অভেদ সম্বন্ধপ্রযুক্ত ব্যাপ্তি থাকে। সুতরাং কোনো স্থলে কার্যকারণভাবের জ্ঞানের দ্বারা, কোনো স্থলে অভেদসম্বন্ধ জ্ঞানের দ্বারা ব্যাপ্তিনিশ্চয় হয়। তাদের মতে –

কার্যকারণভাবাদ্বা স্বভাবাদ্বা নিয়ামকাত্।

অবিনাভাবনিয়মোঽদর্শনান্ন ন দর্শনাত্।।[৩৬]

কার্যকারণভাব অথবা স্বভাব – এই দুটিই অবিনাভাব অর্থাৎ ব্যাপ্তির নিয়ামক। তৎপ্রযুক্তে ব্যাপ্তির নিয়ম, অদর্শনপ্রযুক্ত নয় এবং দর্শনপ্রযুক্ত নয়। অর্থাৎ সাধ্যশূন্য স্থানে হেতুর অদর্শন এবং সাধ্যযুক্ত স্থানে হেতুর দর্শন, এই উভয়কারণেই যে হেতুর সাধ্যের ব্যাপ্তি নিশ্চয় হয় তা নয়। সেটা বললে সাধ্যশূন্যস্থানমাত্রে হেতু আছে কিনা তা বোঝা অসম্ভব বলে কোনো দিনও কোনো পদার্থে ব্যাপ্তিনিশ্চয় সম্ভব হবে না। কিন্তু যে দুটি পদার্থের কার্যকারণভাব আছে, তার মধ্যে কার্য যেখানে থাকবে তার কারণও সেখানে থাকবে। কারণ ছাড়া তো কার্য থাকে না একথা সকলে স্বীকার করেন। তাহলে কার্যকারণভাব জ্ঞানের দ্বারাই সেখানে কার্যে কারণের ব্যাপ্তিনিশ্চয় করা যায়। যেমন বহ্নি থাকলে ধূম থাকে, বহ্নি না থাকলে ধূমও থাকে না এরূপ অন্বয় ও ব্যতিরেকবশত ধূম ও বহ্নির কার্যকারণভাব নিশ্চয় হওয়ায় ধূমে বহ্নির ব্যাপ্তিনিশ্চয় হয়।

এভাবে কোথাও কোথাও স্বভাব ব্যাপ্তির নিয়ামক। স্বভাব বলতে তাদাত্ম্য বা অভেদ সম্বন্ধকে বোঝানো হয়েছে। যেমন শিংশপা (শিশুবৃক্ষ) বৃক্ষবিশেষ। শিংশপা ও বৃক্ষে অভেদ সম্বন্ধ থাকায় শিংশপাত্ব ও বৃক্ষত্বেও অভেদ সম্বন্ধ আছে। কারণ শিংশপাত্ব শিংশপা থেকে ভিন্ন নয় এবং বৃক্ষত্বও বৃক্ষ থেকে ভিন্ন নয়। ধর্ম ও ধর্মী অভিন্ন পদার্থ। অতএব শিংশপা ও বৃক্ষ অভিন্ন হলে শিংশপাত্ব ও বৃক্ষত্বও অভিন্ন হবে। এই অভেদবশত শিংশপাত্বে বৃক্ষত্বের ব্যাপ্তি আছে। ফলস্বরূপ শিংশপাত্বে বৃক্ষত্বের ব্যাপ্তিনিশ্চয় হলে অনুমান হয়। অতএব কার্যকারণভাব অথবা স্বভাব ব্যাপ্তির নিয়ামক ও গ্রাহক হলে ব্যাপ্তিনিশ্চয়ে কোনো বাধা থাকতে পারে না। কারণ ঐ দুইস্থলে কোনোভাবে ব্যভিচারসংশয় হতে পারে না। ধূম

ও বহ্নির কার্যকারণভাব বুঝলে বহ্নিরূপ কারণশূন্য স্থানে ধূমরূপ কার্য জন্মাবে – এরূপ আশঙ্কা কখনো হতে পারে না। কারণ বৃক্ষবিশেষই শিংশপা, বৃক্ষ নয় কিন্তু শিংশপা – তা হতে পারে না। শিংশপা যদি বৃক্ষ না হয় তাহলে তা নিজের স্বভাব বা আত্মাকেই ত্যাগ করে। তাহলে তাকে শিংশপা বলা যায় না। সুতরাং স্বভাব বা তাদাত্ম্য নিবন্ধন ব্যাপ্তিনিশ্চয় স্থলেও ব্যভিচারসংশয়ের কোনো অবকাশ নেই। অতএব বৌদ্ধরা যদি ব্যাপ্তিমূলক তর্ককে গ্রহণ না করে তাহলে কার্যকারণভাব নিশ্চয় করতে পারবে না। বহ্নিই ধূমের কারণ, রাসভাদি নয় – এটা বুঝতে হলে যে তর্ক গ্রহণীয় তা ব্যাপ্তিমূলক বুঝতে হবে। এইভাবে বাচস্পতিমিশ্র বৌদ্ধমত খণ্ডন করে স্বাভাবিক সম্বন্ধকেই ব্যাপ্তি বলেছেন। কিন্তু *তত্ত্বচিন্তামণি*কার স্বাভাবিক সম্বন্ধ ব্যাপ্তি নয় বলেছেন। তিনি বিশেষব্যাপ্তিপ্রকরণে উদয়নাচার্যকৃত অনৌপাধিকত্বরূপ ব্যাপ্তিলক্ষণের সুন্দর ব্যাখ্যা করেছেন।[৩৭] সেখানে তিনি আর্দ্রেন্ধনকেও উপাধি বলেছেন। উদয়নের মতে আর্দ্রেন্ধন মুখ্য উপাধি না হলেও উপাধি, তা নাহলে গঙ্গেশোপাধ্যায় কেন ব্যাখ্যাতে আর্দ্রেন্ধনকে উপাধি বলবেন। মথুরানাথও তাঁর ব্যাখ্যাতে আর্দ্রেন্ধনকে উপাধিরূপে গ্রহণ করেছেন। উপাধির সিদ্ধান্তলক্ষণে গঙ্গেশোপাধ্যায় আর্দ্রেন্ধনসম্ভূত বহ্নিকেই উপাধিরূপে গ্রহণ করেছেন। এবং ঐ লক্ষণ নির্দোষ বলে বোঝা যেতে পারে এরকম ফণিভূষণ তর্কবাগীশ মহাশয় মনে করেছেন। তাহলে বাচস্পতিমিশ্র যে স্বাভাবিক বা অনৌপাধিক সম্বন্ধকে ব্যাপ্তি বলেছেন তাও নির্দোষ বলা যেতে পারে। পরবর্তী কালে নব্যনৈয়ায়িকেরা অনৌপাধিক বা স্বাভাবিক সম্বন্ধকে ব্যাপ্তি বলে স্বীকার করেননি।

২.৬ অনুমানের প্রামাণ্যস্থাপনে উপাধির নিরাকরণ : বাচস্পতিমিশ্রের মতে অনুকূল তর্কের দ্বারা শঙ্কিত ও নিশ্চিত এই দুই প্রকার উপাধির নিরাকরণ করতে হবে। বস্তুস্বভাবপ্রতিবন্ধবিশিষ্ট বা ব্যাপ্তিবিশিষ্ট বস্তুই ব্যাপ্য হওয়ায় ব্যাপ্যকে জানতে হলে

ব্যাপ্তিকে জানতে হবে এবং ব্যাপ্তিকে জানতে উক্ত দুই প্রকার উপাধির নিরাকরণ করেই জানতে হবে। এখানে ব্যাপ্তির আশ্রয় ব্যাপ্য হল লিঙ্গ এবং ব্যাপ্তির নিরূপক ব্যাপক হল লিঙ্গী। *পর্বতো বহ্নিমান্ ধূমাত্* – স্থলে ব্যাপ্তিবিশিষ্ট ধূমাদি ব্যাপ্য এবং ব্যাপ্তিনিরূপক বহ্ন্যাদি ব্যাপক। ধূম ও বহ্নির ব্যাপ্যব্যাপকভাব (ব্যাপ্তি) স্বাভাবিক হলেও সর্বদা অনুমিতি হয় না। যেহেতু ব্যাপ্যব্যাপকভাব বা ব্যাপ্তি অনুমিতির কারণ নয়। ব্যাপ্তিজ্ঞান অনুমিতির কারণ।

চার্বাকরা বলেন যে হেতুতে উপাধি থাকে তা সাধ্যের ব্যভিচারী, আর যে হেতুতে ব্যভিচার নেই তা সাধ্যের অব্যভিচারী। অব্যভিচারী হেতুই সাধ্যের সাধক হয় এরকম অনুমানপ্রামাণ্যবাদীরা স্বীকার করে থাকেন। তাহলে উপাধি নেই এরকম নিশ্চিত না হলে সাধ্যসাধক হেতু নিশ্চয়ও সম্ভব নয় এটা স্বীকার করতে হবে। কিন্তু উপাধির অভাবনিশ্চয় কোনোভাবে হতে পারবে না। কোথায় উপাধি থাকে আর কোথায় থাকে না তা কিভাবে নির্ধারিত হবে? উপাধি যখন দেখা যাচ্ছে না তখন তা নেই একথাও বলা যাবে না। কারণ নৈয়ায়িকরা অনুপলব্ধিমাত্রকে অভাবের গ্রাহক বলেন না। তাদের মতে যখন প্রত্যক্ষের অযোগ্য অনেক পদার্থ আছে তখন ঐরূপ অতীন্দ্রিয় উপাধিও সবজায়গায় থাকতে পারে। আর অনুপলব্ধিমাত্র অভাবের গ্রাহক না হলে তার অভাব বোঝা যায় এরকম চার্বাক মত মানলে অনুমানে উপাধি নেই এটা নিশ্চয় করা অসম্ভব। তাহলে হেতুতে ব্যাপ্তিনিশ্চয় না হলে অনুমান অসম্ভব হয়ে যাবে। অনুমানের দ্বারা উপাধির অভাব নিশ্চয় করতে হলেও ঐ অনুমানের হেতুতেও উপাধির অভাব নিশ্চয় আবশ্যক হওয়ায় সর্বত্র তা অসম্ভব বলে স্বীকার করা যাবে না। অতএব উপাধির যেমন নিশ্চয় নেই তেমন উপাধির অভাবও নিশ্চয় নেই। কারণ অতীন্দ্রিয় উপাধিও থাকতে পারে। সেরকম উপাধির অভাবনিশ্চয় প্রত্যক্ষের দ্বারা সম্ভব নয়, অনুমানের দ্বারাও সম্ভব নয় এবং অন্য কোনো প্রমাণান্তরের দ্বারাও সম্ভব

নয়। তাহলে তো উপাধি বিষয়ে সংশয় জন্মাবে। ধূমের দ্বারা বহ্নির অনুমানস্থলে ধূমহেতু সোপাধিক কি না এরূপ সংশয় অবশ্যই হবে, তার নিবৃত্তির কোনো উপায় নেই। কারণ ঐ সংশয়ের নিবর্ত্তক উপাধিনিশ্চয় যেমন ঐস্থলে নেই সেরকম তার নিবর্ত্তক উপাধির অভাবনিশ্চয়ও নেই। তাহলে সবজায়গায় উপাধির সংশয়বশত ব্যভিচারের সংশয় হবে। ব্যাপ্তিনিশ্চয় আর হবে না, ফলে অনুমিতিও হতে পারবে না। অতএব অনুমানের প্রামাণ্য ব্যবস্থাপনে অসুবিধার উৎপত্তি হবে।

২.৭ অনুমানের প্রামাণ্যস্থাপনে তর্কের উত্থাপন : চার্বাকমতে হেতুতে ব্যভিচারসংশয় অনিবার্য। কারণ ধূম থাকলেই যে বহ্নি থাকবে এরকম নিশ্চয় করে বলা সম্ভব নয়। অনন্ত দেশ অনন্ত কাল ঘুরে ধূমে বহ্নির সম্বন্ধ খোঁজা অসম্ভব। তাহলে ধূমে বহ্নির ব্যভিচারশঙ্কা অনিবার্য। অতএব ধূমে বহ্নির ব্যাপ্তিনিশ্চয় অসম্ভব হওয়ায় অনুমান দ্বারা তত্ত্বনির্ণয় অসম্ভব। সুতরাং অনুমানের প্রামাণ্য ব্যবস্থাপন অসম্ভব। উদয়নাচার্য এই মতের উত্তরে বলেছেন –

> শঙ্কা চেদনুমাঽস্ত্যেব ন চেচ্ছঙ্কা ততস্তরাত্।
> ব্যাঘাতাবধিরাশঙ্কা তর্কঃ শঙ্কাবধির্মতঃ।।[৩৮]

শঙ্কা যদি প্রকাশ পায় তাহলে নিশ্চয় অনুমান আছে। আর তাহলে অনুমানও স্বীকার্য। আর যদি শঙ্কা না থাকে তাহলে অনুমানের প্রামাণ্যভঙ্গের চার্বাককথিত হেতু থাকবে না। তিনি বলেছেন চার্বাক যে ভাবী দেশ ও কাল গ্রহণ করে সর্বত্র অনুমানের হেতুতে সাধ্যের ব্যভিচারসংশয়ের কথা বলেছেন সেই ভাবী কাল ও দেশ চার্বাকেরও প্রত্যক্ষযোগ্য নয়। তাহলে তাকে আশ্রয় করে কিভাবে সংশয় হবে? চার্বাকরা প্রত্যক্ষ ব্যতীত অন্য কোনো প্রমাণ স্বীকার করেন না। তাহলে ভাবী দেশ ও কাল অপ্রত্যক্ষ বলে তা অলীক। সুতরাং

তাকে আশ্রয় করে সর্বত্র হেতুতে ব্যভিচার সংশয়ের কথা চার্বাকরা বলতে পারেন না। বললে পর ভাবী দেশ ও কাল তাকে মানতে হবে এবং তার জন্য অনুমান প্রমাণ স্বীকার করতে হবে। অনুমানপ্রমাণের দ্বারাই ভাবী দেশ ও কালকে আশ্রয় করে শঙ্কা করতে হবে। তাহলে যে শঙ্কার সাহায্যে চার্বাকরা অনুমানের প্রামাণ্য খণ্ডন করবেন, সেই শঙ্কা অনুমান ছাড়া সম্ভব নয়। সুতরাং শঙ্কা করতে হলে চার্বাকেরও অনুমানপ্রমাণ অবশ্যই স্বীকার্য। শঙ্কা না হলে তো অনুমান স্বীকারেরও কোনো বাধা থাকে না। চার্বাকরা অনুমানের প্রামাণ্য খণ্ডন করতে উপাধির শঙ্কা করে হেতুতে সাধ্যের ব্যভিচারসংশয় করতে গেলে ভাবী দেশ-কাল প্রভৃতি অনেক পদার্থ স্বীকার করতে হবে যা অনুমান প্রমাণ ছাড়া সম্ভব নয়।

ধূম দেখে বহ্নির সম্ভাবনা করে লোকে বহ্নি আনয়নে প্রবৃত্ত হয় এরকম চার্বাকদের অভিমত। তাহলে চার্বাকরা বলতে পারেন ভাবী দেশকালাদির সম্ভাবনার দ্বারা সংশয় জন্মাবে। এর উত্তরে বলা হয়েছে সম্ভাবনা একপ্রকার সংশয়বিশেষ। অতএব ভাবী দেশকালাদির সম্ভাবনারূপ সংশয় করতে হলে তার কারণ আবশ্যক। ধূম দেখে বহ্নিবিষয়ে যে সম্ভাবনা চার্বাকরা করেন তাতে বহ্নিবিষয়ক প্রত্যক্ষজ্ঞান অপেক্ষা করে। কারণ কোনো দিন কোনো স্থানে বহ্নি না দেখলে স্থানান্তরে ধূম দেখে বহ্নির সম্ভাবনা করা যায় না। অতএব নিশ্চয়াত্মক জ্ঞান যদি পূর্বে না জন্মায় তাহলে তার সংস্কারও সম্ভব নয়। আর সংস্কার না জন্মালে সে বিষয়ে স্মরণও সম্ভব নয়। ধূম দেখেও যদি কোনো কারণে চার্বাকের বহ্নির স্মরণ না হয় তাহলে কি সেখানে বহ্নিবিষয়ে কোনোপ্রকার সংশয় হবে? তা কিন্তু কারুরই হয় না। অতএব সংশয়ের পূর্বে সন্দিহ্যমান বস্তুর স্মরণ হয় এটা সকলেই স্বীকার করেন। স্মরণ মানেই সংস্কারজন্য হবে।[৩৯] আর যতক্ষণ না নিশ্চয় হবে ততক্ষণ সংস্কার জন্মাতে পারে না। চার্বাকরা যেহেতু প্রত্যক্ষ ছাড়া অন্য কোনো প্রমাণ স্বীকার করেন না তাই ভাবী দেশকালাদিবিষয়ক সম্ভাবনা জ্ঞানও জন্মাতে পারে না।

চার্বাকরা বলতে পারেন ভাবী দেশকালাদিবিষয়ক নিশ্চয়াত্মক জ্ঞানের জন্য অনুমান প্রমাণ স্বীকার করার আবশ্যকতা নেই। কিন্তু অনুমানপ্রামাণ্যবাদীরা সামান্য ধর্মের জ্ঞানজন্য অলৌকিক প্রত্যক্ষ স্বীকার করেই ধূমে বহ্নির ব্যাপ্তিনিশ্চয় করেন। তাহলে দ্রব্যত্বরূপ সামান্য ধর্মের জ্ঞানজন্য যখন দ্রব্যমাত্রেরই অলৌকিক প্রত্যক্ষ হয় তখন ভাবী দেশকালাদি দ্রব্যেরও ঐ অলৌকিক প্রত্যক্ষ হবে। উত্তরে বলা হয়েছে যে পদার্থ প্রমাণসিদ্ধ তারই অলৌকিক প্রত্যক্ষ হতে পারে। তাহলে ভাবী দেশকালাদি বিষয় কোন প্রমাণের দ্বারা সিদ্ধ হবে? কিন্তু চার্বাকরা তো অনুমানাদি প্রমাণ স্বীকার করেন না। আবার ভাবী দেশকালাদির লৌকিক প্রত্যক্ষ অসম্ভব। চার্বাকরা অনুপলব্ধির দ্বারা যেমন ঈশ্বরের অভাব নিশ্চয় করেছেন সেরকম ভাবী দেশকালাদিরও অনুপলব্ধির দ্বারা অভাব নিশ্চয় করতে হয়। কিন্তু প্রমাণসিদ্ধ পদার্থেরই অলৌকিক প্রত্যক্ষ হবে। ভাবী দেশকালাদি পদার্থকে প্রমাণসিদ্ধ করতে গেলে অনুমানাদি প্রমাণকে গ্রহণ করতেই হবে। সুতরাং তাদের মতে যে সংশয় হতে পারে না, বহ্নি উপলব্ধি স্থলে বহ্নি নিশ্চয় থাকায় বহ্নিসংশয় জন্মাতে পারে না এবং বহ্নির অনুপলব্ধি স্থলেও বহ্নির অভাব নিশ্চয় থাকায় বহ্নিসংশয় জন্মাতে পারে না – এরকম সিদ্ধান্ত স্বীকার করা যাবে না। তাই উদয়নাচার্য বলেছেন –

> দৃষ্ট্যদৃষ্ট্যোঃ ক্ব সন্দেহো ভাবাভাববিনিশ্চয়াত্।
> অদৃষ্টি বাধিতে হেতৌ প্রত্যক্ষমপি দুর্লভম্।।[৪০]

চার্বাকরা আরো বলেন যে, উপাধিশঙ্কা বা ব্যভিচারশঙ্কার উপপত্তির জন্য যদি অনুমানের প্রামাণ্য স্বীকার করতে হয় তা করব। কিন্তু হেতুতে যে সাধ্যের ব্যভিচারশঙ্কা হয় তা নিবৃত্তির উপায় কি? এখন ধূমে বহ্নির ব্যভিচার না দেখা গেলেও ভবিষ্যতে যে দেখা যাবে না তা কে বলতে পারে? বহু জায়গায় তো দুটো পদার্থের সহচার দর্শন করার পর তাদের

আবার ব্যভিচারও দেখা গেছে। অতএব হেতুতে সাধ্যের ব্যভিচার শঙ্কা অনিবার্য। উপাধির শঙ্কা হলে হেতুতে সাধ্যের ব্যভিচারশঙ্কা হয় একথা অনুমানপ্রামাণ্যবাদীরা স্বীকার করেছেন। উপাধির শঙ্কা যেমন সর্বত্র হতে পারে সেরকম ব্যভিচারশঙ্কাও সর্বত্র হতে পারে। এখানে উদয়নাচার্যের বক্তব্য এই যে সর্বত্র হেতুতে সাধ্যের ব্যভিচারশঙ্কা হয় না। আর যেখানে ব্যভিচারশঙ্কা হয় সেখানে তর্ক ঐ শঙ্কার নিবর্ত্তক – *ব্যাঘাতাবধিরাশঙ্কা তর্কঃ শঙ্কাবধির্মতঃ*। ব্যভিচারশঙ্কা নিবর্ত্তক তর্কের দ্বারা ব্যভিচারশঙ্কা নিবৃত্তি হলে ব্যাপ্তিনিশ্চয় হয় এবং অনুমানও সম্ভব। যেমন – ধূমে বহ্নির ব্যভিচার সংশয় হলে *ধূমো যদি বহ্নিব্যভিচারী স্যাত্ বহ্নিজন্যো ন স্যাত্* – এরকম তর্কের দ্বারা ঐ সংশয়ের নিবৃত্তি হয়। ধূম বহ্নির ব্যভিচারী হলে অর্থাৎ বহ্নিবিহীন স্থানে থাকলেও ধূম বহ্নিজন্য হতে পারে না। কারণ ছাড়া কখনো কার্য হয় না। যদি বহ্নি নেই কিন্তু ধূম আছে এটা বলা যায় তাহলে ধূম বহ্নিজন্য নয় এটা বলতে হবে, কিন্তু তা বলা যায় না। কারণ বহ্নি ছাড়া ধূমের উৎপত্তি আজ পর্যন্ত কেউ দেখেনি, এ বিষয়ে অন্য কোনো প্রমাণও পাওয়া যায় না। যে অন্বয়ব্যতিরেক জ্ঞানজন্য কার্যকারণভাব নির্ণয় হয় তা ধূম ও বহ্নিতে আছে। বহ্নি থাকলে ধূম থাকবে (অন্বয়) এবং বহ্ন্যভাবে ধূমাভাব (ব্যতিরেক) – এটা যখন প্রত্যক্ষসিদ্ধ, তখন প্রত্যক্ষের দ্বারাই ধূমে বহ্নিজন্যত্ব নিশ্চয় হয়েছে। প্রত্যক্ষের দ্বারা ধূমে বহ্নির ব্যাপ্তিনিশ্চয় করতে যদি ধূম বহ্নির ব্যভিচারী কি না এরূপ সংশয় উপস্থিত হয় তাহলে *ধূমো যদি বহ্নিব্যভিচারী স্যাত্ বহ্নিজন্যো ন স্যাত্* – এরকম তর্ক ঐ সংশয় নিবৃত্তি করে থাকে। কারণ ধূম বহ্নির ব্যভিচারী হলে তা বহ্নিজন্য হয় না। অতএব ধূমে বহ্নিজন্যত্বের অভাব স্বীকার করতে হয়। অতএব কোনো স্থলে উপাধি সন্দেহবশত, কোনো স্থলে কারণজন্য হেতুতে যে সাধ্যের সংশয় জন্মায় তা তর্কের দ্বারাই নিবৃত্তি হয় এবং অনেকস্থলে ঐ ব্যভিচারশঙ্কা জন্মায় না। সুতরাং ব্যভিচারসংশয় প্রযুক্ত অনুমানের প্রামাণ্য অস্বীকার করার

কোনো জায়গা নেই।

চার্বাকরা বলেন তর্কের ব্যভিচারশঙ্কা নিবৃত্তি হয় বললে সেই তর্কের জ্ঞানও ব্যাপ্তিনিশ্চয়জন্য। সেখানেও ব্যভিচারসংশয় প্রযুক্ত ব্যাপ্তিনিশ্চয় না হলে তজ্জন্য তর্কও হবে না। আবার সেখানে ঐ ব্যভিচারসংশয় নিবৃত্তির জন্য কোনও তর্ককে গ্রহণ করলে তার ব্যাপ্তিনিশ্চয় আবশ্যক। সেখানে ব্যভিচারসংশয়বশত ব্যাপ্তিনিশ্চয় অসম্ভব হওয়ায় সেই ব্যভিচারসংশয় নিবৃত্তির জন্য অন্য তর্ককে গ্রহণ করতে হবে। এভাবে ব্যভিচারসংশয় নিবৃত্তির জন্য প্রত্যেকস্থলে তর্ককে গ্রহণ করলে অনবস্থাদোষ অনিবার্য এবং তাহলে কোনো দিন তর্ককে স্থাপনা করা যাবে না। এবং ব্যভিচারসংশয়েরও নিবৃত্তি করা যাবে না। ফলস্বরূপ অনুমানের প্রামাণ্যও প্রতিষ্ঠিত হবে না। তাই উদয়নাচার্য বলেছেন সর্বত্র ঐরূপ শঙ্কা হতে পারে না। ব্যাঘাতপ্রযুক্ত শঙ্কার অনুৎপত্তি হয়ে থাকে। শঙ্কাকারী তাই আশঙ্কা করেন যা আশঙ্কা করলে নিজের প্রবৃত্তির ব্যাঘাত উপস্থিত না হয়। ধূম বহ্নির ব্যভিচারী হলে বহ্নিজন্য হতে পারবে না। সুতরাং অন্বয় ও ব্যতিরেক দেখেই ধূম বহ্নিজন্য এরূপ নিশ্চয় করে ধূমের জন্য বহ্নিবিষয়ে প্রবৃত্ত হয়। ধূমের জন্য বহ্নিকে গ্রহণ করে, কিন্তু বহ্নি ধূমের কারণ নয় এরূপ শঙ্কাও করে – তা কখনো সম্ভব নয়। অতএব যা আশঙ্কা করলে শঙ্কাকারীর প্রবৃত্তির ব্যাঘাত হয় তা কেউ শঙ্কা করতে পারে না। তাহলে শঙ্কা নিরবধি না হওয়ায় অনবস্থাদোষের সম্ভাবনা নেই। শঙ্কাকারী চার্বাক যদি কার্যকারণভাবেরও শঙ্কা করেন, তার উত্তরে বলতে হবে অন্বয়ব্যতিরেকসিদ্ধ কার্যকারণভাবের শঙ্কা করলে শঙ্কা কোথাও হতে পারবে না। কারণ তারা যে শঙ্কা করেন তাও বিনা কারণে হতে পারে না। শঙ্কার কোনো কারণ না থাকলে শঙ্কা হবে কিভাবে? কারণ ছাড়াই যদি কার্যের উৎপত্তি স্বীকার করা হয় তাহলে কার্যকারণব্যবস্থা লঙ্ঘিত হবে। সুতরাং শঙ্কারও কারণ আছে এটা চার্বাককে মানতে হবে। যদি অন্বয় ও ব্যতিরেক নিশ্চয়পূর্বক শঙ্কার কারণ নিশ্চয় করা

যায় তাহলে ধূম-বহ্নিতেও কার্যকারণভাব নিশ্চয় করা যাবে। তাহলে ধূম বহ্নির ব্যভিচারী নয় এটা নিশ্চিত। আর যদি কারো এবিষয়ে সংশয় জন্মায় তাহলে তর্কের দ্বারা তার নিবৃত্তি করতে হবে। তারই আশঙ্কা করা যায় যার আশঙ্কা করলে স্বক্রিয়াব্যাঘাত দোষ উৎপন্ন হয় না, এটাই লোকমর্যাদা।[৪১] অর্থাৎ একথা কেউ না মেনে থাকতে পারে না। গঙ্গেশোপাধ্যায়ও বলেছেন – *যস্মিন্নাশঙ্ক্যমানে স্বক্রিয়াব্যাঘাতো ন ভবতীতি*।[৪২]

বর্তমানকালে বহ্নি থেকে ধূম জন্মায় এটা দেখে সবসময় এরকম হবে এটা কল্পনা করা যায় না। কারণ একদিন এমনও তো হতে পারে যে বহ্নি ছাড়াই ধূম উৎপন্ন হবে। উত্তরে বলতে হবে যদি কখনো এরকম হয় তাহলে তাকে যে ধূম বলতে হবে এবিষয়ে কি প্রমাণ আছে? ধূমের মত দেখতে বাষ্প যেমন ধূম নয় এবং তা বহ্নির লিঙ্গ নয়, সেরকম কালান্তরে ধূমের মত দেখতে পদার্থ ধূম নয়। প্রাচীনকাল থেকেই বহ্নিজন্য যে পদার্থকে ধূম বলা হচ্ছে এবং তাকে বহ্নির লিঙ্গ বলা হচ্ছে, তা বহ্নি ছাড়া কখনো উৎপন্ন হতে পারবে না। আর যদি কোনো কালে বহ্নি ছাড়াও ধূম জন্মায় এবং তা ধূমত্ববিশিষ্ট বলে গণ্য হয় তাহলেও বর্তমানকালে ধূম দেখে বহ্নির অনুমান ভ্রমত্ব সিদ্ধি হয় না। কোনো কালে ও দেশে ধূমে বহ্নির ব্যাপ্তিভঙ্গ হলে যে দেশে যতদিন পর্যন্ত ঐ ব্যাপ্তিনিশ্চয় আছে সে দেশে ততদিন পর্যন্ত ব্যাপ্তিস্মরণ জন্য অনুমান হবে। দেশবিশেষে ও কালবিশেষে ব্যাপ্তি স্বীকার করলে সেখানে দেশ ও কালবিশেষে অনুমান হয়ে থাকে। প্রশ্ন হতে পারে যে, বহ্নিবিহীন স্থানে যখন ধূম দেখা যায় তখন ধূমত্বরূপে ধূম যে বহ্নির ব্যভিচারী তা প্রত্যক্ষসিদ্ধ। ধূম তার উৎপত্তিস্থান থেকে নির্গত হয়ে আকাশে উদ্গত হলে বা কোনো স্থানে আবদ্ধ থাকলে সেখানে বহ্নি না থাকায় ধূম বহ্নির ব্যাপ্য হতে পারে না। তাহলে এত বিচার কেন? নৈয়ায়িকরা সামান্যত সংযোগ সম্বন্ধে ধূমত্বরূপে ধূমসামান্য যে বহ্নির ব্যভিচারী হয় তা স্বীকার করেন। বার্ত্তিককার ঐ ব্যভিচারের উল্লেখ করেও ধূমহেতুক

বহ্নির অনুমান হতে পারে না বলেছেন। কিন্তু সংযোগ সম্বন্ধ বিশিষ্ট ধূম বহ্নির ব্যভিচারী নয়। রঘুনাথ শিরোমণিও ধূমত্ববিশিষ্ট ধূমকে বহ্নির অনুমানে হেতুরূপে স্বীকার করেছেন। বাচস্পতিমিশ্র বলেছেন –

> যদ্যপি কারণমাত্রং ব্যভিচরতি কার্যোৎপাদং তথাপি যাদৃশং ন ব্যভিচরতি তত্র নিপুণেন প্রতিপৎত্রা ভবিতব্যম্। অন্যথা ধূমমাত্রমপি বহ্নিমত্তাং ব্যভিচরতীতি ন ধূমবিশেষো গমকো ভবেত্।[৪৩]

অর্থাৎ বিশিষ্ট ধূমই বহ্নির অনুমানে সদ্ধেতু, ধূমত্বরূপে ধূমসামান্য বহ্নির ব্যভিচারী। ধূমত্বরূপে ধূমসামান্যকে বহ্নির অনুমানে হেতু বলার কারণ হল ধূমের দ্বারা বহ্নির অনুমান হল কার্যের দ্বারা কারণের অনুমান। ধূমত্বরূপে ধূমসামান্যের প্রতি বহ্নিত্বরূপে বহ্নিসামান্য কারণ। সুতরাং ধূমত্বরূপে ধূমসামান্যরূপ কার্য বহ্নিসামান্যরূপ কারণের অনুমানে হেতু হবে। অর্থাৎ ধূমত্বরূপে ধূমসামান্য যে সম্বন্ধে বহ্নির কার্য বলে বোঝা যাবে, সেই সম্বন্ধে (কার্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধে) ধূমত্বরূপে ধূমসামান্য বহ্নির অনুমানে হেতু বলা যাবে না।

অতএব দেখতে পাওয়া যাচ্ছে প্রাচীন নৈয়ায়িকরা ব্যাপ্তি বলতে অনৌপাধিক বা স্বাভাবিক সম্বন্ধকেই বুঝতেন। শুধু ন্যায়ের গ্রন্থে নয় মীমাংসকেরাও ব্যাপ্তি বলতে স্বাভাবিক সম্বন্ধকেই গ্রহণ করেছেন। যদিও আমরা দেখব পরবর্তীকালে নব্যন্যায়ে এই স্বাভাবিক সম্বন্ধকে ব্যাপ্তি বলে গ্রহণ করা হয়নি। তারা ব্যাপ্তির সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিচার বিশ্লেষণ করেছেন।

উল্লেখপঞ্জি :

১. যত্র যত্র ধূমস্তত্র তত্রাগ্নিরিতি সাহচর্যনিয়মো ব্যাপ্তিঃ। – ত. স., সম্পা. কৃষ্ণবল্লভাচার্য, পৃ.-৯২।

২. ন্যায়. সূ. – ২/২/১৫।

৩. *তদেব* – ৩/২/১১।

৪. *তদেব* – ৩/২/১০।

৫. *তদেব* – ৩/২/৩৭।

৬. বৈ. সূ. – ৩/১/১৪।

৭. ন্যায়. বা., সম্পা. অনন্তলাল ঠাকুর, পৃ. - ৫০।

৮. তত্ত্ব. চি. দী., পৃ. - ৯১৪।

৯. তত্ত্ব. চি., অনু., সম্পা. কামাখ্যানাথ তর্কবাগীশ, পৃ.-২৯৪।

১০. ভা. প., কারিকা - ১৩৮।

১১. ত. স., প্রাগুক্ত, পৃ. – ১২০।

১২. *তত্রৈব*।

১৩. *তত্রৈব*।

১৪. তা. র., পৃ. – ৬৬।

১৫. ন্যায়. কু., পৃ. – ৩৫২।

১৬. *তদেব, প্রকাশটীকা*, পৃ. – ৩৬৪।

১৭. ত. স., প্রাগুক্ত, পৃ. – ১২০।

১৮. স. প., সম্পা. তপনশঙ্কর ভট্টাচার্য্য, পৃ.-৩৯৯।

১৯. স চ দ্বিবিধঃ – শঙ্কিতোপাধির্নিশ্চিতোপাধিশ্চ। – ন্যা. কু., তৃতীয় স্তবক, পৃ.-৩৫১।

২০. সাধ্যব্যাপকত্বেন সাধনাব্যাপকত্বেন চ নিশ্চিতাব্যভিচারনিশ্চয়াধায়কত্বেন নিশ্চিতোপাধিঃ। - তত্ত্ব. চি., প্রাগুক্ত, পৃ.-৩৭৮।

২১. যত্র সাধনাব্যাপকত্বসন্দেহঃ সাধ্যব্যাপকত্বসংশয়ো বা তদুভয়সন্দেহো বা তত্র হেতুব্যভিচারসংশয়কত্বেন সন্দিগ্ধোপাধিঃ। - *তত্রৈব*।

২২. ত. ভা., সম্পা. গঙ্গাধর কর, পৃ.-১৪৯।

২৩. সা. ত. কৌ., সম্পা. নারায়ণচন্দ্র গোস্বামী, পৃ.-৬০।

২৪. অনাদিঃ সান্তঃ প্রাগভাবঃ। - ত. স., প্রাগুক্ত, পৃ.-১৬৯।

২৫. তত্ত্ব. চি., প্রাগুক্ত, পৃ.-৩৩৬।

২৬. শীতস্পর্শবত্য আপঃ। - ত. স., প্রাগুক্ত, পৃ.-২৫।

২৭. নাপ্যস্য স্বব্যতিরেকদ্বারা সৎপ্রতিপক্ষত্বেন দূষকত্বং তদা হি সৎপ্রতিপক্ষে সৎপ্রতিপক্ষান্তর-বদুপাধেরুদ্ভাবনং ন স্যাত্। – তত্ত্ব. চি., প্রাগুক্ত, পৃ.-৩৮৩।

২৮. তস্মাদুপাধিনিশ্চয়াদ্ব্যভিচারনিশ্চয়ঃ তৎসংশয়াত্তৎসংশয় ইতি ব্যভিচারজ্ঞানদ্বারা সাধ্যব্যাপকাব্যাপ্যত্বেন ব্যাপ্তিবিরহোন্নাযকতয়া বোপাধের্দূষকত্বম্। – *তদেব*, পৃ.-৩৮৪।

২৯. তত্ত্ব. চি. দী., পৃ.-১০৭০।

৩০. ন্যায়. বা. তা., সম্পা. অনন্তলাল ঠাকুর, পৃ.-১৬৫।

৩১. যদা তাবৎপ্রথমং বহ্নিধূময়োঃ সহার্দ্রেন্ধনয়োঃ সম্বন্ধং পশ্যতি তদা দ্বয়োরপি কিং স্বাভাবিকঃ সম্বন্ধঃ ঔপাধিকো বা, অথ ধূমস্যৌপাধিকো বহ্নেস্তু স্বাভাবিকঃ, বহ্নের্বৌপাধিকো ধূমস্য স্বাভাবিক ইতি ন শক্যং নির্দ্ধারয়িতুম্। তত্র বহ্নেরনার্দ্রেন্ধনস্য বিনা ধূমময়োগোলকাদৌ দর্শনাদ্ আর্দ্রেন্ধনোপাধিরস্য ধূমেন সম্বন্ধো ন তু স্বাভাবিক ইতি নিশ্চীয়তে। ধূমবিশেষস্য তু বিনা বহ্নিমনুপলভ্যাত্ উপাধিভেদস্য চাদৃশ্যমানস্য কল্পনায়াং প্রমাণাভাবাদ্ বিশেষস্মৃত্যপেক্ষস্য চ সংশয়স্যানুপলব্ধপূর্বে অনুৎপাদাদ্ উৎপাদে চাতিপ্রসঙ্গাত্ প্রেক্ষাবৎপ্রবৃত্ত্যুচ্ছেদাত্ স্বাভাবিকঃ সম্বন্ধোঽবধার্যতে। – *তদেব*, পৃ.-১৬৬।

৩২. মা. মে., সম্পা. দীননাথ ত্রিপাঠী, পৃ.-৪৮।

৩৩. উপাধিরিতি চ সাধ্যস্য সাক্ষাৎ প্রযোজকং হেত্বন্তরমুচ্যতে। - *তত্রৈব*।

৩৪. সোঽয়মীদৃশ উপাধির্ধূমস্যাগ্নিসম্বন্ধে নাস্তীতি স্বাভাবিক এবাসৌ সম্বন্ধঃ। স পুনঃ স্বাভাবিকঃ সম্বন্ধঃ কথং গৃহ্যত ইতি চেত্ উচ্যতে। আদৌ তাবন্মহানসাদৌ ভূয়ো ভূয়ো ধূমস্যাগ্নিসম্বন্ধং পশ্যন্ ক্রমেণ চ মহানসত্বগৃহত্বগ্রামত্বাদীনুপাধিত্বেনাশঙ্ক্য ব্যভিচারাদর্শনেন নিরস্যননন্যানপ্যুপাধীন্ নিপুণং নিরূপ্য

যোগ্যানুপলম্ভেন নিরাকুর্বন্ ভূযোদর্শনোপাধ্যভাবগ্রহণজনিতসংস্কারসহকৃতেনেন্দ্রিযেণ সোঽয়মেকরূপ এব ধূমাগ্ন্যোঃ স্বাভাবিকঃ সম্বন্ধ ইতি নিশ্চিনোতি ইতি। – *তদেব,* পৃ.-৫৯।

৩৫. তত্ত্ব. চি., প্রাগুক্ত, পৃ. – ২৯৪।

৩৬. প্রমা. বা. ৩/৩৩।

৩৭. অথবানৌপাধিকত্বং ব্যাপ্তিঃ তচ্চ যাবৎস্বসমানাধিকরণাত্যন্তাভাবপ্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নং যৎ তৎপ্রতিযোগিকা-ত্যন্তাভাবসমানাধিকরণং যৎ তেন সমং সামানাধিকরণ্যম্ । নহ্যেবং সোপাধিঃ, তত্র সাধনসমানাধিকরণাত্যন্তাভাবপ্রতিযোগিন আর্দ্রেন্ধনবত্ত্বাদেরুপাধের্যোঽত্যন্তাভাবস্তেন সমং সাধ্যস্য ধূমাদেঃ সামানাধিকরণ্যাভাবাৎ উপাধেঃ সাধ্যব্যাপকত্বাৎ। এতদেব যাবৎস্বব্যভিচারিব্যভিচারিসাধ্যসামানাধিকরণ্য-মনৌপাধিকত্বং গীয়তে। – তত্ত্ব. চি., প্রাগুক্ত, পৃ. - ১৪৯।

৩৮. ন্যায়. কু., তৃতীয় স্তবক, কারিকা-৭।

৩৯. সংস্কারমাত্রজন্যং জ্ঞানং স্মৃতিঃ। – ত. স., প্রাগুক্ত, পৃ.-৬১।

৪০. ন্যায়. কু., প্রাগুক্ত, কারিকা-৬।

৪১. তদেব হ্যাশঙ্কতে যস্মিন্নাশঙ্ক্যমানে স্বক্রিযাব্যাঘাতাদযো দোষা নাবতরন্তীতি লোকমর্যাদা। – *তদেব,* পৃ.-২৫১।

৪২. তত্ত্ব. চি., প্রাগুক্ত, পৃ.-২৩২।

৪৩. ন্যায়. বা. তা., প্রাগুক্ত, পৃ.-১৭৪।

তৃতীয় অধ্যায় :

ব্যাপ্তিবিষয়ে *চিন্তামণি*কারের চিন্তন

*চিন্তামণি*কার হলেন গঙ্গেশোপাধ্যায়। ব্যাপ্তিবিষয়ে তিনি যা চিন্তা করেছেন তা নব্যন্যায়দর্শনের অনুমানখণ্ডের অত্যন্ত চর্চিত বিষয়। ব্যাপ্তি ছাড়া অনুমান কোনোভাবেই সম্ভব নয়। ব্যাপ্তিবিষয়ে তার চিন্তা আলোচনা করার পূর্বে তার আবির্ভাব কাল নিয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করছি।

৩.০ গঙ্গেশোপাধ্যায়ের আবির্ভাবকাল : আচার্য গঙ্গেশোপাধ্যায়ের আবির্ভাবকাল সঠিকভাবে নির্ধারণ করা খুব কঠিন। খ্রিস্টীয় একাদশ শতক থেকে খ্রিস্টীয় চতুর্দশ শতকের মধ্যে কোনো এক সময় তার আবির্ভাবকাল এরকম অনুমান করা হয়। তিনি হলায়ুধের পূর্ববর্তী ছিলেন। হলায়ুধ ছিলেন বঙ্গের রাজা লক্ষ্মণসেনের সভাসদ। লক্ষ্মণসেন রাজা হয়েছিলেন ১১১৯/১১৬৯ খ্রিস্টাব্দে। তার রাজসভা শূলপাণি, হলায়ুধ, পশুপতি, জয়দেব, ধোয়ী প্রভৃতি বিদ্বানরা অলংকৃত করেছিলেন।[১] সমালোচকেরা তাই ১১০৮ খ্রিস্টাব্দকে গঙ্গেশের আবির্ভাবকালরূপে চিহ্নিত করেছেন। মিথিলায় মঙ্গলবনী বা মঙ্গলৌনী গ্রামে (মতান্তরে কমলা নদীর তীরে কোরন্ বা করিয় নামক গ্রামে) কাশ্যপগোত্রীয় ছাদন বা ব্রাহ্মণবংশে তার জন্ম। জার্মান অধ্যাপক Weber গঙ্গেশোপাধ্যায়কে খ্রিস্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর লোক বলেছেন। A.B. Keith গঙ্গেশের কাল ১১৫০-১২০০ খ্রিস্টাব্দ ধরেছেন।

গঙ্গেশোপাধ্যায় সম্পর্কে দুটি প্রবাদ প্রচলিত আছে। তবে তার সত্যতা কতখানি সে বিষয়ে পরবর্তীকালে লেখকগণ সংশয় প্রকাশ করেছেন। প্রথম প্রবাদ হল – বাল্যকাল থেকেই তিনি পিতৃহারা ছিলেন। তারপর তিনি মামার বাড়ীতে আসেন এবং সেখানেই শিক্ষালাভ করেন। তিনি যুবক বয়স পর্যন্ত নিরক্ষর ছিলেন। গঙ্গেশের বিদ্যালাভ বিষয়ে

এক বিচিত্র কাহিনী শোনা যায়। একদিন অমাবস্যার রাত্রিতে গঙ্গেশোপাধ্যায় এবং তার সহাধ্যায়ী ছাত্ররা পরস্পর প্রতিস্পর্ধাবশত মাঝরাতে শ্মশানের কাছে একটি গাছের উপর কালির চিহ্নপ্রদানের প্রস্তাব রাখলেন। সেই প্রস্তাবে অন্য কেউ রাজি না হলেও গঙ্গেশ রাজি হলেন। তারপর মাঝরাতে গঙ্গেশ অন্য এক ছাত্রের কালির পাত্র নিয়ে শ্মশানে উপস্থিত হলেন। চারিদিকে শ্মশানের ভয়ঙ্কর চিৎকার শুনে তার হৃদয়ে ভয় জন্মাল এবং মনে মনে নিজ কুলদেবতা কালীর স্মরণ করতে লাগলেন। গাছে উঠে দেখলেন তার হাতে কালির পাত্র নেই, তখন তিনি ভাবলেন পিশাচ তার পাত্র হরণ করেছে। সঙ্গে সঙ্গে গঙ্গেশ মূর্চ্ছা গেলেন এবং জগজ্জননীর অসীম কৃপায় তিনি ন্যায়শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তিলাভ করেন। পরের দিন কালির পাত্রের খোঁজ পড়লে গঙ্গেশ স্বীকার করলেন যে কালির পাত্র তিনি নিয়েছিলেন। তা শুনে গঙ্গেশের মামা গঙ্গেশকে গরু বলে সম্বোধন করলেন। তা শুনে গঙ্গেশ প্রত্যুত্তরে বললেন –

কিং গবি গোত্বং কিমগবি গোত্বম্
যদি গবি গোত্বং ময়ি ন হি তত্ত্বম্।
অগবি চ গোত্বং যদি ভবদিষ্টম্
ভবতি ভবত্যপি সম্প্রতি গোত্বম্।।[২]

ভাগ্নের মুখে এরকম শ্লোক শুনে মামা অত্যন্ত আনন্দিত হলেন এবং গঙ্গেশকে ন্যায়বিদ্যা প্রদান করলেন।

আবার *বিশ্বকোষ* গ্রন্থে একটু অন্যরকম কাহিনী পাওয়া যায় – বঙ্গদেশে এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ পরিবারে গঙ্গেশের জন্ম। তার পিতা মাতা অনেক চেষ্টা করেও তাকে লেখাপড়া শেখাতে পারলেন না। তাই তারা গঙ্গেশকে তার মামার বাড়িতে পাঠিয়ে দিলেন। কিন্তু সেখানেও একই অবস্থা। তার মামা একজন পণ্ডিত ছিলেন এবং তার টোল ছিল।

তিনিও গঙ্গেশকে কিছুতেই লেখাপড়া শেখাতে পারলেন না। গঙ্গেশ সেখানে অন্য এক ছাত্রের তামাক সাজিয়ে দিতেন। একদিন এক ছাত্র তাকে তামাক সাজাতে বললেন, তামাক সাজানোর আগুন পেলেন না। আগুন আনার জন্য গঙ্গেশকে বললেন। তিনি প্রান্তরে বেরিয়ে দেখলেন একজন যোগী মৃত শবদেহের উপর শবসাধনা করছেন। গঙ্গেশ তার পদে বিলুণ্ঠিত হলেন এবং যোগী তার মনোবাসনা জানতে পেরে সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছিলেন। এদিকে তার মামা এবং সহাধ্যায়ী ছাত্ররা ভাবলেন গঙ্গেশ আর বেঁচে নেই। কিন্তু হঠাৎ একদিন গঙ্গেশ ফিরে এলেন এবং তার মামা তাকে দেখে ক্রুদ্ধ হয়ে গরু বললেন। প্রত্যুত্তরে গঙ্গেশোপাধ্যায় পূর্বোক্ত শ্লোকটি বলেছিলেন। সেইদিন থেকেই গঙ্গেশের চূড়ামণি উপাধি লাভ হল। কিন্তু এই কাহিনীর সত্যতা নেই তা বিশ্বকোষকার বলেছেন। কারণ গঙ্গেশ বঙ্গবাসী নয়, মিথিলাতে তার জন্ম।[৩]

গঙ্গেশোপাধ্যায় *খণ্ডনখণ্ডখাদ্য* গ্রন্থের রচয়িতা শ্রীহর্ষের পরবর্তী। কারণ নিজের গ্রন্থে তিনি শ্রীহর্ষের মতের সমালোচনা করেছেন। শ্রীহর্ষের কাল ১১৮৬ খ্রিস্টাব্দ। গঙ্গেশোপাধ্যায়ের পুত্র বর্ধমানোপাধ্যায় খ্রিস্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে বিদ্যমান ছিলেন। সুতরাং অনুমান করা হয় গঙ্গেশোপাধ্যায় দ্বাদশ শতাব্দীর শেষভাগ থেকে ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে আবির্ভূত হয়েছিলেন। পরবর্তীকালে গঙ্গেশের পুত্র বর্ধমানোপাধ্যায় ন্যায়বৈশেষিক দর্শনের বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন। তিনি পিতার ভূয়সী প্রশংসা করেছেন –

ন্যায়াম্ভোজগতঙ্গায় মীমাংসাপারদৃশ্বনে।

গঙ্গেশ্বরায় গুরবে পিত্রেঽত্রভবতে নমঃ।।[৪]

৩.১ *তত্ত্বচিন্তামণি* গ্রন্থের পরিচয় : ন্যায়দর্শনকে ভিত্তি করে গঙ্গেশোপাধ্যায় রচিত *তত্ত্বচিন্তামণি* গ্রন্থ নব্যন্যায়দর্শনের এক বিস্ময়সৃষ্টিকারী গ্রন্থ। প্রমাণ অবলম্বনে রচিত বলে গ্রন্থটি *প্রমাণচিন্তামণি* নামেও পরিচিত। এছাড়া *ন্যায়চিন্তামণি, চিন্তামণি* বা *মণি* নামেও

পরিচিত। মহর্ষি গৌতমের *প্রত্যক্ষানুমানোপশব্দাঃ প্রমাণানি* – এই সূত্রকে অবলম্বন করে এই গ্রন্থটি রচনা করেছেন। প্রমাণ ছাড়াও প্রমা ও প্রামাণ্যের আলোচনা এই গ্রন্থে করা হয়েছে। গ্রন্থটি চারটি খণ্ডে বিভক্ত – প্রত্যক্ষখণ্ড, অনুমানখণ্ড, উপমানখণ্ড ও শব্দখণ্ড। এই গ্রন্থে পূর্ববর্তী নৈয়ায়িকদের ন্যায় ষোড়শ পদার্থের তত্ত্ব আলোচনা করা হয়নি। কিন্তু এখানে অবচ্ছেদ্য-অবচ্ছেদক, নিরূপ্য-নিরূপক, অনুযোগী-প্রতিযোগী প্রভৃতি পারিভাষিক শব্দের প্রয়োগ করে এক নতুন দার্শনিক শৈলীর আবিষ্কার করেছেন যা পরবর্তীকালের দার্শনিকরা অনুসরণ করে গ্রন্থ রচনা করেছেন। এই গ্রন্থে সেই সময়ে বহুলভাবে প্রচলিত প্রভাকর সম্প্রদায়ের মীংমাসার প্রমাণ অংশের বহু সিদ্ধান্ত ন্যায়মতানুসারে খণ্ডন করা হয়েছে। *তত্ত্বচিন্তামণি* গ্রন্থ এতটাই মহত্ত্ব অর্জন করেছিল যে, এই গ্রন্থ পাঠ না করা পর্যন্ত ভারতীয় সারস্বত সমাজে সেযুগে কাউকে পণ্ডিত বলে স্বীকার করা হত না। গঙ্গেশোপাধ্যায় ছিলেন নব্যন্যায়ের প্রবর্তক। এই গ্রন্থ রচিত হওয়ার খুব কম সময়ের মধ্যেই মিথিলায় এর ব্যাপক পঠনপাঠন শুরু হয় এবং সমগ্র ভারতে এই গ্রন্থের খ্যাতি বিস্তৃত হয়। খ্রিস্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে বাসুদেব সার্বভৌম মিথিলায় গিয়ে নব্যন্যায়ের পাঠ গ্রহণ করেন এবং বাংলায় ফিরে এসে নব্যন্যায়ের পঠনপাঠনে উৎসাহ প্রদান করেন। মূলতঃ তারই উদ্যোগে বঙ্গে নব্যন্যায়ের চর্চা জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। বাসুদেবের এই প্রচেষ্টা রঘুনাথ শিরোমণি, মথুরানাথ তর্কবাগীশ, জগদীশ তর্কালংকার, গদাধর ভট্টাচার্য প্রমুখ ধুরন্ধর নৈয়ায়িকগণের চেষ্টায় বিশেষ ফলবতী হয়ে ওঠে এবং নবদ্বীপ ক্রমশ নব্যন্যায়চর্চার পীঠস্থানরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়। ক্রমশ নব্যন্যায়চর্চা দক্ষিণ ও পশ্চিম ভারতে প্রসারিত হতে থাকে। তাঁর আবির্ভাবের দুই শতকের মধ্যে *তত্ত্বচিন্তামণি* গ্রন্থ সমগ্রে ভারতে এক অসাধারণ তর্কগ্রন্থরূপে সমাদৃত হয়। গ্রন্থকার শিবকে নমস্কার জানিয়ে গ্রন্থ আরম্ভ করেছেন।

গুণাতীতোঽপীশস্ত্রিগুণসচিবস্ত্র্যক্ষরময়
ত্রিমূর্ত্তির্যঃ স্বর্গ-স্থিতি-বিলয়কর্ম্মাণি তনুতে।
কৃপাপারাবারঃ পরমগতিরেকস্ত্রিজগতাং
নমস্তস্মৈ কস্মৈচিদমিতমহিম্নে পুরভিদে।।[৫]

তত্ত্বচিন্তামণি গ্রন্থের উপর বহু টীকা রচনা হয়েছে। প্রথমে পক্ষধর মিশ্র টীকা রচনা করেছেন, তারপর তার শিষ্য রুদ্রদত্ত টীকা রচনা করেছেন। এছাড়া রঘুনাথ শিরোমণি, মথুরানাথ, জগদীশ, গদাধর, ভবানন্দ, গোকুলনাথ, শশধর, শিতিকণ্ঠ, হরিদাস, প্রগল্ভ, বিশ্বনাথ, বিষ্ণুপতি, রঘুদেব, প্রকাশধর, চন্দ্রনারায়ণ, মহেশ্বর, হনুমান প্রভৃতি আচার্যেরা টীকা রচনা করেছেন।

৩.২ *তত্ত্বচিন্তামণি* গ্রন্থের বৈশিষ্ট্য : নতুন দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে প্রমাণের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণ ও পূর্বে উত্থাপিত নানা শঙ্কা ও আক্ষেপের সমাধান এই গ্রন্থের বৈশিষ্ট্য। এর পরিবেশনপদ্ধতি চিত্তাকর্ষক, বিচারপদ্ধতিও বিশ্লেষণাত্মক। তাই এই গ্রন্থে ব্যুৎপন্ন ব্যক্তির স্বচ্ছদৃষ্টি ও বিচারকুশলতা জন্মায়। বুদ্ধিকে উদ্দীপিত করা ও তাকে সঠিক বিচারমার্গে পরিচালিত করার ক্ষেত্রে *তত্ত্বচিন্তামণির* অবদান অসামান্য। ভারতীয় দর্শনের ইতিহাসে এরূপ গ্রন্থ দুর্লভ বললেও কম বলা হয়। পরবর্তী দর্শন, ভাষা, চিন্তা ও অলংকারশাস্ত্রের উপর এই গ্রন্থের প্রভূত প্রভাব পড়েছে। কোনো গ্রন্থ যদি যথাযথ বিচারপূর্বক না অধ্যয়ন করা হয় তাহলে সেই গ্রন্থের সার বোঝা সম্ভব নয়। আর সেখানেই *তত্ত্বচিন্তামণি* গ্রন্থের বিশেষত্ব।

৩.৩ ব্যাপ্তিবিষয়ে চিন্তন : অনুমানখণ্ডে অনুমিতি নিরূপণের পর *চিন্তামণিকার* গঙ্গেশোপাধ্যায় ব্যাপ্তির স্বরূপ নিরূপণ করেছেন। অনুমিতি নিরূপণের শেষ অংশে চার্বাকরা বলেছেন যে, অনুমান প্রমাণ নয়। কারণ অনুমান প্রমাণের জন্য যে ব্যাপ্তিজ্ঞান অপেক্ষিত সেটাই সম্ভব নয়। হেতু ও সাধ্যের ব্যাপ্তিজ্ঞান অনুমিতির প্রতি করণ। কিন্তু যদি

উপাধিজ্ঞান থাকে তাহলে ব্যাপ্তিজ্ঞান হয় না। উপাধির জ্ঞান ব্যাপ্তিজ্ঞানের প্রতিবন্ধক। উপাধি থাকলে হেতু সাধ্যের ব্যভিচারী হয়। কারণ উপাধি হেতুর অব্যাপক। হেতু উপাধির ব্যাপ্য নয় অর্থাৎ ব্যভিচারী। তাছাড়া উপাধি সাধ্যের ব্যাপক। হেতু সাধ্যের ব্যাপক যে উপাধি তা ব্যভিচারী। যা সাধ্যের ব্যাপকের ব্যভিচারী হয় তা সাধ্যেরও ব্যভিচারী হয়। এভাবে উপাধি থাকার জন্য হেতুতে সাধ্যের ব্যভিচারনিশ্চয় হওয়ায় ব্যাপ্তিনিশ্চয় হতে পারে না। চার্বাকরা বলেন এরকম উপাধির সম্ভাবনা সব অনুমিতি স্থলে হতে পারে। কারণ কিছু বস্তু আছে যা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয়। ইন্দ্রিয়ের অযোগ্য যদি এরকম কোনো বস্তু থাকে যা সাধ্যের ব্যাপক ও হেতুর অব্যাপক তাহলে ঐ ইন্দ্রিয়ের অযোগ্য বস্তুটি উপাধি হবে। এভাবে ইন্দ্রিয় অযোগ্য বস্তুর আশঙ্কা সবসময় সকলের পক্ষে সম্ভব। এভাবে উপাধির জ্ঞান থাকলে ব্যাপ্তিজ্ঞান সম্ভব হয় না, আর ব্যাপ্তিজ্ঞান না হলে অনুমান হয় না। চার্বাকদের এমন প্রশ্নের উত্তরে গঙ্গেশোপাধ্যায় বলেন – *ব্যাপ্তিগ্রহোপায়শ্চ বক্ষ্যতে*।[৬] অর্থাৎ ব্যাপ্তিজ্ঞানের উপায় বলা হবে। ব্যাপ্তিজ্ঞানের উপায় বলা হলে পূর্বপক্ষীর সংশয় দূরীভূত হয় এবং অনুমানের প্রামাণ্যব্যবস্থাও প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু ব্যাপ্তিজ্ঞানের উপায় নিরূপণ করতে গেলে ব্যাপ্তির স্বরূপ নিরূপণ করা আবশ্যক। কারণ কোনো সম্প্রদায় বলেন অব্যভিচার ব্যাপ্তি, আবার কেউ বলেন হেতুব্যাপকসাধ্যসামানাধিকরণ্য ব্যাপ্তি। এভাবে ব্যাপ্তির স্বরূপবিষয়ে প্রচুর মতভেদ বিদ্যমান। ফলস্বরূপ ব্যাপ্তিজ্ঞানের কারণও ভিন্ন ভিন্ন হয়। এজন্য আচার্য গঙ্গেশ ব্যাপ্তির স্বরূপ নিরূপণ করতে প্রয়াসী হয়েছেন। নিরূপণ কথার অর্থ হল পরমতখণ্ডন পূর্বক স্বমতস্থাপন। তিনি ব্যাপ্তিবিষয়ে বিভিন্ন আচার্যদের মত পূর্বপক্ষরূপে উল্লেখ করে তার খণ্ডন করে সিদ্ধান্তরূপে নিজমত স্থাপন করেছেন।

৩.৩.০ ব্যাপ্তিপঞ্চক : ব্যাপ্তিজ্ঞান হল অনুমিতির প্রতি কারণ। ব্যাপ্তিজ্ঞানের বিষয় হল ব্যাপ্তি। ব্যাপ্তিজ্ঞান বিষয়তা সম্বন্ধে ব্যাপ্তিতে থাকে এবং ব্যাপ্তি বিষয়িতা সম্বন্ধে ব্যাপ্তিজ্ঞানে

থাকে। অনুমিতির প্রতি কারণরূপ যে ব্যাপ্তিজ্ঞান সেই ব্যাপ্তিজ্ঞানের বিষয় ব্যাপ্তি কী? এই প্রশ্ন আচার্য গঙ্গেশোপাধ্যায় ব্যাপ্তির প্রকৃত স্বরূপ নির্ণয় করার জন্য তুলেছেন – *ননু অনুমিতিহেতুব্যাপ্তিজ্ঞানে কা ব্যাপ্তিঃ?*[৭] এরকম প্রশ্ন তুলে পূর্বপক্ষীয়দের দ্বারা কথিত ব্যাপ্তির পাঁচটি লক্ষণ বলেছেন –

সাধ্যাভাববদবৃত্তিত্বম্,

সাধ্যবদ্ভিন্নসাধ্যাভাববদবৃত্তিত্বম্,

সাধ্যবৎপ্রতিযোগিকান্যোন্যাভাবাসামানাধিকরণ্যম্,

সকলসাধ্যাভাববন্নিষ্ঠাভাবপ্রতিযোগিত্বম্,

সাধ্যবদন্যাবৃত্তিত্বম্।[৮]

এই পাঁচটি লক্ষণ ব্যাপ্তিপঞ্চক নামে পরিচিত। তিনি বলেছেন ব্যাপ্তির পাঁচটি লক্ষণ দোষযুক্ত, কারণ এই পাঁচটি লক্ষণ অব্যভিচরিতত্বপদপ্রতিপাদ্য। অব্যভিচরিতত্ব একটি পারিভাষিক শব্দ। এর অর্থ ব্যভিচারের অভাব। ব্যভিচার হল হেতুর অন্যতম দোষ। যেখানে হেতু থাকবে সেখানে সাধ্য থাকবে এটা স্বাভাবিক নিয়ম। কিন্তু এই নিয়মের যদি ব্যতিক্রম ঘটে অর্থাৎ কোনো স্থানে হেতু আছে অথচ সাধ্য নেই তাহলে তাকে ব্যভিচার বলা হয়। যেমন *ধূমবান্ বহ্নেঃ* – এখানে বহ্নিহেতুতে ব্যভিচারদোষ হয়েছে। কারণ *যত্র যত্র বহ্নিঃ তত্র তত্র ধূমঃ* - এই নিয়ম থাকলেই বহ্নিহেতুর দ্বারা ধূমের অনুমান করা যেতে পারে কিন্তু এখানে তপ্ত-অয়োগোলকে এই নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটেছে, যেহেতু সেখানে বহ্নি আছে কিন্তু ধূম নেই। যেখানে ঐ নিয়ম অব্যাহত আছে সেখানে হেতু সাধ্যের ব্যাপ্য কিন্তু তার ব্যতিক্রম হলে হেতু সাধ্যের ব্যভিচারী হবে। অতএব বহ্নিতে ধূমের ব্যভিচার থাকায় বহ্নি ধূমের ব্যভিচারী। ব্যভিচারজ্ঞান হলে কখনো ব্যাপ্তিজ্ঞান হতে পারবে না, আর ব্যাপ্তিজ্ঞান না হলে অনুমিতি কখনো সম্ভবপর হয় না। ব্যভিচারজ্ঞান

ব্যাপ্তিজ্ঞানের প্রতিবন্ধক। ব্যভিচারের লক্ষণ হল – *সাধ্যাভাববদ্বৃত্তিত্বম্*। অর্থাৎ সাধ্যাভাবের অধিকরণে হেতুর বৃত্তিতা থাকলে হেতু সাধ্যের ব্যভিচারী হয়। যেখানে সাধ্য নেই সেখানে যদি হেতু থাকে তাহলে সেখানে ব্যভিচার দোষ হয় এবং ব্যভিচারদোষযুক্ত হেতুকে সব্যভিচার বা অনৈকান্তিক হেত্বাভাস বলে। এই হেত্বাভাস তিন প্রকার – সাধারণ সব্যভিচার, অসাধারণ সব্যভিচার এবং অনুপসংহারী হেত্বাভাস। অব্যভিচরিতত্বের অর্থ ব্যাপ্তির পাঁচটি লক্ষণমাত্র বুঝতে হবে। গঙ্গেশাচার্যের পূর্বে মীমাংসক সম্প্রদায় বা কোনো নৈয়ায়িক সম্প্রদায় ছিলেন তারা ব্যাপ্তির লক্ষণ বলতে অব্যভিচরিতত্ব বুঝতেন। অব্যভিচরিতত্ব পদের দ্বারা ব্যাপ্তির এই পাঁচটি লক্ষণ তারা ব্যবহার করতেন। তিনি সেই সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে স্বমত স্থাপন করেছেন – *ন তাবদব্যভিচরিতত্বম্*।[৯] সাধ্যাভাবের অধিকরণে হেতুর বৃত্তিতা থাকলে হেতুটি সাধ্যের ব্যভিচারী হয়, আর হেতুর বৃত্তিতা না থাকলে হেতু সাধ্যের অব্যভিচারী হয়। *পর্বতো বহ্নিমান্ ধূমাত্* - ইত্যাদি স্থলে এভাবে হেতুতে অব্যভিচার সম্বন্ধ থাকায় অর্থাৎ হেতুটি অব্যভিচারী হওয়ায় হেতুতে সাধ্যের ব্যাপ্তি থাকে। এভাবে অব্যভিচরিতত্বের দ্বারা হেতুতে সাধ্যের ব্যাপ্তি থাকায় ব্যাপ্তির পাঁচটি লক্ষণকে অব্যভিচরিতত্ব পদপ্রতিপাদ্য বলা হয়েছে।

ব্যাপ্তি যেহেতু *সাধ্যাভাববদবৃত্তিত্বম্* প্রভৃতি পাঁচটি লক্ষণাত্মক অব্যভিচরিতত্ব শব্দের প্রতিপাদ্যস্বরূপ নয়, অতএব ব্যাপ্তি অব্যভিচরিতত্ব শব্দের প্রতিপাদ্যস্বরূপও নয়। এ বিষয়টি গঙ্গেশোপাধ্যায় দুটি নঞ্ শব্দের দ্বারা বুঝিয়েছেন।[১০] পূর্বোক্ত পাঁচ প্রকার অব্যভিচরিতত্বের প্রত্যেকটির ভেদ ব্যাপ্তিতে থাকার জন্য অব্যভিচরিতত্বের সামান্যভেদও ব্যাপ্তিতে থাকে। কারণ যত বিশেষাভাব যেখানে থাকে সেখানে তার সামান্যাভাব থাকে – এই প্রসিদ্ধ নিয়ম অনুসারে ব্যাপ্তিতে অব্যভিচরিতত্বের সামান্যাভাব পাওয়া যাবে। অনুমিতির আকার হবে – *ব্যাপ্তিঃ অব্যভিচরিতত্বসামান্যভিন্না*

অব্যভিচরিতত্ববিশেষভেদকূটবত্ত্বাত্। এখানে পক্ষ হল ব্যাপ্তি, অব্যভিচরিতত্বসামান্যভেদ হল সাধ্য এবং অব্যভিচরিতত্ববিশেষভেদকূটবত্ত্ব (পূর্বোক্ত পাঁচ প্রকার অব্যভিচরিতত্বের যাবত্ ভেদ) হল হেতু। এখানে আপত্তি হতে পারে অব্যভিচরিতত্বের সামান্যভেদ অপ্রসিদ্ধ। কারণ সামান্যধর্মাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাক ভেদকে সামান্যভেদ বলা হয়। এই পাঁচ প্রকার অব্যভিচরিতত্বের কোনো সামান্যধর্ম নেই। তাই সাধ্য অপ্রসিদ্ধ। এর উত্তরে মথুরানাথ তর্কবাগীশ বলেছেন যে, ঐ পাঁচ প্রকার অব্যভিচরিতত্বে 'অব্যভিচরিতত্বপদপ্রতিপাদ্যত্ব'রূপ একটি সাধারণ ধর্ম আছে। ঐ ধর্মাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাক অব্যভিচরিতত্ব সামান্যভেদ এখানে সাধ্য।

এখানে প্রশ্ন হয় অব্যভিচরিতত্ববিশেষ যে সাধ্যাভাববদবৃত্তিত্বাদি পাঁচ প্রকার তারা যদি ব্যাপ্তি না হয় তাহলে তাদের ভেদের দ্বারা অব্যভিচরিতত্বের সামান্যভেদ সিদ্ধ হতে পারে। কিন্তু তারা কেন ব্যাপ্তি নয়? এর উত্তরে তিনি বলেছেন – *কেবলান্বয়িন্যভাবাত্*।[১১] অর্থাৎ অব্যভিচরিতত্বপদপ্রতিপাদ্য পাঁচটি লক্ষণের একটিও কেবলান্বয়িসাধ্যক অনুমিতিস্থলে যায় না। কেবলান্বয়িসাধ্যক সদ্ধেতুতে লক্ষণগুলির অব্যাপ্তি হয়। ব্যাপ্তি লক্ষণের লক্ষ্য সদ্ধেতু অর্থাৎ ব্যাপ্য হেতু। যে সকল বস্তু লক্ষ্যরূপে প্রসিদ্ধ তাতে যা থাকে না তা অব্যাপ্তিদোষে দুষ্ট হওয়ায় তা সেই বস্তুর লক্ষণ হয় না। পাঁচ প্রকার অব্যভিচরিতত্বের কোনোটিই সকল ব্যাপ্যে থাকে না। বিশেষ অব্যভিচরিতত্বের মধ্যে যদি কোনোটিই ব্যাপ্তি না হয় তাহলে অব্যভিচরিতত্ব-পদপ্রতিপাদ্য যা সেটাও ব্যাপ্তি নয়। এইভাবে ব্যাপ্তিতে অব্যভিচরিতত্ব বিশেষ সাধ্যাভাববদবৃত্তিত্বাদির ভেদ সমুদয়ের দ্বারা অব্যভিচরিতত্ব-পদপ্রতিপাদ্যত্বাবচ্ছিন্নভেদরূপ অব্যভিচরিতত্বসামান্যভেদ প্রমাণিত হয়। কেবলান্বয়ী হল অত্যন্তাভাবের অপ্রতিযোগী। যে সমস্ত বস্তুর অত্যন্তাভাব কোথাও থাকে না সেই সমস্ত বস্তু হল কেবলান্বয়ী। যেমন – প্রমেয়ত্ব, অভিধেয়ত্ব, বাচ্যত্ব, জ্ঞেয়ত্ব ইত্যাদি।

এই সমস্ত ধর্মগুলি সর্বত্র বিদ্যমান, কোথাও এদের অভাব পাওয়া যাবে না। এদের অভাব প্রমাণিত নয় বলে এদের অভাব স্বীকার করা যায় না। প্রমেয়ত্বের অত্যন্তাভাব না থাকায় প্রমেয়ত্ব অত্যন্তাভাবের অপ্রতিযোগী। এইভাবে অভিধেয়ত্ব, বাচ্যত্ব, জ্ঞেয়ত্ব প্রভৃতিও অত্যন্তাভাবের অপ্রতিযোগী হওয়ায় কেবলান্বয়ী হয়। এই সব কেবলান্বয়িসাধ্যের অত্যন্তাভাব কোথাও বুদ্ধির বিষয় হয় না বলে অপ্রসিদ্ধ। জগতের সমস্ত বস্তু কেবলান্বয়িসাধ্যবৎ। তাই কেবলান্বয়িসাধ্যাভাব বা কেবলান্বয়িসাধ্যবদ্ভেদ অপ্রসিদ্ধ। কারণ পূর্বোক্ত পাঁচটি লক্ষণ হয় সাধ্যাত্যন্তাভাবঘটিত না হয় সাধ্যবদ্ভেদঘটিত। কেবলান্বয়িসাধ্য হলে সাধ্যের অত্যন্তাভাব অপ্রসিদ্ধ হওয়ায় সাধ্যের অত্যন্তাভাবঘটিত লক্ষণের অব্যাপ্তি এবং সাধ্যবদ্ভেদ অপ্রসিদ্ধ হওয়ায় সাধ্যবদ্ভেদঘটিত লক্ষণের অব্যাপ্তি। যেমন একটি কেবলান্বয়িসাধ্যক সদ্ধেতুক অনুমিতিস্থল হল – *ইদং বাচ্যং জ্ঞেয়ত্বাত্।* সাধ্য বাচ্যত্ব, সাধ্যাভাব বাচ্যত্বাভাব বা বাচ্যত্ববদ্ভেদ কোথাও পাওয়া যাবে না। অতএব অব্যাপ্তি হবে।

পূর্বপক্ষরূপে উল্লিখিত অব্যভিচরিতত্বরূপ ব্যাপ্তির পাঁচটি লক্ষণ সংক্ষেপে আলোচনা করছি। প্রথম অব্যভিচরিতত্ব লক্ষণ – *সাধ্যাভাববদবৃত্তিত্বম্।* সাধ্যের অভাব সাধ্যাভাব। সাধ্যাভাববৎ (সাধ্যাভাব + মতুপ্) এখানে মতুপ্ প্রত্যয়ের অর্থ অধিকরণ। অবৃত্তিত্ব এখানে বৃত্তিত্ব এর অর্থ আধেয়ত্ব বা বিদ্যমানত্ব। বৃত্তিতার অভাব অবৃত্তিত্ব। সাধ্যাভাববতঃ অবৃত্তিত্বম্ = সাধ্যাভাববদবৃত্তিত্বম্, ষষ্ঠীতৎপুরুষসমাস। অধিকরণের এই ষষ্ঠী বিভক্তির দ্বারা অধিকরণ ও আধেয়তার মধ্যে একটি সম্বন্ধ বিবক্ষিত হয়েছে, তা হল নিরূপিতত্ব। অতএব লক্ষণের অর্থ হল – সাধ্যাভাবাধিকরণনিরূপিতবৃত্তিত্বাভাব। এই অভাব হেতুতে থাকতে হবে। এই লক্ষণ লক্ষ্যে সঙ্গতি হয় কি না তা বিচার করে দেখতে হবে। কারণ যদি লক্ষ্যে (সদ্ধেতুতে) লক্ষণের সঙ্গতি না হয় তাহলে অব্যাপ্তি দোষ হয় এবং অলক্ষ্যে (অসদ্ধেতুতে) লক্ষণের সঙ্গতি হয় তাহলে অতিব্যাপ্তি দোষ হয়। ব্যাপ্তিলক্ষণের লক্ষ্য

সদ্ধেতু (ব্যাপ্য হেতু) এবং অলক্ষ্য অসদ্ধেতু (ব্যভিচারী হেতু)। যেখানে হেতু থাকে সেখানেই যদি সাধ্য থাকে তাহলে তা সদ্ধেতু। যেমন – *বহ্নিমান্ ধূমাত্,* যেখানে ধূম থাকে সেখানে বহ্নি থাকে । আর যেখানে হেতু থাকে তার সমস্ত অধিকরণে যদি সাধ্য না থাকে তাহলে তা অসদ্ধেতু। যেমন – *ধূমবান্ বহ্নেঃ,* এখানে হেতু বহ্নির সমস্ত অধিকরণে সাধ্য ধূম থাকে না। তপ্ত-অয়োগোলকে ধূম থাকে না। এভাবে হেতু ও সাধ্যের অধিকরণ নিরূপণ করে সদ্ধেতু ও অসদ্ধেতু নির্ধারণ করতে হবে। *পর্বতো বহ্নিমান্ ধূমাত্* – এই সদ্ধেতুক অনুমিতি স্থলে – পক্ষ পর্বত, সাধ্য বহ্নি এবং হেতু ধূম। সাধ্যাভাব = বহ্ন্যভাব, সাধ্যাভাবাধিকরণ = বহ্ন্যভাবাধিকরণ অর্থাৎ জলহ্রদ, সাধ্যাভাবাধিকরণনিরূপিতবৃত্তিতা = জলহ্রদাদিনিরূপিতবৃত্তিতা বা আধেয়তা থাকে মাছ, শৈবাল প্রভৃতিতে, সাধ্যাভাবাধিকরণনিরূপিতবৃত্তিতার অভাব থাকে হেতু ধূমে। অতএব লক্ষ্যে লক্ষণ সমন্বয় হয়ে গেল, কোনো অব্যাপ্তি হল না।

পর্বতো ধূমবান্ বহ্নেঃ – এই অসদ্ধেতুক অনুমিতি স্থলে – পক্ষ পর্বত, সাধ্য ধূম, হেতু বহ্নি। সাধ্যাভাব = ধূমাভাব, সাধ্যাভাবাধিকরণ = ধূমাভাবাধিকরণ অর্থাৎ তপ্ত-অয়োগোলক (বা জলহ্রদ), সাধ্যাভাবাধিকরণনিরূপিতবৃত্তিতা থাকে বহ্নিতে, সাধ্যাভাবাধিকরণনিরূপিতবৃত্তিতার অভাব আর হেতু বহ্নিতে থাকল না। অতএব অলক্ষ্যে লক্ষণ সঙ্গত হল না। কোনো দোষ নেই।

এই অব্যভিচরিতত্বরূপ ব্যাপ্তির প্রথম লক্ষণ কেবলান্বয়িসাধ্যকস্থলে যায় না। *ইদং বাচ্যং জ্ঞেয়ত্বাত্* – এখানে পক্ষ ইদন্ত্বাবচ্ছিন্ন যে কোনো বস্তু (ঘটপটাদি), সাধ্য বাচ্যত্ব, হেতু জ্ঞেয়ত্ব। সাধ্যাভাব = বাচ্যত্বাভাব, সাধ্যাভাবাধিকরণ = বাচ্যত্বাভাবাধিকরণ কোথাও সম্ভব নয়, কারণ জগতের সমস্ত বস্তু বাচ্য। অতএব সাধ্যাভাবাধিকরণনিরূপিতবৃত্তিত্বাভাব জ্ঞেয়ত্ব হেতুতে থাকল না। অতএব অব্যাপ্তি।

দ্বিতীয় অব্যভিচরিতত্ব লক্ষণ – *সাধ্যবদ্ভিন্নসাধ্যাভাববদবৃত্তিত্বম্*। সাধ্যাভাবের বিশেষণ রূপে সাধ্যবদ্ভিন্ন এই পদ দেওয়া হয়েছে। সাধ্যবদ্ভিন্নে যঃ সাধ্যাভাবঃ = সাধ্যবদ্ভিন্নসাধ্যাভাবঃ, সপ্তমীতৎপুরুষসমাস, সাধ্যবদ্ভিন্নসাধ্যাভাব + মতুপ্ = সাধ্যবদ্ভিন্নসাধ্যভাববৎ, সাধ্যবদ্ভিন্নসাধ্যাভাববতঃ অবৃত্তিত্বম্ = সাধ্যবদ্ভিন্নসাধ্যাভাববদবৃত্তিত্বম্, ষষ্ঠীতৎপুরুষসমাস। অতএব লক্ষণের অর্থ হল – সাধ্যবদ্ভিন্নে যে সাধ্যাভাব তার অধিকরণনিরূপিত বৃত্তিতার অভাব। এই অভাব হেতুতে থাকতে হবে। *পর্বতো বহ্নিমান্ ধূমাত্* – এই সদ্ধেতুতে লক্ষণসঙ্গতি হয়। পক্ষ পর্বত, সাধ্য বহ্নি, হেতু ধূম। সাধ্যবৎ (সাধ্যের অধিকরণ) = বহ্নিমান্ পর্বত, সাধ্যবদ্ভিন্ন = বহ্নিমদ্ভিন্ন জলহ্রদ, সাধ্যবদ্ভিন্নে যে সাধ্যাভাব = জলে বিদ্যমান যে বহ্ন্যভাব, তাদৃশ বহ্ন্যভাবাধিকরণনিরূপিতবৃত্তিতা থাকে মাছ, শৈবাল প্রভৃতিতে, বহ্নিমদ্ভিন্নবহ্ন্যভাবাধিকরণনিরূপিতবৃত্তিতার অভাব থাকে হেতু ধূমে। অতএব লক্ষ্যে লক্ষণ সমন্বয় হয়ে গেল, কোনো অব্যাপ্তি হল না। আবার *পর্বতো ধূমবান্ বহ্নেঃ* – এই অসদ্ধেতুক স্থলে লক্ষণসঙ্গতি হয় না। পক্ষ পর্বত, সাধ্য ধূম, হেতু বহ্নি। সাধ্যবৎ = ধূমবান্ পর্বত, সাধ্যবদ্ভিন্ন = ধূমবদ্ভিন্ন তপ্ত-অয়োগোলক, সাধ্যবদ্ভিন্নে যে সাধ্যাভাব = তপ্ত-অয়োগোলকে বিদ্যমান যে ধূমাভাব, তাদৃশ ধূমাভাবাধিকরণনিরূপিতবৃত্তিতা থাকে হেতু বহ্নিতে। ধূমবদ্ভিন্নধূমাভাবাধিকরণনিরূপিতবৃত্তিতার অভাব হেতু বহ্নিতে থাকল না। অতএব অলক্ষ্যে লক্ষণ সমন্বয় হল না, কোনো দোষ নেই। অব্যভিচরিতত্বরূপ ব্যাপ্তির দ্বিতীয় লক্ষণও কেবলান্বয়িসাধ্যকস্থলে যায় না। *ইদং বাচ্যং জ্ঞেয়ত্বাত্* – এখানে পক্ষ ইদন্ত্বাবচ্ছিন্ন যে কোনো বস্তু (ঘটপটাদি), সাধ্য বাচ্যত্ব, হেতু জ্ঞেয়ত্ব। সাধ্যবৎ = বাচ্যত্ববৎ জগতের সমস্ত বস্তু, সাধ্যবদ্ভিন্নসাধ্যাভাব কোথাও সম্ভব নয়, কারণ জগতের সমস্ত বস্তু বাচ্য, বাচ্যত্বাভাব কোথাও পাওয়া যাবে না। অতএব

সাধ্যবদ্ভিন্নসাধ্যাভাবাধিকরণনিরূপিতবৃত্তিত্বাভাব জ্ঞেয়ত্ব হেতুতে থাকল না। অতএব অব্যাপ্তি।

তৃতীয় অব্যভিচরিতত্ব লক্ষণ – *সাধ্যবৎপ্রতিযোগিকান্যোন্যাভাবাসামানাধিকরণ্যম্*। সাধ্যবৎ প্রতিযোগী যে অন্যোন্যাভাবের সেই প্রকার অন্যোন্যাভাব অর্থাৎ সাধ্যবদ্ভেদ। অসামানাধিকরণ্য এর অর্থ হল – অধিকরণে অবৃত্তিত্ব। অতএব লক্ষণের অর্থ হল – সাধ্যবদ্ভেদাধিকরণাবৃত্তিত্ব। *পর্বতো বহ্নিমান্ ধূমাত্* – এখানে পক্ষ পর্বত, সাধ্য বহ্নি, হেতু ধূম। সাধ্যবদ্ভেদ (ভেদ শব্দের দ্বারা অন্যোন্যাভাব ধরতে হবে) = *বহ্নিমান্ ন* (বহ্নিমান্ নয়) এরকম ভেদ, সাধ্যবদ্ভেদাধিকরণ জলহ্রদাদি, জলহ্রদাদির অবৃত্তিত্ব ধূমে থাকে। অতএব লক্ষণ সমন্বয় হল। *পর্বতো ধূমবান্ বহ্নেঃ* – এখানে পক্ষ পর্বত, সাধ্য ধূম, হেতু বহ্নি। সাধ্যবদ্ভেদ = *ধূমবান্ ন*, তার অধিকরণ তপ্ত-অয়োগোলক, তাতে বহ্নি থাকে বলে সাধ্যবদ্ভেদাধিকরণাবৃত্তিত্ব থাকল না। অতএব অলক্ষ্যে লক্ষণ গেল না, কোনো দোষ নেই। *ইদং বাচ্যং জ্ঞেয়ত্বাত্* – স্থলে পক্ষ ইদন্ত্বাবচ্ছিন্ন ঘটপটাদি, সাধ্য বাচ্যত্ব, সাধ্যবৎপ্রতিযোগিকান্যোন্যাভাব = বাচ্যত্ববদ্ভেদ কোথাও সম্ভব নয়। অতএব সাধ্যবৎপ্রতিযোগিকান্যোন্যাভাবাসামানাধিকরণ্য জ্ঞেয়ত্ব হেতুতে থাকল না, অতএব অব্যাপ্তি।

চতুর্থ অব্যভিচরিতত্ব লক্ষণ – *সকলসাধ্যাভাববন্নিষ্ঠাভাবপ্রতিযোগিত্বম্*। সাধ্যাভাবের সকল অধিকরণে বিদ্যমান যে অভাব তার প্রতিযোগিতা হেতুতে থাকলে অর্থাৎ সাধ্যাভাবের যত অধিকরণ তার সমস্ত অধিকরণে হেতুর অভাব থাকলে লক্ষণ সমন্বয় হবে। *পর্বতো বহ্নিমান্ ধূমাত্* – পক্ষ পর্বত, সাধ্য বহ্নি, হেতু ধূম। সাধ্যাভাব বহ্ন্যভাবের সকল অধিকরণেই ধূমের অভাব থাকে, কারণ বহ্ন্যভাবের কোনো অধিকরণে ধূম থাকে

না। অতএব সকল সাধ্যাভাববন্নিষ্ঠাভাব ধূমাভাব, প্রতিযোগী ধূম, প্রতিযোগিতা ধূমে বিদ্যমান হওয়ায় লক্ষণ সমন্বয় হয়। আর *পর্বতো ধূমবান্ বহ্নেঃ* – এই অসদ্ধেতুস্থলে পক্ষ পর্বত, সাধ্য ধূম, হেতু বহ্নি। সাধ্যাভাব = ধূমাভাব, ধূমাভাবের অধিকরণ তপ্ত-অয়োগোলক, তাতে বহ্ন্যভাব থাকে না। অতএব সাধ্যাভাবের সকল অধিকরণনিষ্ঠাভাব বহ্ন্যভাব নয়। তাই তাদৃশ অভাবের প্রতিযোগিতা বহ্নিতে থাকে না। অতএব অতিব্যাপ্তি হল না। *ইদং বাচ্যং জ্ঞেয়ত্বাত্* – স্থলে বাচ্যত্বাভাব কোথাও সম্ভব নয় বলে সকলসাধ্যাভাববন্নিষ্ঠাভাবপ্রতিযোগিত্ব জ্ঞেয়ত্বে হেতুতে থাকল না, অতএব অব্যাপ্তি।

পঞ্চম অব্যভিচরিতত্ব লক্ষণ – *সাধ্যবদন্যাবৃত্তিত্বম্*। সাধ্যবৎ এর অর্থ হল সাধ্যাধিকরণ। অন্য শব্দের অর্থ হল ভিন্ন বা ভেদের অধিকরণ। অবৃত্তিত্ব শব্দের অর্থ অবিদ্যমানত্ব বা আধেয়ত্বের অভাব। অতএব লক্ষণের অর্থ হল – সাধ্যাধিকরণভিন্ননিরূপিতবৃত্তিত্বাভাব। *পর্বতো বহ্নিমান্ ধূমাত্* – পক্ষ পর্বত, সাধ্য বহ্নি, হেতু ধূম। সাধ্যাধিকরণ = বহ্ন্যধিকরণ পর্বতাদি, সাধ্যাধিকরণভিন্ন জলহ্রদাদি, তন্নিরূপিতবৃত্তিতা ধূমে নেই। জলহ্রদে ধূম থাকে না। অতএব ধূমে সাধ্যবদ্ভিন্নজলহ্রদনিরূপিতবৃত্তিত্বাভাব থাকায় লক্ষণ সমন্বয় হয়। আর *পর্বতো ধূমবান্ বহ্নেঃ* – পক্ষ পর্বত, সাধ্য ধূম, হেতু বহ্নি। সাধ্যাধিকরণ = ধূমাধিকরণ পর্বতাদি, সাধ্যাধিকরণভিন্ন তপ্ত-অয়োগোলক, তাতে হেতু বহ্নি বিদ্যমান হওয়ায় সাধ্যবদ্ভিন্ননিরূপিতবৃত্তিত্বাভাব হেতুতে না থাকায় অতিব্যাপ্তি হয় না। *ইদং বাচ্যং জ্ঞেয়ত্বাত্* – এখানে পক্ষ ইদন্ত্বাবচ্ছিন্ন যে কোনো বস্তু (ঘটপটাদি), সাধ্য বাচ্যত্ব, হেতু জ্ঞেয়ত্ব। সাধ্যবৎ = বাচ্যত্ববৎ, সাধ্যবদন্য = বাচ্যত্ববদন্য অর্থাৎ বাচ্যত্ববদ্ভেদ কোথাও সম্ভব নয়, কারণ জগতের সমস্ত বস্তু বাচ্য। অতএব সাধ্যাধিকরণভিন্ননিরূপিতবৃত্তিত্বাভাব জ্ঞেয়ত্ব হেতুতে থাকল না। অতএব কেবলান্বয়িস্থলে লক্ষণ সমন্বয় না হওয়ায় অব্যাপ্তি।

অতএব উপরিউক্ত পাঁচটি অব্যভিচরিতত্ব লক্ষণই কেবলান্বয়িসাধ্যকস্থলে সঙ্গত হয় না। প্রথম লক্ষণে সাধ্যের অত্যন্তাভাবঘটিত অপ্রসিদ্ধ বলে অব্যাপ্তি। দ্বিতীয় লক্ষণে সাধ্যবতের অন্যোন্যাভাব এবং সাধ্যের অত্যন্তাভাব অপ্রসিদ্ধ হওয়ায় অব্যাপ্তি। তৃতীয় লক্ষণে সাধ্যবতের অন্যোন্যাভাব অপ্রসিদ্ধ হওয়ায় অব্যাপ্তি। চতুর্থ লক্ষণে সাধ্যের অত্যন্তাভাব অপ্রসিদ্ধ হওয়ায় অব্যাপ্তি এবং পঞ্চম লক্ষণে সাধ্যবতের অন্যোন্যাভাব অপ্রসিদ্ধ হওয়ায় অব্যাপ্তি। অতএব আমরা দেখতে পাচ্ছি অব্যভিচরিতত্বরূপ ব্যাপ্তির পাঁচটি লক্ষণ গঙ্গেশোপাধ্যায় স্বীকার করেননি। পাঁচটি লক্ষণই দোষযুক্ত। তবে এখানে জেনে রাখা ভালো যারা এই পাঁচটি লক্ষণ স্বীকার করেন তারা কেবলান্বয়ী স্থল স্বীকার করেন না। কেবলান্বয়ী স্থলে যে অনুমিতি সম্ভব এটা তারা স্বীকার করেন না।

৩.৩.১ সিংহ-ব্যাঘ্রোক্তব্যাপ্তিলক্ষণ : এরপর গঙ্গেশোপাধ্যায় সিংহোক্ত ও ব্যাঘ্রোক্ত ব্যাপ্তির দুটি লক্ষণ তুলে ধরেছেন – *সাধ্যাসামানাধিকরণ্যানধিকরণত্বম্, সাধ্যবৈয়ধিকরণ্যানধিকরণত্বম্।*[১২] এই দুটি লক্ষণ সিংহ ও ব্যাঘ্র নামক দুজন নৈয়ায়িকের অভিমত। মহামহোপাধ্যায় সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ বলেছেন, আনন্দসূরী ও অমরচন্দ্রসূরী নামক দুজন জৈন নৈয়ায়িকই সিংহ ও ব্যাঘ্র। এদের সময়কাল ১০৯৩ খ্রিস্টাব্দ – ১১৫০ খ্রিস্টাব্দ।

সাধ্যাসামানাধিকরণ্যানধিকরণত্বম্ – সাধ্যের অসামানাধিকরণ্যের অনধিকরণত্ব ব্যাপ্তি। হেতু যদি সাধ্যের ব্যাপ্য হয় তাহলে হেতুতে সাধ্যের সামানাধিকরণ্য থাকে, অসামানাধিকরণ্য থাকে না। সামানাধিকরণ্য এর অর্থ হল অধিকরণবৃত্তিত্ব। ন সামানাধিকরণ্য, অসামানাধিকরণ্য নঞ্-তৎপুরুষ সমাস। নঞ্ এর অর্থ অভাব। তাহলে অসামানাধিকরণ্য এর অর্থ হবে অধিকরণাবৃত্তিত্ব। সাধ্য পদের যোগ করলে

সাধ্যাসামানাধিকরণ্য এর অর্থ হবে সাধ্যাধিকরণাবৃত্তিত্ব। আর যদি অধিকরণবৃত্তিত্ব এর সঙ্গে নঞ্-এর অর্থ অভাবের অন্বয় করা হয় তাহলে অসামানাধিকরণ্যের অর্থ হয় অনধিকরণবৃত্তিত্ব। আর সাধ্য পদের যোগ করলে সাধ্যাসামানাধিকরণ্য এর অর্থ হবে সাধ্যানধিকরণবৃত্তিত্ব।

সাধ্যাসামানাধিকরণ্য শব্দের প্রথম অর্থ (সাধ্যাধিকরণাবৃত্তিত্ব) ধরলে লক্ষণের অর্থ হবে - সাধ্যাধিকরণনিরূপিত অবৃত্তিত্বানধিকরণত্ব। কিন্তু *দ্রব্যং সত্ত্বাত্* - এই অসদ্ধেতুক স্থলে অতিব্যাপ্তি হয়ে যায়। সাধ্য দ্রব্যত্ব, সাধ্যাধিকরণ দ্রব্য, দ্রব্যে সত্তা থাকে। অতএব সাধ্যাধিকরণনিরূপিত অবৃত্তিত্ব সত্তা হেতুতে নেই, তাদৃশ অবৃত্তিত্বের অনধিকরণত্বরূপ থাকার জন্য অতিব্যাপ্তি হল।

সাধ্যসামানাধিকরণ্য শব্দের দ্বিতীয় অর্থ (সাধ্যানধিকরণবৃত্তিত্ব) ধরলে লক্ষণের অর্থ হবে – সাধ্যানধিকরণনিরূপিত বৃত্তিত্বানধিকরণত্ব। *দ্রব্যং সত্ত্বাত্* স্থলে সাধ্য দ্রব্যত্ব, সাধ্যানধিকরণ দ্রব্যত্বের অনধিকরণ গুণাদি (গুণ বা কর্ম), তন্নিরূপিত বৃত্তিত্ব সত্তা হেতুতে আছে। অতএব দ্রব্যত্বানধিকরণনিরূপিত বৃত্তিত্বানধিকরণত্ব হেতু সত্তাতে না থাকার জন্য অতিব্যাপ্তি দোষ হল না।

প্রথম লক্ষণের এরকম অর্থ স্বীকার করলে সাধ্যাবৈয়ধিকরণ্যানধিকরণত্ব এই লক্ষণের অর্থের সঙ্গে একই হওয়ায় পুনরুক্তি দোষ হয়। সাধ্যবৈয়ধিকরণ্য শব্দের অর্থ হল সাধ্যানধিকরণবৃত্তিত্ব। দ্বিতীয় লক্ষণের অর্থ হবে – সাধ্যানধিকরণনিরূপিত বৃত্তিত্বানধিকরণত্ব।

পর্বতো বহ্নিমান্ ধূমাত্ – পক্ষ পর্বত, সাধ্য বহ্নি, হেতু ধূম। সমস্ত ধূমে বহ্নির সামানাধিকরণ্য থাকায় অসামানাধিকরণ্য কোথাও থাকে না। এভাবে সাধ্যের

অসামানাধিকরণ্যের অনধিকরণত্ব হেতু ধূমে থাকায় লক্ষণ সঙ্গত হয়ে যাবে, কোনো দোষ হবে না। আবার অসদ্ধেতুক অনুমিতি স্থল *পর্বতো ধূমবান্ বহ্নেঃ* – পক্ষ পর্বত, সাধ্য ধূম, হেতু বহ্নি। সাধ্য ধূমের সামানাধিকরণ্য বহ্নি হেতুতে নেই অর্থাৎ অসামানাধিকরণ্য আছে। অতএব সাধ্যের অসামানাধিকরণ্যের অনধিকরণত্ব না থাকায় লক্ষণ সঙ্গত হল না, কোনো দোষ হবে না।

দ্বিতীয় লক্ষণ – *সাধ্যবৈয়ধিকরণ্যানধিকরণত্বম্*। সাধ্যবৈয়ধিকরণ্য অর্থাৎ সাধ্যবদ্ভিন্নবৃত্তিত্ব। সাধ্যবদ্ভিন্নবৃত্তিত্বের অনধিকরণত্ব হেতুতে থাকতে হবে। সেটাই ব্যাপ্তি। *পর্বতো বহ্নিমান্ ধূমাত্* – সাধ্য বহ্নি, সাধ্যবদ্ বহ্নিমত্ পর্বত (চত্বর, গোষ্ঠ, মহানস, অয়োগোলক), সাধ্যবদ্ভিন্ন জলহ্রদ, সাধ্যবদ্ভিন্নবৃত্তিত্ব জলহ্রদবৃত্তিত্ব মীনশৈবালাদিতে থাকে, ধূমে থাকে না। অতএব ধূমে সাধ্যবদ্ভিন্নবৃত্তিত্বের অনধিকরণত্ব থাকায় লক্ষণসঙ্গতি হল কোনো দোষ নেই। আবার *পর্বতো ধূমবান্ বহ্নেঃ* – সাধ্য ধূম, সাধ্যবদ্ ধূমবৎ পর্বত, সাধ্যবদ্ভিন্ন জলহ্রদ যেরকম সেরকম অয়োগোলক, সাধ্যবদ্ভিন্নবৃত্তিত্ব বহ্নিতে থাকে, সাধ্যবদ্ভিন্নবৃত্তিত্বের অনধিকরণত্ব বহ্নিহেতুতে না থাকায় লক্ষণ সঙ্গত হল না, কোনো দোষ নেই।

এই দুটি লক্ষণের দোষ দেখাতে গিয়ে আচার্য গঙ্গেশোপাধ্যায় লক্ষণদুটির শেষে অবস্থিত 'অধিকরণত্ব' (সাধ্যাসামানাধিকরণ্যানধিকরণত্বম্, সাধ্যবৈয়ধিকরণ্যানধিকরণত্বম্) অংশ নিরর্থক মনে করেছেন। তাঁর মতে শেষাংশ বাদ দিলে প্রথম লক্ষণের অর্থ হবে – সাধ্যাসামানাধিকরণ্যাভাব এবং দ্বিতীয় লক্ষণের অর্থ হবে – সাধ্যবৈয়ধিকরণ্যাভাব। এই উভয়বিধ অর্থ তিনি 'সাধ্যানধিকরণানধিকরণত্ব' এই শব্দ দিয়ে বুঝিয়েছেন।[১৩] 'সাধ্যানধিকরণানধিকরণত্ব' এখানে 'সাধ্যানধিকরণ' এর নঞ্ এর অন্বয় 'অনধিকরণত্ব'

এর সঙ্গে করতে হবে। ফলে অর্থ হবে – সাধ্যাধিকরণানধিকরণত্বাভাব। 'যদধিকরণম্ অনধিকরণং যস্য সাধ্যস্য' এরকম বহুব্রীহি সমাস নিষ্পন্ন করে সাধ্যাধিকরণানধিকরণ শব্দ নিষ্পন্ন হয়। অর্থাৎ যার অধিকরণ সাধ্যের অনধিকরণ। *বহ্নিমান্ ধূমাত্* – স্থলে জলের অধিকরণ জলহ্রদাদি সাধ্য বহ্নির অনধিকরণ। যার অধিকরণ সাধ্যের অনধিকরণ এরূপ হল জলাদি। অতএব যার অধিকরণ সাধ্যের অনধিকরণ এরূপ যে জলাদি তদ্গত ধর্ম যে তত্ত্বাদি তার অভাব ব্যাপ্তি। ফলস্বরূপ সাধ্যাসামানাধিকরণ্যাভাব এই অর্থে পর্যবসিত হয়। কারণ যার অধিকরণ সাধ্যের অনধিকরণ তা সাধ্যাসমানাধিকরণ, তত্ত্ব সাধ্যাসামানাধিকরণ্য। তার অভাব সাধ্যাসামানাধিকরণ্যাভাব।

দ্বিতীয় লক্ষণে হেতুতে সাধ্যবৈয়ধিকরণ্যের অধিকরণত্বের অভাব ব্যাপ্তি। এখানে সাধ্যবৈয়ধিকরণ্যের অভাবকে ব্যাপ্তি বললেই হয়ে যেত, বৈয়ধিকরণ্যের অধিকরণত্বের অভাব পর্যন্ত নিবেশের কোনো প্রয়োজন ছিল না। অতএব শেষের অধিকরণত্ব অংশ বাদ দিয়ে অর্থ হবে – সাধ্যানধিকরণবৃত্তিত্বের অভাব। সাধ্যানধিকরণং নিরূপকতয়া অধিকরণং যস্য এরূপ বিগ্রহের দ্বারা সাধ্যের অধিকরণ যার অর্থাৎ যন্নিষ্ঠ আধেয়ত্বের নিরূপক সেইরূপ জলাদিকে বোঝাবে। বৃত্তি হবে সাধ্যানধিকরণে বৃত্তি জলাদি, তার সঙ্গে ত্বপ্রত্যয়ের অর্থের অন্বয় করলে সাধ্যবৈয়ধিকরণ্যকে বোঝাবে। এরূপ সাধ্যবৈয়ধিকরণ্যের অভাব ব্যাপ্তি।

এই দুটি লক্ষণও কেবলান্বয়িসাধ্যক সদ্ধেতুক অনুমিতি স্থলে না যাওয়ায় গঙ্গেশোপাধ্যায় তা স্বীকার করেন না। দুটি লক্ষণই সাধ্যানধিকরণানধিকরণত্ব রূপ। প্রথমলক্ষণে সাধ্যানধিকরণ এর অর্থ হবে সাধ্যাভাববদ্। আর অনধিকরণ এর অর্থ বৃত্তিত্বাভাব বা অবৃত্তিত্ব। অতএব সাধ্যাভাববদ্বৃত্তিত্বাভাব বা সাধ্যাভাববদবৃত্তিত্ব ব্যাপ্তি। এটি

অত্যন্তাভাবঘটিত লক্ষণ। আর দ্বিতীয়লক্ষণে সাধ্যানধিকরণ এর অর্থ হল সাধ্যবদ্ভিন্ন। অতএব সাধ্যবদ্ভিন্নাবৃত্তিত্ব ব্যাপ্তি। এটি অন্যোন্যাভাবঘটিত লক্ষণ। পূর্বপক্ষব্যাপ্তির প্রথম ও পঞ্চম লক্ষণের অনুরূপ লক্ষণ আমরা দেখতে পাচ্ছি। *ইদং বাচ্যং জ্ঞেয়ত্বাৎ* – স্থলে লক্ষণ না যাওয়ায় অব্যাপ্তি। কারণ এখানে সাধ্যাভাব ও সাধ্যবদ্ভিন্ন পাওয়া যাবে না।

যদি বলা হয় পূর্ব লক্ষণের 'যৎ কিঞ্চিৎ সাধ্যাভাববদ্বৃত্তিত্বাভাব' এরূপ অর্থ গ্রহণ করা হবে তাহলে কেবলান্বয়িসাধ্যক স্থলে সাধ্যাভাবের অপ্রসিদ্ধি হয় না। কারণ বিশিষ্টাভাব উভয়াভাব গ্রহণ করে যৎ কিঞ্চিৎ সাধ্যাভাব কেবলান্বয়িস্থলেও প্রসিদ্ধ হয়। দ্বিতীয় লক্ষণেরও যৎ কিঞ্চিৎ সাধ্যবদ্ভিন্নাবৃত্তিত্ব অর্থ করা হবে। তাহলে কেবলান্বয়িসাধ্যকস্থলে যৎ কিঞ্চিৎ সাধ্যবদ্ যে সকল বস্তু তাদের ভেদবদ্ অপ্রসিদ্ধ না হওয়ায় সাধ্যবদ্ভিন্ন অপ্রসিদ্ধ হয় না। অতএব অব্যাপ্তির আশঙ্কা থাকবে না। কিন্তু এরূপ বললেও অব্যাপ্তির হাত থেকে নিস্তার নেই। *বহ্নিমান্ ধূমাত্* – স্থলে অব্যাপ্তি হয়। কারণ তৎ তৎ বহ্নির অভাববৎ যে মহানসাদি তাতে ধূম থাকায় তাদৃশ বৃত্তিত্বাভাব ধূমে থাকে না। দ্বিতীয় লক্ষণানুসারে সাধ্যবৎ পর্বতের ভেদ মহানসে থাকায় এবং ঐ মহানসে ধূম বৃত্তি হওয়ায় সাধ্যবদ্ভিন্নাবৃত্তিত্ব ধূমে না থাকায় অব্যাপ্তি হবে।

৩.৩.২ ব্যধিকরণধর্মাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাকাভাব : অব্যভিচরিতত্বরূপ ব্যাপ্তির লক্ষণ *ইদং বাচ্যং জ্ঞেয়ত্বাত্* – এই কেবলান্বয়ী স্থলে যায় না বলে ব্যধিকরণধর্মাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাকাভাব স্বীকার করেন মীমাংসা সম্প্রদায়ের কোনো এক আচার্য সোন্দড় উপাধ্যায়। তাঁর মতে *ঘটত্বেন পটো নাস্তি* এরূপ ব্যধিকরণধর্মাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাকাভাব প্রত্যক্ষ হয়। এবিষয়ে প্রত্যক্ষই প্রমাণ। 'ঘটত্বেন পটো নাস্তি' এরকম অভাব অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই। এই অভাব পটের অধিকরণেও থাকে। কারণ পটের

অধিকরণে *পটত্বেন পট* থাকলে *ঘটত্বেন পট* অর্থাৎ ঘটাত্মকরূপে পট থাকে না। *ঘটত্বেন পট* কোথাও থাকে না বলে তার অভাব (ঘটত্বেন পটাভাব) পটাধিকরণেও থাকে। অতএব এই অভাব পটাধিকরণ ও অনধিকরণ সর্বত্র বিদ্যমান বলে কেবলান্বয়ী। *ঘটত্বেন পটো নাস্তি* - প্রত্যক্ষসিদ্ধ। এই অভাবের প্রতিযোগী পট, কারণ অভাব অংশে যা সাক্ষাৎ বিশেষণ হয় তাকেই অভাবের প্রতিযোগী বলা হয়। এখানে 'নাস্তি' এই অভাবাংশে পটই সাক্ষাৎ বিশেষণ বলে পট এই অভাবের প্রতিযোগী। পট বিশেষণ হলে পটে পটত্বও বিশেষণ হবে। যেহেতু জাতি বা অখণ্ড ধর্ম ছাড়া সব বস্তুই কোনো ধর্মবিশিষ্টরূপে বিশেষণ হতে পারে। সুতরাং পটে পটত্বধর্ম বিশেষণ। কারণ যদি পটে বিদ্যমান ধর্মান্তর দ্রব্যত্ব বা সত্তা পটের বিশেষণরূপে গহীত হত তাহলে '*ঘটত্বেন পটো নাস্তি*' এরকম প্রয়োগ না হয়ে দ্রব্যত্ববিশিষ্টের বোধক দ্রব্যপদ বা সত্তাবিশিষ্টের বোধক সন্ পদ অভাবের বিশেষণরূপে যুক্ত হত অর্থাৎ *ঘটত্বেন দ্রব্যং নাস্তি* বা *ঘটত্বেন সন্ নাস্তি* এই প্রকার শব্দের দ্বারা ব্যবহার হত। কিন্তু তা হয় না। পটত্ববিশিষ্ট পট পদের দ্বারা এই অভাবের ব্যবহার হওয়ায় পটত্ববিশিষ্ট পটই এই অভাবের প্রতিযোগী। আর পটত্ব পটের বিশেষণ। যদিও পটত্ব বিশেষণ তাহলেও তাকে প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক রূপে স্বীকার করা হয় না। কারণ প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকবিশিষ্ট প্রতিযোগির সঙ্গে অভাবের বিরোধ স্বীকার করতে হবে। তা নাহলে দ্রব্যত্বাদির অধিকরণে দ্রব্যত্বাভাবের প্রসক্তি হয়। *ঘটত্বেন পটো নাস্তি* এই অভাবের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক পটত্ব হলে পটত্বাবচ্ছিন্ন পটের সঙ্গে এই অভাবের বিরোধ কল্পনা করতে হবে। তাহলে এই অভাব পটত্ববিশিষ্ট পটের অধিকরণে থাকতে পারে না। অথচ এই অভাব কেবলান্বয়ী বলে সর্বত্র বিদ্যমান। তাই সোন্দড় উপাধ্যায় বলেন *পটত্বেন পটো নাস্তি* এই অভাবের প্রতিযোগিতা থেকে *ঘটত্বেন পটো নাস্তি* এই অভাবের প্রতিযোগিতা ঘটত্ব ধর্মের দ্বারা ব্যাবৃত্ত হয়। সুতরাং *ঘটত্বেন পটো নাস্তি* এই অভাবের

প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক ঘটত্ব, প্রতিযোগী পট। তাই প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক ঘটত্ববিশিষ্ট প্রতিযোগী পট অপ্রসিদ্ধ। অভাবের বিরোধী হয় প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকবিশিষ্টপ্রতিযোগী। অতএব উক্ত অভাবের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকবিশিষ্ট প্রতিযোগী সম্ভব না হওয়ায় *ঘটত্বেন পটো নাস্তি* এই অভাবের বিরোধী কেউ নেই। সুতরাং এই অভাব সর্বত্র বিদ্যমান হবে, কেবলান্বয়িত্বের কোনো ব্যাঘাত হবে না।

সোন্দড় আচার্যের মতে *ঘটত্বেন পটো নাস্তি* এই অভাবের প্রতিযোগী পট, প্রতিযোগিতা পটনিষ্ঠ, প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক ঘটত্ব, ঘটনিষ্ঠ। সুতরাং প্রতিযোগিতার ব্যধিকরণ ঘটত্ব, ঘটত্ব ধর্মের দ্বারা প্রতিযোগিতাটি অবচ্ছিন্ন। তাই এই অভাবকে ব্যধিকরণধর্মাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাক অভাব বলা হয়।

কেবলান্বয়ী স্থলেও ব্যধিকরণধর্মাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাক অভাব সম্ভব। *ইদং বাচ্যং জ্ঞেয়ত্বাত্* – স্থলে সাধ্য বাচ্যত্ব, তার অভাব (বাচ্যত্বাভাব) কোথাও সম্ভব নয়। কিন্তু ব্যধিকরণধর্মাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাক অভাব স্বীকার করে *সমবায়িতয়া বাচ্যত্বাভাব* স্বীকার করা হয়েছে। সমবায় সম্বন্ধে বৃত্তিত্বই সমবায়িত্ব। অবয়ব (দ্রব্য)-অবয়বী, গুণ-গুণী, ক্রিয়া (কর্ম)-ক্রিয়াবান্, জাতি (সামান্য)-ব্যক্তি, বিশেষ-নিত্যদ্রব্যে সমবায় সম্বন্ধে থাকে। অতএব সমবায়ী হল দ্রব্য, গুণ, কর্ম, সামান্য ও বিশেষ। কিন্তু *অস্মাৎ পদাদয়মর্থঃ বোধ্যব্যঃ* এরকম ঈশ্বরেচ্ছা (শক্তি) বিষয়ত্বরূপ বাচ্যত্ব স্বরূপ সম্বন্ধে থাকে। সুতরাং বাচ্যত্ব সমবায়ী নয়। সেজন্য বাচ্যত্বে সমবায়িত্ব ধর্ম থাকে না (অবৃত্তিধর্ম)। সমবায়িত্বের অর্থ হল সমবায়ানুযোগিত্ব। সমবায়ানুযোগিত্ব কেবলমাত্র দ্রব্য, গুণ ও কর্মে থাকে। কিন্তু বাচ্যত্ব দ্রব্য, গুণ ও কর্ম থেকে ভিন্ন। অতএব ইচ্ছাবিষয়ত্বরূপ বাচ্যত্বে কোনোভাবে সমবায়িত্ব থাকবে না। অতএব সমবায়িত্ব বাচ্যত্বের অবৃত্তিধর্ম হওয়ায় ব্যধিকরণ ধর্ম হয়ে যাবে,

সমানাধিকরণ ধর্ম হবে না। অতএব সমবায়সম্বন্ধাবচ্ছিন্নবাচ্যত্বের অভাব ব্যধিকরণধর্মাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাক অভাব। এই অভাবের প্রতিযোগী বাচ্যত্ব, প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক সমবায়িত্ব। প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকবিশিষ্ট প্রতিযোগীর সঙ্গে অভাবের বিরোধ অর্থাৎ প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকবিশিষ্ট প্রতিযোগী যেখানে থাকে সেখানে অভাব থাকে না। *সমবায়িতয়া বাচ্যত্বং নাস্তি* এই অভাবের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক সমবায়িত্ব কখনো প্রতিযোগী বাচ্যত্বে থাকে না। অতএব প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকবিশিষ্ট প্রতিযোগী অপ্রসিদ্ধ হওয়ায় এই প্রকার ব্যধিকরণধর্মাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাক অভাবের বিরোধী কেউ নেই। তাই ব্যধিকরণধর্মাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাক অভাব কেবলান্বয়ী হয়। অতএব *ইদং বাচ্যং জ্ঞেয়ত্বাত্* – স্থলে সাধ্যাভাব পদে *সমবায়িতয়া বাচ্যত্বাভাব* গ্রহণ করা যাবে। তাদৃশ অভাবের অধিকরণ ঘটাদি। এভাবে কেবলান্বয়ী স্থলে অব্যাপ্তি বারণ হয়ে যাবে।

তাহলে অব্যভিচরিতত্বকেই ব্যাপ্তি স্বীকার করব, এরকম কেউ যদি বলেন তাহলে সেটা বলা উচিত নয়। কারণ *ইদং বাচ্যং জ্ঞেয়ত্বাত্* – স্থলে যদি *সমবায়িতয়া বাচ্যত্বাভাব* সাধ্যাভাবরূপে ধরা হয় তাহলে সাধ্যাভাবের অধিকরণ ইদন্ত্বাবচ্ছিন্ন ঘটাদিতে হেতু জ্ঞেয়ত্ব থাকায় হেতু সাধ্যের ব্যভিচারী হয়। অতএব অব্যাপ্তি যেমন ছিল তেমনই থাকবে। সাধ্যাভাবের অধিকরণে হেতু থাকলে তাকে ব্যভিচারী হেতু বলে। আর ব্যভিচারী হেতু ব্যাপ্তি লক্ষণের অলক্ষ্য। এরূপ আশঙ্কার উত্তরে বলা হয়েছে – *সাধ্যতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাকসাধ্যাভাববদ্বৃত্তিত্বং হি ব্যভিচারঃ*।[১৪] উক্ত স্থলে সাধ্যতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন বাচ্যত্বত্বাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাক বাচ্যত্বাভাব ঘটাদিতে থাকে না। যদিও ব্যধিকরণধর্মাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাক অভাব স্বীকার করা হয় তাহলেও সাধ্যতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাকসাধ্যাভাববদ্বৃত্তি হেতুকে ব্যভিচারী বলা হয়। সাধ্যের ব্যধিকরণধর্মাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাকাভাববদ্বৃত্তি হেতুকে ব্যভিচারী বলা হয় না। অতএব *ইদং বাচ্যং জ্ঞেয়ত্বাত্* –

স্থলে জ্ঞেয়ত্বাদিহেতু যদি সাধ্যতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন বাচ্যত্বত্বাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাক বাচ্যত্বাভাববদ্বৃত্তি হয় তাহলে জ্ঞেয়ত্ব হেতু ব্যভিচারী হতে পারে। কিন্তু এরকম বাচ্যত্বত্বাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাক অভাব অপ্রসিদ্ধ। সমবায়িতয়া বাচ্যত্বাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাক বাচ্যত্বাভাব সাধ্যতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাক সাধ্যাভাব নয়। অতএব সাধ্যতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাকসাধ্যাভাববদ্বৃত্তিত্ব জ্ঞেয়ত্বাদি হেতুতে থাকলেও জ্ঞেয়ত্বাদি হেতু ব্যভিচারী হয় না।

এখানে প্রশ্ন হয় *ইদং বাচ্যং জ্ঞেয়ত্বাত্* – স্থলে সমবায়িতয়া বাচ্যত্বাভাবরূপ সাধ্যাভাবের অধিকরণ যে ঘটাদি তাতে জ্ঞেয়ত্ব হেতু থাকায় হেতুতে সাধ্যাভাবাধিকরণনিরূপিত বৃত্তিত্বাভাব থাকে না। অতএব সাধ্যাভাববদবৃত্তিত্বরূপ ব্যাপ্তি লক্ষণের সমন্বয় সম্ভব হয় না। উত্তরে বলা যায় যে, ব্যধিকরণধর্মাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাকাভাব স্বীকার করলে যেমন সাধ্যাভাবকে তাদৃশ অভাবরূপে গ্রহণ করা যায় সেরূপ ব্যাপ্তি লক্ষণের ঘটক অবৃত্তিত্বপ্রতিপাদ্য বৃত্তিত্বাভাবকেও ব্যধিকরণধর্মাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাক অভাবরূপে গ্রহণ করে লক্ষণ সমন্বয় করা হবে। *ইদং বাচ্যং জ্ঞেয়ত্বাত্* – স্থলে সমবায়িতয়া বাচ্যত্বাভাবের অধিকরণ ঘটাদিনিরূপিত বৃত্তিত্বের গুণত্ব সত্ত্ব প্রভৃতি ব্যধিকরণ ধর্ম। তাদৃশ ধর্মাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাক অভাব কেবলান্বয়ী বলে জ্ঞেয়ত্ব হেতুতে আছে। কিন্তু *ধূমবান্ বহ্নেঃ* – স্থলে অতিব্যাপ্তি হয়। কারণ সাধ্যাভাবাধিকরণ তপ্তলৌহপিণ্ড, তন্নিরূপিত বৃত্তিত্ব বহ্নিতে থাকলেও উক্তবৃত্তিত্বের ব্যধিকরণধর্মাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাক অভাব বহ্নিতে থাকে। এই দোষ দূর করার জন্য ব্যধিকরণধর্মাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাকাভাববাদী দুই প্রকার অভাব স্বীকার করেছেন – ব্যধিকরণধর্মাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাকাভাব এবং সমানাধিকরণধর্মাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাকাভাব। লক্ষণেও দুটি অভাব আছে – সাধ্যাভাব ও বৃত্তিত্বাভাব। এই দুটি এক প্রকার নয়। সাধ্যাভাব

সমানাধিকরণধর্মাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাকাভাব এবং বৃত্তিত্বাভাব ব্যধিকরণধর্মাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাকাভাব।

প্রশ্ন হতে পারে *ইদং বাচ্যং জ্ঞেয়ত্বাত্* - এরূপ কেবলান্বয়িস্থলে *সমবায়িতয়া বাচ্যত্বং নাস্তি* এই অভাব ব্যধিকরণধর্মাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাকাভাব। এই অভাবের প্রতিযোগী বাচ্যত্বে সমবায়িত্ব থাকে না। কিন্তু যদি প্রমেয়কে সাধ্য করা হয় তাহলে ব্যধিকরণধর্মাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাক সাধ্যাভাব সম্ভব হয় না। প্রমেয়ে অবৃত্তিধর্ম অপ্রসিদ্ধ। যে কোথাও বৃত্তি হয় না তাকে ধর্ম বলা যায় না। ধর্ম হলেই তাকে কোথাও বৃত্তি হতে হবে, যে অধিকরণে ধর্ম বৃত্তি হয় সেই অধিকরণটি প্রমেয়। জগতের সকল বস্তুই প্রমাজ্ঞানের বিষয় বলে প্রমেয়। অতএব ধর্ম হলেই প্রমেয় বৃত্তি, প্রমেয়ে অবৃত্তি কোনো ধর্ম না থাকায় ব্যধিকরণধর্মাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাক প্রমেয়াভাব অপ্রসিদ্ধ। তাই প্রমেয়সাধ্যকস্থলে অব্যাপ্তি হবে। উত্তরে রঘুনাথ শিরোমণি বলেছেন, গগনত্বেন প্রমেয়াভাবকে সাধ্যাভাবরূপে প্রসিদ্ধ করা যায়। যদিও গগনত্ব প্রমেয় অবৃত্তি নয় তথাপি গগনত্বেন প্রমেয়াভাব ব্যধিকরণধর্মাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাকাভাবের মতো সর্বত্র থাকে। এখানে প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকবিশিষ্ট প্রতিযোগী গগন, তার অধিকরণ কেউ হয় না। গগন অবৃত্তি পদার্থ।[১৫] অতএব এই অভাব সব জায়গায় থাকবে। আবার *ঘটত্বপটত্বোভয়াভ্যাং প্রমেয়ং নাস্তি* এই প্রকার সাধ্যাভাবও প্রসিদ্ধ করা যাবে। ঘটত্ব ও পটত্ব উভয়ই প্রমেয়ে বৃত্তি কিন্তু ঘটত্ব-পটত্ব উভয় কোনো প্রমেয়ে থাকে না। এরূপ উভয় ধর্মবিশিষ্ট প্রমেয় কোথাও থাকে না বলে উভয়ধর্মাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাক প্রমেয়াভাব সর্বত্র থাকে।

ব্যধিকরণধর্মাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাকাভাববাদীর মতে সাধ্যতাবচ্ছেদকধর্মাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাক সাধ্যাভাববদ্বৃত্তিত্ব ব্যভিচার এবং ব্যধিকরণধর্মাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাক

সাধ্যাভাববদবৃত্তিত্ব ব্যাপ্তি। এটি যথাযথ নয়। কারণ আমরা জানি ব্যভিচারজ্ঞান ব্যাপ্তিজ্ঞানের প্রতিবন্ধক। ব্যভিচারজ্ঞান ও ব্যাপ্তিজ্ঞান পরস্পর বিরুদ্ধ হতে হবে। সাধ্যাভাববদ্বৃত্তিত্ব যদি ব্যভিচার হয় তাহলে সাধ্যাভাববদ্বৃত্তিত্বাভাব (সাধ্যাভাববদবৃত্তিত্ব) হবে ব্যাপ্তি। সেরকম সাধ্যতাবচ্ছেদকধর্মাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাক সাধ্যাভাববদ্বৃত্তিত্ব ব্যভিচার হলে সাধ্যতাবচ্ছেদকধর্মাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাক সাধ্যাভাববদ্বৃত্তিত্বাভাব হবে ব্যাপ্তি। ব্যধিকরণধর্মাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাক সাধ্যাভাববদ্বৃত্তিত্বাভাবকে ব্যাপ্তি বলা যায় না। কারণ তা অব্যভিচার নয়। কিন্তু 'ইদং বাচ্যং জ্ঞেয়ত্বাৎ' স্থলে অব্যাপ্তি হবে। কারণ যারা ব্যধিকরণধর্মাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাকাভাব স্বীকার করেন তাদের মতে সাধ্যাভাববদবৃত্তিত্ব অব্যভিচার হতে পারে না । সেজন্য গঙ্গেশোপাধ্যায় ব্যধিকরণধর্মাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাকাভাব স্বীকার করেন না। যে ধর্ম প্রতিযোগিতে থাকে না তা কখনো প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক হয় না। তাই তিনি বলেছেন – *প্রতিযোগ্যবৃত্তিশ্চ ধর্মঃ ন প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকঃ*।[১৬] যা প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক নয় প্রতিযোগিতা তার দ্বারা অবচ্ছিন্ন হয় না। অতএব প্রতিযোগিতা প্রতিযোগিতে অবৃত্তি ধর্মের দ্বারা অবচ্ছিন্ন নয়। *ইদং বাচ্যং জ্ঞেয়ত্বাত্* স্থলে অব্যভিচার ব্যাপ্তির লক্ষণ সমন্বয়ের জন্য যে *বাচ্যত্বত্বেন পটত্বং নাস্তি* অভাব গ্রহণ করা হয়েছিল তা সম্ভব হবে না। কারণ প্রতিযোগী পটত্ব তাতে প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক বাচ্যত্ব ধর্ম থাকে না বলে বাচ্যত্বত্বাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাক পটত্বাভাব অপ্রসিদ্ধ। এভাবে *সমবায়িতয়া বাচ্যত্বং নাস্তি* এরকম সমবায়িত্বাবচ্ছিন্ন বাচ্যত্বাভাব অপ্রসিদ্ধ। কারণ প্রতিযোগী বাচ্যত্বে সমবায়িত্ব অবৃত্তি বলে তা প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক হয় না। এইভাবে *ঘটত্বপটত্বোভয়াভ্যাং প্রমেয়ং নাস্তি* অপ্রসিদ্ধ। কারণ কোনো প্রমেয়েই ঘটত্ব-পটত্বোভয় বৃত্তি হয় না।

প্রতিযোগীতে অবৃত্তি ধর্ম কেন প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক হয় না তার জন্য

গঙ্গেশোপাধ্যায় হেতু দিচ্ছেন – *তদ্বিশিষ্টজ্ঞানস্যাভাবধীহেতুত্বাত্*।[১৭] প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকবিশিষ্ট প্রতিযোগীর জ্ঞান অভাববুদ্ধির প্রতি কারণ হয়। নিয়ম আছে তদ্ধর্মাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাক অভাব বুদ্ধির প্রতি তদ্ধর্মবিশিষ্টের (প্রতিযোগীর) জ্ঞান কারণ। এভাবে কার্যকারণভাব স্বীকার করতে হবে। অতএব *ঘটত্বেন পটো নাস্তি* এরকম ব্যধিকরণধর্মাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাক অভাবজ্ঞান কখনো সম্ভব নয়। এখানে প্রতিযোগী পট এবং প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক ঘটত্ব। ঘটত্ববিশিষ্ট পটের জ্ঞান এই অভাব প্রত্যক্ষের প্রতি কারণ হয়। কিন্তু ঘটত্ববিশিষ্ট পট বাস্তবে সম্ভব নয়। এই প্রকার অভাব বুদ্ধির কারণ যে ঘটত্ববিশিষ্ট পটের জ্ঞান তা সম্ভব নয় বলে *ঘটত্বেন পটো নাস্তি* প্রভৃতি ব্যধিকরণধর্মাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাকাভাবজ্ঞান সম্ভব নয়। যে বস্তু জ্ঞানের বিষয় নয় তাকে প্রমাণ করা যায় না, জ্ঞানের দ্বারাই প্রমেয় প্রমাণিত হয়। ব্যধিকরণধর্মাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাকাভাব জ্ঞানের বিষয় নয় বলে প্রমাণসিদ্ধ নয়। এখানে প্রশ্ন হয় পটে ঘটত্বের ভ্রমাত্মক জ্ঞান সম্ভব এবং সেই ভ্রমাত্মক জ্ঞান *ঘটত্বেন পটো নাস্তি* ইত্যাদি ব্যধিকরণধর্মাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাকাভাব বুদ্ধির কারণ হবে। উত্তরে বলা যায় পটে ঘটত্বের ভ্রমাত্মক জ্ঞান থেকে উৎপন্ন যে ঘটত্বেন পটাভাব জ্ঞান তা ভ্রমাত্মকই হয়। আর ভ্রমের দ্বারা কোনো বস্তু প্রমাণ করা যায় না। সুতরাং *ঘটত্বেন পটো নাস্তি* ইত্যাদি ভ্রমাত্মক অভাবজ্ঞানের দ্বারা ঘটত্বাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাক পটের অভাবরূপ ব্যধিকরণধর্মাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাকাভাব প্রমাণিত হয় না। তদ্ধর্মাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাক অভাব বুদ্ধির প্রতি তদ্ধর্মবিশিষ্ট প্রতিযোগীর জ্ঞান কারণ। এভাবে কার্যকারণভাব স্বীকার করার কি প্রয়োজন? তাই গঙ্গেশোপাধ্যায় বলেছেন – *অন্যথা নির্বিকল্পকাদপি ঘটো নাস্তীতি প্রতীত্যাপত্তেঃ*।[১৮] অভাব প্রত্যক্ষে প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকবিশিষ্ট প্রতিযোগির জ্ঞান কারণ। আমাদের সম্মুখস্থিত ভূতলে ঘট, পট, গো, মহিষ, অশ্ব ইত্যাদি অনেক বস্তুর অভাব বিদ্যমান। কিন্তু আমরা

সমস্ত অভাবের প্রত্যক্ষ করি না। অভাব প্রত্যক্ষের কারণ সংযুক্তবিশেষণতা সন্নিকর্ষ। যে কোনো একটি অভাব প্রত্যক্ষকালে ধর্মীতে (ভূতলে) বৃত্তি যাবদভাবের প্রত্যক্ষের প্রসঙ্গ হয়। কিন্তু ভূতলাদিতে বিশেষ বিশেষ সময়ে বিশেষ বিশেষ অভাব প্রত্যক্ষ অনুভবসিদ্ধ। এর নিয়ামকরূপে প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকবিশিষ্ট প্রতিযোগির জ্ঞান অভাবপ্রত্যক্ষের প্রতি কারণ স্বীকার করা হয়। ভূতলাদিতে (ধর্মীতে) যদি ঘট থাকত তাহলে তার প্রত্যক্ষ হত এরকম প্রতিযোগীর জ্ঞান অভাব প্রত্যক্ষের প্রতি কারণ। এইভাবে প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকবিশিষ্ট প্রতিযোগির জ্ঞান অভাবপ্রত্যক্ষে নিয়ত অপেক্ষা করে বলে তা অভাবপ্রত্যক্ষের প্রতি কারণ হয়। তাহলে ব্যধিকরণধর্মাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাকাভাব প্রত্যক্ষ হতে পারে না। যেহেতু অভাবপ্রত্যক্ষের কারণ প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকবিশিষ্ট প্রতিযোগির জ্ঞান সম্ভব হয় না। অতএব ব্যধিকরণধর্মাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাকাভাব স্বীকার করা যায় না। কিন্তু এখানে আপত্তি হয় যে ব্যধিকরণধর্মাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাকাভাব প্রত্যক্ষসিদ্ধ তাকে অস্বীকার করা যাবে কীভাবে? যেমন গোতে শশশৃঙ্গ নেই এই প্রকার অভাব প্রত্যক্ষ হয়। এই অভাবের প্রতিযোগী শৃঙ্গ, শশ শৃঙ্গের বিশেষণ। প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক শশ। প্রতিযোগী শৃঙ্গে শশ থাকে না। অতএব শশ প্রতিযোগী অবৃত্তি ধর্ম। সুতরাং গোতে *শশশৃঙ্গং নাস্তি* এই প্রত্যক্ষ প্রতিযোগিতে অবৃত্তি শশসম্বন্ধাবচ্ছিন্ন শৃঙ্গনিষ্ঠ প্রতিযোগিতাক অভাববিষয়ক বলে ব্যধিকরণধর্মাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাক অভাব প্রত্যক্ষপ্রমাণ সিদ্ধ। প্রমাণসিদ্ধবস্তুর উপপত্তির জন্য কার্যকারণভাবের কল্পনা করতে হয়। কিন্তু প্রমাণসিদ্ধ বস্তুর অন্যথা করা যায় না। কিন্তু উত্তরবাদীরা বলেন এরূপ প্রত্যক্ষই অসিদ্ধ। এই অসিদ্ধ প্রমাণের দ্বারা ব্যধিকরণধর্মাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাকাভাব সিদ্ধ হয় না। যদি বলা হয় *শশশৃঙ্গং নাস্তি* ইত্যাদি অলীক বস্তুর অভাব বিষয়ক প্রতীতি অনুভবসিদ্ধ। তাই গঙ্গেশোপাধ্যায় বলেছেন – *শশশৃঙ্গং নাস্তীতি চ শশে শৃঙ্গাভাব ইত্যর্থঃ*।[১৯] *শশশৃঙ্গং নাস্তি* এরকম প্রতীতি

সর্বজনপ্রসিদ্ধ। যদি শশীয়ত্বাবচ্ছিন্ন শৃঙ্গনিষ্ঠ প্রতিযোগিতাকাভাব এই জ্ঞানের বিষয় হয় তাহলে ব্যধিকরণধর্মাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাকাভাব স্বীকৃত হয়। কিন্তু *শশশৃঙ্গং নাস্তি* ইত্যাকারক বুদ্ধির বিষয় শশীয়ত্বাবচ্ছিন্ন শৃঙ্গনিষ্ঠ প্রতিযোগিতাক অভাব নয়। এই প্রতীতির বিষয় শশে শৃঙ্গাভাব। অতএব এই অভাব ব্যধিকরণধর্মাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাক অভাব নয়।

এভাবে ব্যধিকরণধর্মাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাকাভাব খণ্ডন করা এখানে অপ্রাসঙ্গিক। কারণ অব্যভিচার ব্যাপ্তি হবে কি না এটাই এখানে বিচার্য বিষয়। ব্যধিকরণধর্মাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাকাভাব স্বীকার করলেও অব্যভিচার ব্যাপ্তি হয় না। তাই অব্যভিচার খণ্ডন করতে গিয়ে ব্যধিকরণধর্মাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাকাভাব খণ্ডন করা ঠিক নয়।

৩.৩.৩ পূর্বপক্ষ ব্যাপ্তি : গঙ্গেশোপাধ্যায় পূর্বপক্ষরূপে কিছু ব্যাপ্তির লক্ষণ উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন – *সাধ্যাসামানাধিকরণ্যানধিকরণত্বে সতি সাধিকরণত্বং ব্যাপ্তিঃ*।[২০] অর্থাৎ যা সাধ্যের অসামানাধিকরণ্যের অনধিকরণ হলেও সাধিকরণ হল ব্যাপ্তি। *সাধ্যাসামানাধিকরণ্যানধিকরণত্বং ব্যাপ্তিঃ* – এরকম ব্যাপ্তির লক্ষণ করলে ব্যভিচারিস্থলে অব্যাপ্তি হয় এবং কেবলান্বয়ী স্থলেও লক্ষণ যায় না। আবার *সাধিকরণং ব্যাপ্তিঃ* – এরকম লক্ষণ করা হয় তাহলে *বহ্নিমান্ আকাশাত্* – স্থলে সমবায়সম্বন্ধে আকাশ কোথাও থাকে না। এখানে তিনি প্রশ্ন তুলেছেন সাধ্যাসামানাধিকরণ্য এর কোন অর্থ প্রযোজ্য – সাধ্যানধিকরণাধিকরণত্ব বা সাধ্যাধিকরণানধিকরণত্ব। কেবলান্বয়ী স্থলে সাধ্যানধিকরণের অপ্রসিদ্ধ হয়। আবার যৎকিঞ্চিৎ সাধ্যের অধিকরণের অনধিকরণ ধূমে অব্যাপ্তি হয়। অতএব এই লক্ষণ প্রসিদ্ধ নয়।

উদয়নাচার্যের মতে অনৌপাধিক সম্বন্ধ ব্যাপ্তি তিনি স্বীকার করেন না। তিনি বলেছেন *পর্বতো ধূমবান্ বহ্নেঃ* - স্থলে সাধন বহ্নির অব্যাপক যত আর্দ্রেন্ধন তা সাধ্য

ধূমের অব্যাপক, আর সাধ্য ধূমের ব্যাপক যে আর্দ্রেন্ধন তা মহানসীয় বহ্নির ব্যাপক। এখানে সাধ্য যাবৎ ব্যভিচারী নয়। এই মত দূষিত বলেছেন গঙ্গেশোপাধ্যায়।[২১]

*ন্যায়লীলাবতী*কার বল্লভাচার্যের মতে ব্যাপ্তি *কাৎের্স্ন্যন সম্বন্ধঃ* এই মতও গঙ্গেশোপাধ্যায় অস্বীকার করেছেন। *কাৎের্স্ন্যন* কথার দ্বারা সমগ্র সাধনের সহিত সাধ্যের সামানাধিকরণ্য বোঝানো হয়েছে। কৃৎস্ন কথার অর্থ সমগ্র। তাহলে একব্যক্তিক হেতুকস্থলে কৃৎস্ন এই কথাটি প্রযোজ্য হয় না। অতএব অব্যাপ্তি হয়। আবার *পৃথিবী পৃথিবীত্বব্যাপকজাতেঃ* – এখানে পৃথিবীত্বব্যাপকজাতির আশ্রয় পৃথিবী একটি। তাই কৃৎস্ন সম্বন্ধ বোঝায় না। সেরকম নানাব্যক্তিকস্থল বহ্নিমান্ ধূমাত্ – এখানে তপ্ত-অয়োগোলকীয় বহ্নির সামানাধিকরণ্য ধূমে থাকে না, অতএব অব্যাপ্তি। *সংখ্যাবান্ পরিমাণাত্* – এরকম সমব্যাপ্তি স্থলেও অব্যাপ্তি হবে। কারণ সমস্ত সংখ্যাসম্বন্ধের কোথাও পরিমাণে থাকে না। আবার *কাৎের্স্নন সাধ্যেন সম্বন্ধো ব্যাপ্তিঃ* – এরকমও বলা যাবে না, কারণ বিষমব্যাপ্তিতে (*বহ্নিমান্ ধূমাত্*) তার অভাব হয়। আর যত সাধন (হেতু) আছে, সেই সাধনের আশ্রয়ের আশ্রিতসাধ্য সম্বন্ধকে কাৎের্স্নন সম্বন্ধ বলা যাবে না। তাহলে *শব্দবান্ গগনত্বাত্* – সদ্ধেতুস্থলে যাবৎ সাধনের আশ্রয় অপ্রসিদ্ধ হওয়ার জন্য অব্যাপ্তি হয়।[২২]

*তাৎপর্যটীকা*কার বাচস্পতিমিশ্রের যে প্রসিদ্ধ মত – স্বাভাবিক সম্বন্ধ ব্যাপ্তি, তাও তিনি স্বীকার করেন না। স্বাভাবিক কথার অর্থ উপাধিরহিত সাধ্যসামানাধিকরণ্য। ব্যভিচারিস্থলে সাধ্যসামানাধিকরণ্য উপাধি। স্বাভাবিকত্ব হল হেতুস্বরূপজন্যত্ব বা হেতুস্বরূপাশ্রিতত্ব। *দ্রব্যং পৃথিবীত্বাত্* – স্থলে পৃথিবীত্বাদিনিষ্ঠ দ্রব্যত্বাদি সামানাধিকরণ্যের নিত্যত্বের কারণে অব্যাপ্তি হয়। এখানে সাধ্যসামানাধিকরণ্যের দ্বারা হেতুতাবচ্ছেদকসম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-সাধ্যসামানাধিকরণ্য বুঝতে হবে। এখানে হেতুতাবচ্ছেদক

সম্বন্ধ হল সমবায়। তাহলে সমবায়সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন সামানাধিকরণ্যের সমবায়সম্বন্ধস্বরূপ হওয়ায় নিত্যসম্বন্ধ দ্যোতিত হয়, তাই অব্যাপ্তি। আবার *দ্রব্যং সত্ত্বাত্* – এই ব্যভিচারিস্থলে লক্ষণের অতিব্যাপ্তি হয়।[২৩]

বৌদ্ধমতে যে অবিনাভাবকে ব্যাপ্তি বলা হয়েছে তাও তিনি স্বীকার করেন না। কারণ হিসাবে বলেছেন কেবলান্বয়ি স্থলে অভাব হয় বলে।[২৪] ন বিনা = অবিনা, নঞ্-তৎপুরুষ সমাস। বিনা কথার অর্থ সাধ্যেন বিনা অর্থাৎ সাধ্যাভাববতি(সাধ্যাভাবাধিকরণ), ভাব = বৃত্তি। অতএব অবিনাভাব = সাধ্যাভাবের অধিকরণে না থাকা। কেউ কেউ অবিনাভাবকে হেত্বভাবে সাধ্যবিনাভাবের সাধ্যাভাবাধিকরণনিষ্ঠাভাবের প্রতিযোগিতাসম্বন্ধে অভাব স্বীকার করেছেন। অর্থাৎ সাধ্যাভাবব্যাপকত্ব। তাহলে হেতুর সাধ্যাভাবব্যাপকাভাবের প্রতিযোগিত্ব ব্যাপ্তি এরকম অর্থ হয়। যদি কেউ বলেন অব্যভিচরিতত্ব রূপ ব্যাপ্তির চতুর্থ লক্ষণ এখানে পৌনরুক্ত হয়েছে তাহলেও সাকল্যের ব্যাপকত্ব হেতু তা বলা যাবে না। চতুর্থ লক্ষণে ব্যাপকত্ব হল সাধ্যাভাববন্নিষ্ঠাভাবপ্রতিযোগিত্ব আর এখানে ব্যাপকত্ব হল সাধ্যাভাববন্নিষ্ঠাভাবের প্রতিযোগিতাসম্বন্ধে অভাববত্ত্ব। অতএব গঙ্গেশোপাধ্যায়ের মতে অবিনাভাব ব্যাপ্তি নয়।

কেউ যদি সম্বন্ধমাত্রকেই ব্যাপ্তি বলেন তাও স্বীকার যাবে না। কারণ যে কোনো সম্বন্ধকে ব্যাপ্তি ধরে নেওয়া যেতে পারে। তাহলে ব্যভিচারিসম্বন্ধও ব্যাপ্তি হয়ে যাবে। সম্বন্ধ শব্দের অর্থ যদি সাধ্যসামানাধিকরণ্য হয় তাহলে ব্যভিচারিস্থলে ব্যভিচারিহেতুনিষ্ঠসাধ্যসামানাধিকরণ্য এরকম অর্থ হবে। অতএব সম্বন্ধমাত্র ব্যাপ্তি নয়।[২৫]

এই যে এত ব্যাপ্তির জ্ঞান আলোচনা করলেন গঙ্গেশোপাধ্যায় তা কিন্তু শিষ্যদের কথা মাথায় রেখে করেছেন। কারণ ব্যাপ্তির স্বরূপ নিরূপণ ছাড়া অনুমান কোনোভাবে

সম্ভব নয়। তিনি প্রথমে যে প্রশ্ন তুলেছিলেন ননু অনুমিতিহেতুব্যাপ্তিজ্ঞানে কা ব্যাপ্তিঃ? তা কিন্তু শিষ্যদের বুদ্ধিটাকে প্রখর করার জন্য। জিজ্ঞাসা না থাকলে সেই বিষয়ক জ্ঞানের পূর্ত্তি করা যায় না। অতএব ব্যাপ্তিনিরূপণ ছাড়া বিচারে কোনোভাবে প্রবেশ সম্ভব নয়। তাই গঙ্গেশোপাধ্যায় বিচার পূর্বক ব্যাপ্তির পূর্বপক্ষ নিরূপণ করেছেন।

৩.৩.৪ সিদ্ধান্তলক্ষণ : অন্তিমে গঙ্গেশোপাধ্যায় ব্যাপ্তির সিদ্ধান্তলক্ষণ দিয়েছেন –

> প্রতিযোগ্যসমানাধিকরণ-যৎসমানাধিকরণাত্যন্তাভাব-প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নং যন্ন ভবতি তেন সমং তস্য সামানাধিকরণ্যং ব্যাপ্তিঃ।[২৬]

প্রথম *যৎ* পদের দ্বারা হেতু ধরতে হবে এবং দ্বিতীয় *যৎ* পদের দ্বারা সাধ্য বুঝতে হবে। আবার প্রথম তৎ পদের দ্বারা সাধ্য এবং দ্বিতীয় তৎ পদের দ্বারা হেতু ধরতে হবে। প্রতিযোগ্যসমানাধিকরণ = প্রতিযোগীর অসমানাধিকরণ অর্থাৎ অধিকরণে নেই। যৎসমানাধিকরণ = হেতুর সমানাধিকরণ। অত্যন্তাভাবের দুটি বিশেষণ – ১) প্রতিযোগ্যসমানাধিকরণ ২) যৎসমানাধিকরণ। প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নং যন্ন = প্রতিযোগিতানবচ্ছেদক। তেন সমং = সাধ্যের সহিত। তস্য সামানাধিকরণ্যং = হেতুর সামানাধিকরণ্য। তাহলে লক্ষণের অর্থ হবে – প্রতিযোগির অধিকরণে নেই কিন্তু হেতুর অধিকরণে আছে যে অত্যন্তাভাব, সেই অত্যন্তাভাবের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নভিন্ন যে সাধ্য, সেই সাধ্যের সঙ্গে হেতুর সামানাধিকরণ্য হল ব্যাপ্তি।

এখন দেখতে হবে সদ্ধেতুস্থলে লক্ষণ যায় কিনা। কারণ এই লক্ষণ ব্যাপ্তির সিদ্ধান্তলক্ষণরূপে প্রতিষ্ঠিত। এরকম লক্ষণ করলে অন্বয়-ব্যতিরেকী, কেবলান্বয়ী প্রভৃতি স্থলে লক্ষণ সমন্বয় হয়ে যায়। অন্বয়-ব্যতিরেকিস্থল – *পর্বতো বহ্নিমান্ ধূমাত্* – পক্ষ পর্বত, সাধ্য বহ্নি, হেতু ধূম। হেতু ধূমের অধিকরণ পর্বতাদি, পর্বতাদিতে অত্যন্তাভাব

ধরব ঘটাভাব, প্রতিযোগী ঘট। ঘটাভাব নিজের প্রতিযোগিভূত ঘটের অধিকরণে থাকে না। তাই প্রতিযোগির অসমানাধিকরণ ও ধূমের (হেতুর) সমানাধিকরণ অভাব পদের দ্বারা ঘটাভাব গ্রহণ করা যাবে। প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক = ঘটত্ব, প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন = ঘটত্ববিশিষ্ট ঘট, প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নভিন্ন সাধ্য = বহ্নি, সেই বহ্নির সামানাধিকরণ্য ধূমে চলে যাবে। অতএব লক্ষণ সঙ্গত হল কোনো দোষ নেই ।

আবার *পর্বতো ধূমবান্ বহ্নেঃ* – পক্ষ পর্বত, সাধ্য ধূম, হেতু বহ্নি। হেতু বহ্নির অধিকরণ (পর্বতাদির ন্যায়) তপ্ত-অয়োগোলক। বহ্নির অধিকরণে অত্যন্তাভাব = ঘটাভাব, পটাভাব, সেরকম ধূমাভাব। তাই প্রতিযোগির অসমানাধিকরণ ও বহ্নির (হেতুর) সমানাধিকরণ অভাব পদের দ্বারা ধূমাভাব গ্রহণ করা যাবে। প্রতিযোগী = ধূম, প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক = ধূমত্ব, প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন = ধূমত্ববিশিষ্ট ধূম, প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নভিন্ন সাধ্য ধূম হবে না। অতএব ধূমের সঙ্গে বহ্নির সামানাধিকরণ্য না থাকায় লক্ষণ সঙ্গত হল না। অসদ্ধেতুস্থলে লক্ষণ সমন্বয় হল না, কোনো দোষ নেই।

কেবলান্বয়ী স্থল – *ইদং বাচ্যং জ্ঞেয়ত্বাত্* – পক্ষ ইদন্ত্বাবচ্ছিন্ন ঘটপটাদি, সাধ্য বাচ্যত্ব, হেতু জ্ঞেয়ত্ব। জ্ঞেয়ত্বের সমানাধিকরণ ঘট ও ঘটাভাব দুটোই। প্রতিযোগির অসমানাধিকরণ ঘটাভাব। ঘটাভাবের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন ঘট, সাধ্য বাচ্যত্বের থেকে আলাদা। অতএব বাচ্যত্বের সামানাধিকরণ্য জ্ঞেয়ত্ব হেতুতে চলে যাবে। অতএব লক্ষণ সমন্বয় হয়ে যাবে।

অতএব দেখতে পাওয়া যাচ্ছে আচার্য গঙ্গেশোপাধ্যায় ব্যাপ্তির পূর্বপক্ষ রূপে অনেক প্রকার ব্যাপ্তির লক্ষণ চিন্তন করেছেন কিন্তু কেবলান্বয়িস্থলে লক্ষণগুলো না যাওয়ার জন্য

তিনি সেগুলি পরিহার করে ব্যাপ্তির সিদ্ধান্তলক্ষণ দিয়েছেন। এটাই নব্যন্যায়শাস্ত্রে ব্যাপ্তির সিদ্ধান্তলক্ষণরূপে পরিচিত। তবে বলে রাখা ভালো ভাষাপরিচ্ছেদকার যে ব্যাপ্তির সিদ্ধান্তলক্ষণ দিয়েছেন তা গঙ্গেশোপাধ্যায়ের এই সিদ্ধান্তলক্ষণকে সামনে রেখে। বিশ্বনাথ বলেছেন –

অথবা হেতুমন্নিষ্ঠবিরহাপ্রতিযোগিনা।
সাধ্যেন হেতোরৈকাধিকরণ্যং ব্যাপ্তিরুচ্যতে।।[২৭]

অর্থাৎ হেতুর অধিকরণে আছে যে বিরহ বা অভাব, সেই অভাবের অপ্রতিযোগী যে সাধ্য, সেই সাধ্যের সঙ্গে হেতুর যে ঐকাধিকরণ্য বা সামানাধিকরণ্য তাই ব্যাপ্তি। এখানে কিন্তু প্রতিযোগির অসমানাধিকরণ রূপে অত্যন্তাভাবের বিশেষণ দেওয়া হয়নি। *পর্বতো বহ্নিমান্ ধূমাত্* – স্থলে হেতুমত্ = ধূমবত্, হেতুমন্নিষ্ঠ অভাব = ধূমবন্নিষ্ঠ অভাব অর্থাৎ পর্বতাদিবৃত্তি অভাব, এখানে বহ্ন্যভাব ধরা যাবে না, ঘটাভাব, পটাভাব, মঠাভাব ধরতে হবে। প্রতিযোগী ঘটাদি। অপ্রতিযোগী সাধ্য বহ্নি। সেই বহ্নির সঙ্গে ধূমের সামানাধিকরণ্য আছে। অতএব লক্ষণ সমন্বয় হয়ে গেল। আবার পর্বতো ধূমবান্ বহ্নেঃ – হেতু বহ্নি। হেতুমত্ = বহ্নিমত্, হেতুমন্নিষ্ঠ অভাব = বহ্নিমন্নিষ্ঠ অভাব অর্থাৎ তপ্ত-অয়োগোলকনিষ্ঠ অভাব। এখানে ধূমাভাব ধরতে পারব। প্রতিযোগী ধূম। অপ্রতিযোগী রূপে ধূমকে পাওয়া যাবে না। অতএব লক্ষণ সমন্বয় হল না।

কিন্তু ব্যাপ্তির এই লক্ষণও যথাযথ নয়। কারণ অন্বয় ও ব্যতিরেক ভেদে ব্যাপ্তিকে ভাগ করা হয়েছে। এই লক্ষণে কিন্তু ব্যতিরেকব্যাপ্তির কথা বলা হয়নি এবং এই লক্ষণটি সব জায়গায় প্রযোজ্য হবে এমনও নয়। তবে অনেক স্থলেই লক্ষণ যায়। ব্যাতিরেকব্যাপ্তির লক্ষণ হল –

অন্বয়ব্যাপ্তিরুক্তৈব ব্যতিরেকাদথোচ্যতে।

সাধ্যাভাবব্যাপকত্বং হেত্বভাবস্য যদ্ভবেত্।।[২৮]

অর্থাৎ হেত্বধিকরণবৃত্তি অভাবের ব্যাপকীভূত যে সাধ্যাভাব, সেই অভাবের অপ্রতিযোগী সাধ্যের সঙ্গে হেতুর সামানাধিকরণ্য ব্যতিরেকব্যাপ্তি। অর্থাৎ হেতুটি যদি সাধ্যাভাবের ব্যাপকীভূত অভাবের প্রতিযোগী হয় তাহলে ব্যতিরেকব্যাপ্তি হয়। যেমন – *পৃথিবী তদিতরভিন্না গন্ধবত্ত্বাত্* – এখানে পক্ষ পৃথিবী, সাধ্য ইতরভেদ, হেতু গন্ধবত্ত্ব। জলাদি আটটি দ্রব্য এবং গুণাদি পাঁচটি পদার্থের একের সঙ্গে অপরের ভেদ সমুদায়ই ইতরভেদ শব্দের অর্থ। এখানে যেখানে যেখানে সাধ্যাভাব সেখানে সেখানে হেত্বভাব – এরূপ ব্যতিরেক সহচারদর্শন দ্বারা সাধ্যাভাবে হেত্বভাবের ব্যাপ্তিই ব্যতিরেকব্যাপ্তি। যেখানে ইতরভেদের অভাব আছে সেখানে গন্ধবত্ত্বের অভাব থাকে। হেতুনিষ্ঠ সাধ্যাভাবব্যাপকীভূতাভাবপ্রতিযোগিত্বকে ব্যতিরেকব্যাপ্তি বলে।

অতএব গঙ্গেশোপাধ্যায় পূর্বপক্ষীয় ব্যাপ্তির বিভিন্ন মত তুলে ধরে তারপর সিদ্ধান্তলক্ষণ দিয়েছেন। এই লক্ষণ কতটা যুক্তিযুক্ত তা টীকাত্রয়ের ভিত্তিতে পঞ্চম ও ষষ্ঠ অধ্যায়ে তুলে ধরা হবে।

উল্লেখপঞ্জি :

১. বি. কো., সপ্তদশ খণ্ড, পৃ.-১২২।

২. ব্যা. প., ভূমিকা, সম্পা. রাজেন্দ্রনাথ ঘোষ, পৃ.-৪।

৩. বি. কো., পঞ্চমখণ্ড, পৃ.-১৬২।

৪. ন্যায়. লী., পৃ.-১।

৫. তত্ত্ব. চি., প্রত্য., সম্পা. কামাখ্যানাথ তর্কবাগীশ, পৃ. – ১।

৬. *তদেব*, অনু., পৃ.-২৪।

৭. *তদেব*, পৃ.-২৭।

৮. *তদেব*, পৃ.-২৭-৩১।

৯. *তদেব*, পৃ.-২৭।

১০. ন তাবদব্যভিচরিতত্বম্। তদ্ধি ন.....। – *তত্রৈব*।

১১. *তদেব*, পৃ.-৩১।

১২. *তদেব*, পৃ. - ৪৯।

১৩. তদুভয়মপি সাধ্যানধিকরণানধিকরণত্বম্। - *তত্রৈব*।

১৪. *তদেব*, পৃ.-৫৩।

১৫. দ্রব্যারম্ভশ্চতুর্ষু স্যাদথাকাশশরীরিণাম্।

অব্যাপ্যবৃত্তিঃ ক্ষণিকো বিশেষগুণ ইষ্যতে।। – ভা. প., কারিকা-২৭।

১৬. তত্ত্ব. চি., প্রাগুক্ত, পৃ.-৫৪।

১৭. তত্রৈব।

১৮. *তদেব*, পৃ.-৫৫।

১৯. তত্রৈব।

২০. *তদেব*, পৃ.-৬৯।

২১. নাপি সাধ্যং যাবদ্ব্যভিচারি তদব্যভিচারিত্বমনৌপাধিকত্বম্, সাধ্যব্যভিচারিত্বস্যৈব গমকত্বসম্ভবাত্, তচ্চ দূষিতম্। – *তদেব,* পৃ.-৮২।

২২. নাপি কাৎের্স্নন সম্বন্ধো ব্যাপ্তিঃ একব্যক্তিকে তদভাবাত্ নানাব্যক্তিকেঽপি সকলধূমসম্বন্ধস্য প্রত্যেকবহ্নাবভাবাত্। অত এব ন কাৎের্স্নন সধ্যেন সম্বন্ধো ব্যাপ্তিঃ বিষমব্যাপ্তেঃ তদভাবাচ্চ। ন চ যাবৎসাধনাশ্রয়াশ্রিতসাধ্যসম্বন্ধঃ, সাধনাশ্রয়ে মহানসাদৌ সকলে প্রত্যেকবহ্নেরাশ্রিতত্বাভাবাত্। – *তদেব,* পৃ.-৮৩।

২৩. নাপি স্বাভাবিকঃ সম্বন্ধো ব্যাপ্তিঃ, স্বভাবজন্যত্বে তদাশ্রিতত্বাদৌ বা অব্যাপ্ত্যতিব্যাপ্তেঃ। – *তদেব,* পৃ.-৮৫।

২৪. নাপ্যবিনাভাবঃ, কেবলান্বযিন্যভাবাত্। – *তত্রৈব*।

২৫. অথ সম্বন্ধমাত্রং ব্যাপ্তিঃ ব্যভিচারিসম্বন্ধস্যাপি কেনচিত্ সহ ব্যাপ্তিত্বাত্, ধূমাদিব্যাপ্তিস্তু বিশিষ্যৈব নির্বক্তব্যেতি, তন্ন, লিঙ্গপরামর্শবিষয়ব্যাপ্তিস্বরূপনিরূপণপ্রস্তাবে লক্ষণাভিধানস্যার্থান্তরত্বাত্। ন চ সম্বন্ধমাত্রং তথা, তদ্বোধাদনুমিত্যনুৎপত্তেঃ। – *তদেব,* পৃ.-৮৬।

২৬. *তদেব,* পৃ.-১০০।

২৭. ভা. প., কারিকা-৬৯।

২৮. *তদেব,* কারিকা-১৪৩।

চতুর্থ অধ্যায় :

*চিন্তামণি*গ্রন্থের টীকা ও টীকাকার

এই অধ্যায়ে গবেষণা কার্যের জন্য নির্বাচিত তিনটি টীকা ও তাদের রচয়িতাদের সম্পর্কে আলোচনা করছি। যেহেতু টীকাগ্রন্থগুলি নব্যনৈয়ায়িক জনমানসে গভীরভাবে প্রভাব বিস্তার করেছে তাই প্রথমে টীকা সম্পর্কে উল্লেখ করে টীকাকারদের সম্বন্ধে আলোচনা করছি।

৪.০ *দীধিতি* : দীধিতি কথার অর্থ হল আলোক, কিরণ, দীপ্তি। এখানে *দীধিতি* হল ন্যায়শাস্ত্রের গ্রন্থবিশেষ। আলোক যেমন অন্ধকার দূর করে দেয়, সেরকম *দীধিতি* টীকা *তত্ত্বচিন্তামণি*গ্রন্থের গূঢ়রহস্য আমাদের সামনে উন্মোচিত করে। রঘুনাথ শিরোমণির মতই তার টীকার দীপ্তি। *দীধিতি* টীকাটি দেশে বিদেশে সমরূপে সমাদৃত। যদিও *চিন্তামণি*কে অবলম্বন করে *দীধিতি* রচিত, তাহলেও *দীধিতি*তে ন্যায়সম্বন্ধীয় তর্কসমূহ এতটাই নিগূঢ়রূপে বিচার করা হয়েছে যে তা নব্যন্যায় নামে বিখ্যাত হয়েছে। প্রত্যক্ষখণ্ড ও অনুমানখণ্ডের উপর টীকা রচনা করলেও শব্দখণ্ডের টীকা রচনা করেছেন কি না এই নিয়ে মতভেদ আছে। তা ঠিক নয়, শব্দখণ্ডের টীকাও তিনিই রচনা করেছেন।[১] রঘুনাথের লেখা সমস্ত গ্রন্থের মঙ্গলাচরণে –

> ওঁ নমঃ সর্বভূতানি বিষ্টভ্য পরিতিষ্ঠতে।
> অখণ্ডানন্দবোধায় পূর্ণায় পরমাত্মনে।।[২]

এরকম শ্লোক আছে, কিন্তু প্রত্যক্ষদীধিতিতে এরকম নেই। *অনুমানদীধিতি* তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ রচনা। মূলত তাঁর খ্যাতি এই গ্রন্থের জন্যই। এই গ্রন্থে ব্যাপ্তি, পক্ষতা, হেত্বাভাস প্রভৃতি শাস্ত্রের দুরূহ বিষয়গুলি অত্যন্ত বুদ্ধিদীপ্ততার সাথে আলোচিত হয়েছে। *দীধিতি* টীকা সমগ্র

ভারতে বহুলভাবে পঠিত এবং প্রশংসিত। *দীধিতি* না পড়ে নব্যন্যায়ের ব্যুৎপত্তিলাভ একসময়ে অসম্ভব বলে বিবেচিত হত। *দীধিতি* রচনার পরেই নবদ্বীপ ভারতে নব্যন্যায়চর্চার পীঠস্থানরূপে প্রসিদ্ধি অর্জন করে এবং বহুস্থান থেকে শিক্ষার্থীরা এখানে শিক্ষালাভ করার জন্য আসতেন।

৪.১ রঘুনাথ শিরোমণি ও তার পরিচয় : চতুর্দশ শতকের মধ্যভাগে গঙ্গেশোপাধ্যায়ের *তত্ত্বচিন্তামণি* গ্রন্থ রচনার পরবর্তী প্রায় পাঁচ শত বৎসর পর দুই জন নব্যনৈয়ায়িক নতুন সম্প্রদায় সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছিলেন, একজন হলেন পক্ষধর মিশ্র অপরজন হলেন রঘুনাথ শিরোমণি। তার মধ্যে পক্ষধর মিশ্রের সম্প্রদায় খুব একটা প্রচলিত নেই, কিন্তু শিরোমণি সম্প্রদায়ের প্রচলন সমগ্র ভারতে বাঙালি প্রতিভার শ্রেষ্ঠ নিদর্শনরূপে এখনও স্বমহিমায় সমুজ্জ্বল। ন্যায়শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি লাভ করতে হলে তীক্ষ্ণ বুদ্ধি আবশ্যক। কিন্তু বর্তমানে সেই ধরণের প্রতিভা বিরল। তবে হ্যাঁ এখনও অনেক নব্যনৈয়ায়িক নব্যন্যায়চর্চার ধারাবাহিকতাকে বজায় রেখেছেন, যেটা অত্যন্ত আনন্দের ও গৌরবের।

৪.১.০ রঘুনাথের বংশপরিচয় ও আবির্ভাবকাল : রঘুনাথের আবির্ভাবকাল বিষয়ে নানা মতভেদ বিদ্যমান। কান্তিচন্দ্র রাঢ়ী *নবদ্বীপ-মহিমা* গ্রন্থে ১২৯৮ সালে রঘুনাথ শিরোমণি সম্পর্কে একটি বিবরণ প্রকাশ করেছিলেন। তারপর মহামহোপাধ্যায় ফণিভূষণ তর্কবাগীশ, সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ প্রমুখ গবেষকগণ রঘুনাথ সম্পর্কে গবেষণামূলক আলোচনার দ্বারা সমৃদ্ধ করেছেন। বাঙালির মুখ উজ্জ্বল করেছেন রঘুনাথ শিরোমণি। মনোমোহন চক্রবর্তী তাঁর আবির্ভাবকাল ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম ভাগে নির্ণয় করেছেন। ফণিভূষণ তর্কবাগীশের মতে পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ দশকে রঘুনাথ মিথিলায় শিরোমণি উপাধি লাভ করেন এবং তার পরে গ্রন্থরচনা করেন। বিদ্যাভূষণের মতে তাঁর আবির্ভাবকাল ১৪৭৭–১৫৪১ খ্রিস্টাব্দ

এবং মিথিলাজয় ও নবদ্বীপবিদ্যাপীঠের প্রতিষ্ঠাকাল ১৫১৪ খ্রিস্টাব্দ। বালিনিবাসী তদানীন্তন স্কুলের ডেপুটী ইন্সপেক্টর মাধবচন্দ্র তর্কসিদ্ধান্ত সর্বপ্রথম একটি প্রবন্ধে রঘুনাথের মিথিলাজয়ের তারিখ উল্লেখ করেন এবং তিনি বলেছেন রঘুনাথ চৈতন্যদেবের সহাধ্যায়ী ও সমবয়স্ক ছিলেন এবং প্রায় ৩০ বৎসর বয়সে মিথিলা জয় করেন।

রঘুনাথের পিতা ছিলেন গোবিন্দ চক্রবর্ত্তী এবং মাতা সীতাদেবী। মাতামহ শূলপাণি দত্ত। শূলপাণির আবির্ভাবকাল ১৪২০–১৪৬০ খ্রিস্টাব্দ। মৈথিল বাচস্পতি মিশ্রের কাল ১৪০০ খ্রিস্টাব্দ। বাচস্পতির পরমাত্মীয় এবং কিছুটা পূর্ববর্তী রুদ্রধর স্বরচিত *শ্রাদ্ধবিবেকে* শূলপাণির *শ্রাদ্ধবিবেক* থেকে বচন উদ্ধৃত করেছেন। সুতরাং শূলপাণির জন্মকাল প্রায় ১৩৭৫–৮০ খ্রিস্টাব্দ। শিরোমণির জন্মকালও ১৪৫৫–৬০ খ্রিস্টাব্দ। অতএব তার গ্রন্থরচনার কাল ১৪৯০–১৫০০ খ্রিস্টাব্দ। জয়ানন্দ রঘুনাথকে বিশারদের সমসাময়িক এবং চৈতন্যের পূর্ববর্তী বলে উল্লেখ করেছেন। নবদ্বীপে একটি পুঁথির তালিকা মধ্যে গুণশিরোমণির উল্লেখ আছে একথা দীনেশ্চন্দ্র ভট্টাচার্য মহাশয় বলেছেন। পুঁথির কাল ৪০৯ লক্ষ্মণাব্দ অর্থাৎ ১৫১৭ খ্রিস্টাব্দ। কিন্তু গুণশিরোমণি অনুমানদীধিতির অনেক পরে রচিত। শিরোমণির রচনাকাল ১৫০০ খ্রিস্টাব্দ বলে ধরা হয়। অতএব সমস্ত দিক থেকে বিচার করে সমালোচকরা ১৪৭৭ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৫৪৭ খ্রিস্টাব্দ রঘুনাথের সময়কাল বলে নির্দিষ্ট করেছেন।

আনুমানিক খ্রিস্টিয় পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে তিনি নবদ্বীপে জন্মগ্রহণ করেন। কোনো মতে শ্রীহট্টে জন্ম হয়, আবার কারো মতে বর্দ্ধমান জেলার কোটামানকরে জন্ম হয়। রাঢীয় ব্রাহ্মণকুলে তার জন্ম এবং সেখান থেকে শৈশবেই নদীয়ায় স্থানান্তরিত হন। এখানে একটি মতান্তর আছে, শ্রীহট্টের পঞ্চখণ্ডবাসী কাত্যায়ন গোত্র বৈদিক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ গোবিন্দ চক্রবর্তীর কনিষ্ঠ পুত্র রঘুনাথই রঘুনাথ শিরোমণি।

কালীপ্রসন্ন বন্দোপাধ্যায় দুটি কিংবদন্তি দিয়েছেন, প্রথমত, শিরোমণির শেষ বংশধর রামতনু ন্যায়ালংকার নবদ্বীপে বিদ্যমান ছিলেন। দ্বিতীয়ত, শিরোমণি বর্ধমান জেলার কোটামানকরে রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করেন। রামতনু ন্যায়ালংকার শিতিকণ্ঠ বাচস্পতি মহাশয়ের জ্ঞাতি ছিলেন এবং ইনারা মানকরের চট্টোপাধ্যায় বংশীয় ব্রাহ্মণ ছিলেন। দ্বিতীয় কিংবদন্তির সাথে মিল পাওয়া যায়। কিন্তু শিতিকণ্ঠ বাচস্পতি শিরোমণিবংশীয় বলে দাবি করতেন এরকম শোনা যায় না। তবে শিরোমণি রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ ছিলেন একথা ঠিক।

৪.১.১ বাসুদেব সার্বভৌম ও রঘুনাথ শিরোমণি : বংশের কলঙ্ক হতে আত্মরক্ষার জন্য মাতা সীতাদেবী পুত্র রঘুনাথকে সঙ্গে নিয়ে শ্রীহট্ট থেকে নবদ্বীপে আসেন এবং বাসুদেব সার্বভৌমের কাছে তাকে সমর্পণ করেন। মাতা সীতাদেবীর অনুরোধে বাসুদেব সার্বভৌম রঘুনাথকে শিক্ষা দিয়েছিলেন। বাসুদেব সার্বভৌমের কাছে তিনি অধ্যয়ন করেন। তিনি শৈশবেই পিতৃহারা হয়ে যান। কিন্তু তার মাতা তাকে অত্যন্ত কষ্টসহ্য করে লালন পালন করেন। সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণের মতে তিনি চতুর্থ বৎসরে পিতৃহারা হয়ে যান। কিন্তু তাঁর মাতা তাকে অত্যন্ত কষ্টসহ্য করে লালন পালন করেন। ছোটোবেলা থেকেই তার মনে ছিল অদম্য জিজ্ঞাসা। ক-এর পরে খ কেন? দুটি জ, দুটি ন, দুটি ব এবং তিনটি শ কেন এইসব প্রশ্ন করে বাসুদেব সার্বভৌমকে বেকায়দায় ফেলেছিলেন। শৈশবে রঘুনাথের চমৎকার বুদ্ধিনৈপুণ্যে বাসুদেব সার্বভৌম তাকে শিষ্যরূপে বরণ করেন এবং তার দেখাশোনার ভার গ্রহণ করেন। রঘুনাথ গুরুর কাছে ব্যাকরণ, কাব্য, অভিধান, স্মৃতিশাস্ত্র পড়ার পর ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করতে লাগলেন। গুরুদেব যা শেখাতেন পরের দিন তা খণ্ডন করে রঘুনাথ গুরুকে নিজমত শোনাতেন। এইভাবে তর্কশাস্ত্রে তাঁর অসাধারণ

পাণ্ডিত্য জন্মাল। আচার্য বাসুদেবের পরামর্শে উচ্চশিক্ষা লাভের জন্য রঘুনাথ মিথিলায় গিয়ে পক্ষধর মিশ্রের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন এবং পরে গুরুর মত খণ্ডনও করেন।

রঘুনাথ নবদ্বীপে ফিরে এসে প্রথমে গুরু বাসুদেব সার্বভৌমের কাছে উপস্থিত হলে পর তিনি রঘুনাথকে জিজ্ঞাসা করলেন –

অয়ি দিবসমনৈষীঃ পদ্মিনীসদ্মনি ত্বং,
রজনিষু নিরতোঽভূঃ কৈরবিণ্যাং রমণ্যাম্।
কথয় কথয় ভৃঙ্গ স্বচ্ছভাবেন তাবত্,
কিমধিকসুখমাপ্তীরত্রবা তত্রবেতি।।[৩]

শ্লোকটির অর্থ হল - হে ভ্রমর! তুমি দিনে পদ্মিনীর ঘরে, রাতে কুমুদিনীরূপ রমণীতে আসক্ত ছিলে। এখন পরিষ্কার করে বল কোথায় অধিক সুখ পেলে? প্রত্যুত্তরে রঘুনাথ বললেন –

ত্বং পীযূষ দিবোঽপি ভূষণমপি দ্রাক্ষে পরীক্ষেত কো,
মাধুর্য্যং তব বিশ্বতোপি বিদিতং সাধ্বীচ মাধ্বীকতা।
কিন্ত্বেকন্ত্বপরন্ত্বরুন্তুদমপি ব্রুমো ন চেত্ কুপ্যসি,
যঃ কান্তাধরপল্লবে মধুরিমা নান্যত্র কুত্রাপি সঃ।।[৪]

অর্থাৎ পক্ষধরের নিকট অধ্যয়ন রাত্রিস্বরূপ হলেও রাত্রিকালে কান্তার অধরপল্লবে যে মধুরিমা লাভ ঘটে তার তুলনা কোথায়? বুদ্ধিতে আপনারা দু'জনেই সমান, তবে পক্ষধরের পাণ্ডিত্য কিছু বেশি। একথা শুনে বাসুদেব সার্বভৌম অত্যন্ত দুঃখ পেয়ে বলেছিলেন –

যস্যা জন্মান্যবংশে বসতিরপি সদাদূরদেশে পুরাসীত্
সৈষা ভূত্বা বধূটী প্রকটিতবিনয়া বেশ্মমধ্যে প্রবিশ্য।
আজন্মপ্রাণতুল্যান্ গুরুজনজননীসোদরানন্তরঙ্গান্
দূরং কৃত্বা স্বগেহাত্ পতিমভিরমতে ধিক্ গৃহস্থাশ্রমস্থান্।।[৫]

অর্থাৎ যিনি অন্য বংশে জন্মগ্রহণ করে নিরন্তর দূরদেশে বাস করতেন, তিনি এখন নববধূ হয়ে বিনীত বেশে পতিগৃহে প্রবেশ করে আজন্ম প্রাণতুল্য গুরুজন, জননী, সহোদর এবং অন্তরঙ্গ জনকে গৃহ থেকে বহিষ্কার করে নিজেই পতির অনুরাগের অদ্বিতীয় আস্পদ হয়েছেন। ধিক্কার জানাই এরকম পত্নীযুক্ত গৃহস্থাশ্রমীকে।

নুলো পঞ্চাননের প্রসিদ্ধ কারিকায় – 'বাসুদেবের তিন শিষ্য চৈয়ে রঘোদ্বয়' এবং রূপসনাতনের কারিকায় – 'পণ্ডিত বাসুদেব গুরুত্ব হেতু ধন্য' উভয় উক্তিই নিরর্থক হয়ে পড়ত যদি না রঘুনাথ বাসুদেব সার্বভৌমের শিষ্য হতেন। অনুমানদীধিতির প্রায় প্রত্যেক প্রকরণে সমস্ত টীকাকারের ব্যাখ্যানুসারে সার্বভৌমমত উদ্ধৃত ও প্রায়ই খণ্ডিত হয়েছে। একমাত্র মিশ্রমত ছাড়া এত অধিক স্থলে অন্য কারো মত উদ্ধৃত হয় নাই। সুতরাং নবদ্বীপনিবাসী উভয়ের মধ্যে গুরু-শিষ্যের অন্তরঙ্গ সম্পর্ক থাকা স্বাভাবিক। ১৮১০ খ্রীস্টাব্দে কোলব্রুক সাহেব দায়ভাগের ভূমিকায় স্মার্ত্ত রঘুনন্দন সম্বন্ধে লিখছেন তিনিও বাসুদেব সার্বভৌমের ছাত্র ছিলেন।[৬] নুলো পঞ্চানন ১৭৫০ খ্রীস্টাব্দের পূর্ববর্তী নয়। এর প্রমাণ পাওয়া যায় ঈশান নাগরের *অদ্বৈতপ্রকাশ* গ্রন্থে –

> তবে গেলা বাসুদেব সার্বভৌম পাশে।
> তাঁর স্থানে তর্কশাস্ত্র পড়িলা দ্বি-বৎসরে।
> তবে তুয়া পাশে আইলা বেদ পড়িবারে।।[৭]

বহু যুক্তি ও প্রমাণের দ্বারা ঐতিহাসিক ও প্রবন্ধকার বার বার প্রমাণ করেছেন যে, চৈতন্যদেব বাসুদেব সার্বভৌমের ছাত্র ছিলেন না। এখানে দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য একটি নতুন তথ্য দিচ্ছেন – ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিপুল পুথিসংগ্রহে চৈতন্যচরিতবিষয়ক একটি নতুন গ্রন্থ আবিষ্কৃত হয়েছে। ব্রজমোহন দাস রচিত *চৈতন্যতত্ত্বপ্রদীপ*। এই গ্রন্থে কিছু অজ্ঞাত বৈষ্ণবগ্রন্থের উল্লেখ দেখা যায়, যেমন – *চৈতন্যতত্ত্বামৃত, ভক্তিভাবপ্রদীপ,* জয়কৃষ্ণ দাস ঠাকুর রচিত *বিচারসুধার্ণব,* নরহরি দাস রচিত *চৈতন্যসহস্র, কৃষ্ণতত্ত্বপ্রকাশ,*

নারায়ণতত্ত্বপ্রকাশ প্রভৃতি। বৃন্দাবন দাস এবং মুরারির চরিতগ্রন্থ এদের উপাদান। গ্রন্থমধ্যে এক স্থলে *চৈতন্যচরিতামৃতের* এবং *শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভে* শ্রীজীব গোস্বামীর বচন উদ্ধৃত হয়েছে। অনুমান করা হয় জীব গোস্বামীর জীবদ্দশায় খ্রীঃ ১৭শ শতাব্দীর প্রথমভাগে এই গ্রন্থ রচিত হয়েছিল। এতে চৈতন্যদেবের অবতারতত্ত্ব, জন্ম নির্ণয়, শাখা নির্ণয় এবং মহাপ্রভুর লীলাসূত্র বর্ণনা করা হয়েছে। চৈতন্যদেবের বিদ্যাশিক্ষা বিষয়ে এই গ্রন্থে পাওয়া যায় –

গঙ্গাদাস দ্বিজস্থানে পড়িবারে দিল।
অল্পে অধ্যাপক প্রভু সর্ব্বশাস্ত্রে হৈল।।
পড়িল সকল বিদ্যা করি গুরু লক্ষ্য।
অষ্টাদশ বিদ্যা এতে প্রভু হৈলা দক্ষ।।[৮]

এই গ্রন্থে সার্বভৌমের একটি অভিনব শ্লোক উদ্ধৃত হয়েছে –

তথাহি – অবতরতি জগত্যাং কৃষ্ণচৈতন্যদেবে,
ন ভবতি বিমলা ধীর্যস্য তস্যৈব ন স্যাত্।
উদয়তি দিননাথে সৎপথে যস্য দৃষ্টিঃ
প্রসরতি নহি কিম্বা তস্য শঙ্কা তমিস্রে।।[৯]

প্রমাণ ও প্রবাদ এই দুটির মধ্যে দ্বন্দ্ব হলে কিরূপ আকার ধারণ করতে পারে তার এটি উল্লেখযোগ্য নিদর্শন। প্রবাদটি *নবদ্বীপমহিমায়* মনোরম কাহিনীরূপে লিপিবদ্ধ হয়েছিল। পরবর্তীকালে ঐ প্রবাদের অমূলকতা দেখানো হয়েছে।

৪.১.২ শ্রীচৈতন্যদেব ও রঘুনাথ শিরোমণি : শ্রীচৈতন্যদেব ও রঘুনাথ শিরোমণি দুজনেই বাসুদেব সার্বভৌমের সহাধ্যায়ী শিষ্য ছিলেন এরূপ প্রবাদ প্রচলিত আছে। রঘুনাথের শাস্ত্রীয় বহু সমস্যার সমাধান শ্রীচৈতন্যদেব করে দিয়েছেন। চৈতন্যদেব একখানি টীকাও রচনা করেছিলেন এই মতবাদ *নবদ্বীপ-মহিমা, শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত* প্রভৃতি গ্রন্থগুলি থেকে জানা যায়।[১০] রঘুনাথ শিরোমণি চৈতন্যদেবের জন্মের পূর্বেই লব্ধপ্রতিষ্ঠ অধ্যাপক হয়েছিলেন এবং রঘুনাথের গ্রন্থরচনাকালে মহাপ্রভু শৈশব কাল অতিক্রম করতে

পারেননি। বৃন্দাবন দাসের মতে মহাপ্রভু ব্যাকরণশাস্ত্র সম্পূর্ণ পড়তে পারেননি এবং তিনি ন্যায়শাস্ত্র পড়েননি –

ব্যাকরণ শাস্ত্রে সবে বিদ্যার আদান।
ভট্টাচার্য্য প্রতিও নাহিক তৃণজ্ঞান।।
কেহো বোলে এ ব্রাহ্মণ যদি ন্যায় পড়ে।
ভট্টাচার্য্য হয় তবে কথন না নড়ে।।[১১]

এখানে বৃন্দাবনদাস স্বতন্ত্র মতামত দিয়েছেন। *বঙ্গের প্রশংসা* কবিতাতে বলা হয়েছে –

ভারতে কাশী, কাঞ্চী অবন্ত্যাদি অঙ্গ।
বিদ্যা-ব্রাহ্মণ্যে প্রামাণ্য হল আজি বঙ্গ।।
রঘুনন্দ, রঘুনাথ, আর শ্রীচৈতন্য।
পণ্ডিত বাসুদেব, গুরুত্ব-হেতু ধন্য।।
রঘুনন্দ, হরিহরজ গঙ্গাদাস-পৌত্র।
কাণাভট্ট, সাহরী, শূলপাণি-দৌহিত্র।।
বাৎস্যে বৈদিক জগ, চৈতন্য পিতা।
নীলাম্বর মাতামহ, শচী যার মাতা।।
ন্যায়, স্মৃতি, তত্ত্বজ্ঞানে নবদ্বীপ শ্রেষ্ঠ।
সর্বদেশ হতে আসে বুভুৎসু গরিষ্ঠ।।
যদিও ষট্কর্ম্মীর সংখ্যা ক্রমে অল্প।
তথাপি ব্রাহ্মণ্য না করিতে বৃথা গল্প।।
ময়ূর, কুল্লূকভট্ট, আচার্য্য উদয়ন।
আদি কবিশিরোমণি, বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ।।
হলায়ূধ, গোবর্দ্ধন, ধোয়ী, উমাপতি।
শরণ, জয়দেব, লক্ষ্মণ-সভাপতি।।
পঞ্চ কান্যকুব্জে কবি সংখ্যা করা ভার।
চরিতকথায় রূপসনাতনে প্রচার।।[১২]

রচয়িতাদ্বয় যে রূপ গোস্বামী ও সনাতন গোস্বামী এবিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। কবিতানুসারে রঘুনাথ শিরোমণির মাতামহ শূলপাণি সাহরীবংশীয় ছিলেন। শূলপাণি বহু গ্রন্থের পুষ্পিকায় সাহুড়িয়াল বলে উল্লেখ করেছেন। অতএব তিনি রাঢ়ীয় ভরদ্বাজগোত্রী শুদ্ধশ্রোত্রিয় বংশের লোক ছিলেন।

৪.১.৩ পক্ষধর মিশ্র ও রঘুনাথ শিরোমণি : শ্রীরামপুরের পাদ্রী ওয়ার্ড সাহেব তাঁর *The Hindoos* গ্রন্থের প্রথম সংস্করণে (১৮১১ খ্রীঃ) বলেছেন যে, শিরোমণি পক্ষধরের ছাত্র ছিলেন না, কিন্তু মৈথিল বাচস্পতি মিশ্রের ছাত্র ছিলেন।[১৩] কিন্তু রঘুনাথের পাঠকালে যজ্ঞপতি ও পক্ষধরের যুগে বৃদ্ধ বাচস্পতির কাছে তাঁর ন্যায়পাঠ সম্ভব নয়। অতএব মিথিলাতে রঘুনাথ পড়েননি এরকম বোঝা যায়। কিন্তু তা ঠিক নয়। রঘুনাথ এক চোখে কাণা ছিলেন। এজন্য পক্ষধর মিশ্রের কাছে অধ্যয়নের জন্য উপস্থিত হলে তার ছাত্ররা রঘুনাথকে ব্যঙ্গ করেছিলেন –

আখণ্ডলঃ সহস্রাক্ষো বিরূপাক্ষস্ত্রিলোচনঃ।
অন্যে দ্বিলোচনাঃ সর্বে কো ভবানেকলোচনঃ।।[১৪]

শ্লোকটির অর্থ হল - দেবরাজ ইন্দ্র সহস্রাক্ষবিশিষ্ট, বিরূপাক্ষ (মহাদেব) ত্রিলোচনবিশিষ্ট, অন্যেরা সবাই দ্বিলোচনবিশিষ্ট, সেখানে কে আপনি একচক্ষুবিশিষ্ট? এই প্রশ্নের উত্তরে রঘুনাথ বলেছিলেন –

যোঽন্ধং করোত্যক্ষিমন্তং যশ্চ বালং প্রবোধয়েত্।
তমেবাধ্যাপকং মন্যে তদন্যে নামধারিণঃ।।[১৫]

এর অর্থ হল – যিনি চক্ষুহীনকে চক্ষুষ্মান করেন, যিনি অজ্ঞকে জ্ঞান দান করেন তাকেই অধ্যাপক বলে মেনে নেওয়া যায়, আর অন্যেরা সকলে অধ্যাপক নামধারী। এই ধরণের উত্তর আমাদের গর্বিত করে।

পক্ষধর মিশ্রের চতুষ্পাঠীর নিয়ম ছিল উঁচু শ্রেণীর ছাত্ররা নীচু শ্রেণীর ছাত্রকে শিক্ষা দেবেন। রঘুনাথ অল্প সময়ের মধ্যেই বুদ্ধিবলে উঁচু শ্রেণীতে সমাসীন হলেন। পক্ষধর মিশ্রের কাছে যারা বুদ্ধিমান ছাত্র ছিলেন তাদেরকে একে একে যুক্তিবলে পরাজিত করেছেন রঘুনাথ। পক্ষধর মিশ্র ছাত্রদের সামনে বিমুখ হয়ে শিক্ষা দিতেন। যে ছাত্র তাকে

তর্কে সন্তুষ্ট করতে পারবেন তিনি তার সাথে বিচার করবেন। কিন্তু রঘুনাথের তর্কে পক্ষধর মিশ্রকে মুখ ফেরাতে বাধ্য করেছিল। রঘুনাথ পক্ষধর মিশ্রের লেখার দোষ ধরতে লাগলেন। এতে পক্ষধর মিশ্র রাগান্বিত হলেও মনে মনে রঘুনাথের বুদ্ধিকে শ্রদ্ধা করতেন।

রঘুনাথ যখন পক্ষধর মিশ্রের চতুষ্পাঠীতে অধ্যয়ন করেছিলেন তখন সামান্যলক্ষণাঘটিত বিচারে পক্ষধরকে পরাস্ত করেছিলেন এরকম প্রবাদ প্রচলিত আছে। পণ্ডিতদের মধ্যে রঘুনাথ সম্পর্কে পক্ষধর মিশ্রের এরূপ পরিহাসোক্তি আছে – অভাগ্যং গৌড়দেশস্য যত্র কাণঃ শিরোমণিঃ। মিথিলাতে রঘুনাথ সহ তিনজন গিয়েছিলেন অধ্যয়নের জন্য নয়, বিচারে নিমন্ত্রিত হয়ে। এরূপ প্রবাদ আছে –

কুশদ্বীপ-নলদ্বীপ-নবদ্বীপনিবাসিনঃ।
তর্কসিদ্ধান্ত-সিদ্ধান্ত-শিরোমণি-মনীষিণঃ।।[১৬]

এদের মধ্যে কুশদ্বীপ অর্থাৎ কুশদহসমাজের তর্কসিদ্ধান্তের পরিচয় এখনও পর্যন্ত জানা যায়নি। নলদ্বীপের সিদ্ধান্ত যশোহর নল্দী পরগণার মল্লিকপুরের বিখ্যাত ভট্টাচার্যবংশের আদিপুরুষ বিষ্ণুদাস সিদ্ধান্ত। নবদ্বীপের শিরোমণি হলেন রঘুনাথ ভট্টাচার্য। তাদের বিচারের বিষয় ছিল ন্যায়শাস্ত্রসম্মত সামান্যলক্ষণা নামক অলৌকিক সন্নিকর্ষ। রঘুনাথ প্রাচীনপক্ষ বর্জনপূর্বক সামান্যলক্ষণা অস্বীকার করে তত্তৎস্থলের উপপত্তি দেখিয়ে পক্ষধর মিশ্রকে নিরুত্তর করে দিয়েছিলেন। এই সময় তাদের মধ্যে যে বাদবিতণ্ডা হয়েছিল তার মধ্যে পক্ষধর মিশ্রের একটি ক্রোধব্যঞ্জক শ্লোক সেই সময়ে খুব জনপ্রিয় হয়েছিল –

বক্ষোজপানকৃত্ কাণ! সংশয়ে জাগ্রতি স্ফুটম্।
সামান্যলক্ষণা কস্মাদকস্মাদবলুপ্যতে।।[১৭]

গঙ্গেশাচার্যের মতে সামান্যলক্ষণা ব্যতীত ধূমাদিতে ব্যভিচার সংশয় হয় না। *দীধিতি* টীকাতে সামান্যলক্ষণা প্রকরণে 'অত্র বদন্তি' কল্পে রঘুনাথ শিরোমণি সামান্যলক্ষণা ছাড়াও সংশয়ের উপপত্তি করেছেন। অতএব বোঝা যায় এই বিচারের সারাংশ পরে

*দীধিতি*টীকাতে লিপিবদ্ধ হয়েছিল। উক্ত শ্লোকে শিরোমণিকে কাণ ও বক্ষোজপানকৃৎ অর্থাৎ দুগ্ধপোষ্য শিশু বলে অপমান করা হয়। এভাবে পক্ষধরের সাথে রঘুনাথের ঘোর বাদানুবাদ হয়েছিল। যার ফলস্বরূপ রঘুনাথকে পর্যুদস্ত হতে হয়েছিল। এমতাবস্থায় রঘুনাথ ঠিক করলেন হয় তিনি পক্ষধরকে নিজের মত গ্রহণ করাবেন নাহলে তাকে হত্যা করবেন। প্রতিজ্ঞামত তরবারি হাতে নিয়ে একদিন পক্ষধরের বাড়িতে অপেক্ষা করতে লাগলেন। এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখলেন পক্ষধর তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে ছাদের উপর বসে কথোপকথন করছেন। রঘুনাথ তাদের কথা আড়াল থেকে শুনতে লাগলেন। পক্ষধরকে বলতে শুনলেন নবদ্বীপ থেকে একজন নবীন নৈয়ায়িক এসেছেন, তার বুদ্ধি চাঁদ অপেক্ষা নির্মল। একথা শোনা মাত্র রঘুনাথ পক্ষধরের কাছে গিয়ে তার কুকীর্তির জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করলেন। পক্ষধরও তাকে গাঢ় আলিঙ্গন করে পরের দিন এক মহতী সভা করে সর্বসমক্ষে রঘুনাথের মত অভ্রান্ত বলে নিজের পরাজয় স্বীকার করলেন। এখানেই রঘুনাথের সার্থকতা। এরকমই ঘটনা আমরা মহাকবি ভারবি সম্পর্কে পাই। ভারবিও তাঁর পিতার দ্বারা অপমান সহ্য করতে না পেরে পিতাকে হত্যা করার পরিকল্পনা করেছিলেন, অবশেষে পিতার মুখে প্রশংসা শুনে নিজের কুকর্মের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেছিলেন। অতএব রঘুনাথ যথাযথই ভারতবর্ষের শিরোমণি হয়ে উঠলেন। সম্ভবত এই কারণেই ছন্দের জাদুকর কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত তাঁর *আমরা* কবিতায় বলেছেন –

> কিশোর বয়সে পক্ষধরের পক্ষশাতন করি।
> আমাদের ছেলে ফিরে এল ঘরে যশের মুকুট পরি।।[১৮]

৪.১.৪ শিরোমণি উপাধি লাভ : রঘুনাথ মিথিলায় পক্ষধর মিশ্রের সঙ্গে বহু বিচার করে এবং তৎকালীন পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ হয়ে **তার্কিকশিরোমণি** উপাধি লাভ করেন। তিনি *আত্মতত্ত্ববিবেকদীধিতি*টীকায় নিজেকে তার্কিক-শিরোমণি বলে উল্লেখ করেছেন –

নির্ণীয় সারং শাস্ত্রাণাং তার্কিকানাং শিরোমণি।

আত্মতত্ত্ববিবেকস্য ভাবমুদ্ভাবয়ত্যসৌ।।[১৯]

৪.১.৫ শিরোমণির গ্রন্থ : রঘুনাথ শিরোমণি যে গ্রন্থগুলি রচনার দ্বারা নব্যন্যায়বৃক্ষকে সমৃদ্ধ করেছেন সেগুলি যথাক্রমে – *তত্ত্বচিন্তামণিদীধিতি*। এটি *তত্ত্বচিন্তামণি* গ্রন্থকে অবলম্বন করে রচিত। *আত্মতত্ত্ববিবেক* গ্রন্থের উপর *আত্মতত্ত্ববিবেকদীধিতি* টীকা। বর্ধমানোপাধ্যায় রচিত *গুণকিরণাবলীপ্রকাশ* টীকার উপর *গুণকিরণাবলীপ্রকাশদীধিতি, দ্রব্যকিরণাবলীপ্রকাশ* টীকার উপর *দ্রব্যকিরণাবলীপ্রকাশদীধিতি,* এবং *ন্যায়লীলাবতীপ্রকাশ* টীকার উপর *ন্যায়লীলাবতীপ্রকাশদীধিতি* রচনা করেছেন। বৈশেষিকদর্শনের *পদার্থতত্ত্বনিরূপণ* গ্রন্থ অবলম্বনে *পদার্থখণ্ডন* রচনা করেছেন। এছাড়া *আখ্যাতবাদ, নঞ্-বাদ, নানার্থবাদ, ক্ষণভঙ্গুরবাদ, মলিম্লুচবিবেক, খণ্ডনভূষামণি* প্রভৃতি গ্রন্থও রঘুনাথের শিরোমণির নামে প্রচলিত আছে।

পদার্থখণ্ডন গ্রন্থে রঘুনাথ যে মৌলিক চিন্তাভাবনার পরিচয় দিয়েছেন তা সত্যিই অভূতপূর্ব, যেকথা দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য মহাশয়ও স্বীকার করেন –

- দিক, কাল ও আকাশ ঈশ্বর থেকে স্বতন্ত্র পদার্থ নয়।
- মন ভৌতিক পরমাণু থেকে আলাদা নয়।
- পরমাণু ও দ্ব্যণুক স্বীকার করার প্রয়োজন নেই।
- তিনি বিশেষ পদার্থ স্বীকার করেননি।
- সত্তাজাতি ও গুণত্বজাতি স্বীকার করেননি।
- অভাবের অভাব অতিরিক্ত ভাবস্বরূপ নয়।
- অতিরিক্ত পদার্থরূপে শক্তি, কারণত্ব, কার্যত্ব, সংখ্যা, বিষয়তা ইত্যাদি স্বীকার করেছেন।
- সমবায়ের নানাত্ব স্বীকার করেছেন।

- কেবলান্বয়ি ও কেবলব্যতিরেকি অনুমান স্বীকার করেননি।
- অলৌকিক সন্নিকর্ষের অন্তর্গত সামান্যলক্ষণা প্রত্যাসত্তি স্বীকার করেন না।
- জ্ঞানলক্ষণ সন্নিকর্ষ কেবল জ্ঞানমাত্র নয় কিন্তু জ্ঞান, ইচ্ছা, কৃতি ও সংস্কারবিষয়ক।
- দুঃখ সম্পর্কে ভাট্টমীমাংসকের মতকে সমর্থন করেছেন।
- চিত্ররূপ স্বীকার করেন না।[২০]

রঘুনাথ রচিত *খণ্ডনখণ্ডখাদ্যের* টীকাগ্রন্থ *খণ্ডনভূষামণি* প্রায় সর্বত্রই প্রসিদ্ধ। *সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদীর* উপর বংশীধর রচিত *তত্ত্ববিভাকর* টীকায় গঙ্গেশের মত খণ্ডন প্রসঙ্গে *খণ্ডনব্যাখ্যায়াং দীধিতকৃতস্তু* বলে উল্লেখ করেছেন। বংশীধর খ্রী. অষ্টাদশ শতাব্দীর পূর্ববর্তী নয়। চৌখাম্বা থেকে প্রকাশিত *বিদ্যাসাগরী* টীকা সহ খণ্ডনগ্রন্থের সংস্করণে *খণ্ডনভূষামণির* বচন উল্লেখ করা হয়েছে এবং তা রঘুনাথ শিরোমণি রচিত বলা হয়েছে। পঞ্চটীকাসমন্বিত *খণ্ডনখণ্ডখাদ্য* গ্রন্থের যে বৃহৎসংস্করণ তাতেও শিরোমণি রচিত *খণ্ডভূষামণির* উল্লেখ আছে। কিন্তু *খণ্ডনভূষামণি* যে রঘুনাথ শিরোমণির দ্বারা রচিত নয় তা দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য *বঙ্গে নব্যন্যায়চর্চা* গ্রন্থে অত্যন্ত সুন্দরভাবে খণ্ডন করেছেন – **প্রথমত**, শিরোমণির *আখ্যাতবাদ*, *নঞ্-বাদ* প্রভৃতি গ্রন্থমধ্যে কোনো মঙ্গলাচরণ নেই। কেবলমাত্র *প্রত্যক্ষদীধিতি* ছাড়া অপর সমস্ত গ্রন্থেই *ওঁ নমঃ* এরূপ পাঠ আছে। কিন্তু *খণ্ডনভূষামণির* মঙ্গলাচরণ সম্পূর্ণ আলাদা। **দ্বিতীয়ত**, শিরোমণির কোনো গ্রন্থেই প্রতি পঙ্ক্তি ধরে ব্যাখ্যা করা হয়নি, কিন্তু *খণ্ডনভূষামণি*গ্রন্থে পদে পদে শঙ্কর মিশ্র, বিদ্যাসাগর, অনুভূতিস্বরূপশ্রীপাদা, দাক্ষিণাত্য গুণ্ডভট্ট, ভট্টচরণ, ভাষ্যকার প্রভৃতি আচার্যদের উল্লেখ করেছেন এবং এতে গ্রন্থকারের বেদান্তশাস্ত্রের প্রতি অগাধ জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। **তৃতীয়ত**, *খণ্ডনভূষামণির* সম্পূর্ণ পুঁথি এখনও আবিষ্কৃত হয়নি। অতএব ভূষামণিকার রঘুনাথের শিরোমণি উপাধি ছিল কিনা তার কোনো প্রত্যক্ষপ্রমাণ নেই। **চতুর্থত**, *খণ্ডনভূষামণি*কার রঘুনাথ শিরোমণি বাসুদেব

সার্বভৌমের প্রশিষ্য ছিলেন এবং দুজনেই বৈদান্তিক ছিলেন। যদিও *অনুমানদীধিতিতে* বাসুদেব সার্বভৌমের মত উদ্ধৃত ও খণ্ডিত হলেও শিরোমণি তাঁর নাম কখনও উল্লেখ করেননি। নৈয়ায়িকসমাজের এরূপ চিরন্তন প্রবাদ প্রমাণিত হয়েছে যে, রঘুনাথ শিরোমণি সার্বভৌমের প্রশিষ্য ছিলেন, সরাসরি শিষ্য ছিলেন না। তবে তিনি যে বাঙালী ছিলেন এবিষয়ে দ্বিমত নেই। খ্রীঃ ১৬শ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় থেকেই *দীধিতি*কারের কীর্তি এতটাই প্রসারলাভ করে যে কাশীর বিদ্বৎসমাজে *দীধিতি*কার ও *খণ্ডনভূষামণি*কার অভিন্ন বলে বোধ হতে থাকে এবং রঘুনাথ নামে অন্য কোনো বাঙালী পণ্ডিতের সঙ্গে শিরোমণি নাম মিশে যায়। দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য মনে করেন রঘুনাথ বিদ্যালঙ্কার *খণ্ডনভূষামণি*র প্রকৃত রচয়িতা ছিলেন।

৪.১.৬ রঘুনাথের চতুষ্পাঠী স্থাপন এবং উপাধি প্রদান : মিথিলা থেকে ফিরে এসে বাসুদেব সার্বভৌমের সাথে আলোচনা করার পর রঘুনাথ চতুষ্পাঠী খোলার বাসনা পোষণ করলেন। কিন্তু অর্থাভাবে তা করতে পারলেন না। সেইসময়ে নবদ্বীপে হরিঘোষ নামে একজন গোয়ালা ধনবান ব্যক্তি ছিলেন। তার অনেক গাভী ছিল। প্রায় সব লোকের গাভী হরিঘোষের গোশালায় আশ্রয় নিত। রঘুনাথ হরিঘোষের কাছে তার গোশালার পাশে চতুষ্পাঠী খোলার জন্য প্রার্থনা করলেন। হরিঘোষ সম্মতি দিলেন এবং রঘুনাথের চতুষ্পাঠী খোলা হল। তিনি অধ্যাপনায় প্রবৃত্ত হলেন। নানা দেশ থেকে আগত ছাত্রদের দ্বারা তার খ্যাতি সারা ভারতবর্ষে ছড়িয়ে পড়েছিল। নবদ্বীপ সারস্বত মন্দির হয়ে উঠল। অত্যন্ত গর্বের বিষয় যখন নবদ্বীপ উপাধি প্রদান করার দক্ষতা অর্জন করল। এতদিন পর্যন্ত মিথিলাতেই নব্যন্যায়ের উপাধি প্রদান করা হত। কিন্তু রঘুনাথ শিরোমণির সময়ে নবদ্বীপে নব্যন্যায় স্থাপনার পর নবদ্বীপেই উপাধি দেওয়া হত। এই স্থানেই রঘুনাথের *দীধিতি* টীকা প্রকাশিত হল। রঘুনাথের বিনম্রতা আমাদের মুগ্ধ করে –

মান্যান্ প্রণম্য বিহিতাঞ্জলিরেষ ভূয়ো
ভূয়ো বিধায় বিনয়ং বিনিবেদয়ামি।
দুষ্যং বচো মম পরং নিপুণং বিভাব্য,
ভাবাববোধবিহিতো ন দুনোতি দোষঃ।।[২১]

অর্থাৎ মান্য ব্যক্তিবর্গকে প্রণামপূর্বক বিনয়সহকারে নিবেদন করছি যে, তারা যেন নিপুণভাবে চিন্তা করে আমার বাক্যে দোষ দেন। বুঝে দোষারোপ করলে আমি তাতে দুঃখিত নই। কতটা বিনয়ী ছিলেন তার প্রমাণ পাওয়া যায়। পরমজ্ঞানী না হলে একথা বলা যায় না।

৪.১.৭ রঘুনাথের ন্যায়ভিন্ন অন্যান্য শাস্ত্রে পাণ্ডিত্য : কাব্যশাস্ত্রেও রঘুনাথের অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল। একবার পক্ষধরের চতুষ্পাঠীতে কয়েকজন অধ্যাপক এলে পর তিনি জিজ্ঞাসা করলেন ন্যায় ছাড়া আর কোন শাস্ত্রে তোমার পাণ্ডিত্য আছে? উত্তরে রঘুনাথ বললেন –

তর্কেষু কর্কশধিয়ো বয়মেব নান্যে
কাব্যেষু কোমলধিয়ো বয়মেব নান্যে।
তন্ত্রেষু যন্ত্রিতধিয়ো বয়মেব নান্যে
কৃষ্ণেষু সংযতধিয়ো বয়মেব নান্যে।।[২২]

অর্থাৎ তর্কশাস্ত্রে আমার মত কর্কশবুদ্ধি কেউ নেই, কাব্যশাস্ত্রে আমার মত কেউ কোমলবুদ্ধি নেই, তন্ত্রশাস্ত্রে আমার মত যন্ত্রিতবুদ্ধি কেউ নেই এবং কৃষ্ণবিষয়ক আলোচনাতেও আমার মত সংযতবুদ্ধি কেউ নেই। এরকম আরও অনেক কাহিনী শোনা যায়।

কবিত্বং কিঞ্চিদৌন্নত্যং চিন্তামণিমনীষিণঃ।
নিপীতকালকূটস্য হরস্যেবাহিখেলনং।।[২৩]

অর্থাৎ কালকূটবিষপানকারী ভগবান্ শিবের ভূজঙ্গক্রীড়া যেমন গৌরবজনক নয় সেরকম

চিন্তামণিশাস্ত্রে যার পাণ্ডিত্য আছে তার কাছে কবিত্ব অধিক গৌরব নয়। তিনি পক্ষধর মিশ্রকে বলেছেন –

অনাসাদ্য গৌডীমনারাধ্য গৌরীং বিনা তন্ত্রমন্ত্রৈর্বিনা শব্দচৌর্য্যাত্।
প্রবুদ্ধপ্রসিদ্ধপ্রবন্ধপ্রবক্তা বিরিঞ্চিপ্রপঞ্চে মদন্যঃ কবিঃ কঃ।।[২৪]

অর্থাৎ মদ্যপান, গৌরীর আরাধনা, তন্ত্রমন্ত্রপ্রয়োগ এবং পরকীয় শব্দগ্রহণ ছাড়া ব্রহ্মার সৃষ্টিতে আমি ছাড়া শুদ্ধার্থসম্পন্ন গ্রন্থকার কবি আর কে আছে?

রঘুনাথ স্বভাবকবি ছিলেন, যে কোনো বর্ণনা শ্লোকাকারে প্রকাশ করার অসামান্য প্রতিভা তার ছিল –

সাহিত্যে সুকুমারবস্তূনি দৃষন্ন্যাযয়হগ্রন্থিলে
তর্কে বা ভৃশকর্কশে মম সমং লীলায়তে ভারতী।
শয্যা বাষ্প মৃদুত্তরচ্ছদবতী দর্ভাঙ্কুরৈরাবৃতা
ভূমির্বা হৃদয়ঙ্গমো যদি পতিস্তল্যারতির্যোষিতাম্।।[২৫]

অর্থাৎ সুকুমার বস্তু সাহিত্য হোক বা পাথরের মত অতি কঠিন তর্কশাস্ত্র হোক দুটোই আমার কাছে সমানভাবে স্থান পায়। যেমন নারীদের মনোনীত প্রিয়তমের সমাগমে কোমল আস্তরণযুক্তা শয্যা হোক বা কুশাঙ্কুরযুক্তা ভূমি হোক – উভয় স্থানেই সমান রতি অনুভব করে। আরও বলেছেন –

পঠন্তি কতিচিদ্ধঠাত্ খফছঠেতি বাচং শঠাঃ
ঘটঃ পট ইতীতরে পটু রটন্তি নৈয়ায়িকাঃ।
বযং বকুলমঞ্জরী গলদপার মাধ্বীকধূ-
ধূরীণপদরীতিভির্যুবতীভির্বিনোদামহে।।[২৬]

অর্থাৎ কোনো কোনো শঠ পণ্ডিত খ, ফ, ছ, ঠ নিয়েই আড়ম্বর করে থাকেন, আবার কোনো কোনো নৈয়ায়িক ঘট, পট নিয়েই অভিমান (নিজেকে নৈয়ায়িক বলে) করে থাকেন। আমরা (সেরকম নই) বকুলমঞ্জরীগলিত মধুবর্ষী পদ, রীতি স্বরূপা যুবতীর দ্বারা মনোরঞ্জন করে থাকি। শ্লোকগুলো দেখলেই বোঝা যায় রঘুনাথের কবিত্ব শক্তির পরিচয় কতখানি ছিল। দার্শনিকের পাশাপাশি তিনি একজন শ্রেষ্ঠ কবিও বটে।

৪.১.৮ পরবর্তী দর্শনশাস্ত্রে রঘুনাথের প্রভাব : মথুরানাথ তর্কবাগীশ, জগদীশ তর্কালংকার, গদাধর ভট্টাচার্য, বিশ্বনাথ ন্যায়পঞ্চানন, অন্নংভট্ট প্রমুখ দার্শনিকেরা তার রচনাশৈলী অবলম্বন করেছেন এবং গ্রন্থমধ্যে তার নামের উল্লেখ করে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন।

অভিবন্দ্য মুহুঃ সমাদরাৎ পদপাথোজযুগং মুরদ্বিষঃ।
বিবৃণোতি গদাধরঃ সুধীরতিদুর্বোধগিরঃ শিরোমণেঃ।।[২৭]

জগদীশ তর্কালংকার, গদাধর ভট্টাচার্য, ভবানন্দ সিদ্ধান্তবাগীশ, রামকৃষ্ণ ভটাচার্য্য, রঘুনাথ বিদ্যালংকার, কৃষ্ণদাস সার্বভৌম, শ্রীরাম তর্কালংকার প্রমুখেরা *দীধিতি*র উপর টীকা রচনা করে জগদ্বিখ্যাত হয়েছেন। পাশ্চাত্য দার্শনিকগণও রঘুনাথ শিরোমণির ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। অতএব অতি অল্প বয়স থেকেই রঘুনাথ পাঠ সমাপ্ত করে অধ্যাপনা আরম্ভ করেন এবং খুব কম সময়ের মধ্যেই বাংলার সর্বশ্রেষ্ঠ নৈয়ায়িক বলে পরিচিত হন । এবং তারপরেই ন্যায়চর্চাতে মিথিলার প্রাধান্য লোপ পেয়ে নবদ্বীপ হয়ে উঠল নব্যন্যায়চর্চার সর্বশ্রেষ্ঠ কেন্দ্র ।

৪.২ *মাথুরী* :- মথুরানাথ তর্কবাগীশ কৃত টীকা নৈয়ায়িকসমাজে *মাথুরী* নামে পরিচিত। টীকাগুলির নাম *রহস্য*। উপনিষদকে যেমন রহস্যবিদ্যা বলা হয়, কিন্তু তাহলেও তার অর্থবোধ হলে মোক্ষপ্রাপ্তির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। সেরকম মথুরানাথের রহস্যটীকা অবগাহন করলে তত্ত্বচিন্তামণি গ্রন্থের যে গূঢ় রহস্য আছে তার উন্মোচন করে যথার্থজ্ঞান লাভে

সহায়তা করিয়ে মোক্ষপ্রাপ্তির পথ সুগম করে। ব্যাকরণ পড়তে গেলে যেমন *সূত্র, বার্ত্তিক, ভাষ্য, বৃত্তি, টীকার* জ্ঞান অপরিহার্য তেমনি নৈয়ায়িকরা মনে করেন মথুরানাথের টীকা ছাড়া কেবল *দীধিতি* টীকার সাহায্যে *তত্ত্বচিন্তামণি* গ্রন্থ সম্যগ্ রূপে অবগত হওয়া যায় না। **প্রথমত**, টীকা রচনার দ্বারা পিত্রাদেশ পালন করেছেন। **দ্বিতীয়ত**, গুরুর উপদেশ ছাড়াই যাতে সকলে *তত্ত্বচিন্তামণির* সারার্থ অবগত হতে পারেন। এই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য। আমার মনে হয় তাঁর এই উদ্দেশ্যে তিনি অনেকটাই সফল। প্রবাদ আছে মথুরানাথের পুত্রের পাঠ শেষ হতে না হতেই মথুরানাথের মৃত্যু হল। তারপর তাঁর পুত্র অন্য গুরুর নিকট পড়তে অস্বীকার করল। তখন তার মা তাকে বোঝাল যে, তিনি তার পিতার (মথুরানাথের) মুখে শুনেছে যে, মথুরানাথ যে সকল রচনা করেছেন সেগুলো যদি অধ্যয়ন করে তাহলে আর অন্য কারো কাছে অধ্যয়ন করতে হবে না। মায়ের মুখে একথা শুনে মথুরানাথের পুত্র তার পিতার টীকা পড়তে লাগলেন এবং অন্য কোনো গুরুর সাহায্য ছাড়াই টীকাগুলো ভালোভাবে বুঝতে পেরেছিলেন এবং পরবর্তীকালে ন্যায়শাস্ত্রে পারঙ্গম হয়েছিলেন।[২৮] ব্যাপ্তিপঞ্চকের উপর মথুরানাথের *মাথুরী* টীকা এতটাই জনপ্রিয় যে, ভারতের বহু বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকোত্তর স্তরে ন্যায়বিভাগে পাঠ্যরূপে নির্দিষ্ট করা হয়েছে। শুধু *ব্যাপ্তিপঞ্চকমাথুরী* নয় আরও গ্রন্থের *মাথুরী* টীকা যদি পাঠ্যবস্তুরূপে গ্রহণ করা হয় তাহলে হয়ত দার্শনিকেরা বিশেষত নব্যনৈয়ায়িকেরা আরও বেশি করে মথুরানাথের প্রতিভার পরিচয় পাবে।

৪.২.০ মথুরানাথ তর্কবাগীশ ও তার পরিচয় : মথুরানাথ তর্কবাগীশ হলেন আর একজন বাঙালি পণ্ডিত, যার আবির্ভাবে নব্যন্যায়ের সমৃদ্ধি লাভ ঘটেছিল। তিনিও নবদ্বীপ নিবাসী ছিলেন। তাঁর পিতা শ্রীরাম তর্কালঙ্কারও নৈয়ায়িক ছিলেন। তিনি রঘুনাথের কাছে ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করে নবদ্বীপেই চতুষ্পাঠী স্থাপন করেছিলেন। মথুরানাথ বাল্যাবস্থা থেকেই মেধাবী

ও শান্ত স্বভাববিশিষ্ট ছিলেন। তার আবির্ভাবকাল ১৫৫০ খ্রীস্টাব্দ। বঙ্গদেশে চারজন মহানৈয়ায়িকের প্রশস্তিশ্লোকে মথুরানাথ তৃতীয় –

গুণোপরি গুণানন্দী ভাবানন্দী চ দীধিতৌ।
সর্বত্র মথুরানাথী জাগদীশী ক্বচিত্ ক্বচিত্।।[২৯]

মথুরানাথ আত্মপরিচয় অনুমানখণ্ডের টীকার শুরুতে দিয়েছেন –

ন্যায়াম্বুধিকৃতসেতুং হেতুং শ্রীরামমখিলসম্পত্তেঃ
তাতং ত্রিভুবনগীতং তর্কালঙ্কারমাদরান্নত্বা।
শ্রীমতা মথুরানাথতর্কবাগীশধীমতা
বিশদীকৃত্য দর্শ্যন্তে দ্বিতীয়মণিফক্কিকা।।[৩০]

একইরকম শ্লোক শব্দখণ্ডের প্রারম্ভেও দেখা যায়, শুধু 'দ্বিতীয়' এর জায়গায় 'তুরীয়' শব্দ আছে।

ন্যায়াম্বুধিকৃতসেতুং হেতুং শ্রীরামমখিলসম্পত্তেঃ
তাতং ত্রিভুবনগীতং তর্কালঙ্কারমাদরান্নত্বা।
শ্রীমতা মথুরানাথতর্কবাগীশধীমতা
বিশদীকৃত্য দর্শ্যন্তে তুরীয়মণিফক্কিকা।।[৩১]

তিনি অনুমিতিরহস্যের শুরুতে বলেছেন –

জগদ্গুরোঃ শ্রীরামস্য চরণৌ মূর্ধ্নি ধারয়ন্।
তৎসুতো মথুরানাথং রহস্যং স্ফুটযত্যমুম্।।[৩২]

তিনি বৌদ্ধাধিকারবিবৃতির শুরুতে বলেছেন –

কুঞ্চিতাধরপুটেন পূরয়ন্ বংশিকাং প্রচলদঙ্গুলিপংক্তিঃ।
মোহয়ন্ নিখিলবামলোচনাঃ পাতু কোঽপি নবনীরদচ্ছবিঃ।।

শ্রীমতা মথুরানাথতর্কবাগীশধীমতা।

বৌদ্ধাধিকারবিবৃতি বিশদীকৃত্য বক্ষ্যতে।।[৩৩]

নবদ্বীপে মথুরানাথ রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণরূপে প্রসিদ্ধ ছিলেন। কিন্তু বর্তমানে তার বংশ সম্পর্কে পরিচয় সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য একটি কুলপঞ্জীতে শ্রীরাম তর্কালংকারের নাম খুঁজে পেয়েছিলেন। সেখানে বলা হয়েছে কাঁটাদিয়া বন্দ্যঘটীবংশের ভরত নামে একজন কুলীন ছিলেন। তাঁর পাঁচ পুত্রের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ শ্রীনাথ। তাঁর জ্যেষ্ঠ দুই ভাই – রাম ও ব্যাস। শ্রীনাথ বিদ্যাধরী মেলের কুলীন ছিলেন তার বংশবিবরণীও লিপিবদ্ধ আছে। শ্রীনাথের নয় পুত্রের মধ্যে সর্বজ্যেষ্ঠ যদুনন্দন বা যদুনাথ, তাঁর পুত্র গোবিন্দরাম। গোবিন্দরামের পুত্র রঘুনাথ ১৬০০ খ্রিস্টাব্দে বিদ্যমান ছিলেন। শ্রীরাম তর্কালংকার ১৫০০-১৫৫০ খ্রিস্টাব্দে জীবিত ছিলেন। আর একই সময়ে দুজন শ্রীরাম তর্কালংকার থাকা সম্ভব নয়। ইনিই মথুরানাথের পিতা। মথুরানাথের আর এক ভাইয়ের নাম পাওয়া যায় তিনি হলেন গৌরীকান্ত চক্রর্বর্ত্তী, তিনিও নৈয়ায়িক ছিলেন।[৩৪]

৪.২.১ মথুরানাথের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা : তিনি প্রথমে পাঠশালাতে ব্যাকরণ ও কাব্য পাঠ শেষ করে পিতার কাছে ন্যায়শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি লাভ করার জন্য প্রবৃত্ত হলেন। পিতার কাছে কিছুদিন অধ্যয়ন করে রঘুনাথ শিরোমণির শিষ্য হয়েছিলেন এরকম জনশ্রুতি আছে। আচার্য রঘুনাথ শিরোমণি একদিন অধ্যাপনা করছেন, এমন সময়ে একজন আচার্য এসে রঘুনাথ শিরোমণিকে একটি পূর্বপক্ষ প্রশ্ন করলেন। রঘুনাথ অন্যচিন্তাতে মগ্ন থাকায় সেই আচার্যকে পরে আসতে বললেন। তখন মথুরানাথ গুরুকে উত্তরদানে দেরি দেখে গুরুর সম্মান রক্ষার্থে সেই আচার্যকে বললেন আপনার প্রশ্নের উত্তর এই, গুরুদেব এখন অন্য চিন্তায় নিমগ্ন আছেন, আপনি পরে এসে ভালো করে শুনে নেবেন। রঘুনাথ শিরোমণি

মথুরানাথের এহেন প্রতিভা দেখে মুগ্ধ হলেন এবং মথুরানাথের নাম জিজ্ঞাসা করলেন। তখন মথুরানাথের একটু অভিমান হল যে, আমি এতদিন ধরে গুরুর কাছে অধ্যয়ন করছি অথচ গুরুদেব আমার নামটা পর্যন্ত জানেন না। এই বৃত্তান্ত তিনি পিতার কাছে এসে বললেন। তখন তিনি *দীধিতির* টীকা রচনা করছিলেন। এই কাহিনী কতটা সত্য তা বিচারের অপেক্ষা রাখে। *শব্দকল্পদ্রুমেও* রঘুনাথের ছাত্র মথুরানাথ বলা হয়েছে।[৩৫] ফণিভূষণ তর্কবাগীশ কিন্তু মথুরানাথকে এবং তার পিতাকে রঘুনাথ শিরোমণির ছাত্র নয় বলেছেন। মথুরানাথের পিতা বললেন তুমি তোমার দীধিতির টীকা রচনা শেষ করে *তত্ত্বচিন্তামণির* উপরও একটা টীকা রচনা কর, এতে তোমার এবং তোমার গুরুদেব উভয়েরই প্রতিভার পরিচয় লোকে জানবে। *দীধিতির* টীকা মথুরানাথ অধ্যয়নকালেই সমাপ্ত করেন। কেউ কেউ বলেন, মথুরানাথ *দীধিতির* যে টীকা রচনা করেন, তা দেখেই তাঁর পিতা তাকে *চিন্তামণির* উপর টীকা রচনা করতে বলেন। তাই তিনি পিতার আদেশ পালন করেছেন। তাঁর পিতা মারা যাওয়ার পর তিনি চতুষ্পাঠীতে অধ্যাপনার কাজে নিযুক্ত হলেন। আসলে অধ্যাপনা না করলে জ্ঞান চরিতার্থ করা যাবে না। শুধু অধ্যয়ন করলে হবে না, সেই সাথে অধ্যাপনাও করতে হবে। মথুরানাথের অধ্যাপনার অভিজ্ঞতালব্ধ ফসল *রহস্য*টীকা। তাঁর চতুষ্পাঠীতে বহু ছাত্রের সমাগম হল। অধ্যাপনা করলেও তিনি পিত্রাদেশ ভোলেননি।

মথুরানাথের ছাত্রের মধ্যে বিখ্যাত ছাত্র হলেন ত্রিবেণীর তর্কপঞ্চাননের পিতামহ হরিহর তর্কালংকার। নবদ্বীপের পণ্ডিত সম্প্রদায়ের মধ্যে এরূপ প্রবাদ আছে যে, ভবানন্দ সিদ্ধান্তবাগীশ মথুরানাথের ছাত্র ছিলেন। এমত নিতান্ত অমূলক বলে মনে করেছেন দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য। সেখানে ভবানন্দকে মথুরানাথের পরবর্তী দেখানো হয়েছে, তাহলে ভবানন্দ কি করে মথুরানাথের শিষ্য হবেন এরকম আশঙ্কা থেকে যায়।

৪.২.২ মথুরানাথের কৃতি : তিনি *তত্ত্বচিন্তামণি* গ্রন্থের প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান ও শব্দ এই চারখণ্ডের উপর *তত্ত্বচিন্তামণিরহস্য* নামক টীকা রচনা করেন। মথুরানাথের টীকা *মাথুরী রহস্য* নামে সুপ্রচলিত। চিন্তামণির অনেক স্থলে মথুরানাথের পিতার যে সংশয় ছিল পুত্রের রচিত টীকা পড়ে সেই সংশয়গুলো পিতার দূরীভূত হয়েছিল। প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শব্দের *মাথুরী* টীকা পাওয়া গেলেও উপমান খণ্ডের *মাথুরী* টীকা পাওয়া যায় না। এছাড়াও পক্ষধর মিশ্রের *আলোক* টীকার উপর *রহস্য* নামক উপটীকা রচনা করেছেন। রঘুনাথ শিরোমণির ৮টি গ্রন্থের উপর *রহস্য* নামক টীকা রচনা করেছেন, কিন্তু তার মধ্যে প্রত্যক্ষদীধিতি, পদার্থখণ্ডন ও নঞ্-বাদের মাথুরী পাওয়া যায় না। বর্ধমানোপাধ্যায়ের *গুণকিরণাবলীপ্রকাশ* টীকার উপর *মাথুরী* টীকা, *গুণদীধিতিমাথুরী,* বর্ধমানোপাধ্যায়ের *ন্যায়লীলাবতীপ্রকাশের* টীকা *লীলাবতীপ্রকাশমাথুরীটীকা, লীলাবতীদীধিতির* টীকা *লীলাবতীদীধিতিমাথুরী, বৌদ্ধাধিকারদীধিতির* টীকা *বৌদ্ধাধিকারদীধিতিমাথুরী,* বল্লভাচার্যের *ন্যায়লীলাবতীর* উপর *ন্যায়লীলাবতীমাথুরী,* উদয়নাচার্যের দ্রব্যকিরণাবলী ও গুণকিরণাবলীর উপর যথাক্রমে *দ্রব্যকিরণাবলীটীকা* ও *গুণকিরণাবলীটীকা,* বর্ধমানোপাধ্যায়কৃত *দ্রব্যকিরণাবলীপ্রকাশ*টীকার উপর *দ্রব্যপ্রকাশটীকা, গুণকিরণাবলীপ্রকাশ*টীকার উপর *গুণপ্রকাশবিবৃতি, গৌতমসূত্রবৃত্তি, সুপশক্তিবাদ* প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করেন। এছাড়াও মথুরানাথের নামে *মহিম্নঃস্তবটীকা* প্রচলিত আছে। এই গ্রন্থের শেষে বলা হয়েছে – *ইতি মহামহোপাধ্যায়শ্রীমথুরানাথতর্কবাগীশকৃতা মহিম্নঃস্তবকৌমুদী সমাপ্তা।*[৩৬]

তবে এর লিপিকাল ১৭৩৪ শকাব্দ বলা হয়েছে, অতএব ইনি অন্য কোনো মথুরানাথ বলে *বঙ্গে নব্যন্যায়চর্চায়* উল্লেখ করা হয়েছে। এছাড়াও *পাণিগ্রহণাদিবিবেক* নামক স্মৃতিশাস্ত্র গ্রন্থ

মথুরানাথের নামে প্রচলিত। কারণ সেখানেও –

শ্রীমতা মথুরানাথতর্কবাগীশধীমতা।

পাণিগ্রহাদিকৃত্যানাং বিবেকঃ ক্রিয়তে ময়া।।[৩৭]

এরকম শ্লোক আছে। অতএব একইরকম শ্লোক দেখে মনে হওয়া স্বাভাবিক যে এর রচয়িতা মথুরানাথ। কিন্তু কালগত ব্যবধানের প্রতিও আমাদের লক্ষ্য রাখা উচিত।

তাঁর রচিত গ্রন্থগুলির দ্বারা তিনি নব্যন্যায়ের একটি নবযুগের সূচনা করেছিলেন। *নবদ্বীপ-মহিমা* গ্রন্থে দেখানো হয়েছে মথুরানাথের টীকা রঘুনাথের টীকা অপেক্ষা নিকৃষ্ট।[৩৮] কিন্তু আমার তা মনে হয় না। কারণ, পরবর্তীকালে অধ্যাপকগণ যেভাবে মাথুরী টীকাকে সাদরে গ্রহণ করেছেন তাতে তার উৎকৃষ্টতারই পরিচয় পাওয়া যায়। তাছাড়া দুটি টীকাই আপন প্রতিভায় সমুজ্জ্বল।

মথুরানাথের *সিদ্ধান্তরহস্য* নামে একটি মৌলিক গ্রন্থের পরিচয় পাওয়া যায়। তার টীকাগ্রন্থগুলোর মধ্যে স্বরচিত সিদ্ধান্তরহস্যের বহু উল্লেখ তিনি করেছেন। নবদ্বীপে দুইজন নৈয়ায়িকের নামে *সিদ্ধান্তরহস্য* প্রচলিত আছে – রামভদ্র সার্বভৌম ও মথুরানাথ তর্কবাগীশ। পদার্থখণ্ডনের টীকায় রামভদ্র সার্বভৌম *সিদ্ধান্তরহস্য* থেকে বচন উদ্ধৃত করেছেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় রামভদ্রের *সিদ্ধান্তরহস্য* কোথাও প্রকাশিত হয়নি। দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য বহু বিচার এবং গবেষণা পূর্বক জানিয়েছেন নবদ্বীপে জগদীশের বংশধর যতীন্দ্রনাথ তর্কতীর্থের বাড়িতে একটি পুস্তকসূচীর মধ্যে *সিদ্ধান্তরহস্যমাথুরীর* উল্লেখ দেখেছেন এবং একটি নামহীন পুস্তকও দেখেছেন যেটাকে তিনি মাথুরী সিদ্ধান্তরহস্য বলে অনুমান করেছেন। তিনি আরও জানিয়েছেন ইংল্যাণ্ডে India Office-এ যে অজ্ঞাতকর্তৃনাম *সিদ্ধান্তরহস্য* গ্রন্থ সংরক্ষিত আছে সেটিও যদি পরীক্ষা করে দেখা যায়

তাহলে মাথুরী বলে মনে হবে।[৩৯] Asiatic Society–তে নাগরী অক্ষরে লিখিত একটি *সিদ্ধান্তরহস্য* আছে, এটাকেই তিনি *মাথুরী* বলে প্রমাণ করেছেন, কারণ প্রারম্ভশ্লোকে নিজের নাম উল্লেখ করেছেন –

শ্রীমতা মথুরানাথতর্কবাগীশধীমতা।
রহস্যং সর্বশাস্ত্রাণাং সিদ্ধান্তানাং প্রচক্ষ্যতে।।
আন্বীক্ষিকীপণ্ডিতমণ্ডলীষু সত্তাণ্ডবৈরধ্যয়নং বিনাপি।
মদীয়সিদ্ধান্তরহস্যমেতদ্বিলোক্য ধীরাঃ সকলান্ জয়েয়ুঃ।
বুধবরনিকরাগ্রে জ্ঞাপনেঽধ্যাপনে বা
বিশ ইতরনিবন্ধং তর্কবন্ধং মদীয়ম্।
সততমনবলোক্য প্রায়শো বাগধীশো
ভবতি ভুবনমধ্যে বাবদূকোপি মূকঃ।।[৪০]

শ্লোকগুলো মথুরানাথের রচনা বলেই মনে হয়। অতএব দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য মহাশয় যা অনুমান করেছেন তা অমূলক নয়।

মথুরানাথের অসাধারণ প্রতিভা তাকে *সর্বত্র মথুরানাথী* হতে বাধ্য করেছে। মথুরানাথের যত গ্রন্থ আছে তার সবগুলোকে একসাথে করলে প্রায় তিন-চার লক্ষ শ্লোকের কাছাকাছি হবে। অক্ষয়রাম শর্মা নামে একজন দক্ষ লিপিকার সমগ্র মহাভারত প্রায় ছয় বছরে লিখেছেন। আর মথুরানাথের সমগ্র গ্রন্থ কেউ যদি লিখতে যান তাহলে তার প্রায় ২০-২৫ বছর লাগতে পারে বলে অনুমান করেছেন ভট্টাচার্য মহাশয়।[৪১]

৪.২.৩ জ্যোতিষশাস্ত্রকার মথুরানাথ : মথুরানাথ শেষ জীবনে কাশীতে বসবাস করতেন। মথুরানাথের আর একটি পরিচয় পাওয়া যায় যে, তিনি জ্যোতিষশাস্ত্রে পারদর্শী ছিলেন। তিনি জ্যোতিষশাস্ত্রবলে নিজের মৃত্যুকাল আসন্ন জেনে অনেক অর্থ ব্যয় করে তাড়াতাড়ি

করে নৌকাতে চেপে কাশীধামে আসেন এবং পরলোক গমন করেন। এই সময় তিনি তার অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান থেকে বলেছেন যে, আমি মুক্তিবাদের টীকায় মুক্তির প্রতি জ্ঞানকেই কারণ বলেছি, সেটা আমার ভুল ছিল এমন নয়, অর্থও মুক্তির প্রতি একটি অন্যতম কারণ। অর্থ না থাকলে আমি এত তাড়াতাড়ি কাশীধামে আসতে পারতাম না। কতটা শাস্ত্রনিষ্ঠ তিনি ছিলেন তার পরিচয় পাওয়া যায়।

৪.২.৪ ব্যক্তি হিসেবে মথুরানাথ : আমরা যদি মথুরানাথের চরিত্র বিশ্লেষণ করি তাহলে দেখবো ব্যাপ্তিপঞ্চকের প্রথম লক্ষণে তিনি যেভাবে নিবেশ করে করে লক্ষণটিকে নির্দোষ করে তুলতে চেয়েছেন তাতে মনে হয় তিনি অসাধ্য সাধনে পিছু হটার পাত্র একেবারেই ছিলেন না। তাঁর সাহস, প্রচেষ্টা এবং বুদ্ধিবল অত্যন্ত তীক্ষ্ণ ছিল। মথুরানাথের এরকম নিবেশ দেখে গদাধর ভট্টাচার্য বলেছেন, তোমরা কি লক্ষণটিকে নির্দোষ করে তুলতে চাও। এছাড়াও মথুরানাথের গ্রন্থ উপস্থাপন করার শক্তি অসাধারণ ছিল। তিনি আকাঙ্ক্ষানুসারে কথা বলতে বেশি পছন্দ করতেন। মানুষের চরিত্র বোঝার শক্তি তার মধ্যে প্রবল ছিল এবং বোঝানোর শক্তিও অসাধারণ। যদিও তিনি রঘুনাথের দেখানো পথে টীকা রচনা করেছেন তাহলেও টীকামধ্যে তিনি যথেষ্ট স্বাধীনতা দেখিয়েছেন। তাঁর দীর্ঘজীবন তিনি ন্যায়চিন্তার মধ্য দিয়েই অতিবাহিত করেছেন।

৪.৩ *জাগদীশী* :- জগদীশ তর্কালংকার প্রণীত টীকা *জাগদীশী* নামে প্রসিদ্ধ। গবেষণার বিষয়রূপে যে তিনটি টীকাগ্রন্থ নির্বাচন করেছি তার মধ্যে *জাগদীশী* টীকাটি *দীধিতি* টীকার উপর রচিত। জগদীশ অত্যন্ত মেধাবী ছিলেন বলেই তাঁর চতুষ্পাঠীতে অনেক ছাত্রের সমাগম হয়েছিল। তৎকালীন সময়ে পূর্ববঙ্গে অনেক চতুষ্পাঠী ছিল। সেখানেও তারা ন্যায় চর্চা করত। কিন্তু নবদ্বীপে জগদীশের চতুষ্পাঠীতে এসে উপাধি গ্রহণ করত।

পূর্ববঙ্গীয় ছাত্ররা অনেক সময় ভুল ব্যাখ্যা শিখে আসত এবং *দীধিতি* টীকাও সহজে বুঝতে পারত না। জগদীশ তর্কালংকার এইসব কারণে বোধহয় *দীধিতি*র উপর টীকা রচনা করার পরিকল্পনা করেছিলেন। তিনি অনুমানদীধিতির টিপ্পনীতে লিখেছেন –

প্রাচ্যৈরনুচিতবিবিধক্ষোদৈঃ কলুষীকৃতোঽপ্যধুনা।
দীধিতিযুতমণিরেষ শ্রীজগদীশপ্রকাশিতঃ স্ফুরতু।।[৪২]

টীকা লেখার সঙ্কল্প করলেও তাঁর সংসার চলত না। আর শান্ত মনে চিন্তা করতে না পারলে টীকা লেখার কাজও সুগম হবে না। তখনকার দিনে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ছাত্র ছাড়া পড়ানো হত না। তাই তিনি অর্থাভাব দূর করার জন্য এক অভিনব উপায় বের করলেন। ব্রাহ্মণাদি ছাড়াও অন্য জাতির ছাত্র অর্থাৎ শূদ্র ছাত্র পড়াতে লাগলেন। আর জগদীশ তর্কালংকারের মত গুরু পেতে কে না চায়? কিছুদিনের মধ্যেই তাঁর প্রচুর ছাত্র হল। তিনি প্রায় ৩৬০ ঘর শিষ্য করলেন। নিয়ম ছিল প্রত্যেক শিষ্য একদিন করে জগদীশের সংসার চালাবে। ছাত্ররাও অত্যন্ত খুশির সঙ্গে একদিন করে তাঁর সংসার চালাত। এবং জগদীশও নিশ্চিন্ত হয়ে শাস্ত্র রচনা করতে লাগলেন।

৪.৩.০ জগদীশ তর্কালংকারের পরিচয় : জগদীশ তর্কালংকার হলেন আর একজন বাঙালি নৈয়ায়িক, যার আবির্ভাবে নব্যন্যায়দর্শনরূপ বৃক্ষ ফলে ফুলে সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছিল। তার আবির্ভাবকাল ১৫৫০ – ১৬০০ খ্রিস্টাব্দ। শ্রীচৈতন্যদেবের দ্বিতীয়া পত্নী বিষ্ণুপ্রিয়ার পিতা সনাতন মিশ্রের প্রপৌত্র (মাধব মিশ্রের পুত্র, চতুর্থ পুরুষ) যাদবচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের পুত্র হলেন জগদীশ তর্কালংকার। যাদবচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ একজন নৈয়ায়িক ছিলেন। তাঁর পূর্বপুরুষেরা সকলে মৈথিল উপাধি মিশ্র নামে পরিচিত ছিলেন। যাদবের সময় থেকেই এই বংশের মিশ্র নাম লুপ্ত হয়। যাদবের পাঁচজন পুত্র – রামচন্দ্র ভট্টাচার্য, ষষ্ঠীদাস

ন্যায়বাগীশ, জগদীশ তর্কালংকার, লক্ষ্মণ ও বাণীনাথ। অতএব জগদীশ তৃতীয় পুত্র। রামচরণ বিদ্যাবাচস্পতি নামে একজন স্মৃতিশাস্ত্রকার অষ্টাদশ শতকে বিদ্যমান ছিলেন। তিনি ষষ্ঠীদাসের বংশধর ছিলেন। রামচন্দ্রের পুত্র বলরাম সিদ্ধান্ত থেকে এই ধারার সকলে সিদ্ধান্ত উপাধিতে পরিচিত ছিলেন। তবে জগদীশের ধারাই বংশের মুখ উজ্জ্বল করেছিল।

জগদীশের যখন পাঁচ বা সাত বৎসর বয়স তখন তাঁর পিতা মারা যান। তাঁকে লালনপালন করতে থাকেন তাঁর অগ্রজ ষষ্ঠীদাস। পিতার মৃত্যুতে ষষ্ঠীদাস চৈতন্যের সেবা করে কোনোরকমে সংসার চালাতেন। আর জগদীশও বাল্যকালে অত্যন্ত অবাধ্য ছিলেন। যার জন্য ষষ্ঠীদাস মাঝে মধ্যে জগদীশকে তিরস্কার করতেন। ফলস্বরূপ জগদীশ অসদাচরণ করতে লাগলেন।

৪.৩.১ অসৎপথ থেকে সৎপথে পদার্পণ : জগদীশ খুব দুরন্ত স্বভাবের ছিলেন। দুরন্তপনার মধ্য দিয়ে আটারো বৎসর বয়স অতিক্রান্ত হলে পর অবশেষে একটি অত্যাশ্চর্যক ঘটনার দ্বারা তিনি অসৎপথ থেকে সৎপথে গমন করলেন। একদিন তিনি একটি তালগাছ থেকে পাখির বাচ্চা পাড়ার উদ্দেশ্যে গাছে উঠেন। সেই গাছে পাখির বাচ্চাদের খাওয়ার জন্য একটি বিষধর সাপ বাস করত। জগদীশ যেইমাত্র পাখির বাচ্চাগুলোকে নেওয়ার জন্য হাত বাড়িয়েছেন সেইসময় সেই বিষধর সাপ ফণা তুলে তাঁকে দংশন করতে উদ্যত হল। জগদীশ আর কোনো উপায় না দেখে সঙ্গে সঙ্গে হাত দিয়ে সাপের মুখ চেপে ধরলেন। আর সাপটিও লেজ দিয়ে তাঁর হাত জড়িয়ে ধরল। জগদীশ ভয় না পেয়ে তালগাছের ধারাল প্রান্ত দিয়ে ঘর্ষণ করে সাপের মাথা শরীর থেকে আলাদা করল। তারপর তিনি গাছ থেকে নামলেন। কাছেই একজন সন্ন্যাসী জগদীশের এই অসাধারণ সাহস ও

তীক্ষ্ণবুদ্ধি লক্ষ্য করে তাঁকে ডেকে নানাভাবে বোঝাতে লাগলেন। জগদীশ মনে মনে ভেবেছিলেন এ যাত্রায় রক্ষা পেলে আর কোনোদিন একাজ করবেন না। অপরিচিত সন্ন্যাসীর কাছে অধ্যয়নের জন্য সঙ্কল্প করলেন।[৪৩]

৪.৩.২ অধ্যয়ন করার কৌশল : জগদীশ ১৮ বৎসর বয়সে অধ্যয়ন শুরু করলেন। তিনি দিনরাত অগাধ পরিশ্রম করে অধ্যয়ন করতে লাগলেন। এমনকি রাত্রিতে যাতে পড়তে পড়তে ঘুমিয়ে না পড়েন সেজন্য মাথার শিখার সঙ্গে ঘরের চালের বাতায় দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখতেন। ঘুম এলেই মাথাতে টান পড়ত আর ঘুম ভেঙ্গে যেত। তারপর তিনি পড়তে বসতেন। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ও পায়ে দড়ি বেঁধে রাখতেন এরকম ঘটনা আমরা পাই। এইভাবে দিনরাত পরিশ্রম করে সেই অপরিচিত সন্ন্যাসীর কাছে ব্যাকরণ ও কাব্য পাঠ করেন। তিনি অত্যন্ত দারিদ্র্যতার মধ্য দিয়ে দিন অতিবাহিত করেছেন। বাড়িতে তেল ছিল না, সেজন্য বাঁশপাতা কুড়িয়ে সেগুলো জ্বালিয়ে তার আলোতে পড়তেন। কোনো দিন যদি তেল পেতেন তাহলে সেই তেল রেখে দিয়ে বাঁশপাতা জ্বালিয়ে রাতে আহার করতেন এবং তেল দিয়ে প্রদীপ জ্বালিয়ে পড়তেন। কিন্তু এত প্রতিকূলতা থাকা সত্ত্বেও পাঠ অব্যাহত রাখতেন।

৪.৩.৩ জগদীশের ন্যায়চর্চা : ব্যাকরণ ও কাব্যপাঠ শেষ করে তিনি ভবানন্দ সিদ্ধান্তবাগীশের চতুষ্পাঠীতে ন্যায়শিক্ষার জন্য প্রবেশ করলেন। তাঁর টোলে বহু ছাত্র ছিলেন। সব ছাত্রকে সরাসরি পড়াতে পারতেন না। উঁচু শ্রেণীর ছাত্ররা নীচু শ্রেণীর ছাত্রদের পড়াতেন। প্রথমে জগদীশকে তিনি চিনতে না পারলেও পরবর্তীকালে জগদীশের অসামান্য তর্কশক্তিই তাকে চিনিয়ে দিয়েছিল। একদিন ভবানন্দ বাড়ির ভেতর সন্ধ্যাহ্নিক করছিলেন আর সেইসময় টোলের এক ছাত্রের সঙ্গে জগদীশের তর্ক আরম্ভ হয়। বিচারে

মুগ্ধ হয়ে সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয় তাঁর স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করলেন ছেলেটি কে? তখন জানতে পারলেন যে, সে হল জগা। তারপর থেকে জগদীশকে তিনি অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে পড়াতেন এবং ক্রমে জগদীশ হয়ে উঠলেন টোলের প্রধান ছাত্র। জগদীশ সার্বভৌম নামে কোনো প্রসিদ্ধ পণ্ডিতের ছাত্র ছিলেন এরকম প্রবাদও আছে।[৪৪] কেউ কেউ বলেন তিনি ভবানন্দ সিদ্ধান্তবাগীশ ও দ্বিতীয় বাসুদেব সার্বভৌম দুজনের কাছেই অধ্যয়ন করেছেন।

জগদীশের আবির্ভাবের আগে শিরোমণির গ্রন্থরচনার প্রায় ১০০ বছরের মধ্যে দীধিতির উপর বহুটীকা রচনা হয়েছিল যার ফলে নব্যন্যায়ের কলেবর বিস্তৃত হতে লাগল। কিন্তু যখন থেকে জগদীশের টীকা প্রচার লাভ করতে শুরু করল তখন থেকে সেই পূর্ব বিস্তৃতগ্রন্থগুলো ধীরে ধীরে লোপ পেতে লাগল। এর কারণ জগদীশের অসামান্য প্রতিভাশক্তি। তিনি অনুমানখণ্ডের শেষে দুটি শ্লোকের মাধ্যমে নিজের কীর্তিগাথা বর্ণনা করেছেন –

কুর্বন্তি নিত্যমনুমানমণেরনেকে প্রায়ঃ প্রয়াসমধিদীধিতি নীতিভাজঃ।
এষা পুনস্তদপি নৈব নিজং নিগূঢং ভাবং প্রকাশয়তি তেন মমৈষ যত্নঃ।।
অপি গূঢো ময়কা কৃতে নিবন্ধে রুচিমুচ্চৈঃ পরগৌরবাদকরিষ্যত্।
গুণিনিন্দাব্রতভঙ্গভীতিরস্য প্রতিবেলং যদি নো মনস্যকরিষ্যত্।।[৪৫]

অর্থাৎ জগদীশের পূর্বে যে সমস্ত নৈয়ায়িকেরা শত প্রয়াস করেও দীধিতি টীকার নিগূঢ় ভাব প্রকাশ করতে সক্ষম হলেন না কিন্তু জগদীশ তর্কালংকার নিজ যত্নে তা জনসমক্ষে প্রকাশ করলেন। তার এই প্রয়াস কতখানি সফল তা তার টীকা অনুধাবন করলেই বোঝা যায়।

৪.৩.৪ চতুষ্পাঠী করার বাসনা : জগদীশ পাঠ শেষ করেই তর্কালংকার উপাধিতে ভূষিত

হলেন এবং নবদ্বীপেই চতুষ্পাঠী করার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। কিন্তু অর্থের অভাবে সে বাসনা তার পূর্ণ হল না। পরবর্তীকালে গ্রামের লোকেদের সাহায্যে তিনি চতুষ্পাঠী নির্মাণ করলেন। তাঁর চতুষ্পাঠীতে দেশ বিদেশ থেকে বহু ছাত্র অধ্যয়ন করতে আসত। আসলে শূদ্র ছাত্র পড়ানোর জন্য জগদীশ তর্কালংকারের গৃহ ভর্তি ছিল। অধ্যাপনাতেই শিক্ষার চরম সাফল্য, তাই জগদীশও তার থেকে বিপরীত হননি।

৪.৩.৫ জগদীশের রচনা : জগদীশ তর্কালংকার *তত্ত্বচিন্তামণি* গ্রন্থের উপর *ময়ূখ* নামক টীকা রচনা করেছেন। তাঁর রচিত গ্রন্থগুলি হল – *প্রত্যক্ষময়ূখ, অনুমানময়ূখ, উপমানময়ূখ* ও *শব্দময়ূখ*। রঘুনাথ শিরোমণি কৃত *দীধিতি*র উপর টীকা *জাগদীশী* টীকা রচনা করেন, যা *দীধিতি* টীকার পরিপূর্ণতা প্রদান করেছে। যেমন – *প্রত্যক্ষদীধিতিটীকা* এবং *অনুমানদীধিতিটীকা* ছাড়া অন্যান্য *জাগদীশী* টীকা পাওয়া যায় না। এছাড়া *অনুমানময়ূখ* গ্রন্থের ভাষ্যের টিপ্পনী। প্রশস্তপাদাচার্যের বৈশেষিকশাস্ত্রীয় দ্রব্যভাষ্যের টিপ্পনী *দ্রব্যসূক্তি*। *গুণসূক্তি* এখনও আবিষ্কার করা যায়নি। দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য মহাশয় শঙ্কর তর্কবাগীশের গৃহে একটি পুস্তকে তাঁর উল্লেখ দেখেছেন। শিরোমণি প্রণীত *ন্যায়লীলাবতীপ্রকাশ-দীধিতি* গ্রন্থের উপর *ন্যায়লীলাবতীদীধিতিটীকা*। শঙ্করাচার্যকৃত *আনন্দলহরী* স্তোত্রের টীকা। এছাড়াও তিনি *মুক্তিবিচার* গ্রন্থ রচনা করেন।

তিনি দুটো মৌলিক গ্রন্থ রচনা করে তর্কশক্তির চরম পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেছেন। গ্রন্থদুটি হল – *শব্দশক্তিপ্রকাশিকা* ও *তর্কামৃতম্*। এই শব্দশক্তিপ্রকাশ করাতেই নৈয়ায়িক সমাজে শ্রেষ্ঠ বলে গণ্য হয়েছিলেন। জগদীশ সম্পর্কে এরকম প্রবাদ প্রচলিত আছে –

> জগদীশস্য সর্বস্বং শব্দশক্তিপ্রকাশিকা।[৪৬]

বর্তমানে অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকোত্তরস্তরে *শব্দশক্তিপ্রকাশিকা* এবং স্নাতকস্তরে *তর্কামৃত* পাঠ্যরূপে নির্দিষ্ট করা হয়েছে। একসময় বাংলার সমস্ত চতুষ্পাঠীতে *শব্দশক্তিপ্রকাশিকা* পড়ানো হত। অতএব কতটা জনপ্রিয় ছিল এই গ্রন্থ তা বোঝা যায়। যেমন বর্তমানে *তর্কসংগ্রহ* প্রায় সমস্ত মহাবিদ্যালয় এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ানো হয়।

এছাড়াও *ন্যায়াদর্শ* নামে একটি গ্রন্থ জগদীশ তর্কালংকারের নামে প্রচলিত। গ্রন্থারম্ভে তিনি বলেছেন –

অন্যৈরনুচিতবিবিধক্ষোদৈঃ কলুষীকৃতঃ কবিভিঃ।
ন্যায়াদর্শ ইদানীং শ্রীজগদীশপ্রকাশিতঃ স্ফুরতুঃ।।
যন্মাদৃশে সমুপদিষ্টমজুষ্টমন্যৈঃ শ্রীসার্ব্বভৌমগুরুণা করুণাময়েন।
সিদ্ধান্তসারমিদমাদরতস্তদস্য বিদ্যার্থিনাং গুণকৃতে প্রকৃতে বদামঃ।।[৪৭]

তিনি রাজানক মম্মটাচার্যের *কাব্যপ্রকাশের* উপর *কাব্যপ্রকাশরহস্যপ্রকাশ* নামক টীকা রচনা করেন। এই গ্রন্থটি জগদীশের ন্যায়ালংকার-উপাধিক কোনো ছাত্র ১৬৫৭ খ্রিস্টাব্দে (১৫৭৯ শকাব্দে) মাঘমাসের কৃষ্ণপক্ষের নবমীর রবিবারে লিখে শেষ করেন। এর থেকে বোঝা যায় জগদীশ তর্কালংকার সেই সময় বিদ্যমান ছিলেন।[৪৮]

*ন্যায়সিদ্ধান্তমুক্তাবলী*কার বিশ্বনাথ ন্যায়পঞ্চানন জগদীশের পূর্ববর্ত্তী ছিলেন। জগদীশ তাঁর *শব্দশক্তিপ্রকাশিকা* গ্রন্থে *ন্যায়সিদ্ধান্তমুক্তাবলী* গ্রন্থের আলোচনা করেছেন। *ন্যায়সিদ্ধান্তমুক্তাবলীর – এবং প্রসিদ্ধপদসান্নিধ্যাদপি শক্তিগ্রহঃ। যথা ইহ সহকারতরৌ মধুরং রৌতি পিক ইত্যাদৌ পিকপদস্য শক্তিগ্রহঃ।*[৪৯] এই মতে জগদীশ দোষ দেখিয়েছেন *– ইহ সহকারতরৌ মধুরং রৌতি পিক ইত্যাদিকন্তু ন যুক্তমুক্তক্রমেণ শক্তিগ্রহস্যোদাহরণং*

তিঙর্থে ধর্ম্মিণ্যভেদেন নামার্থান্বয়স্যাব্যুৎপন্নত্বাদিত্যাদি।[৫০] অতএব *ন্যায়সিদ্ধান্তমুক্তাবলীর* পরে *শব্দশক্তিপ্রকাশিকা* রচিত হয়েছিল বলা যায়।

তিনি তৎকালীন নবদ্বীপে জগদ্গুরু আখ্যা লাভ করেছিলেন। সেইসময়ে সারস্বত সমাজে তিনি সর্বোচ্চ মর্যাদায় ভূষিত হয়েছিলেন। নবদ্বীপে প্রচুর মহামহোপাধ্যায় ছিলেন কিন্তু জগদ্গুরু সংখ্যায় কম। জগদ্গুরু স্বয়ম্ভূ ব্রহ্মার আর এক নাম। মনে হয় নবদ্বীপে যিনি প্রধান নৈয়ায়িক হবেন তিনি এই জগদ্গুরু সম্মানে বিভূষিত হতেন। তিনি দীধিতিটিপ্পনীতে বলেছেন –

> ইতি মহামহোপাধ্যায়-জগদ্গুরু-শ্রীযুতজগদীশতর্কালঙ্কারভট্টাচার্য্যবিরচিতা সামান্যলক্ষণান্ত-দীধিতিটিপ্পনী সমাপ্তা।[৫১]

তিনি ন্যায় ও ব্যাকরণ শাস্ত্রে অদ্বিতীয় পণ্ডিত ছিলেন। দুরন্ত জগদীশ তর্কালংকার গভীর অধ্যয়নের ফলে মহাজ্ঞানবান্ হয়েছিলেন তাই তাঁর সম্পর্কে প্রচলিত শ্লোক –

> আদৌ জগা জগুঃ পশ্চাত্ জগচ্চ তদনন্তরম্।
> ইদানীং জ্ঞানসম্পত্ত্যাং জগদীশায়তে জগা।।[৫২]

জগদীশ আবার মথুরানাথের শিষ্য ছিলেন এরকম প্রবাদ শোনা যায়। জগদীশের দুই পুত্র – রঘুনাথ ও রুদ্রেশ্বর। রঘুনাথ *সাংখ্যতত্ত্ববিলাস* নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেন। এছাড়া *অনুমানচিন্তামণির* উপর পরামর্শ নামক একটি টীকা রচনা করেন।

অতএব তিনজন টীকাকার তাঁদের টীকাগ্রন্থগুলোর মাধ্যমে নৈয়ায়িক সমাজে বিশেষ খ্যাতি লাভ করেছেন। তিনটি টীকাই নব্যনৈয়ায়িকরা সাদরে গ্রহণ করেছেন। টীকাগুলো বিচারবুদ্ধির বিশ্লেষণ করার পক্ষে অসাধারণ সাক্ষর বহন করে। যারা নব্যন্যায় চর্চায় ব্রতী হতে চান তাদের অবশ্যই এই টীকাগুলোর জ্ঞান গ্রহণ করা উচিত।

উল্লেখপঞ্জি :

১. নিপুণতরমুপপাদয়িষ্যতে চৈতত্ শব্দমণিদীধিতৌ। – ব. ন., সম্পা. দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য, পৃ.-৮২।

২. তত্ত্ব. চি. দী. বি., পৃ. - ১।

৩. ন. ম., সম্পা. কান্তিচন্দ্র রাঢ়ী, পৃ. - ১৪২।

৪. *তত্রৈব*।

৫. *তদেব*, পৃ. - ১৪৩।

৬. and studied at the same time with three other disciples of the same preceptor, who likewise have acquired great celebrity; viz. Siromani, Crishnananda and Chaitanya. Pg no – 93.

৭. ব. ন., প্রাগুক্ত, পৃ.- ৯৪।

৮. *তত্রৈব*।

৯. *তত্রৈব*।

১০. শ্রী. ই., প্রাগুক্ত, পৃ. – ২৭১।

১১. ব. ন., প্রাগুক্ত, পৃ.-৯৫।

১২. *তত্রৈব*।

১৩. *তত্রৈব*।

১৪. ন. ম., প্রাগুক্ত, পৃ. - ১৩৫।

১৫. *তত্রৈব*।

১৬. ব. ন., প্রাগুক্ত, পৃ. – ৯৬।

১৭. *তত্রৈব*।

১৮. https://bengaliforum.com

১৯. ন. ম., প্রাগুক্ত, পৃ. - ১৪৫।

২০. ব. ন., প্রাগুক্ত, পৃ. - ৮৪।

২১. তত্ত্ব. চি. দী. বি., প্রাগুক্ত, পৃ. - ২।

২২. ন. ম., প্রাগুক্ত, পৃ. – ১৪০।

২৩. *তত্রৈব*।

২৪. *তত্রৈব*।

২৫. ন. ম., প্রাগুক্ত, পৃ. - ১৪১।

২৬. *তত্রৈব*।

২৭. তত্ত্ব. চি. দী. গা., পৃ. – ১।

২৮. ন. ম., প্রাগুক্ত, পৃ. - ১৫১।

২৯. *তদেব*, পৃ. - ১৫৩।

৩০. তত্ত্ব. চি. র., অনু., পৃ. -১।

৩১. তত্ত্ব. চি. র., শব্দ., পৃ. -১।

৩২. ন. ম., প্রাগুক্ত, পৃ. - ১৫২।

৩৩. *তত্রৈব*।

৩৪. অস্য বিবাহ চং শঙ্করহালদারস্য কন্যা, পশ্চাৎ মুং গৌরীকান্তচক্রবর্ত্তীকস্য কন্যাবিবাহে নদীযাবাসী শ্রীরামতর্কালঙ্কারজঃ। – ব. ন., প্রাগুক্ত, পৃ. - ১৬৪।

৩৫. ন্যায়. প., সম্পা. ফণিভূষণ তর্কবাগীশ, পৃ. - ১৬।

৩৬. ব. ন., প্রাগুক্ত, পৃ. - ১৫৮।

৩৭. *তত্রৈব*।

৩৮. ন. ম., প্রাগুক্ত, পৃ. - ১৫১।

৩৯. ব. ন., প্রাগুক্ত, পৃ.-১৫৯।

৪০. *তত্রৈব*।

৪১. *তদেব*, পৃ. - ১৬০।

৪২. *তদেব,* পৃ. - ১৬৭।

৪৩. ন. ম., প্রাগুক্ত, পৃ. - ১৬৫।

৪৪. *তদেব,* পৃ.- ১৬৮।

৪৫. *তদেব,* পৃ. - ১৬৫।

৪৬. *তদেব,* পৃ. - ১৭১।

৪৭. ব. ন., প্রাগুক্ত পৃ. - ১৬৮।

৪৮. শাকে রন্ধ্রাদ্রিবাণক্ষিতিপরিগণিতে মাঘমাসে নবম্যাং

পক্ষেচৈবাবলক্ষে গ্রহপতিদিবসে জীবযুগ্ যুগ্মলগ্নে।

ন্যায়ালঙ্কারধীরো নিজগুরুরচিতং পুস্তকমেতত্ সমস্তং

স্বীয়ং স্বীয়াঙ্গনস্থো ব্যলিখদনলসোঽধ্যাপনার্থং সুখেন।। – ন. ম., প্রাগুক্ত, পৃ. - ১৬৪।

৪৯. ভা. প., ন্যায়. সি. মু., সম্পা. পঞ্চানন ভট্টাচার্য, পৃ. - ২৭১।

৫০. শব্দ. প্র., সম্পা. গঙ্গাধর কর, পৃ. - ৫০।

৫১. ব. ন., প্রাগুক্ত, পৃ. - ১৭০।

৫২. *তদেব,* পৃ. - ১৭১।

পঞ্চম অধ্যায় :

দীধিতি, মাথুরী ও *জাগদীশী* অবলম্বনে ব্যাপ্তির স্বরূপ

এই অধ্যায়ে ব্যাপ্তির স্বরূপ বিষয়ে তিনজন টীকাকার কীভাবে তাদের মত তুলে ধরেছেন তা দেখানোর চেষ্টা করেছি। কারণ ব্যাপ্তিবিষয়ে গঙ্গেশোপাধ্যায় যা বলেছেন সেই মতের বিচার বিশ্লেষণ আমরা টীকাগ্রন্থগুলো না পড়লে যথাযথ রূপে জানতে পারব না। গঙ্গেশোপাধ্যায় প্রথমে পূর্বপক্ষীয় ব্যাপ্তির কতকগুলো লক্ষণ দিয়েছেন, তারপর সিদ্ধান্তরূপে ব্যাপ্তির যে লক্ষণ দিয়েছেন সেটাই নব্যন্যায়দর্শনে সিদ্ধান্তব্যাপ্তিরূপে পরিচিত। তাই সিদ্ধান্তব্যাপ্তি জানার আগে পূর্বপক্ষীয় মতগুলো জানা দরকার। তাই সংক্ষেপে পূর্বপক্ষীয় মত তুলে ধরে তারপর সিদ্ধান্তব্যাপ্তি নিয়ে আলোচনা করেছি। আর গবেষণার বিষয়রূপে যেহেতু তিনটি টীকাকে নির্বাচন করেছি, তাই সেই টীকাগুলোতে যা আলোচিত হয়েছে তার ভিত্তিতে ব্যাপ্তির স্বরূপ আলোচনা করছি।

৫.০ *দীধিতি, মাথুরী* ও *জাগদীশী* অবলম্বনে পূর্বপক্ষীয় ব্যাপ্তির স্বরূপ :

৫.০.১ দীধিতিকারোক্ত পূর্বপক্ষীয় ব্যাপ্তির স্বরূপ : দীধিতিকার রঘুনাথ শিরোমণি গঙ্গেশোপাধ্যায়ের দেখানো পথেই ব্যাপ্তির স্বরূপ নির্ণয় করতে প্রয়াসী হয়েছেন। ব্যাপ্তিগ্রহের উপায় প্রতিপাদনের হেতু ব্যাপ্তির স্বরূপ নিরূপণের প্রাসঙ্গিকতা তিনি দেখিয়েছেন। গঙ্গেশোপাধ্যায় কৃত অব্যভিচরিতত্বরূপ পূর্বপক্ষব্যাপ্তির উপর দোষ দেখিয়েছেন। অর্থাৎ *তত্ত্বচিন্তামণি*কার প্রথম লক্ষণ থাকা সত্ত্বেও কেন দ্বিতীয় লক্ষণ করেছেন তার উত্তর দীধিতিকার দিয়েছেন।

অব্যাপ্যবৃত্তিসাধ্যক সদ্ধেতুক অনুমিতিস্থলে (*কপিসংযোগী এতদ্বৃক্ষত্বাত্*) প্রথম লক্ষণের অব্যাপ্তি আশঙ্কা করে দ্বিতীয় লক্ষণে ‘সাধ্যবদ্ভিন্ন’ পদটির নিবেশ করা হয়েছে।

মথুরানাথ তর্কবাগীশ কিন্তু এখানে সাধ্যাভাবাধিকরণে নিরবচ্ছিন্ন নিবেশের দ্বারা অব্যাপ্তি বারণ করেছেন। অব্যভিচরিতত্বরূপ ব্যাপ্তির প্রথম লক্ষণ হল – *সাধ্যাভাববদবৃত্তিত্বম্*।[১] এর অর্থ হল সাধ্যাভাবাধিকরণনিরূপিতবৃত্তিত্বাভাব। প্রসিদ্ধ স্থলে লক্ষণ সমন্বয় হয়ে যায়। যেমন – *পর্বতো বহ্নিমান্ ধূমাত্*। এটি একটি সদ্ধেতু স্থল। সাধ্য = বহ্নি, সাধ্যাভাব = বহ্ন্যভাব, সাধ্যাভাবাধিকরণ = বহ্ন্যভাবাধিকরণ হল জলহ্রদাদি। জলহ্রদাদিতে যে সমস্ত দ্রব্যাদি থাকে তাই সাধ্যাভাবাধিকরণনিরূপিতবৃত্তি। অতএব মাছ, শৈবাল প্রভৃতি সাধ্যাভাবাধিকরণনিরূপিতবৃত্তি। এখানে হেতু ধূম। ধূমে মাছ, শৈবাল প্রভৃতি সাধ্যাভাবাধিকরণনিরূপিতবৃত্তিতার অভাব আছে। হেতু ধূমে এই বৃত্তিতার অভাবই সাধ্য বহ্নির ব্যাপ্তি। আবার *পর্বতো ধূমবান্ বহ্নেঃ* – এই অসদ্ধেতু স্থলে লক্ষণ সমন্বয় হয় না। সাধ্য = ধূম, সাধ্যাভাব = ধূমাভাব, সাধ্যাভাবাধিকরণ = ধূমাভাবাধিকরণ হল যেমন জলহ্রদাদি তেমন তপ্ত-অয়োগোলক বা তপ্তলৌহপিণ্ড। তপ্তলৌহপিণ্ডে নিরূপিত বৃত্তিত্ব হল বহ্নি। হেতু বহ্নিতে এই বৃত্তিতার অভাব নেই। অতএব এটি অসদ্ধেতু স্থল। স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন হয় প্রথম লক্ষণ যদি নির্দোষ হয় তাহলে দ্বিতীয় লক্ষণ করার কি প্রয়োজন? উত্তর হল এমন সদ্ধেতুক স্থল আছে যেখানে প্রথম লক্ষণ যায় না কিন্তু দ্বিতীয় লক্ষণ যায়। দ্বিতীয় লক্ষণ হল – *সাধ্যবদ্ভিন্নসাধ্যাভাববদবৃত্তিত্বম্*।[২] এর অর্থ হল সাধ্যবান্ ছাড়া সাধ্যাভাবাধিকরণনিরূপিতবৃত্তিত্বাভাব। এখন দেখতে হবে প্রসিদ্ধ স্থলে লক্ষণ সমন্বয় হয় কি না? *পর্বতো বহ্নিমান্ ধূমাত্*। সাধ্য = বহ্নি, সাধ্যবৎ = বহ্নিমৎ/ বহ্নিমান্ পর্বতাদি (পর্বত, চত্বর, গোষ্ঠ, মহানস, অয়োগোলক), সাধ্যবদ্ভিন্ন = জলহ্রদাদি। জলহ্রদাদিনিষ্ঠ বহ্ন্যভাবাধিকরণনিরূপিতবৃত্তিতার অভাব হেতুতে থাকে। অতএব লক্ষণ সমন্বয় হল। আবার অসদ্ধেতু স্থল – *পর্বতো ধূমবান্ বহ্নেঃ*। সাধ্য = ধূম, সাধ্যবত্ = ধূমবত্/ ধূমবান্ পর্বতাদি (পর্বত, চত্বর, গোষ্ঠ, মহানস), সাধ্যবদ্ভিন্ন = তপ্ত-অয়োগোলক। তপ্ত-

অয়োগোলকনিষ্ঠ ধূমাভাবাধিকরণনিরূপিতবৃত্তিতার অভাব হেতুতে থাকে না। অতএব লক্ষণ সমন্বয় হল না। এবার দেখতে হবে অব্যাপ্যবৃত্তিসাধ্যক সদ্ধেতুক অনুমিতিস্থলে কীভাবে প্রথম লক্ষণ যায় না, কিন্তু দ্বিতীয় লক্ষণ যায়। যার আশঙ্কা আচার্য রঘুনাথ শিরোমণি করেছেন। তা হল – *কপিসংযোগী এতদ্বৃক্ষত্বাত্*। এই অব্যাপ্যবৃত্তিসাধ্যক সদ্ধেতুকানুমিতি স্থলে প্রথম লক্ষণ যায় না। সাধ্য = কপিসংযোগ, সাধ্যাভাব = কপিসংযোগাভাব, সাধ্যাভাবাধিকরণ = কপিসংযোগাভাবাধিকরণ অগ্নি, বায়ু, এতদ্বৃক্ষত্ব প্রভৃতি। হেতু এতদ্বৃক্ষত্ব। সেই এতদ্বৃক্ষের মূলদেশাবচ্ছেদে কপিসংযোগ নেই, কিন্তু অগ্রদেশাবচ্ছেদে কপিসংযোগ আছে। অতএব সাধ্যাভাবাধিকরণনিরূপিতবৃত্তিতার অভাব হেতুতে নেই, তাই অব্যাপ্তি হল। দ্বিতীয় লক্ষণে সঙ্গতি হয়। সাধ্য = কপিসংযোগ, সাধ্যবত্ = কপিসংযোগবান্ এতদ্বৃক্ষ, সাধ্যবদ্ভিন্ন = কপিসংযোগবদ্ভিন্ন এতদ্বৃক্ষভিন্ন পর্বত, জলহ্রদ, গুণাদি। গুণাদিতে কপিসংযোগাভাবাধিকরণনিরূপিতবৃত্তিতার অভাব এতদ্বৃক্ষত্বে থাকে। জলহ্রদাদিরূপ সাধ্যবদ্ভিন্নে কপিসংযোগাভাবরূপ সাধ্যাভাব বৃত্তি হয় বলে, সাধ্যাভাবাধিকরণনিরূপিতবৃত্তিতার অভাব হেতুতে বা এতদ্বৃক্ষত্বে থাকে। গুণাদিতে নিরূপিত বৃত্তি গুণত্ব এতদ্বৃক্ষত্বে থাকে না। অতএব লক্ষণ সঙ্গত হল। দ্বিতীয় লক্ষণের অর্থ তিনি করেছেন – *সাধ্যবদ্ভিন্নে যঃ সাধ্যাভাবঃ তদ্বদবৃত্তিত্বমর্থঃ*।[৩] অর্থাৎ সাধ্যবদ্ এর ভেদাধিকরণে বিদ্যমান যে সাধ্যাভাব তার অধিকরণে হেতুর অবৃত্তিত্ব। সাধ্যবদ্ভিন্নসাধ্যাভাব এখানে তিনি সপ্তমী তৎপুরুষ সমাস স্বীকার করেছেন।

অব্যভিচরিতত্বরূপ তৃতীয় লক্ষণ হল – *সাধ্যবৎপ্রতিযোগিকান্যোন্যাভাবাসামানাধিকরণ্যম্*।[৪] এর অর্থ হল সাধ্যবত্ (সাধ্যবিশিষ্ট) হয়েছে প্রতিযোগী যার এমন যে অন্যোন্যাভাব তার অসামানাধিকরণ্য অথবা অন্যোন্যাভাবের অধিকরণনিরূপিত বৃত্তিতার অভাব হেতুতে থাকাই ব্যাপ্তি। এখন দেখতে হবে প্রসিদ্ধ স্থলে লক্ষণ সমন্বয় হয় কি না? *পর্বতো বহ্নিমান্*

ধূমাত্। সাধ্য = বহ্নি, সাধ্যবৎ = বহ্নিমৎ/ বহ্নিমান্ পর্বতাদি (পর্বত, চত্বর, গোষ্ঠ, মহানস, অয়োগোলক)। সাধ্যবৎপ্রতিযোগিকান্যোন্যাভাব = পর্বতাদি ভেদ আছে যে অন্যোন্যাভাবে বা যে অন্যোন্যাভাবে পর্বতাদি প্রতিযোগী। তাদৃশ অন্যোন্যাভাবের অধিকরণ জলহ্রদাদি। জলহ্রদাদিনিষ্ঠনিরূপিতবৃত্তিতার অভাব হেতু ধূমে থাকে। অতএব লক্ষণ সমন্বয় হল। আবার অসদ্ধেতু স্থল – *পর্বতো ধূমবান্ বহ্নেঃ*। সাধ্য = ধূম, সাধ্যবত্ = ধূমবত্/ ধূমবান্ পর্বতাদি (পর্বত, চত্বর, গোষ্ঠ, মহানস)। সাধ্যবৎপ্রতিযোগিকান্যোন্যাভাব = পর্বতাদি ভেদ আছে যে অন্যোন্যাভাবে বা যে অন্যোন্যাভাবে পর্বতাদি প্রতিযোগী। তাদৃশ অন্যোন্যাভাবের অধিকরণ জলহ্রদাদি বা অয়োগোলক। অয়োগোলকনিষ্ঠনিরূপিতবৃত্তিতার অভাব হেতু ধূমে থাকে না। অতএব লক্ষণ সমন্বয় হল না।

দ্বিতীয় লক্ষণ থাকা সত্ত্বেও তৃতীয় লক্ষণ করার প্রয়োজন হল যে, দ্বিতীয় লক্ষণে একটি নিয়ম স্বীকার করা হয়েছে যেটা সকলে স্বীকার করেন না। নিয়মটি হল – অধিকরণভেদে অভাব ভিন্ন ভিন্ন হয়। তাই তৃতীয় লক্ষণ করা হয়েছে। ঐ নিয়ম না মানলে দ্বিতীয় লক্ষণ স্বীকার করলে *কপিসংযোগী এতদ্বৃক্ষত্বাত্* স্থলে অব্যাপ্তি হয়। সাধ্য কপিসংযোগ, সাধ্যবৎ কপিসংযোগবান্ এতদ্বৃক্ষ, সাধ্যবদ্ভিন্ন এতদ্বৃক্ষাদিভিন্ন সমস্ত(যাবত্) বস্তু, যেমন – গুণাদি। সংযোগ একটি গুণ। গুণে গুণ থাকে না। (গুণে গুণানঙ্গীকারাত্) গুণাদিতে কপিসংযোগাভাবের অধিকরণ এতদ্বৃক্ষত্বনিরূপিত বৃত্তিতার অভাব হেতুতে থাকল না, তাই অব্যাপ্তি। অধিকরণভেদে অভাব ভিন্ন ভিন্ন বললে গুণাদিতে যে কপিসংযোগাভাব আছে তা এতদ্বৃক্ষের কপিসংযোগাভাবের থেকে ভিন্ন। অতএব গুণাদিতে কপিসংযোগাভাবের অধিকরণ গুণ, তদধিকরণনিরূপিতবৃত্তি গুণত্ব, এর অভাব হেতুতে থাকে। কিন্তু প্রশ্ন হয় 'অধিকরণভেদে অভাব ভিন্ন ভিন্ন' এই নিয়ম স্বীকার না করে কীভাবে তৃতীয় লক্ষণ দ্বারা *কপিসংযোগী এতদ্বৃক্ষত্বাৎ* স্থলে অব্যাপ্তি নিবারিত হয়। সাধ্য

কপিসংযোগ, সাধ্যবৎ কপিসংযোগবান্ এতদ্বৃক্ষ। সাধ্যবৎপ্রতিযোগিক অন্যোন্যাভাব = যে অন্যোন্যাভাবে এতদ্বৃক্ষ প্রতিযোগী, যেমন – এতদ্বৃক্ষভিন্ন সব, গুণাদি। গুণাদিতে গুণত্ব থাকে এতদ্বৃক্ষ থাকে না। অতএব অন্যোন্যাভাবাধিকরণনিরূপিতবৃত্তিতার অভাব হেতুতে থাকে। লক্ষণ সমন্বয় হবে।

দ্বিতীয় লক্ষণে – সাধ্যবদ্ভিন্নে যে সাধ্যাভাব তদধিকরণনিরূপিতবৃত্তিতার অভাব। তৃতীয় লক্ষণে – সাধ্যবৎপ্রতিযোগিক যে অন্যোন্যাভাব তদধিকরণনিরূপিতবৃত্তিতার অভাব। দ্বিতীয় লক্ষণে একটি 'সাধ্যাভাব' ও একটি 'অধিকরণ' পদ ছিল। তৃতীয় লক্ষণে তা নেই। দ্বিতীয় লক্ষণের 'সাধ্যাভাববত্' পদে যে অত্যন্তাভাবাধিকরণ পাওয়া যায় তার জন্যই 'অধিকরণভেদে অভাব ভিন্ন ভিন্ন' এই নিয়ম স্বীকার করতে হয়।

অব্যভিচরিতত্বরূপ চতুর্থ লক্ষণ হল – *সকলসাধ্যাভাববন্নিষ্ঠাভাবপ্রতিযোগিত্বম্*।[৫] সমস্ত সাধ্যাভাবের যে অধিকরণ তন্নিষ্ঠ অভাবের প্রতিযোগিতা হেতুতে থাকে। *পর্বতো বহ্নিমান্ ধূমাত্* – স্থলে সাধ্যাভাব বহ্ন্যভাবের অধিকরণ জলহ্রদাদি যাবৎ বস্তু। জলহ্রদাদিনিষ্ঠাভাব ধূমাভাব, প্রতিযোগী ধূম, প্রতিযোগিত্ব ধূমে থাকে। অতএব লক্ষণ সঙ্গত হল। *পর্বতো ধূমবান্ বহ্নেঃ* প্রভৃতি অসদ্ধেতুস্থলে ধূমাভাবাধিকরণ তপ্ত-অয়োগোলকনিষ্ঠাভাব ঘটাভাব, পটাভাব, মঠাভাব কিন্তু বহ্ন্যভাব নয়, প্রতিযোগিতা ঘট, পট, মঠে থাকে বহ্নিতে নয়। অতএব লক্ষণ সঙ্গত হল না।

'সাকল্য' এই বিশেষণ সাধ্যে এবং সাধ্যাভাবের অধিকরণে দুই জায়গাতে বুঝতে হবে। অর্থাৎ সকল সাধ্যাভাবের সকল অধিকরণে হেতুর অবৃত্তিত্ব বুঝতে হবে। অথবা সাধ্যাভাবকে সাধ্যতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাকাভাব গ্রহণ করতে হবে। সাধ্যাভাবের অধিকরণে সাকল্য বিশেষণ দিলে *পর্বতো ধূমবান্ বহ্নেঃ* প্রভৃতি অসদ্ধেতুস্থলে সাধ্যাভাবের

যৎকিঞ্চিৎ অধিকরণ জলহ্রদে বিদ্যমান অভাবের প্রতিযোগী যে ব্যভিচারী হেতু বহ্নিতে অতিব্যাপ্তি হয় না। সেরকম সাধ্যে সাকল্য বিশেষণ দ্বারা বা সাধ্যাভাবের প্রতিযোগিতায় সাধ্যতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নত্ব নিবেশের দ্বারা *পর্বতো বহ্নিমান্ ধূমাত্* প্রভৃতি নানাব্যক্তিসাধ্যক সদ্ধেতুস্থলে অব্যাপ্তি হবে না। *অয়ং কপিসংযোগী এতদ্বৃক্ষত্বাত্* প্রভৃতি অব্যাপ্যবৃত্তিসাধ্যক এবং ব্যাপ্যবৃত্তিসদ্ধেতুতে অব্যাপ্তি বারণ করার জন্য এবং *পৃথিবী কপিসংযোগাত্* প্রভৃতি ব্যভিচারী অব্যাপ্যবৃত্তি হেতুতে অতিব্যাপ্তি বারণের জন্য সাধ্যাভাবে এবং হেত্বভাবে প্রতিযোগিব্যধিকরণত্ব নিবেশ করতে হবে। হেত্বভাবে প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিব্যধিকরণত্ব নিবেশ করলে *ইদং দ্রব্যং বিশিষ্টসত্ত্বাত্* স্থলে অব্যাপ্তি হয় না। হেত্বভাবের প্রতিযোগিত্বটি হেতুতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নরূপে গ্রহণ করার ফলে সকলসাধ্যাভাববন্নিষ্ঠাভাব রূপে বিশিষ্টসত্তাত্বরূপে বিশিষ্টসত্তাভাবকে গ্রহণ করলে *দ্রব্যং সত্ত্বাত্* প্রভৃতি স্থলে লক্ষণের অতিব্যাপ্তির আপত্তি হবে না। সাধ্যাভাবেও প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিব্যধিকরণত্ব বিশেষণ নিবেশ করতে হবে। ফলে *বিশিষ্টসত্তাবান্ জাতেঃ* প্রভৃতি স্থলে অতিব্যাপ্তি হয় না।

পর্বতো বহ্নিমান্ ধূমাত্ – প্রভৃতি সদ্ধেতুস্থলে তৃতীয় লক্ষণটি যায় না। সাধ্যবৎ পর্বত, চত্বর, গোষ্ঠ, মহানস প্রভৃতি। যে অন্যোন্যাভাবে সাধ্যবৎ প্রতিযোগী অর্থাৎ *পর্বতো ন* এরূপ বহ্নিমদ্ভেদ ধরলে পর্বতভেদ, চত্বরভেদ এরা সকলেই বহ্নিমদ্ভেদ। এখানে প্রতিযোগী পর্বতভেদ। সেই অন্যোন্যাভাবের অধিকরণ চত্বর বা মহানস। তদধিকরণনিরূপিতবৃত্তিতার অভাব হেতু ধূমে থাকে না। এজন্য চতুর্থ লক্ষণ করা হয়েছে।

অব্যভিচরিতত্বরূপ পঞ্চম লক্ষণ হল – *সাধ্যবদন্যাবৃত্তিত্বম্*।[৬] সাধ্যবিশিষ্ট হতে যা অন্য বা ভিন্ন, তন্নিরূপিত বৃত্তিতার অভাব হেতুতে থাকা। *পর্বতো বহ্নিমান্ ধূমাত্*

সদ্ধেতুস্থলে সাধ্যবত্ বহ্নিমৎ যথা – পর্বত, চত্বর, গোষ্ঠ, মহানস প্রভৃতি। সাধ্যবদন্য জলহ্রদাদিনিরূপিত বৃত্তিতার অভাব ধূমে থাকে। অতএব লক্ষণ সঙ্গত হল, কোনো দোষ নেই। আবার *পর্বতো ধূমবান্ বহ্নেঃ* প্রভৃতি অসদ্ধেতুস্থলে সাধ্যবদন্য জলহ্রদাদির ন্যায় তপ্ত-অয়োগোলকনিরূপিতবৃত্তিতার অভাব বহ্নিতে নেই, অতএব লক্ষণ সমন্বয় হল না।

চতুর্থ লক্ষণে সকল অধিকরণের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু যেখানে সাধ্যাভাবের অধিকরণ নানা নয়, এক সেখানে সাকল্য অপ্রসিদ্ধ। এজন্য পঞ্চম লক্ষণ করা হয়েছে। *দ্রব্যং পৃথিবীত্বাত্* ইত্যাদি একব্যক্তিকসাধ্যক স্থলে লক্ষণ সমন্বয় হয় না। কারণ এই স্থলে সাধ্য দ্রব্যত্ব এক হওয়ায় সকল সাধ্য অপ্রসিদ্ধ। ফলস্বরূপ সকলসাধ্যাভাববন্নিষ্ঠাভাবপ্রতিযোগিত্বও অপ্রসিদ্ধ হয়ে যায়। সদ্ধেতুস্থলে লক্ষণ না যাওয়ায় অব্যাপ্তি। এছাড়াও *তদ্রূপাভাববান্ তদ্রসাভাবাত্* স্থলে সাধ্য তদ্রূপাভাব, সাধ্যাভাব তদ্রূপাভাবাভাব = তদ্রূপ, সাধ্যাভাবাধিকরণ তদ্রূপবান্। এখানে অধিকরণ এক, নানা নয়।

আবার *তদ্ঘটাবৃত্তিধর্মবান্ তদ্ঘটান্যত্বাত্* ইত্যাদি একব্যক্তিসাধ্যাভাবাধিকরণস্থলেও অব্যাপ্তি হয়। পঞ্চম লক্ষণে 'সাধ্যবদন্য' পদের সার্থকতা বলতে গিয়ে তিনি বলেছেন *ধূমাভাববান্ বহ্ন্যভাবাত্* প্রভৃতি সদ্ধেতুস্থলে হেত্বভাব বহ্ন্যভাবাভাব অর্থাৎ বহ্নি সকল সাধ্যাভাবের অধিকরণে বৃত্তি হয় না, তাই অব্যাপ্তি হয়। পঞ্চমলক্ষণের অন্যোন্যাভাবটিকে সাধ্যবত্ত্বাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিতাক অন্যোন্যাভাবরূপে ব্যুৎপত্তির দ্বারা বুঝতে হবে। যেমন নীল ঘট কখনো ঘটের থেকে আলাদা হয় না।[৭]

এখানে জানা উচিত গঙ্গেশোপাধ্যায় পাঁচ প্রকার অব্যভিচরিতত্বরূপ ব্যাপ্তির নিরাস করার জন্য কেবলান্বয়িসাধ্যক স্থল স্বীকার করেছেন। অর্থাৎ *ইদং বাচ্যং জ্ঞেয়ত্বাত্* – এরকম কেবলান্বয়িস্থলে স্থলে পাঁচটি লক্ষণ যায় না। তাহলে দীধিতিকার আলাদাভাবে

দোষের উদ্ভাবন করলেন কেন? কেউ যদি মনে করেন যে, প্রথম চারটি লক্ষণে আলাদা দোষের উল্লেখ করায় তাহলে পঞ্চম লক্ষণটিরই কেবলান্বয়িস্থলে অব্যাপ্তি হয় অন্যগুলির নয়, তা কিন্তু ঠিক নয়। রঘুনাথ শিরোমণির অভিপ্রায় এরকম নয়। কেবলান্বয়িস্থলে পাঁচটি লক্ষণ যায় না এটা অস্বীকার করা যাবে না। তাঁর অভিপ্রায় হল – কেবলান্বয়িস্থলে পাঁচটি লক্ষণের সাধারণ দোষ এবং তার সাথে সাথে পাঁচটি লক্ষণের বিশেষ দোষও আছে। যেমন - *কপিসংযোগাভাববান্ সত্ত্বাত্* – স্থলে দ্বিতীয়াদি চারটি লক্ষণ যায় না।

এরপর রঘুনাথ শিরোমণি সিংহ ও ব্যাঘ্র নামক দুটি ব্যাপ্তি আলোচনা করেছেন। সিংহব্যাপ্তির লক্ষণ তত্ত্বচিন্তামণিকার বলেছেন – *সাধ্যাসামানাধিকরণ্যানধিকরণত্বম্*।[৮] অর্থাৎ সাধ্যের অসামানাধিকরণ্যের অনধিকরণত্বই ব্যাপ্তি। সাধ্যাসামানাধিকরণ্য এর অর্থ দীধিতিকার অন্যভাবে ব্যাখ্যা করেছেন – *সাধ্যম্ অসমানাধিকরণং যস্য*।[৯] এখানে বহুব্রীহি সমাস করে ভাব অর্থে ষ্যঞ্ প্রত্যয় করা হয়েছে। সাধ্যম্ অসমানাধিকরণং যস্য = সাধ্যাসমানাধিকরণম্, সাধ্যাসমানাধিকরণ + ষ্যঞ্ = সাধ্যাসামানাধিকরণ্যম্। অতএব সাধ্যাসামানাধিকরণ্যের অনধিকরণত্ব ব্যাপ্তি। *পর্বতো বহ্নিমান্ ধূমাত্* – এই স্থলে ধূমের অসমানাধিকরণ বহ্নি নয়, কিন্তু জলহ্রদাদিতে যে মীনাদি থাকে তার অসমানাধিকরণ বহ্নি। সুতরাং সাধ্য যার অসমানাধিকরণ, তার ভাব (ধর্ম) মীনাদিতে থাকে, ধূমে থাকে না। ঐরূপ ধর্মের অনধিকরণত্ব ধূমে থাকায় লক্ষণ সমন্বয় হয়। *পর্বতো ধূমবান্ বহ্নেঃ* – স্থলে সাধ্য ধূম তপ্তলৌহপিণ্ডে যে বহ্নি তার অসমানাধিকরণ। সাধ্য যার অসমানাধিকরণ তা হল তপ্তলৌহপিণ্ডে অবস্থিত বহ্নি। তার ভাব ঐ বহ্নিতে থাকায়, অনধিকরণত্ব না থাকায় লক্ষণ সমন্বয় না হওয়ায় অতিব্যাপ্তিও হল না।

সাধ্যম্ অসমানাধিকরণং যস্য এর যদি 'যার অনধিকরণবৃত্তি সাধ্য' এই অর্থ করা হয় তাহলে সাধ্যসামানাধিকরণ্য পদের অর্থ হবে যার অনধিকরণ বৃত্তি সাধ্য তার ধর্ম

হবে। কিন্তু এই অর্থ গ্রহণ করলেও *দ্রব্যং সত্ত্বাত্* – অসদ্ধেতুক স্থলে লক্ষণের অতিব্যাপ্তি হবে। কারণ সত্তার অনধিকরণবৃত্তি সাধ্য নয়, সত্তার অনধিকরণ যে সামান্যাদি তাতে সাধ্য দ্রব্যত্ব থাকে না, কিন্তু গুণত্বের অনধিকরণবৃত্তি সাধ্য। তাই যার অনধিকরণবৃত্তি সাধ্য এরূপ হল গুণত্ব, তার ভাব গুণত্বে থাকে সত্তাতে নয়। ঐরূপ ধর্মের অনধিকরণত্ব সত্তা হেতুতে থাকায় অতিব্যাপ্তি হয়।

আবার *সত্তাবান্ দ্রব্যত্বাত্* – এই সদ্ধেতু স্থলে লক্ষণের অব্যাপ্তি হয়। কারণ দ্রব্যত্বের অনধিকরণ গুণে সাধ্য সত্তা বিদ্যমান। অতএব দ্রব্যত্বকে সাধ্যসমানাধিকরণরূপে গ্রহণ করা যায়। তাহলে দ্রব্যত্বে সাধ্যসামানাধিকরণ্য থাকবে, সাধ্যসামানাধিকরণ্যের অনধিকরণত্ব থাকবে না। অতএব লক্ষণ সমন্বয় না হওয়ায় অব্যাপ্তি। আর যদি অসমানাধিকরণ পদের অধিকরণে অবৃত্তি অর্থ স্বীকার করা হয় তাহলে অর্থ হবে – যার অধিকরণে অবৃত্তি সাধ্য তার ধর্ম। এরকম অর্থ করলে পূর্বোক্ত অতিব্যাপ্তি ও অব্যাপ্তি দোষ নিবারিত হতে পারে। *দ্রব্যং সত্ত্বাত্* – স্থলে সত্তার অধিকরণ গুণে দ্রব্যত্ব অবৃত্তি হওয়ায় সত্তা সাধ্যাসমানাধিকরণ, তার ধর্ম সত্তাত্ব। সাধ্যাসামানাধিকরণ্য সত্তাতে থাকে, অনধিকরণত্ব না থাকায় অতিব্যাপ্তি হল না।

সত্তাবান্ দ্রব্যত্বাত্ – স্থলে সাধ্যাসমানাধিকরণ দ্রব্যত্ব হয় না। কারণ দ্রব্যত্বের কোনো অধিকরণেই সত্তা অবৃত্তি নয়। তাই দ্রব্যত্বকে সাধ্যাসমানাধিকরণরূপে গ্রহণ করা যাবে না। সামান্যত্ব, বিশেষত্ব প্রভৃতি অধিকরণে সত্তা অবৃত্তি বলে তারা সাধ্যাসমানাধিকরণ। তাদের ধর্ম সামান্যত্বত্ব, বিশেষত্বত্ব সাধ্যাসামানাধিকরণ্য। ঐ ধর্ম সামান্যত্বাদিতে থাকে দ্রব্যত্বে থাকে না। অতএব দ্রব্যত্বে সাধ্যাসামানাধিকরণ্যের অনধিকরণত্ব থাকায় অব্যাপ্তি হল না, লক্ষণ সমন্বয় হল।

কিন্তু এভাবে ব্যাখ্যা করলেও *গুণকর্মান্যত্ববিশিষ্টসত্তাবান্ জাতেঃ* – এই অসদ্ধেতু স্থলে লক্ষণের অতিব্যাপ্তি হয়। সাধ্য হল গুণকর্মান্যত্ববিশিষ্টসত্তা অর্থাৎ গুণকর্মভেদসমানাধিকরণসত্তা। সত্তা দ্রব্য, গুণ ও কর্মে থাকে। আবার জাতি দ্রব্য, গুণ ও কর্মে থাকে। তাই হেতু ব্যভিচারী। জাতি সাধ্যাসমানাধিকরণ হয় না। কারণ জাতির অধিকরণে যদি সাধ্য গুণকর্মান্যত্ববিশিষ্টসত্তা অবৃত্তি হয় তাহলে জাতি সাধ্যাসমানাধিকরণ হবে। গুণকর্মান্যত্ববিশিষ্টসত্তার অধিকরণ গুণ বা কর্ম নয়, তাহলেও গুণনিরূপিত বা কর্মনিরূপিত বৃত্তিত্ব সত্তাতে থাকে। নিয়ম আছে যে – *বিশিষ্টং শুদ্ধাত্ নাতিরিচ্যতে* অর্থাৎ বিশিষ্টসত্তা শুদ্ধসত্তা থেকে অতিরিক্ত নয়। অতএব জাতির অধিকরণনিরূপিত অবৃত্তিত্ব গুণকর্মান্যত্ববিশিষ্টসত্তাতে না থাকাতে জাতি সাধ্যাসমানাধিকরণ হয়, সাধ্যাসামানাধিকরণ্যের অনধিকরণত্বরূপ ব্যাপ্তি জাতিতে থাকায় অতিব্যাপ্তি হল। এই দোষ নিবারণের জন্য 'সাধ্যাসমানাধিকরণ' এর অর্থ করতে হবে – যার অধিকরণ সাধ্যের অনধিকরণ। তাহলে '*গুণকর্মান্যত্ববিশিষ্টসত্তাবান্ জাতেঃ* – স্থলে অতিব্যাপ্তি হয় না। কারণ জাতির অধিকরণ যে গুণ বা কর্ম তা গুণকর্মান্যত্ববিশিষ্টসত্তার অনধিকরণ। অতএব গুণকর্মান্যত্ববিশিষ্ট সত্তার অধিকরণ গুণ বা কর্ম হয় না। সুতরাং জাতির অধিকরণ গুণ বা কর্ম গুণকর্মান্যত্ববিশিষ্টসত্তার অনধিকরণ হওয়ায় জাতি সাধ্যাসমানাধিকরণ, জাতিতে সাধ্যাসামানাধিকরণ্য থাকায়, সাধ্যাসামানাধিকরণ্যের অনধিকরণত্ব না থাকায় লক্ষণের অতিব্যাপ্তি হল না।

'সাধ্যাসামানাধিকরণ্যানধিকরণত্ব' এই লক্ষণের যদি যার অধিকরণ সাধ্যের অনধিকরণ তত্ত্বানধিকরণত্ব এরকম অর্থ করা হয় তাহলেও নির্দোষ হয় না। কারণ *পর্বতো ধূমবান্ বহ্নেঃ* – এই স্থলে অতিব্যাপ্তি হবে। যার অধিকরণ সাধ্যের অনধিকরণ করলে

মীনাদিকে পাওয়া যাবে। মীনাদিগত তত্ত্ব এখানে সাধ্যাসামানাধিকরণ্য। মীনাদিগত সাধ্যাসামানাধিকরণ্যানধিকরণত্ব বহ্নিতে বিদ্যমান, অতএব অতিব্যাপ্তি। যদি বলা হয় যে, যে ব্যক্তির অধিকরণ সাধ্যের অনধিকরণ তত্তদ্ব্যক্তিত্ব সাধ্যাসামানাধিকরণ্য। এভাবে যত সাধ্যাসামানাধিকরণ্য আছে তাদের প্রত্যেকের অনধিকরণত্ব ব্যাপ্তি। *পর্বতো ধূমবান্ বহ্নেঃ* স্থলে বহ্নির অধিকরণ তপ্তলৌহপিণ্ড, তা ধূমের অনধিকরণ হওয়ায় তত্তদ্ব্যক্তিত্ব বহ্নিতে থাকে। বহ্নিতে মীনাদিগত সাধ্যাসামানাধিকরণ্যের অনধিকরণত্ব থাকলেও বহ্নিনিষ্ঠ যে সাধ্যাসামানাধিকরণ্য তার অনধিকরণত্ব না থাকায় অতিব্যাপ্তি হবে না। এভাবে সমাধান করলেও লক্ষণ সঙ্গত হয় না। কারণ মীন, শৈবাল, ঘট, বহ্নি প্রভৃতি অনন্তবস্তুনিষ্ঠ এক একটি সাধ্যাসামানাধিকরণ্য। তাদের প্রত্যেকের অনধিকরণত্ব প্রবিষ্ট হয়েছে। এভাবে অনন্ত সাধ্যাসামানাধিকরণ্য ঘটিত লক্ষণ হলে গৌরব দোষ হবে। তাই 'সাধ্যাসামানাধিকরণ্য' পদের অর্থ যদি 'সাধ্যানধিকরণবৃত্তিত্ব' করা হয় তাহলে লক্ষণের অর্থ হবে সাধ্যানধিকরণনিরূপিত বৃত্তিত্বানধিকরণত্ব। সাধ্যানধিকরণ এর অর্থ কিন্তু সাধ্যাধিকরণভিন্ন বা সাধ্যবদ্ভিন্ন নয় কিন্তু সাধ্যনিষ্ঠ আধেয়তার অনিরূপক অধিকরণ।[১০] সাধ্যবৈয়ধিকরণ্যানধিকরণত্ব এই দ্বিতীয় লক্ষণের অর্থ সাধ্যবদ্ভিন্নাবৃত্তিত্বানধিকরণত্ব। অতএব দুটি লক্ষণে পুনরুক্তি দোষ নেই।

এই লক্ষণে যে সাধ্যনিষ্ঠ আধেয়তার অনিরূপক অধিকরণনিরূপিত বৃত্তিত্ব তা হেতুতাবচ্ছেদকসম্বন্ধাবচ্ছিন্ন বলতে হবে। অন্যথা *বহ্নিমান্ ধূমাত্* – স্থলে সাধ্যনিষ্ঠ আধেয়তার অনিরূপক অধিকরণ অর্থাৎ সাধ্যানধিকরণ যে ধূমাবয়ব, সমবায়সম্বন্ধে তদ্বৃত্তিত্ব ধূমে আছে, তাদৃশ বৃত্তিত্ব অনধিকরণত্ব না থাকায় অব্যাপ্তি। হেতুতাবচ্ছেদকসম্বন্ধাবচ্ছিন্নত্ব বিশেষণ দিলে অব্যাপ্তি হয় না। কারণ তাদৃশ সাধ্যানধিকরণ ধূমাবয়বে হেতুতাবচ্ছেদক সংযোগসম্বন্ধে ধূম থাকে না। অতএব সাধ্যানধিকরণ

ধূমাবয়বনিরূপিত হেতুতাবচ্ছেদক সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন বৃত্তিত্ব ধূমে নেই, ধূমে তাদৃশ বৃত্তিত্বের অনধিকরণত্ব থাকায় লক্ষণ সমন্বয় হয়ে যায়। কিন্তু এরূপ নিবেশ করলে *সত্তাবান্ দ্রব্যত্বাত্* – স্থলে লক্ষণের অব্যাপ্তি হয়। এখানে সাধ্যানধিকরণ সামান্যাদি, সামান্যাদিতে হেতুতাবচ্ছেদক সমবায়সম্বন্ধে কোনো বস্তু থাকে না। অতএব সামান্যাদিনিরূপিত হেতুতাবচ্ছেদক সমবায়সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন বৃত্তিত্ব অপ্রসিদ্ধ হওয়ায় সাধ্যানধিকরণনিরূপিত হেতুতাবচ্ছেদক সমবায়সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন বৃত্তিত্বরূপ সাধ্যাসামানাধিকরণ্য অপ্রসিদ্ধ হওয়ায় অব্যাপ্তি হল। তাই লক্ষণ বলতে হবে – সাধ্যনিষ্ঠ আধেয়তার অনিরূপক অধিকরণতাব্যাপকীভূতাভাবপ্রতিযোগ্যধিকরণতাসামান্যকত্ব ব্যাপ্তি। সাধ্যনিষ্ঠ আধেয়তার অনিরূপক অধিকরণতা অর্থাৎ সাধ্যানধিকরণত্বের ব্যাপক হয় যদ্ধর্মাবচ্ছিন্নাধিকরণতাসামান্যাভাব তদ্ধর্মবত্ত্ব। সদ্ধেতু স্থলে যেখানে সাধ্যের অনধিকরণত্ব থাকে সেখানে কখনো হেতু থাকে না। অতএব সাধ্যানধিকরণত্বের ব্যাপক হয় হেত্বধিকরণত্বাভাব। *বহ্নিমান্ ধূমাত্* – স্থলে বহ্নির অনধিকরণত্ব যে সকল বস্তুতে থাকে তার সর্বত্রই ধূমত্বাবচ্ছিন্নের অধিকরণত্বাভাব বিদ্যমান থাকায় লক্ষণ সমন্বয় হল। আর *ধূমবান্ বহ্নেঃ* – স্থলে ধূমের অনধিকরণত্ব তপ্তলৌহপিণ্ডে আছে, কিন্তু সেখানে বহ্নিত্বাবচ্ছিন্নের অধিকরণত্বাভাব না থাকায় বহ্নিত্বাবচ্ছিন্নের অধিকরণত্বাভাব সাধ্যানধিকরণত্বের ব্যাপক নয়, অতএব অতিব্যাপ্তি হল না। এই লক্ষণে সাধ্যানধিকরণবৃত্তিত্ব প্রবিষ্ট না থাকার ফলে তাদৃশ বৃত্তিত্বে হেতুতাবচ্ছেদক সম্বন্ধাবচ্ছিন্নত্ব নিবেশ না থাকায় *সত্তাবান্ দ্রব্যত্বাত্* ইত্যাদি স্থলে অব্যাপ্তির আশঙ্কা নেই। কারণ *সত্তাবান্ দ্রব্যত্বাত্* স্থলে সাধ্য সত্তার অনধিকরণত্ব সামান্যাদিতে বিদ্যমান। সামান্যাদিতে দ্রব্যত্বত্বাবচ্ছিন্নাধিকরণত্বাভাব থাকে। সুতরাং সাধ্যানধিকরণত্বের ব্যাপক

দ্রব্যত্বত্বাবচ্ছিন্নাধিকরণত্বাভাব, তাদৃশ দ্রব্যত্বত্ববত্ত্ব দ্রব্যত্ব হেতুতে থাকায় লক্ষণ সমন্বয় হয়। এভাবে তিনি প্রতিটি লক্ষণের প্রয়োজনীয়তা দেখিয়েছেন।

এরপর রঘুনাথ ব্যধিকরণধর্মাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিতাকাভাবঘটিত ব্যাপ্তির ১৪ প্রকার লক্ষণ দিয়েছেন। তার মধ্যে দুটো লক্ষণ সোন্দড় নৈয়ায়িক, চক্রবর্ত্তী নৈয়ায়িকের তিনটি লক্ষণ, প্রগলভাচার্যের তিনটি, মিশ্র নৈয়ায়িকের তিনটি এবং সার্বভৌম নৈয়ায়িকের তিনটি লক্ষণ। সোন্দড়কৃত প্রথম লক্ষণ –

> যৎসমানাধিকরণাঃ সাধ্যতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নব্যাপকতাবচ্ছেদকপ্রতিযোগিতাকাঃ যাবন্তোঽভাবাঃ প্রতিযোগিসমানাধিকরণাস্তত্ত্বম্।[১১]

গঙ্গেশোপাধ্যায় যে অব্যভিচরিতত্বের কথা বলেছেন তার পারিভাষিক অর্থ রঘুনাথ এরকম করেছেন। সেই অব্যভিচরিতত্ব ব্যাপ্তি। যৎ পদের দ্বারা হেতুকে গ্রহণ করব। তাহলে *পর্বতো বহ্নিমান্ ধূমাত্* – স্থলে ধূম হেতু, যৎসমানাধিকরণ হেতুসমানাধিকরণ ধূমাধিকরণ পর্বত, সেই পর্বতে অভাব ধরব ঘটত্বেন বহ্ন্যভাব। এখানে সাধ্যতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন বহ্নি, তার অধিকরণ পর্বতে *ঘটত্বেন বহ্ন্যভাবীয় প্রতিযোগিতাবান্ নাস্তি* এরকম অভাব গ্রহণ করতে পারব না, কিন্তু *ঘটাভাবীয়প্রতিযোগিতাবান্ নাস্তি* এরকম অভাব গ্রহণ করতে পারব। কারণ *ঘটত্বেন বহ্ন্যভাবীয়প্রতিযোগিতাবান্* যে বহ্নি তা পর্বতে আছে। অতএব সাধ্যের অধিকরণবৃত্তি অভাব বলতে *ঘটত্বেন বহ্ন্যভাবীয়প্রতিযোগিতাবান্ নাস্তি* এরকম অভাব গ্রহণ করতে পারব না, কিন্তু *ঘটাভাবীয়প্রতিযোগিতাবান্ নাস্তি* এরকম অভাব গ্রহণ করতে পারব। সেই অভাবের অভাবীয়প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক ঘটাভাবীয়প্রতিযোগিতা, তন্নিরূপক অভাব ঘটত্বেন বহ্ন্যভাব, প্রতিযোগী বহ্নি, বহ্নির অধিকরণ পর্বতে ঘটত্বেন

বহ্ন্যভাব আছে। অতএব ঘটত্বেন বহ্ন্যভাব প্রতিযোগী বহ্নির সমানাধিকরণ হল, তত্ত্ব ধূমে থাকল। অতএব লক্ষণ সমন্বয় হয়ে গেল।

অলক্ষ্যভূত স্থল *পর্বতো ধূমবান্ বহ্নেঃ* – এখানে হেতুসমানাধিকরণ বহ্নিসমানাধিকরণ এবং ধূমত্বাবচ্ছিন্নব্যাপকতাবচ্ছেদকপ্রতিযোগিতাক যাবদভাব বলতে ধূমাভাব গ্রহণ করতে পারব, প্রতিযোগী ধূম, ধূমের সমানাধিকরণ হল না। কারণ পর্বতে ধূম আছে ধূমাভাব নেই। অতএব অতিব্যাপ্তি হল না।

গঙ্গেশোপাধ্যায় *তাদৃশসাধ্যাভাবসামানাধিকরণ্যাভাবো ব্যাপ্তিঃ*।[১২] এরকম লক্ষণ করলেও কেবলান্বয়িস্থলে অপ্রসিদ্ধি হবে তাই ব্যধিকরণধর্মাবচ্ছিন্নাভাব নিরাকরণ করার জন্য *প্রতিযোগ্যবৃত্তিশ্চ ধর্মো ন প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকঃ*[১৩] এরকম বলেছেন। এখানে প্রশ্ন উত্থাপিত হয় এরকম করলেন কেন? যেহেতু মূল লক্ষণে ব্যধিকরণধর্মাবচ্ছিন্নাভাবকে গ্রহণ করা যায় না। তাই দীধিতিকার অব্যভিচরিতত্ব এর অর্থ ব্যভিচারাভাব স্বীকার করেন না, কিন্তু পারিভাষিক অর্থ স্বীকার করেছেন। পূর্বোক্ত পারিভাষিক অর্থ স্বীকার করলে *পর্বতো বহ্নিমান্ ধূমাত্* – স্থলে ঘটত্বাদিনা বহ্ন্যভাব গ্রহণ করতে পারব এবং *ইদং বাচ্যং জ্ঞেয়ত্বাত্* – কেবলান্বয়িস্থলে সমবায়িতয়া বাচ্যত্বাভাব গ্রহণ করতে পারব। জ্ঞেয়ত্বের অধিকরণবৃত্তি তথা বাচ্যত্বের অধিকরণ পর্বতাদিবৃত্ত্যভাবীয়প্রতিযোগিতানবচ্ছেদক যে সমবায়িতয়া বাচ্যত্বাভাবীয়প্রতিযোগিতা তার নিরূপক যে সমবায়িতয়া বাচ্যত্বাভাব, প্রতিযোগী সমবায়িতয়া বাচ্যত্ব, তার অধিকরণ পর্বতাদিতে সবজায়গায় থাকে। কারণ ব্যধিকরণধর্মাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিতাকাভাব কেবলান্বয়ী হয়। এই অভাব সর্বত্র বিদ্যমান। অতএব সমবায়িতয়া বাচ্যত্বাভাব বাচ্যত্বাত্মক প্রতিযোগির সমানাধিকরণ হল।

তারপর তিনি সাধ্যতাবচ্ছেদকরূপে অন্যাভাব অর্থাৎ *বহ্নিত্বেন ঘটাভাব* এরকম অভাব গ্রহণ করে ব্যধিকরণধর্মাবচ্ছিন্নাভাব ঘটিত লক্ষণ করেছেন। লক্ষণ হল –

> যৎসমানাধিকরণানাং সাধ্যতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নব্যাপকতাবচ্ছেদকরূপাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিতাকানাং যাবতামভাবানাং প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নসামানাধিকরণ্যং তত্ত্বং ব্যাপ্তিঃ।[১৪]

প্রসিদ্ধ স্থল – *পর্বতো বহ্নিমান্ ধূমাত্* – এখানে ধূমসমানাধিকরণ বহ্নিত্বাবচ্ছিন্নের ব্যাপকতাবচ্ছেদক বহ্নিত্ব, তদ্রূপাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিতাক যাবদভাব বলতে বহ্নিত্বেন ঘটাভাব গ্রহণ করব, প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক বহ্নিত্ব, তদবচ্ছিন্ন বহ্নি, বহ্নির অধিকরণ পর্বতে বহ্নিত্বেন ঘটাভাব থাকল। অতএব এই অভাব প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নের সমানাধিকরণ হয়ে গেল। তত্ত্ব ধূমে চলে যাবে। আর *পর্বতো ধূমবান্ বহ্নেঃ* – স্থলে বহ্নিসমানাধিকরণ ধূমত্বাবচ্ছিন্নের ব্যাপকতাবচ্ছেদক ধূমত্ব, তদ্রূপাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিতাক যাবদভাব বলতে ধূমাভাব গ্রহণ করতে পারব, প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন ধূম, ধূমের অধিকরণ পর্বতে ধূমাভাব পাওয়া যাবে না। অতএব অতিব্যাপ্তি হল না।

এরপর চক্রবর্ত্তী নৈয়ায়িকের তিনটি লক্ষণ দিয়েছেন। পূর্বপক্ষব্যাপ্তিতে কেবলান্বয়িস্থলে যে অব্যাপ্তি দেখানো হয়েছিল তার পরিহার করার জন্য প্রথম লক্ষণ দিয়েছেন –

> ব্যাপ্যবৃত্তিহেতুসমানাধিকরণসাধ্যাভাবীয়প্রতিযোগিতানবচ্ছেদক-সাধ্যতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন-সাধ্যসামানাধিকরণ্যং ব্যাপ্তিঃ।[১৫]

এখানে সাধ্যাভাব পদের দ্বারা সাধ্যপ্রতিযোগিতাকাভাব ধরতে হবে। তাহলে *পর্বতো বহ্নিমান্ ধূমাত্* – স্থলে ধূমাধিকরণ পর্বতবৃত্ত্যভাব পদের দ্বারা বহ্ন্যভাব ধরা যাবে না, কিন্তু ঘটত্বেন বহ্ন্যভাব গ্রহণ করতে পারব। এই অভাব ব্যাপ্যবৃত্তি। অতএব

হেতুসমানাধিকরণ ব্যাপ্যবৃত্ত্যভাব ঘটত্বেন বহ্ন্যভাব হবে, তাদৃশ বহ্ন্যভাবীয়প্রতিযোগিতানবচ্ছেদক সাধ্যতাবচ্ছেদক বহ্নিত্ব, তদবচ্ছিন্ন সাধ্যসামানাধিকরণ্য ধূমে চলে যাবে, লক্ষণ সমন্বয় হয়ে যাবে। আর *পর্বতো ধূমবান্ বহ্নেঃ* – অসদ্ধেতু স্থলে বহ্নিসমানাধিকরণ পর্বতের ন্যায় তপ্ত-অয়োগোলক, তদ্বৃত্ত্যভাব ধূমাভাব গ্রহণ করতে পারব, প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক ধূমত্ব, অনবচ্ছেদক সাধ্যতাবচ্ছেদক ধূমত্ব হল না। অতএব অতিব্যাপ্তিও হল না। দ্বিতীয় লক্ষণ হল –

> হেতুসমানাধিকরণব্যাপ্যবৃত্ত্যভাবীয়প্রতিযোগিতায়াঃ সামানাধিকরণ্যেন অনবচ্ছেদকং যৎসাধ্যতাবচ্ছেদকং তদবচ্ছিন্নসাধ্যসামানাধিকরণ্যং ব্যাপ্তিঃ।[১৬]

প্রসিদ্ধ স্থল *পর্বতো বহ্নিমান্ ধূমাত্* – হেতুসমানাধিকরণ ধূমাধিকরণ পর্বতে ব্যাপ্যবৃত্ত্যভাব ঘটাভাব ধরব, ঘটাভাবীয়প্রতিযোগিতার সামানাধিকরণ্যের দ্বারা অবচ্ছেদক ঘটত্ব, অনবচ্ছেদক সাধ্যতাবচ্ছেদক বহ্নিত্ব, তবদচ্ছিন্নসাধ্যসামানাধিকরণ্য ধূমে চলে যাবে, লক্ষণ সমন্বয় হয়ে যাবে। আবার অসদ্ধেতুক স্থল *পর্বতো ধূমবান্ বহ্নেঃ* – বহ্নিসমানাধিকরণ তপ্ত-অয়োগোলকে ব্যাপ্যবৃত্তি অভাব ধূমাভাব ধরব, ধূমাভাবীয়প্রতিযোগিতার সামানাধিকরণ্যের দ্বারা অবচ্ছেদক ধূমত্ব, অনবচ্ছেদক সাধ্যত্বাবচ্ছেদক ধূমত্ব হল না, অতএব অতিব্যাপ্তিও হল না। তৃতীয় লক্ষণ হল –

> প্রতিযোগিব্যধিকরণ-হেতুসমানাধিকরণাভাবীয়প্রতিযোগিতায়াঃ সামানাধিকরণ্যেন অনবচ্ছেদকং যৎসাধ্যতাবচ্ছেদকং তদবচ্ছিন্নসাধ্যসামানাধিকরণ্যং ব্যাপ্তিঃ।[১৭]

প্রসিদ্ধ স্থল *পর্বতো বহ্নিমান্ ধূমাত্* – এখানে প্রতিযোগিব্যধিকরণ ধূমসমানাধিকরণ ঘটাভাব গ্রহণ করব, তাদৃশ ঘটাভাবীয়প্রতিযোগিতার সামানাধিকরণ্যের দ্বারা অবচ্ছেদক ঘটত্ব, অনবচ্ছেদক সাধ্যতাবচ্ছেদক বহ্নিত্ব, তদবচ্ছিন্ন সাধ্যসামানাধিকরণ্য ধূমে থাকল,

লক্ষণ সমন্বয় হল। সেরকম অসদ্ধেতু স্থল – *পর্বতো ধূমবান্ বহ্নেঃ* – প্রতিযোগিব্যধিকরণ বহ্নিসমানাধিকরণ তপ্ত-অয়োগোলকে ধূমাভাব গ্রহণ করতে পারব না, আর অনবচ্ছেদক সাধ্যতাবচ্ছেদক ধূমত্ব হবে না। অবচ্ছেদকই ধূমত্ব। অতএব অতিব্যাপ্তি হবে না।

প্রগলভাচার্যের তিনটি লক্ষণ হল –

১. *সাধ্যতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নসাধ্যসামানাধিকরণ্যাবচ্ছেদকস্বসমানাধিকরণসাধ্যাভাবত্বকত্বম্।*

২. *যৎসমানাধিকরণসাধ্যাভাবপ্রমায়াং সাধ্যবত্তাজ্ঞানপ্রতিবন্ধকত্বং নাস্তি তত্ত্বম্।*

৩. *সাধ্যাভাববতি যদ্বৃত্তৌ প্রকৃতানুমিতিবিরোধিত্বং নাস্তি তত্ত্বম্।*[১৮]

মিশ্রনৈয়ায়িকের তিনটি লক্ষণ –

১. *যাবন্তঃ সাধ্যাভাবাঃ প্রত্যেকং তত্তৎসজাতীয়া যে তত্তদধিকরণবৃত্তিত্বাভাবাস্তদ্বত্ত্বং তত্ত্বম্।*

২. *যাবন্তস্তাদৃশাঃ সাধ্যাভাবাঃ প্রত্যেকং তেষাং সজাতীয়স্য ব্যাপকীভূতস্য ব্যাপ্যবৃত্তেরভাবস্য প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকো ধর্মো যদ্রূপাবচ্ছিন্নস্য ব্যাপকতায়া অবচ্ছেদকস্তদ্রূপবত্ত্বং তত্ত্বম্।*

৩. *যাবন্তস্তাদৃশাঃ সাধ্যাভাবাঃ প্রত্যেকং তৎপ্রতিযোগিতাবচ্ছেদকধর্মেণ যদ্রূপাবচ্ছিন্নং প্রতি ব্যাপকত্বমবচ্ছিদ্যতে তদ্রূপবত্ত্বং তত্ত্বম্।*[১৯]

সার্বভৌম আচার্যের তিনটি লক্ষণ –

১. *বৃত্তিমদ্বৃত্তয়ো যাবন্তঃ সাধ্যাভাববদ্বৃত্তিত্বাভাবাস্তদ্বত্ত্বং ব্যাপ্তিঃ।*

২. *বৃত্তিমদ্বৃত্তয়ো যাবন্তঃ সাধ্যাভাবসমুদায়াধিকরণবৃত্তিত্বাভাবাস্তদ্বত্ত্বং ব্যাপ্তিঃ।*

৩. *সাধ্যতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নব্যাপকতাবচ্ছেদকরূপাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিতাকব্যাপ্যবৃত্তিস্বসমানাধি-করণযাবদভাবাধিকরণবৃত্তিত্বাভাবা যাবন্তো বৃত্তিমদ্বৃত্তয়স্তদ্বত্ত্বং ব্যাপ্তিঃ।*[২০]

ব্যধিকরণধর্মাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিতাকাভাব যেহেতু স্বীকার করা হয় না তাই তাকে অবলম্বন করে ব্যাপ্তিও স্বীকার করা হয় না। তাই রঘুনাথ শিরোমণি যে ১৪প্রকার ব্যধিকরণধর্মাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিতাকাভাব ব্যাপ্তির লক্ষণ দিলেন, সেগুলি ব্যাপ্তির স্বরূপ নয়।

৫.০.২ মথুরানাথোক্ত পূর্বপক্ষীয় ব্যাপ্তির স্বরূপ : দীধিতিকারের দেখানো পথেই মথুরানাথ তর্কবাগীশ হেঁটেছেন। কিন্তু ব্যাখ্যা পদ্ধতিতে মথুরানাথ অনেক বেশি স্বতন্ত্র। তিনি টীকাতে দেখিয়েছেন অব্যভিচরিতত্বরূপ ব্যাপ্তির পাঁচটি লক্ষণের বিভিন্ন অনুমিতি স্থলে লক্ষণগুলি প্রয়োগ করলে যে সকল দোষ দেখা যায় তা লক্ষণগুলির প্রয়োজন অনুসারে পরিবর্তন করলে দোষ পরিহার করা সম্ভব। লক্ষণের মধ্যে শব্দ নিবেশ করতে করতে লক্ষণগুলিকে প্রায় দোষমুক্ত করার প্রচেষ্টা তিনি দেখিয়েছেন। দীধিতিকার যেখানে অব্যভিচরিতত্ব রূপ ব্যাপ্তিপঞ্চকের প্রথম লক্ষণ থাকা সত্ত্বেও কেন দ্বিতীয় লক্ষণ করেছেন তার উত্তর দিয়েছেন অর্থাৎ কোথায় কোথায় দোষ হয় দেখিয়েছেন। সেখানে মথুরানাথ লক্ষণগুলোর মধ্যে শব্দ নিবেশ করে দোষ পরিহার করার চেষ্টা করেছেন। যদিও লক্ষণগুলি কেবলান্বয়িস্থলে যায় না বলে অব্যাপ্তি হয়। তাহলে প্রশ্ন হয় মথুরানাথ তর্কবাগীশ মহাশয় এত প্রয়াস করলেন কেন? উত্তরে বলতে হয় ছাত্রদের বুদ্ধিকে প্রগাঢ় করার জন্য, যাতে তারা নব্যন্যায়শাস্ত্রে অতিসুন্দরভাবে প্রবেশ করতে পারে। তার মত সংক্ষেপে আলোচনা করছি - যেমন *সাধ্যাভাববদবৃত্তিত্বম্* এই প্রথম লক্ষণের অর্থ করেছেন সাধ্যাভাবাধিকরণনিরূপিতবৃত্তিত্বাভাব। সন্দ্ধেতুস্থলে লক্ষণ সমন্বয় হয়ে যাবে। বৃত্তিত্বাভাব বলতে বৃত্তিত্বসামান্যাভাব গ্রহণ করতে হবে। বৃত্তিত্বসামান্যাভাবের পরিষ্কার অর্থ - বৃত্তিতাত্বেরধর্মানবচ্ছিন্ন-বৃত্তিতাত্বাবচ্ছিন্ন-বৃত্তিত্বনিষ্ঠ-প্রতিযোগিতাকাভাব। এরকম অর্থ ধরলে ধূমবান্ বহ্নেঃ এই অসন্দ্ধেতুস্থলে ধূমাভাবাধিকরণ জলহ্রদাদিনিরূপিতবৃত্তিতার অভাব এবং ধূমাভাবাধিকরণনিরূপিত বৃত্তিত্ব ও জলত্ব এই উভয়ত্বাবচ্ছিন্নাভাব বহ্নিতে থাকলেও অসুবিধে নেই। এখানে বৃত্তিকে যে কোনো সম্বন্ধে ধরলে হবে না, হেতুতাবচ্ছেদকসম্বন্ধে ধরতে হবে। তাহলে *পর্বতো বহ্নিমান্ ধূমাত্* – স্থলে বহ্ন্যভাবের অধিকরণ জলহ্রদাদিতে সমবায়সম্বন্ধে এবং ধূমাবয়বে কালিকবিশেষণতাদি সম্বন্ধে ধূম থাকলেও অসুবিধে নেই।

লক্ষণে যে সাধ্যাভাব এর কথা বলা হয়েছে সেই সাধ্যাভাবকে সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধাবচ্ছিন্নসাধ্যতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক রূপে বুঝতে হবে। তাহলে *বহ্নিমান্ ধূমাত্* – স্থলে সমবায়াদিসম্বন্ধে বহ্নিসামান্যাভাববিশিষ্ট এবং সংযোগসম্বন্ধে তত্তদ্বহ্নিত্ব ও বহ্নি-জলোভয়ত্বাবচ্ছিন্ন পর্বতাদিতে সংযোগসম্বন্ধে ধূম থাকলেও অসুবিধে নেই। তাহলে এ পর্যন্ত লক্ষণের পরিষ্কার অর্থ হল - *সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-সাধ্যতাবচ্ছেদকেতরধর্মানবচ্ছিন্ন-সাধ্যতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন-সাধ্যনিষ্ঠপ্রতিযোগিতাকাভাবাধিকরণনিরূপিত- হেতুতাবচ্ছেদকসম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-বৃত্তিতাত্বেরধর্মানবচ্ছিন্ন-বৃত্তিতাত্বাবচ্ছিন্ন-বৃত্তিত্বনিষ্ঠ-প্রতিযোগিতাকাভাবো ব্যাপ্তিঃ*। এরপর দুটি সদ্ধেতুস্থল তুলে ধরে অব্যাপ্তি দেখিয়েছেন – *গুণত্ববান্ জ্ঞানত্বাত্* এবং *সত্তাবান্ জাতেঃ*। এই দুটি স্থলে বিষয়িত্ব এবং অব্যাপ্যত্বাদি সম্বন্ধে সাধ্যাভাবের অধিকরণে হেতু বৃত্তি হওয়ায় অব্যাপ্তি। সাধ্যাভাবের অধিকরণকে অভাবীয়বিশেষণতাবিশেষ সম্বন্ধে(স্বরূপসম্বন্ধে) গ্রহণ করা যাবে না। এখানে দুটি স্থল দিয়েছেন বিষয়টি বোঝার জন্য – *ঘটত্বাত্যন্তাভাববান্ পটত্বাত্* এবং *ঘটান্যোন্যাভাববান্ পটত্বাত্*। অত্যন্তাভাবের অত্যন্তাভাবকে প্রতিযোগী এবং অন্যোন্যাভাবের অত্যন্তাভাবকে প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকস্বরূপ বুঝতে হবে। যে সব প্রাচীন নৈয়ায়িকরা এই মত স্বীকার করেন তাদের মতে সাধ্যাভাবাধিকরণকে সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-সাধ্যতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক-সাধ্যাভাববৃত্তি-সাধ্যসামান্যীয়-প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধের দ্বারা বুঝতে হবে। তাহলে ব্যাপ্তির পরিষ্কার অর্থ হবে - *সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-সাধ্যতাবচ্ছেদকেতরধর্মানবচ্ছিন্ন-সাধ্যতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন-সাধ্যনিষ্ঠপ্রতিযোগিতাক-সাধ্যাভাবত্ববিশিষ্টনিরূপিতা যা সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-সাধ্যতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক-সাধ্যাভাববৃত্তি-সাধ্যসামান্যীয়-প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্নসাধ্যাভাবাধিকরণতাশ্রয়নিরূপিত-*

হেতুতাবচ্ছেদকসম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-বৃত্তিতাত্বেরধর্মানবচ্ছিন্ন-বৃত্তিতাত্বাবচ্ছিন্ন-বৃত্তিত্বনিষ্ঠ-প্রতিযোগিতাকাভাবো ব্যাপ্তিঃ। এরকম সম্বন্ধ *বহ্নিমান্ ধূমাত্* এই ভাবসাধ্যকস্থলে বিশেষণতাবিশেষ এবং *ঘটত্বাত্যন্তাভাববান্ পটত্বাত্* এই অভাবসাধ্যকস্থলে সমবায়সম্বন্ধ। লক্ষণোক্ত সাধ্যসামান্যীয় না বলে সাধ্যীয় প্রতিযোগিতা বললে *প্রমেয়বান্ জ্ঞানত্বাত্* স্থলে অব্যাপ্তি হয়। আবার *ঘটান্যোন্যাভাববান্ পটত্বাত্* – স্থলে সাধ্যাভাববৃত্তি সাধ্যসামান্যীয় প্রতিযোগিতা পাওয়া যাবে না, এরকম আপত্তি না দেওয়ার কথা বলেছেন রহস্যকার। এখানে তাঁর অভিপ্রায় ঘটভেদের অত্যন্তাভাবের অত্যন্তাভাব প্রতিবাদীর মতে ঘটভেদস্বরূপ না হয়ে কেবল ঘটত্বাভাবস্বরূপ হবে – এ বিষয়ে কোনো বিনিগমনা (একতরপক্ষপাতিনী যুক্তি) না থাকায় এমত গ্রহণ করা যাবে না। এরপর সাধ্যাভাবাধিকরণ এর স্বরূপ কেমন হবে তা আলোচনা করেছেন। নিরবচ্ছিন্ন অধিকরণ ধরতে হবে। এইভাবে *গুণকর্মান্যত্ববিশিষ্টসত্তাভাববান্ গুণত্বাত্* এবং *কপিসংযোগাভাববান্ সত্ত্বাত্* – স্থলে অব্যাপ্তি পরিহার করেছেন। সাধ্যাভাবাধিকরণনিরূপিত বৃত্তিতাকে হেতুতাবচ্ছেদক সম্বন্ধে গ্রহণ করলেও *ইদং বহ্নিমদ্ গগনাত্* স্থলে অতিব্যাপ্তি, *দ্রব্যং গুণকর্মান্যত্ববিশিষ্টসত্ত্বাত্* এবং *সত্তাবান্ দ্রব্যত্বাত্* – স্থলে অব্যাপ্তি হয়। অতএব বৃত্তিতাকে হেতুতাবচ্ছেদক সম্বন্ধে গ্রহণ করে বৃত্তিতার অভাবকে হেতুতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন-হেত্বধিকরণতানিরূপিত-প্রতিযোগিতাক-হেতুতাবচ্ছেদকসম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-আধেয়তানিরূপিত-বিশেষণতাবিশেষসম্বন্ধে গ্রহণ করতে হবে, তাহলে দোষ দূরীভূত হবে। এইভাবে ব্যাপ্তির লক্ষণ করেছেন – *হেতুতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন-হেত্বধিকরণতানিরূপিত-প্রতিযোগিতাক-হেতুতাবচ্ছেদকসম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-আধেয়তানিরূপিতবিশেষণতাবিশেষসম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-সাধ্যতাবচ্ছেদকেতরধর্মানবচ্ছিন্ন-সাধ্যতাবচ্ছেদকা-বচ্ছিন্ন-সাধ্যনিষ্ঠপ্রতিযোগিতাক-সাধ্যাভাবত্ববিশিষ্টনিরূপিতা যা সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-*

সাধ্যতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক-সাধ্যাভাববৃত্তি-সাধ্যসামান্যীয়-প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক-সংসর্গকনিরবচ্ছিন্না-ধিকরণতাশ্রয়নিরূপিত-হেতুতাবচ্ছেদকসম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-বৃত্তিতাত্বের-ধর্মানবচ্ছিন্ন-বৃত্তিতাত্বাবচ্ছিন্ন-বৃত্তিত্বনিষ্ঠ-প্রতিযোগিতাকাভাবো ব্যাপ্তিঃ। এভাবে ব্যাপ্তির প্রথম লক্ষণে শব্দ নিবেশ করেছেন। এখানেই মথুরানাথের স্বকীয়তা।

দ্বিতীয় লক্ষণে *কপিসংযোগী এতদ্বৃক্ষত্বাত্* – অব্যাপ্যবৃত্তিসাধ্যক স্থলে অব্যাপ্তি বারণের জন্য সাধ্যবদ্ভিন্ন সাধ্যাভাববতের বিশেষণ এরকম প্রাচীন মত অস্বীকার করেছেন। এখানে জেনে রাখা ভালো গঙ্গেশোপাধ্যায়কৃত পাঁচটি লক্ষণের কেবলান্বয়িস্থলে যায় না বলে অব্যাপ্তি হয়, কেবলান্বয়িস্থল ছাড়াও অন্যত্র লক্ষণগুলি অব্যাপ্তি, অতিব্যাপ্তি দোষে দুষ্ট হয় তাই মথুরানাথও স্থলবিশেষে অব্যাপ্তি বারণের জন্য দ্বিতীয়াদি লক্ষণেরও বিস্তৃতালোচনা করেছেন। অধিকরণভেদে অভাব ভিন্ন ভিন্ন হয় – এই মত তিনি স্বীকার করেন না এবং তার স্বপক্ষে যুক্তি দেখিয়েছেন। সাধ্যাভাব এবং সাধ্য পদের সার্থকতা আলোচনা করেছেন।

তৃতীয় লক্ষণটিকে সঠিক রাখার জন্য তিনি এই অন্যোন্যাভাবের (সাধ্যবৎপ্রতিযোগিকান্যোন্যাভাব) বিশেষণরূপে প্রতিযোগ্যবৃত্তিত্ব বিশেষণ দেওয়ার কথা বলেছেন।[২১] তা নাহলে *বহ্নিমান্ ধূমাত্* – স্থলে সাধ্যবৎপ্রতিযোগিক অন্যোন্যাভাব বললে যেমন বহ্নিমৎপর্বতাদিপ্রতিযোগিক অন্যোন্যাভাব গ্রহণ হবে, তেমনি *বহ্নিমত্ ঘটোভয়ং ন* এরূপ উভয়াভাবও গ্রহণ হবে। আবার যদি অন্যোন্যাভাবের প্রতিযোগ্যবৃত্তিত্ব বিশেষণ না দিয়ে সাধ্যবত্ত্বাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিতাক অন্যোনাভাব গ্রহণ করা যায়, তাহলে পঞ্চম লক্ষণের সঙ্গে পুনরুক্তির আপত্তি এসে যায়। তৃতীয় লক্ষণের সাথে পঞ্চম লক্ষণের ভেদ আছে। পঞ্চমলক্ষণে সাধ্যবত্ত্বাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিতাকান্যোন্যাভাববত্ত্ব রূপে নিবেশ আছে এবং তৃতীয় লক্ষণে সাধ্যবত্ত্বাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাকান্যোন্যাভাবাধিকরণত্ব রূপে নিবেশ আছে।

চতুর্থ লক্ষণে সাকল্যকে সাধ্যাভাবাধিকরণের বিশেষণ বলেছেন। সেজন্য যত সাধ্যাভাবের অধিকরণ আছে, সেই সাধ্যাভাবাধিকরণনিষ্ঠ অভাবের প্রতিযোগিতা হেতুতে থাকা ব্যাপ্তি। সাকল্যকে কিন্তু সাধ্যাভাবের বিশেষণরূপে গ্রহণ করা যাবে না। চতুর্থ লক্ষণকে ব্যতিরেকব্যাপ্তি বলা হয়। সাধ্যাভাবব্যাপকীভূতাভাবপ্রতিযোগিত্ব ব্যতিরেকব্যাপ্তি। লক্ষণোক্ত অভাবের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক হেতুতাবচ্ছেদকবত্ত্ব ব্যাপ্তি বলতে হবে। তা যদি না বলা হয় তাহলে *দ্রব্যং সত্ত্বাত্* – স্থলে অতিব্যাপ্তি হবে। যদি *বিশিষ্টং শুদ্ধাত্ নাতিরিচ্যতে* এই নিয়মানুসারে বিশিষ্টসত্তা ও শুদ্ধসত্তা এক হয় তাহলে সাধ্যাভাববন্নিষ্ঠাভাব প্রতিযোগিত্ব বিশিষ্টসত্তাতে থাকায় শুদ্ধসত্তাতেও আছে – এরকম স্বীকার করতে হবে। ফলে সাধ্যাভাবাধিকরণ দ্রব্যত্বাভাবাধিকরণ গুণকর্মাদিনিষ্ঠবিশিষ্টসত্তাভাবীয় প্রতিযোগিত্ব হেতু সত্তাতে থাকায় অতিব্যাপ্তি হয়। এখানে মথুরানাথের অভিপ্রায় হল – সাধ্যাভাবাধিকরণনিষ্ঠ অভাবীয়প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক যদি হেতুতাবচ্ছেদক হয় তাহলে প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক-হেতুতাবচ্ছেদকবত্ত্ব হেতুতে থাকবে এবং লক্ষণ ঠিক থাকবে। প্রতিযোগিতাকে হেতুতাবচ্ছেদক সম্বন্ধের দ্বারা ধরতে হবে। আর সাধ্যাভাবকে প্রথম লক্ষণের মত গ্রহণ করতে হবে। সাধ্যাভাবের অধিকরণকেও নিরবচ্ছিন্ন অধিকরণ হতে হবে। তা না হলে *কপিসংযোগী এতদ্বৃক্ষত্বাত্* – স্থলে অব্যাপ্তি হবে। কপিসংযোগাভাবের নিরবচ্ছিন্ন অধিকরণ গুণাদি ধরলে, তাতে হেতু এতদ্বৃক্ষের অভাব থাকায় অব্যাপ্তি হল না। নিরবচ্ছিন্নত্ব নিবেশের যুক্তি তিনি প্রদর্শন করেছেন। লক্ষণোক্ত সকল পদের ব্যাপক অর্থ গ্রহণ করেছেন। সকল পদের দ্বারা অশেষ অর্থ গ্রহণ করেছেন, সমস্ত বা যাবৎ নয়। সাধ্যাভাবের অধিকরণকে এমন অধিকরণ গ্রহণ করতে হবে যাতে এরকম অধিকরণ অবশিষ্ট থেকে না যায়। তাহলে চতুর্থ লক্ষণের পরিষ্কার অর্থ এরকম হবে –

সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-সাধ্যতাবচ্ছেদকেতরধর্মানবচ্ছিন্ন-সাধ্যতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন-

সাধ্যনিষ্ঠপ্রতিযোগিতাকসাধ্যাভাবস্য নিরবচ্ছিন্নসাধ্যাভাবাধিকরণতায়াঃ ব্যাপকীভূতো যঃ অভাবঃ তাদৃশাভাবীয়হেতুতাবচ্ছেদকসম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক-হেতুতাবচ্ছেদক-বত্ত্বং ব্যাপ্তিঃ। অন্তিমে সাধ্যাভাবাধিকরণের ব্যাপকতাবচ্ছেদক অসম্ভব হওয়ায় তা গ্রহণীয় নয় বলেছেন।

পঞ্চম লক্ষণ অন্যোন্যাভাবঘটিত। প্রথম লক্ষণের মত আলোচনা হবে। প্রথম লক্ষণের অর্থ ছিল সাধ্যাভাবাধিকরণনিরূপিত বৃত্তিতার অভাব হেতুতে থাকা ব্যাপ্তি আর পঞ্চম লক্ষণের অর্থ সাধ্যবদন্যনিরূপিত বৃত্তিতার অভাব হেতুতে থাকা ব্যাপ্তি। এখানেও ত্রিপদ ব্যধিকরণ বহুব্রীহি সমাস স্বীকার করতে হবে। *সাধ্যবদন্যস্মিন্ ন বৃত্তির্যস্য*। বৃত্তিতাভাব, সাধ্যবদ্ভেদের অধিকরণতা কোন সম্বন্ধে, সাধ্যবদন্যনিরূপিতবৃত্তিতা কোন সম্বন্ধে – সবই প্রথম লক্ষণের ন্যায় বুঝতে হবে। এভাবে পাঁচটি লক্ষণের সার্থকতা প্রতিপাদন করেছেন। যদিও পাঁচটি লক্ষণ কেবলান্বয়িস্থলে সঙ্গত হয় না।

সিংহ-ব্যাঘ্রোক্ত ব্যাপ্তির আলোচনাতে মথুরানাথ দেখিয়েছেন 'সাধ্যাসামানাধিকরণ্য' এর অর্থ হল সাধ্যাধিকরণবৃত্তিত্বাভাব। এরকম অর্থ না ধরলে *দ্রব্যং সত্ত্বাত্* স্থলে অতিব্যাপ্তি হবে। মথুরানাথের মতে সাধ্যাধিকরণকে সাধ্যতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন-সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধাবচ্ছিন্নরূপে ধরতে হবে।[৫] তা না হলে *গুণকর্মান্যত্ববিশিষ্টসত্তাবান্ জাতেঃ* স্থলে অতিব্যাপ্তি হবে। আর 'সাধ্যবৈয়ধিকরণ্য' এর অর্থ করেছেন সাধ্যবদ্ভিন্নবৃত্তিত্ব। যদি সাধ্যবদবৃত্তিত্ব অর্থ করা হত তাহলে 'দ্রব্যং সত্ত্বাৎ' স্থলে অতিব্যাপ্তি হত।

এরপর ব্যধিকরণধর্মাবচ্ছিন্নাভাব স্বীকারকারী আচার্য সোন্দড়ের মতের আলোচনা করেছেন। তিনি 'ব্যধিকরণধর্মাবচ্ছিন্নাভাব' এর অর্থ করেছেন

স্বাধিকরণাবৃত্তিধর্মাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিতাকাভাব। 'স্ব' পদের অর্থ প্রতিযোগিতা। তারপর প্রশ্ন তুলেছেন ব্যধিকরণধর্মের যদি প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকত্ব না বোঝা যায় তাহলে গবি **শশশৃঙ্গং** নাস্তি এখানে কীরকম অন্বয়বোধ হবে। গোতে শশশৃঙ্গ নেই এরকম প্রত্যক্ষপ্রতীতি অপ্রসিদ্ধ।

৫.০.৩ জগদীশোক্ত পূর্বপক্ষীয় ব্যাপ্তির স্বরূপ : জগদীশ তর্কালংকার *জাগদীশী* টীকাতে *দীধিতি* টীকার বিস্তৃত ব্যাখ্যা দিয়েছেন। *জাগদীশী দীধিতির* পরিপূরক। তিনি বলেছেন ব্যাপ্তিগ্রহের উপায় জানতে হলে ব্যাপ্তিজ্ঞান অবশ্যই জানতে হবে – *ব্যাপ্তিজ্ঞানং বিনা অয়ং ব্যাপ্তিগ্রহোপায় ইতি জ্ঞাতুমশক্যত্বাদ্ব্যাপ্তেস্তত্র বিশেষণত্বাদিতি ভাবঃ।*[২২] পূর্বপক্ষরূপ ব্যাপ্তিপঞ্চকোক্ত ব্যাপ্তিলক্ষণের বিচার স্বভঙ্গিতে করেছেন। দীধিতির মতের সমর্থনে হেতু দেখিয়েছেন। প্রথম লক্ষণের অর্থ পরিষ্কার বলে দীধিতিকার যেহেতু মথুরানাথের মত এত বিচার করেননি তাই জগদীশ তর্কালংকারও নীরব থেকেছেন।

যেমন দ্বিতীয় লক্ষণের সাধ্যপদের অর্থ কি হবে এই নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। সাধ্যাভাবের বিশেষণরূপে সাধ্যবদ্ভিন্ন পদ দেওয়া হয়েছে অব্যাপ্যবৃত্তিস্থলে লক্ষণ সমন্বয় হওয়ার জন্য। *কপিসংযোগী এতদ্বৃক্ষত্বাত্* – স্থলে অধিকরণভেদে অভাবভেদ হয় এরকম নিয়ম স্বীকার করে লক্ষণ সমন্বয় হবে এরূপ বলা যাবে না।[২৩] প্রতিযোগিতাসম্বন্ধের দ্বারা সাধ্যীয়ত্বের সাধ্যাভাবে প্রবেশ করার কথা বলেছেন। স্বপ্রতিযোগিতাবচ্ছেদকসম্বন্ধের দ্বারা সাধ্যবদ্ভিন্নে বর্তমান যে সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধের দ্বারা সাধ্যীয়াভাব তদ্বদ্ বৃত্তিত্বাভাব ধরতে হবে।[২৪] সাধ্যপদের ব্যাখ্যাতে মথুরানাথের মতের বিরোধিতা করেছেন।

তৃতীয় লক্ষণের ব্যাখ্যাতে *কপিসংযোগী এতদ্বৃক্ষত্বাত্* স্থলে অব্যাপ্তি প্রদর্শন করেছেন। দীধিতিকারের মতের সমর্থন দিয়েছেন। দীধিতিকার বলেছেন *ইদং সংযোগী দ্রব্যত্বাত্* – স্থলে সাধ্যবদ্ভিন্ন কর্মাদিতে সংযোগাদ্যভাবের ভিন্নত্বে (ভেদবিষয়ে) কোনো প্রমাণ না থাকায় তৃতীয় লক্ষণ করা হয়েছে। ভিন্নত্বের অর্থ জগদীশ বলেছেন – *দ্রব্যনিষ্ঠসংযোগাভাবতো ভিন্নত্ব ইত্যর্থঃ*।[২৫] মথুরানাথের মত তৃতীয়লক্ষণের সাথে পঞ্চমলক্ষণের পুনরুক্তির আপত্তিও তোলেননি।

চতুর্থলক্ষণের ব্যাখ্যাতে সাধ্যাভাব পদে তত্তদ্ব্যক্ত্যবচ্ছিন্ন অন্যোন্যাভাব গ্রহণ করে *দ্রব্যং পৃথিবীত্বাত্* এবং *গন্ধবতী পৃথিবীত্বাত্* স্থলে অব্যাপ্তি প্রদর্শন করেছেন। এছাড়াও সাকল্য কার বিশেষণ হওয়া উচিত এই নিয়েও বিস্তর আলোচনা করেছেন। সাকল্য সাধ্যাভাবাধিকরণের এবং সাধ্যের দুইয়েরই বিশেষণ রূপে বুঝতে হবে এমত দীধিতিকারের। সাধ্যপ্রতিযোগিকাভাবাধিকরণের অপ্রসিদ্ধিবশত ব্যভিচারিস্থলে (*ধূমবান্ বহ্নেঃ*) অতিব্যাপ্তি বারণের জন্য যদি সাধ্যাভাবের বিশেষণ সাকল্য দেওয়া হয় তাহলে প্রসিদ্ধ স্থলে (*বহ্নিমান্ ধূমাত্*) স্থলে অব্যাপ্তি হবে। সাকল্য সাধ্যাভাবের বিশেষণ হবে না। প্রাচীনদের মতেরও বিরোধিতা করেছেন। প্রাচীনরা ব্যভিচারিস্থলে অতিব্যাপ্তি বারণের জন্য সাধ্যাভাবাধিকরণের যাবত্ত্ব বিশেষণ দেওয়ার কথা বলেছেন। এই মত গ্রহণীয় নয় অন্যথা *গগনাবৃত্তিধর্মবান্ দ্রব্যত্বাত্* এখানে অতিপ্রসঙ্গের আপত্তি হয়। অতএব সাকল্য সাধ্যাভাবাধিকরণের বিশেষণ হবে, সাধ্যের নয়। সাধ্যাভাবকে সেখানে সাধ্যতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাকাভাব রূপে গ্রহণ করতে হবে। তাহলে *ধূমবান্ বহ্নেঃ* – স্থলে অতিব্যাপ্তি এবং *বহ্নিমান্ ধূমাত্* – স্থলে অব্যাপ্তি হবে না। সাধ্যাভাবে প্রতিযোগিবৈয়ধিকরণ্য সাধ্যতাঘটকসম্বন্ধে প্রতিযোগির অনধিকরণবৃত্তিত্ব ধরতে হবে। তাহলে *ধূমবান্ বহ্নেঃ* – স্থলে ধূমাভাবাধিকরণ তপ্ত-অয়োগোলকে কালিকসম্বন্ধে ধূম

থাকলেও অতিব্যাপ্তি হবে না। আর হেত্বভাবে প্রতিযোগিবৈয়ধিকরণ্য প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকসম্বন্ধে প্রতিযোগ্যনধিকরণবৃত্তিত্ব বুঝতে হবে। তাহলে – *অয়মাত্মা জ্ঞানাত্* – সদ্ধেতু স্থলে সাধ্যাভাবাধিকরণ ঘটাদিতে হেত্বভাব জ্ঞানাভাবের প্রতিযোগী জ্ঞান থাকলেও অব্যাপ্তি হয় না। হেত্বাভাবের প্রতিযোগিতা হেতুতাবচ্ছেদক সম্বন্ধের দ্বারা বুঝতে হবে। এভাবে দীধিতিকারের মতকে সমর্থন করেছেন।

পঞ্চমলক্ষণে সাধ্যাদিভেদে ব্যাপ্তির ভেদ হয় – এই নিয়ম স্বীকার করলে যেখানে একব্যক্তি বিপক্ষ (*সাধ্যাভাববান্ বিপক্ষঃ*) সেখানে সাধ্যাভাবের অধিকরণে সাকল্য বিশেষণ দেওয়া যাবে না। অন্যোন্যাভাব নিয়ে জগদীশাচার্য আলোচনা করেছেন। সাধ্যবদন্য পদের অন্যোন্যাভাবের প্রতিযোগিতাকে সাধ্যবত্ত্বাবচ্ছিন্ন রূপে বুঝতে হবে। এটি ব্যুৎপত্তির দ্বারাই জানা যায়। কারণ নীলঘট কখনও ঘটভিন্ন হয় না। নীলঘটো ঘটান্য এরকম ব্যবহার বারণের জন্য ঘটান্য পদের ঘটত্বাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিতাকভেদ অর্থ হবে, সাধ্যবদন্য পদের সাধ্যবত্ত্বাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিতাকভেদ অর্থ যেমন গ্রহণ করেছি। তাহলে ঘটপটাদি পদের কোথাও মুখ্যার্থ গ্রহণ করা যাবে না, সর্বত্র ঘটত্বাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিতাক, পটত্বাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিতাক এরকম লাক্ষণিক অর্থ গ্রহণ করতে হবে। তাই জগদীশ বলেছেন *ঘটঃ পটো ন* – এখানে পটপদের মুখ্যার্থ ধরতে হবে। সাধ্যবদন্য পদে যেমন সাধ্যবত্ত্বাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিতাক ধরেছি সেরকম পটপদে পটত্বাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিতাক রূপে ধরা যাবে না। এভাবে তিনি দীধিতিগ্রন্থের ব্যাখ্যা দিয়েছেন।

৫.১ *দীধিতি, মাথুরী* ও *জাগদীশী* অবলম্বনে সিদ্ধান্তব্যাপ্তির স্বরূপ :

৫.১.১ দীধিতোক্ত সিদ্ধান্তব্যাপ্তির স্বরূপ : সিদ্ধান্তলক্ষণের প্রতিপদসঙ্গতি আলোচনা করেছেন *দীধিতি*কার। *তত্ত্বচিন্তামণি*স্বীকৃত সিদ্ধান্তলক্ষণের 'যৎসমানাধিকরণ' পদের অর্থ

*দীধিতি*কার 'যদ্রূপবিশিষ্টসমানাধিকরণ' এরকম করেছেন। 'প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক' এখানে যে অবচ্ছেদক তার অর্থ করেছেন 'অবচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন' অর্থাৎ প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকত্বাবচ্ছিন্ন এবং 'তস্য সামানাধিকরণ্যম্' এর অর্থ করেছেন তদ্ধর্মাবচ্ছিন্নসামানাধিকরণ্য। অতএব ব্যাপ্তির পরিষ্কার লক্ষণ হবে – *প্রতিযোগ্যসমানাধিকরণ-যদ্রূপাবচ্ছিন্নসমানাধিকরণাত্যন্তাভাবীয-প্রতিযোগিতানবচ্ছেদকং যৎসাধ্যতাবচ্ছেদকং তদবচ্ছিন্নসাধ্যসামানাধিকরণ্যং ব্যাপ্তিঃ।* প্রসিদ্ধ স্থলে লক্ষণ সমন্বয় হচ্ছে কিনা দেখতে হবে। *পর্বতো বহ্নিমান্ ধূমাত্* – স্থলে পর্বতবৃত্তি অভাব ঘটাভাব, প্রতিযোগী ঘট, ঘটত্বাবচ্ছিন্নাসমানাধিকরণ-ধূমসমানাধিকরণাত্যন্তাভাবীয়-প্রতিযোগিতানবচ্ছেদক সাধ্যতাবচ্ছেদক বহ্নিত্ব, তদবচ্ছিন্নসাধ্যসামানাধিকরণ্য ধূমে চলে যাবে, লক্ষণ সমন্বয় হয়ে যাবে। সেরকম অসদ্ধেতুস্থল *পর্বতো ধূমবান্ বহ্নেঃ* – এখানে তপ্ত-অয়োগোলকবৃত্তি অভাব ধূমাভাব, প্রতিযোগী ধূম, ধূমত্বাবচ্ছিন্নাসমানাধিকরণ-বহ্নিসমানাধিকরণ ধূমাভাবীয়প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক ধূমত্ব হবে, প্রতিযোগিতানবচ্ছেদক সাধ্যতাবচ্ছেদক হল না, অতিব্যাপ্তিও হল না। কিন্তু *দণ্ডিমান্ দণ্ডিসংযোগাত্* – স্থলে সাধ্যতাবচ্ছেদক নিয়ে আপত্তি তুলেছেন। যদি তদ্দণ্ডী নাস্তি এরকম অভাব গ্রহণ করি তাহলে অব্যাপ্তি হয়, তাই স্বাশ্রয়াশ্রয়ত্বরূপ পরম্পরাসম্বন্ধে দণ্ডত্বকে সাধ্যতাবচ্ছেদক স্বীকার করলে অব্যাপ্তি হবে না। স্ব পদের দ্বারা দণ্ডত্ব, স্বাশ্রয় দণ্ডত্বাশ্রয় দণ্ড, দণ্ডাশ্রয়তা দণ্ডীতে। এইভাবে দণ্ডত্ব দণ্ডীতে থাকবে।

'যৎসমানাধিকরণ' পদের যদি 'যদ্রূপবিশিষ্টসমানাধিকরণ' অর্থ না গ্রহণ করা হয় তাহলে *ইদং দ্রব্যং গুণকর্মান্যত্বে সতি সত্ত্বাত্* স্থলে অব্যাপ্তি হবে। কারণ 'বিশিষ্টং শুদ্ধাত্ নাতিরিচ্যতে' এই নিয়ম অনুসারে বিশিষ্টসত্তা আর শুদ্ধসত্তা এক হওয়ায় হেতু বলতে সত্তাকে গ্রহণ করব, সত্তার অধিকরণ গুণে বিদ্যমান অভাব ধরব দ্রব্যত্বাভাব,

প্রতিযোগিতানবচ্ছেদক সাধ্যতাবচ্ছেদক দ্রব্যত্ব হল না, তাই অব্যাপ্তি। আর যদি যদ্রূপবিশিষ্টসমানাধিকরণ অর্থ গ্রহণ করি তাহলে বিশিষ্টসত্ত্বাত্বাবচ্ছিন্ন বিশিষ্টসত্তা দ্রব্যতেই থাকে, গুণে বা কর্মে থাকে না। যদ্রূপবিশিষ্টসমানাধিকরণ এর আরও পরিষ্কার অর্থ – হেতুতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন-আধেয়তানিরূপিত-অধিকরণতাবদ্বৃত্তিত্ব। অতএব হেতুসমানাধি-করণবৃত্ত্যভাব করে আর দ্রব্যত্বাভাবকে গ্রহণ করতে পারব না। ঘটাভাব, পটাভাব, মঠাভাব ইত্যাদি গ্রহণ করতে পারব। প্রতিযোগিতানবচ্ছেদক সাধ্যতাবচ্ছেদক দ্রব্যত্ব হয়ে যাবে, লক্ষণ সমন্বয় হয়ে যাবে।

৫.১.২ প্রতিযোগ্যসমানাধিকরণ : সিদ্ধান্তলক্ষণে যদি প্রতিযোগ্যসমানাধিকরণ পদ না দেওয়া হয় তাহলে *কপিসংযোগী এতদ্বৃক্ষত্বাত্* – স্থলে অব্যাপ্তি হবে। এতদ্বৃক্ষত্বের অধিকরণ এতদ্বৃক্ষে কপিসংযোগ অব্যাপ্যবৃত্তি হয়। কারণ মূলাবচ্ছেদে কপিসংযোগ না থাকলেও শাখাবচ্ছেদে কপিসংযোগ থাকে। অতএব এতদ্বৃক্ষবৃত্ত্যভাব বলতে কপিসংযোগাভাবকে গ্রহণ করব, প্রতিযোগিতানবচ্ছেদক সাধ্যতাবচ্ছেদক কপিসংযোগত্ব হবে না, তাই অব্যাপ্তি। সুতরাং কপিসংযোগাভাব যাতে গ্রহণ না করতে পারি তার জন্য লক্ষণশরীরে প্রতিযোগ্যসমানাধিকরণ পদ অভাবের বিশেষণ রূপে দিতে হবে। তাহলে প্রতিযোগ্যসমানাধিকরণহেতুসমানাধিকরণাত্যন্তাভাব বলতে কপিসংযোগাভাব ধরা যাবে না, ঘটাভাব, পটাভাব, মঠাভাব ধরব। প্রতিযোগিতানবচ্ছেদক সাধ্যতাবচ্ছেদক কপিসংযোগত্ব হবে, লক্ষণ সমন্বয় হবে। এছাড়াও *ইদং সংযোগী দ্রব্যত্বাত্* – সদ্ধেতু স্থলে দ্রব্যত্বাধিকরণ দ্রব্যবৃত্ত্যভাব সংযোগাভাব ধরতে পারব, প্রতিযোগিতানবচ্ছেদক সাধ্যতাবচ্ছেদক সংযোগত্ব হবে না, তাই অব্যাপ্তি। তাই অভাবে প্রতিযোগ্যসমানাধিকরণ বিশেষণ দিলে আর অব্যাপ্তি হবে না। কারণ সংযোগ যেমন অব্যাপ্যবৃত্তি সেরকম সংযোগাভাবও অব্যাপ্যবৃত্তি। অতএব সংযোগাভাব প্রতিযোগ্যসমানাধিকরণ হবে না, ঘটাভাবাদি হবে। এখানে একটি আপত্তি

তুলেছেন দীধিতিকার, দ্রব্যে সংযোগাভাবের প্রত্যক্ষ হোক। এরকম বলা ঠিক নয়, কারণ যোগ্য প্রতিযোগিক অভাব পদার্থেরই প্রত্যক্ষ হয়। যেমন – ঘটাভাব, পটাভাব ইত্যাদি। তিনি বলেছেন কোনো বস্তুর অভাবপ্রত্যক্ষে প্রতিযোগীর জ্ঞান প্রতিবন্ধক হয়, তাই দ্রব্যে সংযোগাভাব প্রত্যক্ষ হবে না। সংযোগসামান্যাভাবকে তিনি অনুমানপ্রমাণের দ্বারা গ্রহণ করা যাবে কি যাবে না তার আলোচনা করেছেন।

শুধু যে *কপিসংযোগী এতদ্বৃক্ষত্বাত্* এবং *সংযোগী দ্রব্যত্বাত্* স্থলে অব্যাপ্তিবারণ করার জন্য প্রতিযোগ্যসমানাধিকরণ পদ দেওয়া হয়েছে এমন নয়। আরও এমন অনেক প্রসিদ্ধ স্থল আছে যেখানে অব্যাপ্তি হয় এরকম নব্যমতের কথা উল্লেখ করেছেন। *ঘটো গুণবান্ দ্রব্যত্বাত্* – এই সদ্ধেতু স্থলে অব্যাপ্তি হয়। দ্রব্যত্বাধিকরণ ঘট, তাতে অভাব উৎপত্তিকালাবচ্ছেদে গুণাভাব ধরব, প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক গুণত্ব, প্রতিযোগিতানবচ্ছেদক সাধ্যতাবচ্ছেদক গুণত্ব হবে না, অতএব অব্যাপ্তি। সেরকম *কালঃ সংযোগী দ্রব্যত্বাত্* – সদ্ধেতু স্থলে দ্রব্যত্বাধিকরণ কাল, কালে বৃত্ত্যভাব প্রলয়াবচ্ছেদে সংযোগাভাব ধরব, প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক সংযোগত্ব, প্রতিযোগিতানবচ্ছেদক সাধ্যতাবচ্ছেদক সংযোগত্ব হবে না, অব্যাপ্তি হবে। সেরকম *পর্বতো বহ্নিমান্ ধূমাত্* – প্রসিদ্ধ স্থলে ধূমাধিকরণবৃত্ত্যভাব শিখরাবচ্ছেদে বহ্ন্যভাব ধরব, প্রতিযোগিতানবচ্ছেদক সাধ্যতাবচ্ছেদক বহ্নিত্ব হবে না, অব্যাপ্তি হবে। কারণ পর্বতের পাদদেশে বহ্নি আছে, শিখরে নেই। *এতৎকালঃ/সময়ো ঘটবান্ এতৎকালত্বাত্* – সদ্ধেতু স্থলে এতৎকালত্বের অধিকরণ এতৎকাল/সময়, তদ্বৃত্ত্যভাব কপালাবচ্ছেদে ঘট থাকলেও তন্তুবচ্ছেদে ঘটাভাব ধরব, প্রতিযোগিতানবচ্ছেদক সাধ্যতাবচ্ছেদক ঘটত্ব হল না, অব্যাপ্তি হল। আরও *কপালং ঘটবত্ ঘটধ্বংসাত্* – সদ্ধেতু স্থলে ঘটধ্বংসাধিকরণ কপালে ঘটানধিকরণ ঘটনাশকালাবচ্ছেদে

ঘটাভাব গ্রহণ করব, প্রতিযোগিতানবচ্ছেদক সাধ্যতাবচ্ছেদক ঘটত্ব হল না, অব্যাপ্তি হল। তাই প্রতিযোগ্যসমানাধিকরণ বিশেষণ দিতেই হবে।

কোনো কোনো নৈয়ায়িক বলেন সাধ্য সাধন ভেদে ব্যাপ্তির ভেদ হয়। তাহলে ব্যাপ্যবৃত্তি সাধ্যকস্থলে (*সত্তাবান্ দ্রব্যত্বাত্*) প্রতিযোগ্যসমানাধিকরণ দেওয়া যাবে না এবং অব্যাপ্যবৃত্তি সাধ্যকস্থলে (*বহ্নিমান্ ধূমাত্*) এই বিশেষণ দেওয়া যাবে। তখন প্রতিযোগ্যসমানাধিকরণ্য এর অর্থ হবে প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নাসামানাধিকরণ্য। আরও পরিষ্কার অর্থ হয় – প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন আধেয়তানিরূপিত অধিকরণতাবদ্বৃত্তিত্ব। এরকম না স্বীকার করলে *অয়ং গুণকর্মান্যত্ববিশিষ্টসত্তাবান্ জাতেঃ* – অসদ্ধেতু স্থলে অতিব্যাপ্তি হয়। জাতির অধিকরণ গুণাদি, তাতে অভাব ধরব গুণকর্মান্যত্ববিশিষ্টসত্তাভাব, প্রতিযোগিতা গুণকর্মান্যত্ববিশিষ্টসত্তা যেমন, তেমন সত্তা। নিয়ম আছে – বিশিষ্টসত্তা শুদ্ধসত্তা থেকে অতিরিক্ত নয়। সত্তার অধিকরণ গুণ, তাতেই বিশিষ্টসত্তাভাব থাকল, প্রতিযোগীর অসমানাধিকরণ হল না। কেউ যদি মনে করে বিশিষ্টসত্তা জাতিস্বরূপ হওয়ায় ব্যাপ্যবৃত্তি, তাহলে এখানে প্রতিযোগ্যসমানাধিকরণ আলোচনা করা ব্যর্থ। তাই অব্যাপ্যবৃত্তি স্থলের কল্পনা করা হয়েছে - *ভূতত্বমূর্তত্বোভয়বান্ মূর্তত্বাত্* – অসদ্ধেতু স্থলে মূর্তত্বের অধিকরণ মনে বিদ্যমান অভাব ভূতত্বমূর্তত্বোভয়াভাব, সেই প্রতিযোগিতার আশ্রয় মূর্তত্ব, মূর্তত্বের অধিকরণ মনে ভূতত্বমূর্তত্বোভয়াভাব আছে, অতএব প্রতিযোগ্যসমানাধিকরণ হল না। প্রতিযোগ্যসমানাধিকরণ্যের উপরিউক্ত অর্থ স্বীকার করলে *সত্তাবান্ জাতেঃ* – এখানে যে গুণকর্মান্যত্ববিশিষ্টসত্তাভাব গ্রহণ করেছিলাম তার প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক গুণকর্মান্যত্ববিশিষ্টত্ব এবং সত্তাত্ব এই উভয়ধর্মাবচ্ছিন্ন আধেয়তানিরূপিত অধিকরণতা দ্রব্যে থাকে, গুণে বা কর্মে থাকে না। যদিও বিশিষ্টসত্তা ও শুদ্ধসত্তা এক, তাহলেও বিশিষ্টসত্তাত্বাবচ্ছিন্ন ও শুদ্ধসত্তাত্বাবচ্ছিন্ন ভিন্ন ভিন্ন হয়।

সার্বভৌমাচার্যের মতে প্রতিযোগ্যসামানাধিকরণ্য এর অর্থ প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্না-সামানাধিকরণ্য স্বীকার করা উচিত নয়।

৫.১.৩ অত্যন্তাভাব পদের সার্থকতা : মূল লক্ষণোক্ত অত্যন্তাভাব পদ যদি প্রতিযোগিতাতে না দেওয়া হয় তাহলে *বহ্নিমান্ ধূমাত্* – স্থলে প্রতিযোগ্যসমানাধিকরণ দুর্লভ হয়ে যাবে। কারণ ধূমাধিকরণ পর্বতে বিদ্যমান অভাব ঘটাভাব, পটাভাব। সেরকম ঘটাভাবের অধিকরণে পটাভাব থাকবে। অতএব ঘটাভাবের প্রতিযোগী যেমন ঘট, সেরকম পটাভাব হবে, প্রতিযোগীর সমানাধিকরণ হয়ে যাবে। আর *ঘটভিন্নং পটত্বাত্* – স্থলে অব্যাপ্তি হবে। তাই প্রতিযোগিতাতে অত্যন্তাভাব এই বিশেষণ দিতে হবে। এছাড়াও *কালো গোমান্ গোত্বাত্* – অসদ্ধেতু স্থলে অতিব্যাপ্তি হয়।

মিশ্রাচার্যের মতে অত্যন্তাভাব পদের দ্বারা সংসর্গাভাব গ্রহণ করা উচিত। তাহলে লক্ষণ হবে – *প্রতিযোগ্যসমানাধিকরণ-হেতুসমানাধিকরণসংসর্গাভাবীয়-প্রতিযোগিতানবচ্ছেদকং যৎসাধ্যতাবচ্ছেদকং তদবচ্ছিন্নসাধ্যসামানাধিকরণ্যং ব্যাপ্তিঃ*। সংসর্গাভাব তিন প্রকার – প্রাগভাব, ধ্বংসাভাব ও অত্যন্তাভাব। তাহলে যেখানে কোনো অভাব পাওয়া যাবে না সেখানে লক্ষণ সঙ্গত হবে না, যেমন – *কালঃ দ্ব্যণুকবান্ স্পন্দাত্, জন্যজ্ঞানবান্ অদৃষ্টত্বাত্*। কালে কখনো প্রতিযোগীর অত্যন্তাভাব সিদ্ধি হয় না।

৫.১.৪ প্রতিযোগ্যসমানাধিকরণের সম্বন্ধ : এখন প্রশ্ন হয় প্রতিযোগ্যসমানাধিকরণ কোন সম্বন্ধে ধরব? যে কোনো সম্বন্ধে ধরলে *আত্মা জ্ঞানবান্ দ্রব্যত্বাত্* – অসদ্ধেতু স্থলে অতিব্যাপ্তি হয়। কারণ দ্রব্যত্বাধিকরণ আত্মা, তাতে বিদ্যমান্ অভাব বিষয়তাসম্বন্ধে জ্ঞানাভাব ধরব। আত্মাতে জ্ঞান সমবায়সম্বন্ধে থাকে, কিন্তু ঘটে বিষয়তাসম্বন্ধে জ্ঞান থাকে। অতএব এই জ্ঞানাভাব প্রতিযোগীর সমানাধিকরণ হল না। তাহলে ঘটাভাব,

পটাভাব ধরব, লক্ষণ সমন্বয় হয়ে যাবে। *বিশেষগুণবান্ মনোঽন্যদ্রব্যত্বাত্* – অসদ্ধেতু স্থলে মনোঽন্যদ্রব্যত্বের অধিকরণ দিক্, কাল। তাতে দিক্কৃতবিশেষণতাসম্বন্ধে দেশে এবং কালিকবিশেষণতাসম্বন্ধে কালে বিশেষগুণ থাকে। কিন্তু সমবায়সম্বন্ধে বিশেষগুণ থাকে না। অতএব বিশেষগুণাভাব প্রতিযোগীর সমানাধিকরণ হল না। তাই অন্য অভাব ধরলে লক্ষণ সমন্বয় হয়ে যাবে এবং অতিব্যাপ্তি হবে। *জাতিমান্ ভাবত্বাত্* – অসদ্ধেতুস্থলে ভাবত্বের অধিকরণ সামান্যাদি, তাতে জাত্যভাব ধরলে একার্থসমবায়সম্বন্ধে (স্বসমবায়িসমবেতত্বসম্বন্ধে) জাতির অধিকরণ সামান্যাদি। অতএব অন্য অভাব ধরে লক্ষণ সমন্বয় হবে এবং অসদ্ধেতু স্থলে লক্ষণ যাওয়ায় অতিব্যাপ্তি হবে। অতএব প্রতিযোগ্যসমানাধিকরণকে যদি প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকসম্বন্ধে ধরা হয় তাহলে আর জ্ঞানাভাব, বিশেষাগুণাভাব, জাত্যাভাব ধরা যাবে না। আবার প্রতিযোগ্যসমানাধিকরণ এর তদ্বদ্বৃত্তিভিন্নত্ব অর্থাৎ প্রতিযোগিমদ্বৃত্তিভিন্নত্ব এই অর্থও গ্রহণ করা যাবে না। গ্রহণ করলে *কপিসংযোগী সত্ত্বাত্* – অসদ্ধেতু স্থলে অতিব্যাপ্তি হবে।

৫.১.৫ প্রতিযোগ্যসমানাধিকরণ এর কল্পত্রয় কল্পনা : প্রতিযোগ্যসমানাধিকরণ এর কল্পত্রয় আলোচনা করেছেন – *ননু প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নস্য যস্য কস্যচিত্, তৎসামান্যস্য, প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকযত্-কিঞ্চিদবচ্ছিন্নস্য বা, অনধিকরণত্বমুক্তম্।*[২৬] যদি **প্রথম কল্প** (যস্য কস্যচিত্) স্বীকার করা হয় তাহলে *কপিসংযোগী এতদ্বৃক্ষত্বাত্* – স্থলে অব্যাপ্তি হবে। কারণ এতদ্বৃক্ষত্বের অধিকরণ এতদ্বৃক্ষে বৃক্ষাবৃত্তি কপিসংযোগাভাব ধরব। বৃক্ষাবৃত্তি কপিসংযোগের অধিকরণ ভূতল, অনধিকরণ এতদ্বৃক্ষ। অতএব দোষ পরিহার করা গেল না। যদি **দ্বিতীয় কল্প** (তৎসামান্যস্য) স্বীকার করা হয় তাহলে *কপিসংযোগী এতদ্বৃক্ষত্বাত্* স্থলে লক্ষণ গেলেও *সংযোগসামান্যাভাববান্ দ্রব্যত্বাভাববান্ বা সত্ত্বাত্* – স্থলে অব্যাপ্তি হবে। কারণ সত্ত্বার অধিকরণে সংযোগসামান্যাভাবাভাব প্রতিযোগ্যসমানাধিকরণ

হেতুসমানাধিকরণাভাব হবে না। সেরকম দ্রব্যত্বাভাবাভাবও গ্রহণ করা যাবে না। আর যদি **তৃতীয় কল্প** (যত্-কিঞ্চিত্) স্বীকার করা হয় তাহলে *কপিসংযোগাভাববান্ আত্মত্বাত্* – স্থলে অব্যাপ্তি হবে। কারণ আত্মত্বাধিকরণ আত্মা, তাতে বিদ্যমান অভাব কপিসংযোগাভাবাভাব = কপিসংযোগ গুণবিশেষ। অতএব প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক যেমন কপিসংযোগাভাবত্ব সেরকম গুণসামান্যাভাবত্ব। প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নের অনধিকরণ হেত্বধিকরণ আত্মা, অতএব কপিসংযোগাভাবাভাব গ্রহণ করা যাবে না। তাই দীধিতিকার পরিষ্কার অর্থ করেছেন – *যাদৃশপ্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নানধিকরণং হেত্বধিকরণং তাদৃশপ্রতিযোগিতানবচ্ছেদকং যৎসাধ্যতাবচ্ছেদকং তদবচ্ছিন্নসাধ্যসামানাধিকরণ্যং ব্যাপ্তিঃ*।[২৭] এরকম লক্ষণ করলে উপরিউক্ত স্থলে অব্যাপ্তি, অতিব্যাপ্ত্যাদি দোষ হবে না।

৫.১.৬ হেত্বধিকরণের সম্বন্ধ : মূল লক্ষণোক্ত হেত্বধিকরণকে হেতুতাবচ্ছেদকসম্বন্ধে গ্রহণ করতে হবে। তা নাহলে *পর্বতো বহ্নিমান্ ধূমাত্* – স্থলে সমবায়সম্বন্ধে ধূমের অধিকরণ ধূমাবয়বে বহ্ন্যভাব ধরতে পারব, অতএব অব্যাপ্তি হবে। তাই হেতুতাবচ্ছেদকসম্বন্ধে হেত্বধিকরণ গ্রহণ করতে হবে। এখানে হেতুতাবচ্ছেদকসম্বন্ধ সংযোগ। সংযোগসম্বন্ধে ধূমের অধিকরণ পর্বত, তাতে বহ্ন্যভাব নেই। অব্যাপ্তি হবে না। কিন্তু এরকম হেতুতাবচ্ছেদকসম্বন্ধ নিবেশ করলেও অব্যাপ্তির পরিহার হবে না। কারণ হেতুতাবচ্ছেদক সংযোগসম্বন্ধে পর্বতবৃত্তি অভাব সমবায়সম্বন্ধে বহ্ন্যভাব ধরব, প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক বহ্নিত্ব হবে, পুনরায় অব্যাপ্তি। সেজন্য প্রতিযোগিতাতে সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধাবচ্ছিন্নত্ব নিবেশ করতে হবে।

৫.১.৭ প্রতিযোগ্যসমানাধিকরণের মতান্তর বর্ণনা : প্রতিযোগ্যসমানাধিকরণের অর্থ সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধে প্রতিযোগ্যসম্বন্ধি করতে হবে। বৃত্তিতানিয়ামকসংযোগ কেবল

অভাবীয়প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকসম্বন্ধ হয়, বৃত্ত্যনিয়ামকসংযোগ অভাবীয়প্রতিযোগিতা-বচ্ছেদকসম্বন্ধ হয় না। বৃত্তিনিয়ামকসম্বন্ধে গগন অব্যাপক হয় একথা সম্বন্ধধর্মিক উভয়াভাবঘটিত লক্ষণে পরিষ্কার করেছেন। *কালো ঘটবান্ মহাকালত্বাত্* – স্থলে স্বপ্রতিযোগিতাবচ্ছেদকসম্বন্ধে এবং সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধে প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন অসম্বন্ধিত্ব – এই দুটি কল্প স্বীকার করলে অব্যাপ্তি হয়। অতএব প্রতিযোগ্যসমানাধিকরণ অপ্রসিদ্ধ হয়ে যাবে।

সার্বভৌমাচার্যের মতে প্রতিযোগ্যসমানাধিকরণ এর অর্থ হল –

সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধের দ্বারা যৎকিঞ্চিৎ অধিকরণে অবৃত্তি প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিতাকাভাব। এই মতে ব্যাপ্তির লক্ষণ হবে - *হেত্বধিকরণীভূতযৎকিঞ্চিদ্ব্যক্তিনিরূপিতসাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধা-বচ্ছিন্নবৃত্তিত্বাভাববত্ প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিকাভাবীযপ্রতিযোগিতানবচ্ছেদকং যৎসাধ্যতাবচ্ছে-দকং তদবচ্ছিন্নসাধ্যসামানাধিকরণ্যং ব্যাপ্তিঃ। বহ্নিমান্ ধূমাত্* – স্থলে সংযোগসম্বন্ধে ঘটাভাব ধরে লক্ষণ সমন্বয় হয়ে যাবে। *কালো ঘটবান্ মহাকালত্বাত্* – স্থলে গগনাভাব নিয়ে লক্ষণ সমন্বয় হবে। রঘুনাথ শিরোমণি কিন্তু সার্বভৌমের মত তুলেছেন মাত্র, এই মত স্বীকার করেন না।

৫.১.৮ সম্বন্ধধর্মিক-উভয়াভাব এবং প্রতিযোগিতাধর্মিক-উভয়াভাব লক্ষণ স্বীকার : গঙ্গেশোপাধ্যায় সিদ্ধান্তলক্ষণ করার পরও *কালো ঘটবান্ মহাকালত্বাত্* এই স্থলে অব্যাপ্তি হয়ে যায়, সেইজন্য *দীধিতি*কার সম্বন্ধধর্মিক-উভয়াভাবঘটিত লক্ষণ বলেছেন –

> সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধসামান্যে নিরুক্তপ্রতিযোগিপ্রতিযোগিকত্ব-হেত্বধিকরণীভূত-যৎকিঞ্চি-দ্ব্যক্ত্যনুযোগিকত্বসামান্যোভয়াভাবস্য বিবক্ষিতত্বাত্।[২৮]

যারা এরকম লক্ষণ স্বীকার করেন তাদের মতে স্বরূপসম্বন্ধে গগন অবৃত্তি হয়। *পর্বতো বহ্নিমান্ ধূমাত্* – স্থলে সংযোগসম্বন্ধে ঘটত্বাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিকত্ব (ঘটাভাব) থাকলে ধূমাধিকরণপর্বতানুযোগিকত্ব না থাকায় উভয়াভাব পাওয়া যাবে। ঘটাভাব ধরে লক্ষণ সমন্বয় হয়ে যাবে। *ধূমবান্ বহ্নেঃ* – স্থলেও সাধ্যতাবচ্ছেদকসংযোগ সম্বন্ধে ধূমাভাব থাকলেও বহ্ন্যধিকরণ-অয়োগোলকানুযোগিকত্ব না থাকায় উভয়াভাব পাওয়া যাবে। অতএব ধূমাভাব ধরব। লক্ষণে 'যৎকিঞ্চিৎ' পদ না দিলে *ধূমবান্ বহ্নেঃ* – স্থলে অতিব্যাপ্তি হবে। লক্ষণে 'নিরুক্ত' পদ না দিলে *চৈত্রান্যত্ববিশিষ্টৈতদ্দণ্ডবান্ এতদ্দণ্ডাত্* এবং *গুণকর্মান্যত্ববিশিষ্টসত্তাবান্ জাতেঃ* – স্থলে অতিব্যাপ্তি হবে। এরপর শিরোমণি **প্রতিযোগিতাধর্মিক উভয়াভাবঘটিত** লক্ষণ করেছেন –

> প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকসম্বন্ধেন প্রতিযোগ্যনধিকরণভূত-হেত্বধিকরণবৃত্ত্যভাবীয়প্রতিযোগিতা-সামান্যে যৎসম্বন্ধাবচ্ছিন্নত্ব-যৎধর্মাবচ্ছিন্নত্ব-উভয়াভাবস্তেন সম্বন্ধেন তদ্ধর্মাবচ্ছিন্ন-সামানাধিকরণ্যং ব্যাপ্তিঃ।[২৯]

কালিকসম্বন্ধে গগনাভাব নিয়ে যদি লক্ষণ প্রদর্শন করা হয় তাহলে এই অভাব গ্রহণ করা যাবে না। কালিকসম্বন্ধে গগন বৃত্তিমান্ হয়। সংযোগসমবায়াদি সম্বন্ধে গগন অবৃত্তি হয়। তাহলে *কালো ঘটবান্ মহাকালত্বাত্* - স্থলে হেত্বধিকরণবৃত্তি অভাব পদে 'সমবায়সম্বন্ধে ঘটাভাব' এরকম অভাব ধরতে পারব, তাদৃশ অভাবীয়প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকসম্বন্ধ সমবায়সম্বন্ধে ঘটের (প্রতিযোগীর) অনধিকরণ হেত্বধিকরণ মহাকাল হবে। তদ্বৃত্তি ঘটাভাবীয়প্রতিযোগিতাতে যদিও সাধ্যতাবচ্ছেদকীভূত ঘটত্বাবচ্ছিন্নত্ব আছে কিন্তু সাধ্যতাবচ্ছেদকীভূতকালিকসম্বন্ধাবচ্ছিন্নত্ব না থাকার জন্য উভয়াভাব পাওয়া যাবে। এভাবে কালিকসম্বন্ধে ঘটত্বাবচ্ছিন্নের (ঘটের) সামানাধিকরণ্য মহাকালে চলে যাবে, লক্ষণ সমন্বয় হয়ে যাবে, কোনো দোষ হবে না। এভাবে *প্রমেয়বান্ বাচ্যত্বাত্* – স্থলে অব্যাপ্তি বারণ হয়ে

যাবে। বাচ্যত্বাধিকরণ সামান্যে সংযোগসম্বন্ধে প্রমেয়াভাব পাওয়া যাবে, অনধিকরণ হেত্বধিকরণ বাচ্যত্ব। তদ্বৃত্তি প্রমেয়াভাবীয়প্রতিযোগিতাতে যদিও সাধ্যতাবচ্ছেদকীভূত প্রমেয়ত্বাবচ্ছিন্নত্ব আছে কিন্তু সমবায়সম্বন্ধাবচ্ছিন্নত্ব না থাকার জন্য উভয়াভাব পাওয়া যাবে।

৫.২ মথুরানাথোক্ত সিদ্ধান্তব্যাপ্তির স্বরূপ : সিদ্ধান্তলক্ষণোক্ত দুটি যৎ এবং দুটি তৎ পদ দীধিতিকারের মতই ধরতে হবে।

৫.২.১ অত্যন্তাভাব পদের রহস্য : সিদ্ধান্তলক্ষণের আলোচনাতে মথুরানাথ বলেছেন অত্যন্তাভাবের দুটি বিশেষণ – প্রতিযোগ্যসমানাধিকরণ ও হেতুসমানাধিকরণ। *বহ্নিমান্ ধূমাত্* – স্থলে সংযোগসম্বন্ধে বহ্নি অব্যাপ্যবৃত্তি হওয়ায় হেত্বধিকরণ নিবেশ করলেও অব্যাপ্তি পরিহার করা যায় না বলে *সত্তাবান্ দ্রব্যত্বাত্* – এই ব্যতিরেক স্থলের প্রসঙ্গ এনেছেন। এখানে সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিতাক সাধ্যসামান্যাভাবকে গ্রহণ করলে অব্যাপ্তি হয়, তার বারণের জন্য অত্যন্তাভাবের বিশেষণ হেতুসমানাধিকরণ পদ দিতে হবে।

৫.২.২ হেত্বধিকরণ পদের রহস্য : হেতুতাবচ্ছেদকসম্বন্ধের দ্বারা হেতুতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন হেত্বধিকরণ বলতে হবে। তা নাহলে *ইদং গগনং গগনত্বপ্রকারকপ্রমাত* – সমবায়সম্বন্ধে হেত্বধিকরণ আত্মাতে গগনত্বাভাব গ্রহণ করব, প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক গগনত্বত্ব হবে, প্রতিযোগিতানবচ্ছেদক সাধ্যতাবচ্ছেদক গগনত্ব হবে না, অতএব অব্যাপ্তি। আবার *দ্রব্যং গুণকর্মান্যত্ববিশিষ্টসত্ত্বাত্* – স্থলে সত্তার অধিকরণ গুণে দ্রব্যত্বাভাব ধরব, প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক দ্রব্যত্বত্ব, অতএব অব্যাপ্তি। অধিকরণ হবে সম্বন্ধী। অধিকরণের সম্বন্ধিমাত্র বিবক্ষায় তাদাত্ম্যাদিবৃত্ত্যনিয়ামকসম্বন্ধে হেতুতে হেতুতাবচ্ছেদকসম্বন্ধে

হেত্বধিকরণ অপ্রসিদ্ধ হলেও অব্যাপ্তি হবে না। সম্বন্ধী হল ধর্মী। ধর্ম যাতে থাকে। বৃত্তিনিয়ামকবৃত্ত্যনিয়ামকসম্বন্ধনিরূপিতসম্বন্ধী স্বরূপসম্বন্ধবিশেষ কিন্তু আধার-আধেয়বিশেষ নয়। ধর্মধর্মিভাবরূপস্বরূপসম্বন্ধের আধারত্ব স্বীকার করলে *ঘটস্য জ্ঞানং চৈত্রস্য ধনম্* – এরকম বিশিষ্টপ্রত্যক্ষে বিষয়িত্ব ও স্বত্বরূপ বৃত্ত্যনিয়ামকসম্বন্ধে আধারত্ব অপ্রসিদ্ধ হয়। অতএব হেতুতাবচ্ছেদকসম্বন্ধে হেতুতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নহেত্বধিকরণ বললে বৃত্ত্যনিয়ামকসম্বন্ধে হেতুতাতে অব্যাপ্তি এবং তাদৃশ হেতুর সম্বন্ধিত্ব বললে *দ্রব্যং বিশিষ্টসত্ত্বাত্* – এখানে অব্যাপ্তি। *সত্ত্ববান্ দ্রব্যত্বাত্* – স্থলে দ্রব্যত্বাধিকরণ মহাকালে কালিকবিশেষণতাসম্বন্ধে সত্ত্বাভাবের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক সত্ত্বত্ব, অতএব অব্যাপ্তি। *কপিসংযোগী এতদ্বৃক্ষত্বাত্* – স্থলেও কপিসংযোগাভাবের হেতুসমানাধিকরণ হওয়ায় অব্যাপ্তি।

৫.২.৩ প্রতিযোগ্যসমানাধিকরণ পদের রহস্য : প্রতিযোগ্যসমানাধিকরণ পদ হেতুর বিশেষণ হিসেবে দিতে হবে। তাই স্বপ্রতিযোগ্যসমানাধিকরণের হেতুতাবচ্ছেদকসম্বন্ধে হেতুতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নহেতুর সম্বন্ধিতে(অধিকরণে) যে কোনো সম্বন্ধে বর্তমান যে অভাব, সেই অভাবীয়প্রতিযোগিতানবচ্ছেদক যে এরকম বুঝতে হবে। স্ব-পদের দ্বারা অভাব ধরতে হবে। সাধ্য সাধন ভেদে ব্যাপ্তির ভেদ হয় বলে ব্যাপ্যবৃত্তি সাধ্যকস্থলে প্রতিযোগ্যসমানাধিকরণ দেওয়া যাবে না এবং অব্যাপ্যবৃত্তি সাধ্যকস্থলে এই বিশেষণ দেওয়া যাবে, এরকম বলা ঠিক নয়। কারণ এরকম বিশেষণ না দিলে সাধ্যাভাবের অব্যাপ্যবৃত্তিত্বভ্রমে হেতুসমানাধিকরণ্যের ভ্রম হবে, হেতুসমানাধিকরণাভাবের প্রতিযোগিতাতে সাধ্যতাবচ্ছেদকাবচ্ছেদ্যত্বজ্ঞান হলে সাধ্যতাবচ্ছেদকাবচ্ছেদ্যত্বাভাব গ্রহণ হবে না। স্বপ্রতিযোগ্যসমানাধিকরণ যে কোনো সম্বন্ধে স্বপ্রতিযোগ্যধিকরণে না থাকলে *সংযোগী সত্ত্বাত্* – স্থলে অতিব্যাপ্তি হয়। কারণ সত্তার অধিকরণ দ্রব্যে সংযোগাভাব ধরলে

প্রতিযোগিসমানাধিকরণ হয়ে যায়। কিন্তু স্বপ্রতিযোগ্যধিকরণে যে কোনো সম্বন্ধে বর্তমান অভাব ধরলে সত্তার অধিকরণ গুণে সংযোগসামান্যাভাব ধরা যাবে, অতিব্যাপ্তির নিরাস হবে। সামানাধিকরণ্যের অব্যাপ্যবৃত্তিহেতু সামান্যাভাব প্রসিদ্ধ। সেজন্য স্বপ্রতিযোগ্যধিকরণে বর্তমান সামান্যাভাববিশিষ্ট হেতুতাবচ্ছেদকসম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-হেতুতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন-হেত্বধিকরণ বুঝতে হবে।

কেউ কেউ প্রতিযোগ্যসমানাধিকরণকে অত্যন্তাভাবের বিশেষণ বলেছেন। স্বপ্রতিযোগ্যসামানাধিকরণ্য-বিশিষ্টাভাবে হেত্বধিকরণবৃত্তি থাকে। এমত ঠিক নয়। আবার হেত্বধিকরণাবচ্ছেদে প্রতিযোগিসামানাধিকরণ্য-সামান্যাভাব থাকে এরকমও বলা যাবে না। তাহলে কুতর্কের আপত্তি হয়। প্রতিযোগ্যসমানাধিকরণত্ব কিন্তু প্রতিযোগ্যধিকরণবৃত্তিত্বাভাব নয়। সামানাধিকরণ্যের অব্যাপ্যবৃত্তিত্বে কোনো প্রমাণ না থাকায় *সংযোগী সত্ত্বাত্* – স্থলে অতিব্যাপ্তি হবে। কিন্তু প্রতিযোগ্যনধিকরণে যে কোনো সম্বন্ধে থাকলেও তা হেতুর বিশেষণ, অভাবের বিশেষণ নয়। তা নাহলে *কপিসংযোগী এতদ্বৃক্ষত্বাত্* – স্থলে অব্যাপ্তি থাকবে। আবার একথা বলাও ঠিক নয় যে, প্রতিযোগ্যনধিকরণ হেতুর বিশেষণে *বহ্নিমান্ ধূমাত্* – এখানে বহ্নির অব্যাপ্যবৃত্তিহেতু অব্যাপ্তি হয়, কারণ হেতুসমানাধিকরণে বহ্ন্যভাবের প্রতিযোগ্যনধিকরণ ধূমাবয়বে থাকে। অতএব প্রতিযোগ্যনধিকরণবৃত্তিত্ববিশিষ্ট হেতুতাবচ্ছেদকসম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-হেতুতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নহেত্বধিকরণ ধরতে হবে। অতএব *বহ্নিমান্ ধূমাত্, কপিসংযোগী এতদ্বৃক্ষত্বাত্* – স্থলদ্বয়ে বহ্নিসামান্যাভাব, কপিসংযোগাভাব গ্রহণ করে প্রতিযোগ্যনধিকরণবৃত্তিত্ববিশিষ্ট হেতুতাবচ্ছেদকসম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-হেতুতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নহেত্বধিকরণ অপ্রসিদ্ধ হয়ে যায়, তাই এই অভাব গ্রহণ করা যাবে না। অন্য অভাব গ্রহণ করে লক্ষণ সমন্বয় হবে। অতএব প্রতিযোগ্যনধিকরণবৃত্তিত্ববিশিষ্ট

হেতুতাবচ্ছেদকসম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-হেতুতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নহেত্বধিকরণে যে কোনো সম্বন্ধে বর্তমান অভাব গ্রহণ করতে হবে।

এখানে প্রতিযোগ্যনধিকরণ প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকসম্বন্ধে বুঝতে হবে। নাহলে *জ্ঞানবান্ দ্রব্যত্বাত্, বহ্নিমান্ ধূমাত্* – স্থলে সমবায়সম্বন্ধে জ্ঞান ও বহ্নির সাধ্যে থাকায় এবং *ইদং বাচ্যং জ্ঞেয়ত্বাত্* – স্থলে কালিকসম্বন্ধে বাচ্যত্ব সাধ্যে থাকায় অব্যাপ্তি। হেতুসমানাধিকরণে বিদ্যমান অভাব হবে সমবায়েন জ্ঞানাভাব, সমবায়েন বহ্ন্যভাব এবং কালিকেন বাচ্যত্বাভাব। বিষয়ত্বসম্বন্ধে সংযোগসম্বন্ধে এবং বিশেষণতাবিশেষ (স্বরূপ) সম্বন্ধে প্রতিযোগ্যধিকরণ হেত্বধিকরণ হল। *গুণকর্মান্যত্ববিশিষ্টসত্তাবান্ জাতেঃ* – হেতুসমানাধিকরণে বিশিষ্টসত্তাত্বাবচ্ছিন্নাভাবের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকসম্বন্ধে প্রতিযোগ্যধিকরণ হেত্বধিকরণ হবে। *ঘটবান্ জ্ঞানত্বাত্* – স্থলে জ্ঞানত্বের অধিকরণে বিষয়িতাসম্বন্ধাবচ্ছিন্ন ঘটাভাবের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকসম্বন্ধে প্রতিযোগ্যধিকরণ অপ্রসিদ্ধ হয়। সেজন্য অধিকরণত্ব না বলে সম্বন্ধিত্ব বলতে হবে।

কেউ কেউ প্রতিযোগ্যনধিকরণত্বকে সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধে যৎপ্রতিযোগিতা-বচ্ছেদকাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিসম্বন্ধী তদন্যত্ব ধরতে বলেছেন। তাহলে *জ্ঞানবান্ দ্রব্যত্বাত্* – স্থলে অতিব্যাপ্তি হবে না। এই মতও ঠিক নয়। প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নত্বের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকতাবচ্ছেদকসম্বন্ধেন বুঝতে হবে, তাহলে *গুণকর্মান্যত্ববিশিষ্টসত্তাবান্ সত্ত্বাত্* – স্থলে অতিব্যাপ্তি হবে না। তিনিও প্রতিযোগ্যসমানাধিকরণের কল্পত্রয় আলোচনা করেছেন। প্রথম কল্প স্বীকার করলে *কপিসংযোগী এতদ্বৃক্ষত্বাত্* – স্থলে অব্যাপ্তি, দ্বিতীয় কল্প স্বীকার করলে *বহ্নিমান্ ধূমাত্* – স্থলে অসম্ভব এবং তৃতীয় কল্প স্বীকার করলে

কপিসংযোগাভাববান্ আত্মত্বাত্ – স্থলে অব্যাপ্তি হয়। তারপর সাধ্যতাবচ্ছেদক স্থল নিয়ে আপত্তি তুলেছেন।

৫.২.৪ উভয়াভাবঘটিত সিদ্ধান্তলক্ষণ : তিনি ব্যাপ্তির সিদ্ধান্তলক্ষণ করেছেন –

> স্বাবচ্ছেদকসম্বন্ধেন স্বাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নসামান্যাসম্বন্ধিনিরুক্তহেতুসম্বন্ধিক-প্রতিযোগিতাসামান্যে সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধাবচ্ছিন্নত্ব-যদ্ধর্মনিষ্ঠপর্যাপ্তাবচ্ছেদকত্বোভয়াভাব-স্তদ্ধর্মাবচ্ছিন্নসাধ্য-সামানাধিকরণ্যং ব্যাপ্তিঃ।[৩০]

'স্ব'-পদের দ্বারা প্রতিযোগিতা ধরতে হবে। *কালো ঘটবান্ কালপরিমাণাত্* – স্থলে হেত্বধিকরণ কালে সমবায়েন ঘটাভাব গ্রহণ করে লক্ষণ সমন্বয় হবে।

টীকাতে স্বতন্ত্রা বলে একটি মত গ্রহণ করেছেন। সম্ভবত এটা উনার নিজস্ব মত –

> স্বতন্ত্রাস্তু স্বাবচ্ছেদকসম্বন্ধেন স্বাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নসম্বন্ধিভিন্নত্বেন হেতুসম্বন্ধিনো ন বিশেষণীয়াঃ, কিন্তু নিরুক্তহেতুসম্বন্ধিনি নিরবচ্ছিন্নবৃত্তিমান্ যোঽভাবঃ তৎপ্রতিযোগিতাসামান্যে সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধাবচ্ছিন্নত্ব-যদ্ধর্মপর্য্যাপ্তাবচ্ছেদকতাকত্বোভয়াভাবস্তদ্ধর্মাবচ্ছিন্ন-সামানাধিকরণ্যমেব ব্যাপ্তির্বক্তব্যা।[৩১]

অত্যন্তাভাবের মত অন্যোন্যাভাবও অব্যাপ্যবৃত্তি হয়। বৃত্তিকে অভাবীয়-বিশেষণতাবিশেষসম্বন্ধের দ্বারা বুঝতে হবে। অন্তিমে যদ্বা কল্পে অন্য মতে ব্যাপ্তির লক্ষণ বলেছেন –

> যদ্বা নিরুক্তহেতুসম্বন্ধিনি স্বাবচ্ছেদকসম্বন্ধেন স্বাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নসম্বন্ধ্যনিরূপিতবৃত্তিম-ন্নিরূপিতপ্রতিযোগিতাসামান্যে সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধাবচ্ছিন্নত্ব-যদ্ধর্মাবচ্ছেদ্যত্বোভয়াভাব-স্তদ্ধর্মাবচ্ছিন্নসামানাধিকরণ্যং ব্যাপ্তিঃ।[৩২]

স্ব-পদের দ্বারা প্রতিযোগিতা ধরতে হবে। প্রথম সপ্তম্যন্ত বৃত্তির বিশেষণ। এইভাবে সম্বন্ধবিশেষে বৃত্তি না বলা হলেও ক্ষতি নেই।

৫.৩ জগদীশোক্ত সিদ্ধান্তব্যাপ্তির স্বরূপ : জগদীশ তর্কালংকারের *সিদ্ধান্তলক্ষণজাগদীশী* ব্যুৎপন্ন টীকাগ্রন্থ। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দীধিতিকারের মতের সপক্ষে আলোচনা করেছেন। কোথাও কোথাও স্বমত পোষণ করেছেন। দীধিতিকারের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন পদের প্রতিযোগিতানবচ্ছেদক অর্থ লক্ষণার দ্বারা কেন গ্রহণ করেছেন তা জগদীশ পরিষ্কার করেছেন। *বহ্নিমান্ ধূমাত্* – স্থলে মহানসীয় বহ্ন্যভাব নিয়ে আপত্তি হয় তাই তিনি প্রতিযোগ্যসমানাধিকরণ-হেতুসমানাধিকরণাত্যন্তাভাবীয়প্রতিযোগিতাতে সাধ্যতাবচ্ছেদক-তদিতরোভয়ানবচ্ছিন্নত্ব নিবেশ করার কথা বলেছেন। তাহলেও *প্রমেয়াশ্রয়বান্ ধূমাত্* – স্থলে অব্যাপ্তি হবে। অতএব সাধ্যতাবচ্ছেদকতদিতরোভয়ানবচ্ছিন্নত্ব এর পারিভাষিক অর্থ গ্রহণ করেছেন – তদিতরত্বপদার্থতদ্বিষয়িত্বাব্যাপকবিষয়িতানিরূপকধর্ম। কোনো নৈয়ায়িকের স্বীকৃত পর্যাপ্তিসম্বন্ধঘটিতলক্ষণ তিনি স্বীকার করেন না। সাধ্যতাবচ্ছেদক নিয়েও দীধিতির মতের বিস্তৃত আলোচনা করেছেন।

৫.৩.১ পক্ষের আবশ্যকতা : *ইদং দ্রব্যং গুণকর্মান্যত্বে সতি সত্ত্বাত্* – স্থলে ইদং পদ দেওয়া উচিত কি উচিত নয় তার ব্যাখ্যা করেছেন। ন্যায় প্রদর্শন করতে গেলে পক্ষ অবশ্যই দিতে হবে। তাই এখানেও পক্ষ দেওয়া কোনো দোষের নয়। এছাড়া *অয়ং কপিসংযোগী এতদ্বৃক্ষত্বাত্* – স্থলে যদি *অয়ম্* পদ না দেওয়া হয় তাহলে কপিসংযোগীতে এতত্ পদার্থের সাধ্যতাভ্রম হয়। তাই পক্ষ নির্দেশ করতে হবে।

৫.৩.২ সাধ্য-সাধন ভেদে ব্যাপ্তির ভেদ : সাধ্য সাধন ভেদে ব্যাপ্তির ভেদ হয় বলে, যেখানে হেতুতাবচ্ছেদক হেত্বধিকরণতার অবচ্ছেদক হয় না সেখানে হেতুতাবচ্ছেদকাশ্রয়-সমানাধিকরণত্ব নিবেশ করতে হবে আর যেখানে হেতুতাবচ্ছেদক হেত্বধিকরণতার অবচ্ছেদক হয় সেখানে হেতুতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নসামানাধিকরণ্য নিবেশ করতে হবে। হেতুব্যাপকসাধ্যসামানাধিকরণ্য ব্যাপ্তি স্বীকার করলে এরকম ব্যাপ্তি ভিন্ন ভিন্ন হয়। তাহলে *একৈব হি সা ব্যাপ্তিঃ* – এরকম পরামর্শীয়সিদ্ধান্তগ্রন্থের অসঙ্গতি হবে। কিন্তু প্রকৃতপরামর্শে হেতুতাবচ্ছেদকাবচ্ছেদক (ধূমত্বত্ব) প্রবিষ্ট না হওয়ায় কোনো গৌরব হয় না।

৫.৩.৩ প্রতিযোগ্যসমানাধিকরণ্যের বিচার : সিদ্ধান্তলক্ষণোক্ত অভাব পদের বিশেষণরূপে প্রতিযোগ্যসমানাধিকরণ পদ দেওয়া হয়েছে। না দিলে *কপিসংযোগী এতদ্বৃক্ষত্বাত্* – স্থলে অব্যাপ্তি হবে। এখানে তিনি একটা সমাধান দিয়েছেন প্রতিযোগ্যসমানাধিকরণ নিবেশ করে যেমন অব্যাপ্যবৃত্তিসাধ্যকস্থলে অব্যাপ্তিবারণ হয় সেরকম নিরবচ্ছিন্নবৃত্তিমত্ত্ব নিবেশ করেও অব্যাপ্যবৃত্তিসাধ্যকস্থলে অব্যাপ্তি বারণ করা যায়। প্রসঙ্গরূপে *ইদং সংযোগী দ্রব্যত্বাত্* – স্থলের কল্পনা করেছেন। এখানে আপত্তি তুলেছেন যদি দ্রব্যে সংযোগসামান্যাভাব গ্রহণ করি তাহলে তার প্রত্যক্ষ হওয়া উচিত। এরকম বলা উচিত নয়, কারণ যোগ্যপ্রতিযোগিক অভাবেরই প্রত্যক্ষ হয়। যেমন – ঘটাভাব, পটাভাব ইত্যাদি। তাহলে দ্রব্যে সংযোগসামান্যাভাব অনুমানপ্রমাণের দ্বারা সিদ্ধ করতে হবে।

প্রতিযোগ্যসমানাধিকরণের নবীন মত আলোচনা করেছেন। *দীধিতি*কারের *গুণবান্ দ্রব্যত্বাত্* – স্থলে অব্যাপ্তি দেখানোর পরেও *সংযোগী দ্রব্যত্বাত্* – স্থল কেন দিলেন। উত্তরে জগদীশ বলেছেন, *গুণবান্ দ্রব্যত্বাত্* – স্থলে উৎপত্তিকালাবচ্ছেদে গুণসামান্যাভাব ধরে

অব্যাপ্তি দেখানো হয়েছে। কিন্তু এ বিষয়ে কি প্রমাণ আছে? উৎপত্তির আদ্যক্ষণে গুণ থাকে না এরকম প্রত্যক্ষ হয় না। প্রত্যক্ষের প্রতি ইন্দ্রিয়সন্নিকর্ষাদি সামগ্রী কারণ হয়। কেউ যদি বলে এরকম ব্যবহার হয় তাহলেও ঠিক নয়, কারণ সেরকম ব্যবহারের প্রামাণ্য অসন্দিগ্ধ। তাই *সংযোগী দ্রব্যত্বাত্* – স্থল দিয়েছেন।

প্রতিযোগ্যসমানাধিকরণের প্রতিযোগিতাশ্রয়াধিকরণনিরূপিত অর্থ তিনি গ্রহণ

করেননি। *বহ্নিমান্ ধূমাত্* – স্থলে বহ্ন্যভাব প্রতিযোগ্যসমানাধিকরণ হয় না, তাই অন্য অভাব গ্রহণ করে লক্ষণ সমন্বয় করতে হবে। তাই প্রতিযোগিতাশ্রয়াধিকরণনিরূপিত এই অর্থ থাকলেও *বহ্নিমান্ ধূমাত্* – স্থলে অব্যাপ্তি না হলেও, *গুণকর্মান্যত্ববিশিষ্টসত্তাবান্ জাতেঃ* এবং *ভূতত্বমূর্তত্বোভয়বান্ মূর্তত্বাত্* – স্থলদ্বয়ে অতিব্যাপ্তি হয়। তাই প্রতিযোগ্যসামানাধিকরণ্য এর প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নাসামানাধিকরণ্য অর্থ স্বীকার করেছেন।

৫.৩.৪ অত্যন্তাভাব স্বীকারে যুক্তি : মূললক্ষণে যদি অত্যন্ত পদ না দেওয়া হয় তাহলে *বহ্নিমান্ ধূমাত্* – স্থলে লক্ষণঘটক অভাব পদের দ্বারা *বহ্নির্ন* – এই অভাব ধরব। কারণ ধূমাধিকরণপর্বত বহ্নি নয়। অতএব প্রতিযোগির অধিকরণ পর্বতে বহ্নির্ন এরকম ভেদ থাকে। তাই অব্যাপ্তি হয়। তাই অত্যন্ত পদ দিতে হবে। এছাড়াও *ঘটভিন্নং পটত্বাত্* – স্থলে অব্যাপ্তি হবে। অত্যন্তপদ দিলেও *কালো গোমান্ গোত্বাত্* – স্থলে অতিব্যাপ্তি হবে। অত্যন্তাভাব যেখানে থাকে সেখানে প্রতিযোগী, প্রতিযোগিপ্রাগভাব এবং প্রতিযোগিধ্বংস থাকে না। এই প্রসঙ্গে মিশ্রমতের খণ্ডন দেখিয়েছেন। কারণ মিশ্রমত অনুযায়ী অত্যন্তাভাব পদের দ্বারা সংসর্গাভাব ধরতে বলেছেন। কিন্তু তা হলেও *কালঃ দ্ব্যণুকবান্ স্পন্দাত্* – স্থলে হেত্বধিকরণ খণ্ডপ্রলয়ে অভাব দ্ব্যণুকপ্রাগভাব ধরব। অতিব্যাপ্তি হবে।

৫.৩.৫ প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকসম্বন্ধে প্রতিযোগ্যসমানাধিকরণ : প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকসম্বন্ধে প্রতিযোগীর যে অধিকরণ, সেই অধিকরণবৃত্তিত্বাভাব এই অর্থ ধরতে হবে। নাহলে *জ্ঞানবান্ দ্রব্যত্বাত্, বিশেষগুণবান্ মনোঽন্যদ্রব্যত্বাত্* এবং *জাতিমান্ ভাবত্বাত্* – স্থলগুলিতে অতিব্যাপ্তি হয়। কিন্ত তাহলেও *বহ্নিমান্ ধূমাত্* – স্থলে অব্যাপ্তি হয়, কারণ সংযোগসম্বন্ধে ধূমাধিকরণ পর্বতে মহানসীয় বহ্ন্যভাব গ্রহণ করলে মহানসে বহ্ন্যভাব থাকে না। অতএব প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক বহ্নিত্ব হয়ে যাবে। তাই স্বপ্রতিযোগিতাবচ্ছেদকসম্বন্ধে প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নাধিকরণত্ব নিবেশ করলে সংযোগসম্বন্ধে বহ্ন্যভাব প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকসম্বন্ধে বহ্ন্যধিকরণ পর্বতে বৃত্তি হয়ে গেল। কেউ কেউ প্রতিযোগ্যনধিকরণত্ব না বলে প্রতিযোগ্যসম্বন্ধিত্ব দেওয়ার কথা বলেছেন। এরপর প্রতিযোগ্যসমানাধিকরণের কল্পত্রয় নিয়ে আলোচনা করেছেন। তিনটি কল্প দোষযুক্ত হওয়ায় – *যাদৃশপ্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নানধিকরণং হেত্বধিকরণং তাদৃশপ্রতিযোগিতানবচ্ছেদকং যৎসাধ্যতাবচ্ছেদকং তদবচ্ছিন্নসাধ্যসামানাধিকরণ্যং ব্যাপ্তিঃ*। – এরকম অর্থ গ্রহণ করতে হবে।

৫.৩.৬ ধর্মীদ্বয়ের ব্যাপকভাবপ্যব্যাপবিচার : হেতুসমানাধিকরণ্য বা সাধ্যসামানাধিকরণ্য এর অধিকরণ এর স্থানে সম্বন্ধিত্ব নিবেশ করলে ধর্মীর ব্যাপ্যতা এবং ধর্মীর ব্যাপকতা উপলব্ধ হয়। আর নিবেশ না করলে তাদাত্ম্যসম্বন্ধে হেত্বধিকরণ বা সাধ্যাধিকরণ অপ্রসিদ্ধ হয়ে যায়। *পর্বতো বহ্নিমান্ ধূমবতঃ* – স্থলে তাদাত্ম্যসম্বন্ধে ধূমবতের সম্বন্ধী মহানসে বিদ্যমান অভাব *ঘটবান্ ন,* তাদৃশাভাবীয়প্রতিযোগিতানবচ্ছেদক সাধ্যতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন বহ্নিত্বাবচ্ছিন্ন বহ্নির সম্বন্ধী মহানসে ধূমবতের তাদাত্ম্যসম্বন্ধে সম্বন্ধী হওয়ায় লক্ষণ সমন্বয় হবে। অনন্তর সার্বভৌমকথিত প্রতিযোগ্যসমানাধিকরণের অর্থ এবং সেই মতে আপত্তি দেখিয়েছেন।

৫.৩.৭ সম্বন্ধধর্মিক-উভয়াভাবঘটিত লক্ষণ : সম্বন্ধধর্মিকউভয়াভাবঘটিত লক্ষণ করেছেন –

> সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধসামান্যে যাদৃশপ্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিকত্ব-হেত্বধিকরণীভূতযৎকিঞ্চিদ্ব্যক্ত্যনুযোগিকত্বসামান্যোভয়াভাবঃ তাদৃশপ্রতিযোগিতানবচ্ছেদক-সাধ্যতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নসাধ্যসামানাধিকরণ্যং ব্যাপ্তিঃ।[৩৩]

সাধ্যতাবচ্ছেদক পদ না দিলে *ধূমবান্ বহ্নেঃ* – স্থলে অতিব্যাপ্তি। সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধসামান্যে এখানে সামান্যে পদ না দিলে *বহ্নিমান্ ধূমাত্* – স্থলে অব্যাপ্তি। দ্বিতীয় সামান্যপদ না দিলেও *বহ্নিমান্ ধূমাত্* – স্থলে অব্যাপ্তি। উভয়াভাব এর অভাবকে স্বরূপসম্বন্ধাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিতাকাভাব ধরতে হবে। যৎকিঞ্চিদ্ব্যক্ত্যনুযোগিকত্ব এর যৎকিঞ্চিদ্ব্যক্তিনিরূপিতবৃত্তিত্ব অর্থ করলে *ধূমবান্ বহ্নেঃ* – স্থলে অতিব্যাপ্তি হবে। যৎকিঞ্চিৎ পদ না দিলে *ধূমবান্ বহ্নেঃ* – স্থলে অতিব্যাপ্তি। প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিকত্ব নিবেশ না করে যদি প্রতিযোগিতাশ্রয়প্রতিযোগিকত্ব অর্থ করা হয় তাহলে *চৈত্রান্যত্ববিশিষ্ট-এতদ্দণ্ডবান্ এতদ্দণ্ডাত্* – স্থলে অতিব্যাপ্তি হবে।

৫.৩.৮ প্রতিযোগিতাধর্মিক-উভয়াভাবঘটিত লক্ষণ : কালিকসম্বন্ধে গগন বৃত্তিমান্ হয়। কিন্তু সংযোগসমবায়সম্বন্ধে গগন অবৃত্তি হয়। কালিকসম্বন্ধে গগনাভাব স্বীকার করে অব্যাপ্তি হয় তাই প্রতিযোগিতাধর্মিক-উভয়াভাবঘটিত লক্ষণ করা হয়েছে। সিদ্ধান্তলক্ষণে তিনি দীধিতিকারের প্রতিযোগিতাঘটিত উভয়াভাবঘটিত ব্যাপ্তির লক্ষণের ব্যভিচারী হেতুতে অতিব্যাপ্তি বারণের জন্য লক্ষণের পরিষ্কার অর্থ করেছেন –

> স্বাবচ্ছেদকতাঘটকসম্বন্ধেন যাদৃশপ্রতিযোগিতাবচ্ছেদকানধিকরণং হেত্বধিকরণং তাদৃশপ্রতিযোগিতাসামান্যে যদ্ধর্মাবচ্ছিন্নাবচ্ছেদকতাকত্ব-যৎসম্বন্ধাবচ্ছিন্নাবচ্ছেদকতাকত্ব-উভয়াভাবস্তেন সম্বন্ধেন তদ্ধর্মাবচ্ছিন্নস্য ব্যাপকত্বম্।[৩৪]

অতএব দেখতে পাওয়া যাচ্ছে তিনজন টীকাকার তাঁদের সুচিন্তিত মতামত প্রদর্শনপূর্বক ব্যাপ্তির সিদ্ধান্তলক্ষণের বিচার বিশ্লেষণ করেছেন। কোথাও দীধিতিকার গঙ্গেশোপাধ্যায়ের উপর মতান্তর প্রদর্শন করছেন আবার কোথাও জগদীশ দীধিতিকারের উপর আক্ষেপ দিচ্ছেন। লক্ষণোক্ত প্রতিটি পদ এতটাই সূক্ষ্মবিচার করা হয়েছে তা দেখে বিস্মিত হতে হয়। *লক্ষণপ্রমাণাভ্যাং হি বস্তুসিদ্ধিঃ* – লক্ষণ এবং প্রমাণ দিয়েই ব্যাপ্তিসিদ্ধ করা হয়েছে। লক্ষণকে অব্যাপ্তি, অতিব্যাপ্তি ও অসম্ভব এই তিনপ্রকার দোষরহিত হতে হবে। টীকাকাররা সেই পথ অবলম্বন করেই লক্ষণোক্ত প্রতিটি পদের সার্থকতা প্রতিপাদন করেছেন।

উল্লেখপঞ্জি :

১. তত্ত্ব. চি., সম্পা. কামাখ্যানাথ তর্কবাগীশ, পৃ.- ২৭।

২. *তদেব,* পৃ.- ৩০।

৩. তত্ত্ব. চি. দী, প্রাগুক্ত, পৃ.- ১১৩।

৪. তত্ত্ব. চি., প্রাগুক্ত, পৃ.- ৩০।

৫. *তদেব,* পৃ.- ৩১।

৬. *তত্রৈব*।

৭. যত্রৈকব্যক্তিকং সাধ্যং বিপক্ষো বা তত্র নির্ধূমত্বাদিব্যাপ্যে তত্ত্বেন সাধ্যে নির্বহ্নিত্বাদৌ চাব্যাপ্তিস্তত্র হেত্বভাবস্য বহ্ন্যাদেঃ প্রত্যেকং যাবদ্বিপক্ষাবৃত্তিত্বাদত আহ সাধ্যবদন্যেতি। অত্রান্যোন্যাভাবস্য সাধ্যবত্ত্বাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিতাকত্বং ব্যুৎপত্তিবললভ্যং ন হি ভবতি নীলো ঘটো ঘটাদন্য ইতি। – তত্ত্ব. চি. দী., প্রাগুক্ত, পৃ.- ২৫।

৮. তত্ত্ব. চি., প্রাগুক্ত, পৃ. - ৪৯।

৯. তত্ত্ব. চি. দী., প্রাগুক্ত, পৃ. - ১২৯।

১০. সাধ্যমসমানাধিকরণং যস্য যদধিকরণানধিকরণং সাধ্যং তত্ত্বম্ সাধ্যনিষ্ঠাসামানাধিকরণ্যপ্রতিযোগিত্বং সাধ্যনিষ্ঠাধেয়ত্বানিরূপকাধিকরণবৃত্তিত্বমিতি যাবৎ, তদনধিকরণত্বমিত্যর্থঃ। - *তদেব,* পৃ.-২৬৪।

১১. *তদেব,* পৃ.-১৫০।

১২. তত্ত্ব. চি., প্রাগুক্ত, পৃ.-৫৪।

১৩. *তত্রৈব*।

১৪. তত্ত্ব. চি. দী., প্রাগুক্ত, পৃ.-১৭২।

১৫. *তদেব,* পৃ.-১৭৭।

১৬. *তত্রৈব*।

১৭. *তত্রৈব*।

১৮. *তদেব,* পৃ.-১৯০-১৯২।

১৯. *তদেব,* পৃ.-১৯৯-২১৫।

২০. *তদেব,* পৃ.-২১৬-২৪৭।

২১. অন্যোন্যাভাবশ্চ প্রতিযোগ্যবৃত্তিত্বেন বিশেষণীয়ঃ। – তত্ত্ব. চি. র., সম্পা. কামাখ্যানাথ তর্কবাগীশ, পৃ.-৪২

২২. তত্ত্ব. চি. জা., সম্পা. তপনশঙ্কর ভট্টাচার্য্য, পৃ.-১৬

২৩. ন চ কপিসংযোগ্যেতদ্বৃক্ষত্বাদিত্যাদেঃ সংগ্রহার্থমধিকরণভেদেনাভাবভেদমাদৃত্যৈব লক্ষণমিদং কার্যং তথা চ সাধ্যবদ্ভিন্নে যোঽভাবস্তদ্বদবৃত্তিত্বস্যৈব সম্যক্ত্বে সাধ্যপদবৈযর্থ্যমিতি বাচ্যম্। – *তদেব,* পৃ.-১৮।

২৪. স্বপ্রতিযোগিতাবচ্ছেদকসম্বন্ধেন সাধ্যবদ্ভিন্নে বর্ততে যঃ সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধেন সাধ্যীযোঽভাবঃ তদ্বদবৃত্তিত্বমর্থঃ। – *তত্রৈব।*

২৫. *তদেব,* পৃ.-১৯।

২৬. তত্ত্ব. চি. দী., প্রাগুক্ত, পৃ.-১০৩।

২৭. *তত্রৈব।*

২৮. *তদেব,* পৃ.-১৬৮।

২৯. *তদেব,* পৃ.-১৮৬।

৩০. তত্ত্ব. চি. র., প্রাগুক্ত, পৃ.-১১৬।

৩১. *তদেব,* পৃ. - ১২১।

৩২. *তদেব,* পৃ.- ১২২।

৩৩. সি. জা., সম্পা. মহেশচন্দ্র ঝা, পৃ.- ১৬৯

৩৪. *তদেব,* পৃ.-১৯২।

ষষ্ঠ অধ্যায় :

টীকাত্রয়ের আলোকে ব্যাপ্তিবিচার

টীকাগুলোকে যথাযথ জানতে না পারলে ব্যাপ্তি সম্পর্কিত জ্ঞান অপূর্ণ থেকে যায়। তাই এই অধ্যায়ে তিনটি টীকার আলোকে ব্যাপ্তিবিচার করার চেষ্টা করেছি। টীকাগুলোতে আলোচনা পদ্ধতি মূল গ্রন্থকারের থেকে অনেক বেশি প্রাঞ্জল।

৬.০ টীকাত্রয়ের আলোচনাপদ্ধতি : টীকাগুলিতে আকাঙ্খা অনুসারে আলোচনা করা হয়েছে। যে কোনো বস্তুর লক্ষণ করতে গেলে যে অব্যাপ্তি, অতিব্যাপ্তি ও অসম্ভব দোষত্রয় রহিত হতে হয় এই দিকটি প্রত্যেক টীকাকার সুন্দরভাবে রক্ষা করেছেন। আলোচনাকালে সেইসময়ে প্রচলিত ভিন্ন ভিন্ন মত তুলে ধরেছেন। হয় সেগুলো কোনো নৈয়ায়িকের মত বা মীমাংসা সম্প্রদায়ের মত। আবার কোথাও কোথাও নাম উল্লেখ করা হয়েছে। দীধিতিকার সিদ্ধান্তলক্ষণের আলোচনাতে প্রথমে লক্ষণোক্ত পদগুলোর অর্থ উল্লেখ করেছেন। তারপর অনবচ্ছেদক নিয়ে আলোচনা করেছেন এবং বিভিন্ন স্থল প্রদর্শন করেছেন। তারপর হেতুতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নত্ব প্রবেশ করার কথা বলেছেন। তৎপশ্চাত্ প্রতিযোগ্যসমানাধিকরণ পদ, সেই পদ কোন সম্বন্ধে থাকবে এবং প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নাধিকরণের কল্পত্রয়ের কল্পনা, হেত্বধিকরণ, সাধ্যাধিকরণ এবং শেষে সম্বন্ধধর্মিক-উভয়াভাবঘটিত লক্ষণ ও প্রতিযোগিতাধর্মিক-উভয়াভাবঘটিত লক্ষণ নিয়ে আলোচনা করেছেন। জগদীশ তর্কালংকার যেহেতু দীধিতির উপর টীকা রচনা করেছেন, তাই রচনা পদ্ধতিতে পুরোটাই রঘুনাথকে অনুসরণ করেছেন। তবে আলোচনার পরিধি রঘুনাথ শিরোমণির থেকে অনেক বেশি। বেশ কয়েকটি জায়গায় তিনি অতিরিক্ত স্থলান্তর প্রদর্শন করে নিজস্ব মতামত দিয়েছেন।

মথুরানাথ তর্কবাগীশ সেখানে কিছুটা আলাদাভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি প্রথমে লক্ষণোক্ত পদের অর্থ বলে অত্যন্তাভাব নিয়ে আলোচনা করেছেন। তারপর হেত্বধিকরণ কোনসম্বন্ধে ধরতে হবে, প্রতিযোগ্যসমানাধিকরণের অর্থ, প্রতিযোগ্যসমানাধিকরণ কোনসম্বন্ধে গ্রহণ করতে হবে, প্রতিযোগিব্যধিকরণের কল্পত্রয়, সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধ এবং অন্তিমে প্রতিযোগিতাধর্মিক-উভয়াভাবঘটিত ব্যাপ্তির লক্ষণ। যদিও মথুরানাথ তর্কবাগীশ রঘুনাথ শিরোমণির দীধিতির উপর টীকা রচনা করেননি তাহলেও আলোচনা পদ্ধতিতে তিনি রঘুনাথকে অনুসরণ করেননি এমনটা বলা যাবে না।

কোথাও কোথাও জগদীশ তর্কালংকার মথুরানাথের মত খণ্ডন করেছেন। যেমন জগদীশ তর্কালংকার বলেছেন –

> যত্তু 'দ্রব্যে ধর্মিণি তাদাত্ম্যেন গুণকর্মণোঃ সাধ্যতাভ্রমং নিরসিতুমিদমিতি পক্ষনির্দেশ' ইতি তন্মন্দম্।[১]

এই মত মথুরানাথের বলে মনে হয়। যা জগদীশ তর্কালংকার স্বীকার করেন না। এরকম আরও একটি উদাহরণ ব্যাপ্তিপঞ্চকোক্তস্থলে দেখতে পাওয়া যায়। যেমন –

> কেচিত্তু ব্যাপ্যবৃত্তিত্বাব্যাপ্যবৃত্তিত্বাদিবিরুদ্ধধর্মাধ্যাসাৎ সংযোগাদ্যভাবস্যৈব দ্রব্যগুণাদ্যধিকরণ-ভেদেন ভেদঃ, ন তু গগনাদ্যভাবস্য মানাভাবাৎ, তথা চ সাধ্যবদ্ভিন্নবৃত্তিগগনাদ্যভাববতি পর্বতাদৌ ধূমাদেঃ সত্ত্বাদব্যাপ্তিরতঃ সাধ্যপদমিত্যাহুঃ, তৎ মন্দম্।[২]

এটিও মথুরানাথের বচন। জগদীশ তা খণ্ডন করেছেন। এভাবেই তিনটি টীকা একে অপরের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে সম্পর্কযুক্ত। ব্যাপ্তিপঞ্চকোক্ত লক্ষণের উপরও টীকাকারদের মধ্যে মতভেদও প্রচুর দেখা যায়। যেমন চিন্তামণিকার পূর্বপক্ষ ব্যাপ্তিলক্ষণে দুইবার 'ন' কেন বলেছেন? দীধিতিকার আলোচনা না করলেও মথুরানাথ অসাধারণ প্রতিভার দীপ্তিতে

তা ব্যাখ্যা করেছেন। এক্ষেত্রে রঘুনাথ শিরোমণি আলোচনা না করায় জগদীশও তা থেকে বিরত হয়েছেন। আবার *সাধ্যাভাববদবৃত্তম্* পদের ব্যুৎপত্তি ও সার্থকতা নিয়েও মতভেদ বিদ্যমান। 'সাধ্যবদন্য' পদের রহস্য মথুরানাথ সুন্দরভাবে আলোচনা করেছেন। একটি জায়গায় শিরোমণি ও জগদীশ তর্কালংকার 'সাধ্যবত্ত্বাবচ্ছিন্ন' নিবেশের কথা না বলে তা ব্যুৎপত্তিবললভ্য বলেছেন। এখানে মথুরানাথ ও জগদীশের মধ্যে মতভেদ আছে বলে মনে হয়। কিন্তু বাস্তবে কোনো মতভেদ নেই। মথুরানাথ সহজ পথে উদ্দেশ্য সিদ্ধ করার জন্য নিবেশের কথা বলেছেন। বস্তুতঃ এটাই ব্যুৎপত্তি বলে বুঝতে পারা যায়। কারণ নীলঘট কখনও ঘটভিন্ন হয় না। ঘট বললেই ঘটত্বাবচ্ছিন্ন যাবৎ ঘটকে বোঝায়। অতএব সাধ্যবদ্ভেদ বললে সাধ্যবত্ত্বাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাক ভেদ বোঝাবে।

৬.১ টীকাত্রয়ের ভিত্তিতে সৎ ও অসৎ হেতু স্থল নিরূপণ : *দীধিতি, মাথুরী* এবং *জাগদীশী* এই তিনটি টীকা পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে আচার্য গঙ্গেশোপাধ্যায় ব্যাপ্তির যে সকল লক্ষণ বলেছেন সেগুলির উপর ভিত্তি করেই টীকাকারেরা তাদের আলোচনাকে সীমাবদ্ধ রেখেছেন। টীকাকারেরা মূল গ্রন্থের বাইরেও অনেক কথা বলে থাকেন। *দীধিতি*কার তাঁর ক্ষুরধার প্রতিভার সাহায্যে যে ধরণের আলোচনা করেছেন, তাঁর দেখানো পথেই মথুরানাথ এবং জগদীশ ব্যাখ্যা দিয়েছেন। অনুমানে প্রসিদ্ধপদার্থই হেতু। সেই হেতু সৎ না অসৎ তা জানাও অত্যাবশ্যক। যা হেতু নয় অথচ হেতুর মত প্রতীতি হয় তা অসদ্ধেতু। যে সকল হেতু সাদৃশ্যবশত হেতুর মত প্রতীয়মান হয় সেই সকল হেতু হেত্বাভাস বলে অভিহিত হয়। হেত্বাভাস শব্দের সামান্য অর্থ হল অসদ্ধেতু। অনুমিতিতে সাধ্যবস্তু সাধনের জন্য যেমন সদ্ধেতুর প্রয়োজন হয় তেমনি অসদ্ধেতুর পরিত্যাগেরও প্রয়োজন হয়। যদি প্রতিবাদী অসদ্ধেতু প্রয়োগ করেন তাহলে সেই অসদ্ধেতুর অপকর্ষ প্রকাশ বা উদ্ঘাটন করা দরকার। এজন্য সদ্ধেতুর স্বরূপ জ্ঞান যেমন জানার প্রয়োজন আছে সেরকম

অসদ্ধেতুর স্বরূপ জ্ঞানও জানতে হবে। সুতরাং ন্যায়শাস্ত্র জানতে হলে বিশেষত নব্যন্যায়শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি লাভ করতে হলে সদ্ধেতু ও অসদ্ধেতু এই দুইপ্রকার হেতুর জ্ঞান থাকা একান্ত প্রয়োজন। শাস্ত্রপ্রসিদ্ধ স্থল হিসাবে *পর্বতো বহ্নিমান্ ধূমাত্* – স্থলকে গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়াও অনেক অসদ্ধেতু স্থল দেখানো হয়েছে। এখানে যে সৎ হেতু ও অসৎ হেতুর বিভাগ করা হয়েছে তা কেবল হেতুর ব্যভিচার দোষকে লক্ষ্য করেই করা হয়েছে। অন্যথা যে কোনো হেত্বাভাস থাকলেই তাকে অসৎ হেতুক বলা যায়। কিন্তু ব্যাপ্তিলক্ষণের তা লক্ষ্য নয়। যেখানে হেতুটি অবৃত্তি হয়, যেমন – *ইদং বহ্নিমান্ গগনাত্* এখানে ব্যভিচার দোষ নেই। হেতু পক্ষে না থাকলে স্বরূপাসিদ্ধি দোষ হয়। মথুরানাথের মতে ব্যাপ্তিলক্ষণের এটা অলক্ষ্য স্থল এবং জগদীশের মতে লক্ষ্য স্থল। অসদ্ধেতুক অনুমিতিস্থলেও অনুমিতি হতে পারে, তবে সেখানে ব্যাপ্তিজ্ঞানটি ভ্রমাত্মক হয়। আমাদের সর্বদা ভ্রমাত্মক জ্ঞান এড়িয়ে চলা উচিত। নাহলে অনুমিতিজ্ঞান লাভ সম্ভব নয়।

৬.২ টীকাত্রয়ের আলোকে সিদ্ধান্তলক্ষণের মতভেদ ও স্বমতস্থাপন : আচার্য গঙ্গেশোপাধ্যায় ব্যাপ্তির সিদ্ধান্তলক্ষণ দিয়েছেন – *প্রতিযোগ্যসমানাধিকরণ-যৎসমানাধিকরণাত্যন্তাভাব-প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নং যন্ন ভবতি তেন সমং তস্য সামানাধিকরণ্যং ব্যাপ্তিঃ*।[৩] এই লক্ষণকে কেন্দ্র করে তিনজন টীকাকার তাঁদের আলোচনাকে বিস্তৃত করেছেন। সেখানে টীকাকারেরা লক্ষণোক্ত প্রতিটি পদের সার্থকতা প্রতিপাদন করার চেষ্টা করেছেন। আমি এখানে তিনটি টীকার যথামতি সমীক্ষাত্মক আলোচনা করছি।

৬.২.১ প্রতিযোগ্যসমানাধিকরণ পদের বিচার : রঘুনাথের মতে প্রতিযোগ্যসমানাধিকরণ পদ অভাবের (অত্যন্তাভাবের) বিশেষণ রূপে দিতে হবে। যদি না দেওয়া হয় তাহলে *কপিসংযোগী এতদ্বৃক্ষত্বাত্* – স্থলে অব্যাপ্তি হবে। কপিসংযোগাভাবের প্রতিযোগী

কপিসংযোগ, কপিসংযোগের অধিকরণ এতদ্বৃক্ষ, আর তাতেই কপিসংযোগাভাব থাকে। অতএব কপিসংযোগাভাব নিজের প্রতিযোগীর কপিসংযোগের অসমানাধিকরণ হল না, আমাদের প্রতিযোগ্যসমানাধিকরণ দরকার। তাই প্রতিযোগ্যসমানাধিকরণ-হেতুসমানাধিকরণাত্যন্তাভাব পদে ঘটাভাব গ্রহণ করে লক্ষণসমন্বয় হয়ে যাবে। এখানে জগদীশ আপত্তি দিয়েছেন 'প্রতিযোগ্যসমানাধিকরণ' নিবেশ করে যেমন অব্যাপ্যবৃত্তিসাধ্যকস্থলে অব্যাপ্তিবারণ হয়ে যায় সেরকম নিরবচ্ছিন্নবৃত্তিমত্ত্ব নিবেশ করেও অব্যাপ্যবৃত্তিসাধ্যকস্থলে অব্যাপ্তি বারণ করা যায়। তাহলে তো সিদ্ধান্তলক্ষণ ভুল হয়ে যায়। কিন্তু এই মত যে গ্রহণীয় নয় তাও তিনি বলেছেন।[৪] অর্থাৎ রঘুনাথের মতেরই সমর্থন দিয়েছেন। এরপর *ইদং সংযোগী দ্রব্যত্বাত্* – স্থলের কল্পনা করেছেন রঘুনাথ। এখানেও দ্রব্যত্বাধিকরণ দ্রব্যে অভাব সংযোগাভাব ধরতে পারব, প্রতিযোগিতানবচ্ছেদক সাধ্যতাবচ্ছেদক সংযোগত্ব হবে না, তাই অব্যাপ্তি। তাই অভাবে প্রতিযোগ্যসমানাধিকরণ বিশেষণ দিলে আর অব্যাপ্তি হবে না। কারণ সংযোগ যেমন অব্যাপ্যবৃত্তি সেরকম সংযোগাভাবও অব্যাপ্যবৃত্তি। এখন প্রশ্ন হয় দ্রব্যে সংযোগসামান্যাভাব প্রত্যক্ষপ্রমাণ দ্বারা না অনুমানপ্রমাণ দ্বারা গ্রহণ করব। অনুমানপ্রমাণ দিয়েই সাধন করতে হবে, প্রত্যক্ষপ্রমাণ দিয়ে নয়। কারণ যোগ্যপ্রতিযোগিক অভাবেরই প্রত্যক্ষ হয়। যেমন – ঘটাভাব, পটাভাব ইত্যাদি। আবার আশঙ্কা হয় দ্রব্যে গগন বিভুদ্রব্য হওয়ায় সকল মূর্তদ্রব্যের সঙ্গে সংযোগ আছে। তাহলে বৃক্ষের শাখাপ্রশাখার সঙ্গে গগনসংযোগ আছে, তাহলে কি করে দ্রব্যে সংযোগসামান্যাভাব গ্রহণ করব। রঘুনাথ বলছেন যে, শাখাবচ্ছেদে সংযোগ থাকলেও বৃক্ষত্বাবচ্ছেদে সংযোগসামান্যাভাব থাকতে পারে, কোনো বিরোধ হয় না। একই অধিকরণে অবচ্ছেদকভেদে প্রতিযোগী আর তার অভাব থাকতে পারে। অব্যাপ্যবৃত্তিপদার্থ তার নিজের অধিকরণে বৃত্তি হয় আবার তার অভাবও থাকে। অতএব এই অভাব গ্রহণ

করা যাবে। আমরা জানি প্রতিযোগীর অভাবপ্রত্যক্ষে প্রতিযোগীর জ্ঞান প্রতিবন্ধক হয়। তাহলে যে সময়ে প্রতিযোগীর জ্ঞান উৎপন্ন হবে সেই ক্ষণে তার অভাবেরও প্রত্যক্ষ হওয়া উচিত। এভাবে সংযোগসামান্যাভাবেরও প্রত্যক্ষ হওয়া উচিত। কারণ প্রতিবন্ধক কার্যোৎপত্তির পূর্বে থাকলে পরবর্তীকালে কার্যোৎপত্তি হতে দেবে না। আর যদি প্রতিবন্ধক পূর্বে না থাকে কার্যোৎপত্তিকালে থাকে তাহলে তা প্রতিবন্ধক হয় না। তদ্বত্তাবুদ্ধির জ্ঞান তদভাববত্তাবুদ্ধির প্রতিবন্ধক হয়। কার্যকালবৃত্তি প্রতিযোগিজ্ঞান তদভাববত্তাবুদ্ধির প্রতিবন্ধক হয় না। প্রতিযোগীর জ্ঞানসামগ্রী অভাবের প্রতিবন্ধক হয়। অতএব অভাবপ্রত্যক্ষকালে প্রতিযোগীর জ্ঞান উৎপন্ন হওয়ায় তার পূর্বে প্রতিযোগিজ্ঞানসামগ্রী নিজের উত্তরক্ষণে প্রতিযোগীর জ্ঞান উৎপন্ন করবে না তার অভাবজ্ঞান উৎপন্ন করবে। তাই বৃক্ষে সংযোগসামান্যাভাব প্রত্যক্ষ হয় না। এছাড়া অভাবপ্রত্যক্ষে প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকবিশিষ্টের যোগ্যতা কারণ হয় না সকলপ্রতিযোগীর যোগ্যতা কারণ হয়। যদি প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকবিশিষ্ট সকলপ্রতিযোগীর যোগ্যতা কারণ স্বীকার করি তাহলে বৃক্ষে সংযোগসামান্যাভাবের প্রত্যক্ষ হবে না। কিন্তু গুণে সংযোগসামান্যাভাবের প্রত্যক্ষ হয় একথা সর্ববাদীসম্মত। এজন্য প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকবিশিষ্টসকলপ্রতিযোগীর যোগ্যতা স্বীকার করা যাবে না। এজন্য সংযোগসামান্যাভাব অতীন্দ্রিয় হওয়ায় প্রত্যক্ষ করা যাবে না।

দ্রব্যে সংযোগসামান্যাভাব অনুমানপ্রমাণ দ্বারা সিদ্ধ করার জন্য রঘুনাথ ব্যাপ্তি দিয়েছেন। যেমন আমরা ধূমের দ্বারা বহ্নির অনুমান করি। অবশ্যই সেই অনুমান ব্যাপ্তিনির্ভর হবে। তিনি বলেছেন – *যো যদীয়যাবদ্বিশেষাভাববান্ স তৎসামান্যাভাববান্*।[৫] যেখানে যার যত বিশেষাভাব থাকে সেখানে তার সামান্যাভাব থাকে। এরকম অর্থ গ্রহণ করা যাবে না। কারণ উপরিউক্ত ব্যাপ্তি একাবচ্ছেদে যাবদ্বিশেষাভাববত্ত্ব রূপ উপাধি আছে,

অতএব ব্যভিচার হয়ে যাবে। বিষয়টি বোঝার জন্য প্রাচীনরা একটি অনুমিতিস্থল দিয়েছেন – *অয়ং সংযোগসামান্যাভাববান্ সংযোগযাবদ্বিশেষাভাববত্ত্বাত্*। প্রাচীনরা সংযোগসামান্যাভাবকে কেবলান্বয়ি স্বীকার করেন। অতএব সংযোগযাবদ্বিশেষাভাববত্ত্ব ব্যর্থ বিশেষণ হয়ে যাবে। আর যদি এই মত মানা হয় তাহলে উক্ত অনুমিতিস্থলে নির্গুণত্ব, দ্রব্যভিন্নত্ব উপাধিও বিদ্যমান।

মথুরানাথ কিন্তু প্রতিযোগ্যসমানাধিকরণ পদ হেতুর বিশেষণ বলেছেন –

> প্রতিযোগ্যসমানাধিকরণেতি যৎপদার্থস্য হেতোর্বিশেষণং, তথা চ স্বপ্রতিযোগ্যসমানাধিকরণস্য হেতুতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নহেতোর্হেতুতাবচ্ছেদকসম্বন্ধেন সম্বন্ধিনি যেন কেনাপি সম্বন্ধেন বর্তমানো যোঽভাবস্তৎপ্রতিযোগিতানবচ্ছেদকং যদিত্যর্থঃ, স্বপদমভাবপরম্।[৬]

আবার কেচিত্তু বলে প্রতিযোগ্যসমানাধিকরণকে অত্যন্তাভাবের বিশেষণ বলেছেন। দীধিতিকার এই মত মানেন কিন্তু মথুরানাথ যেহেতু কেচিত্তু বলে উল্লেখ করেছেন, অতএব এই মত মথুরানাথ তর্কবাগীশের সমর্থিত নাও হতে পারে। অর্থাৎ দীধিতিকারের মতের সাথে একমত নন। মতবিরোধ হয়।

প্রতিযোগ্যসমানাধিকরণ্য-এর অর্থ রঘুনাথ যেখানে প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্না-নধিকরণত্ব করেছেন সেখানে মথুরানাথ প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নাসম্বন্ধিত্ব অর্থ করেছেন। অধিকরণত্ব এর জায়গায় সম্বন্ধিত্ব নিবেশ করেছেন।

প্রতিযোগ্যসমানাধিকরণ এর তদ্বদ্বৃত্তিভিন্নত্ব অর্থাৎ প্রতিযোগিমদ্বৃত্তিভিন্নত্ব এই অর্থও রঘুনাথ গ্রহণ করেন না। গ্রহণ করলে *কপিসংযোগী সত্ত্বাত্* – অসদ্ধেতু স্থলে অতিব্যাপ্তি হবে। যে অভাব প্রতিযোগিসমানাধিকরণ হয় তা প্রতিযোগিসামানাধিকরণ্যাভাববান্ হয় না।

সংযোগাভাবে গুণে ন সংযোগসামানাধিকরণ্যম্ এই প্রতীতি *গুণেন সংযোগসামানাধিকরণ্যাভাব* এর বিষয় হয় না, কিন্তু সংযোগভাবনিষ্ঠ-সংযোগসামানাধিকরণ্যাবচ্ছেদকত্বাভাব গুণে প্রতীতি হয়। এই ভিত্তিহীন মতের জন্য প্রতিযোগিবৈয়ধিকরণ্য বিশেষণ দিতে হতে। প্রতিযোগিবৈয়ধিকরণ্য হেত্বধিকরণের বিশেষণ দিতে হবে। এই মত গ্রহণীয় নয়। কারণ প্রতিযোগিবৈয়ধিকরণ্যাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন এর প্রতিযোগিসামানাধিকরণ্যানবচ্ছেদকীভূতহেত্বধিকরণবৃত্তিত্ব অর্থ স্বীকার করলে ব্যাপ্যবৃত্তিসাধ্যকস্থলে অবচ্ছেদক না হওয়ার জন্য এই অর্থ অপ্রসিদ্ধ হবে এবং গৌরব দোষ হবে।

৬.২.২ প্রতিযোগ্যসমানাধিকরণের কল্পত্রয় বিচার : তিনজন টীকাকার প্রতিযোগ্যসমানাধিকরণের কল্পত্রয় আলোচনা করেছেন। রঘুনাথ বলেছেন – *ননু প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নস্য যস্য কস্যচিত্, তৎসামান্যস্য, প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকযৎকিঞ্চিদবচ্ছিন্নস্য বা, অনধিকরণত্বমুক্তম্?*[৭] মূললক্ষণোক্ত প্রতিযোগ্যসমানাধিকরণ (প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নানধিকরণ) এর যদি তিনরকম অর্থ স্বীকার করা হয় তাহলে কোথায় আপত্তি হয় তা দেখতে হবে। তিনটি কল্প স্বীকার করলে লক্ষণ হবে -

প্রথম কল্প – প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নস্য যস্য কস্যচিত্ প্রতিযোগিতা-বচ্ছেদকাবচ্ছিন্নানধিকরণ-হেত্বধিকরণবৃত্ত্যভাবীয়-প্রতিযোগিতানবচ্ছেদকং যৎসাধ্যতা-বচ্ছেদকং তদবচ্ছিন্নসাধ্যসামানাধিকরণ্যং ব্যাপ্তিঃ।

দ্বিতীয় কল্প - প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নস্য সামান্যস্য প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্না-নধিকরণ-হেত্বধিকরণবৃত্ত্যভাবীয়-প্রতিযোগিতানবচ্ছেদকং যৎসাধ্যতাবচ্ছেদকং

তদবচ্ছিন্নসাধ্যসামানাধিকরণ্যং ব্যাপ্তিঃ।

তৃতীয় কল্প - প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নস্য যৎকিঞ্চিৎ প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকা-বচ্ছিন্নানধিকরণ-হেত্বধিকরণবৃত্ত্যভাবীয়-প্রতিযোগিতানবচ্ছেদকং যৎসাধ্যতাবচ্ছেদকং তদবচ্ছিন্নসাধ্যসামানাধিকরণ্যং ব্যাপ্তিঃ।

মথুরানাথ এখানে অধিকরণত্বের জায়গায় সম্বন্ধিত্ব বলেছেন –

> ননু তথাপি প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নাসম্বন্ধিত্বং কিং প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নস্য যস্য কস্যচিদসম্বন্ধিত্বং, প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নসামান্যাসম্বন্ধিত্বং বা, প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক-যৎকিঞ্চিদবচ্ছিন্নসামান্যাসম্বন্ধিত্বং বা।[৮]

প্রথম কল্পে প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগী(ধর্মী) নানা/অনেক। যেমন – ঘটাভাব, পটাভাব, মঠাভাব। প্রতিযোগী ঘট, পট, মঠ। দ্বিতীয় কল্পে যত প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন আছে। সামান্যাভাব ধরতে হবে। তৃতীয় কল্পে প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক প্রতিযোগিত্ব(ধর্ম) নানা।

প্রথম কল্প স্বীকার করলে *কপিসংযোগী এতদ্বৃক্ষত্বাত্* – এই সদ্ধেতুস্থলে অব্যাপ্তি হবে। হেতু এতদ্বৃক্ষত্ব, সাধ্য কপিসংযোগ। হেত্বধিকরণ এতদ্বৃক্ষে বিদ্যমান অভাব ধরব মূলাবচ্ছেদে কপিসংযোগাভাব। প্রতিযোগী কপিসংযোগ, প্রতিযোগিতা কপিসংযোগনিষ্ঠ, প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক কপিসংযোগত্ব, প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন কপিসংযোগ। এই কপিসংযোগ নানা জায়গায় থাকে। যেমন – বৃক্ষবৃত্তি কপিসংযোগ, বৃক্ষাবৃত্তি (ভূতলাদি) কপিসংযোগ। বৃক্ষে থাকে কপিসংযোগ এবং বৃক্ষ থেকে অধিকরণ ভিন্ন কপিসংযোগ। অতএব প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক (কপিসংযোগ) দুটো হয়ে গেল - বৃক্ষবৃত্তি কপিসংযোগ ও বৃক্ষাবৃত্তি কপিসংযোগ। এই দুটোর মধ্যে যে কোনো একটি অধিকরণ/ সম্বন্ধী আমাদের

দরকার। তাহলে আমরা বৃক্ষাবৃত্তি কপিসংযোগ ধরব। এর অধিকরণ হবে ভূতলাদি। অনধিকরণ এতদ্বৃক্ষ। তদ্বৃত্ত্যভাব কপিসংযোগাভাব, প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক কপিসংযোগত্ব, অনবচ্ছেদক সাধ্যতাবচ্ছেদক কপিসংযোগত্ব হবে না। অতএব অব্যাপ্তি।

এই অব্যাপ্তি পরিহার করার জন্য প্রথম কল্প ঠিক নয়। অর্থাৎ প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নানধিকরণ-এর *প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নস্য যস্য কস্যচিত্* এই অর্থ গ্রহণ করা যাবে না। কারণ সমস্ত প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নের অধিকরণ হতে হবে। একটি অধিকরণ হলে হবে না। সমস্ত প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নানধিকরণ হেত্বধিকরণ হতে হবে। তাহলে কোন অভাব ধরব? উত্তর হল – ঘটাভাব। সমস্ত প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন ঘটের অধিকরণ ভূতলাদি হবে, এতদ্বৃক্ষ হবে না। অতএব ঘটের অনধিকরণ এতদ্বৃক্ষ। তদ্বৃত্তি অভাব ঘটাভাব, প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক ঘটত্ব, অনবচ্ছেদক সাধ্যতাবচ্ছেদক কপিসংযোগত্ব, তদবচ্ছিন্ন সাধ্যসামানাধিকরণ্য এতদ্বৃক্ষে চলে যাবে।

দ্বিতীয় কল্প স্বীকার করলে *সংযোগসামান্যাভাববান্ দ্রব্যত্বাভাববান্ বা সত্ত্বাত্* – এই অসদ্ধেতুস্থলে অতিব্যাপ্তি হবে। হেত্বধিকরণ বৃত্তি অভাব সংযোগসামান্যাভাব, প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক সংযোগসামান্যাভাবত্ব, তদবচ্ছিন্ন সংযোগসামান্যে সংযোগবিশেষাভাব পাওয়া যাবে, তার অধিকরণ হেত্বধিকরণ দ্রব্য হবে। অতএব সংযোগসামান্যাভাবাভাব প্রতিযোগ্যসমানাধিকরণ-হেতুসমানাধিকরণাভাব হবে না। অতএব অধিকরণের অপ্রসিদ্ধি হবে। অতএব অন্য অভাব গ্রহণ করতে হবে। সেরকম *দ্রব্যত্বাভাববান্ সত্ত্বাত্* – স্থলে হেত্বধিকরণবৃত্তি অভাব দ্রব্যত্বাভাবাভাব, প্রতিযোগী দ্রব্যত্বাভাব, তার অধিকরণই হেত্বধিকরণ হবে। তাই এই অভাবও গ্রহণ করা যাবে না। জগদীশ তর্কালংকারের মতে সংযোগসামান্যাভাব কেবলান্বয়ী হয়, তাকে সাধ্য করলে সত্তা হেতু সদ্ধেতু হয়ে যাবে।

অতএব সদ্ধেতুতে অতিব্যাপ্তি দেখানো অসঙ্গত হয়ে যাবে, তাই দীধিতিকার *দ্রব্যত্বাভাববান্ সত্ত্বাত্* – স্থল স্বীকার করেছেন।[৯] দ্রব্যত্বাভাব ব্যাপ্যবৃত্তি হওয়ায় প্রতিযোগ্যসমানাধিকরণ না হওয়ায় অসঙ্গত হয়ে যাবে। যদি এখানে কালিকসম্বন্ধাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিতাকদ্রব্যত্বাভাবকে সাধ্য করা হয় তাহলে এই অভাব অব্যাপ্যবৃত্তি হবে। কারণ গুণাবচ্ছেদক কালে দ্রব্যত্বাভাব ও দ্রব্যত্ব দুটোই থাকবে। অতএব অব্যাপ্যবৃত্তি হবে এরকম বলা ঠিক নয়।[১০] যদি কালিকসম্বন্ধাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিতাকদ্রব্যত্বাভাবকে সাধ্য করা হয় তাহলে তা কেবলান্বয়ী হয়ে যাবে, হেতু সত্তাও সদ্ধেতু হয়ে যাবে। অতএব অতিব্যাপ্তি দেখানো অসঙ্গত হয়ে যাবে। এখানে জগদীশ বলেছেন ব্যাপ্যবৃত্তিত্বের যে স্বরূপ বলা হয়েছে – সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-স্বাধিকরণবৃত্ত্যভাবীয়প্রতিযোগিত্বাভাবত্বং ব্যাপ্যবৃত্তিত্বম্। এরকম ব্যাপ্যবৃত্তিত্ব দ্রব্যত্বাভাবে থাকে না। সেজন্য এটি অব্যাপ্যবৃত্তিসাধ্যকস্থল। তাতে অতিব্যাপ্তি দেখানো সঙ্গত। শঙ্কা করেছেন নিত্যবৃত্তিত্ববিশিষ্টদ্রব্যত্বাভাব দ্রব্যত্বাভাবাভাব(দ্রব্যত্বস্বরূপ) এর প্রতিযোগী হয় না। নিত্যবৃত্তিত্ববিশিষ্টদ্রব্যত্বাভাবাভাব এর প্রতিযোগী হয় নিত্যবৃত্তিত্ববিশিষ্টদ্রব্যত্বাভাব। অতএব দ্রব্যত্বাভাবাভাব-এর প্রতিযোগী দ্রব্যত্বাভাবের অনধিকরণ হেত্বধিকরণ দ্রব্য হল। এরকম বলা ঠিক নয়। কারণ নিত্যবৃত্তিত্ববিশিষ্টদ্রব্যত্ব এবং দ্রব্যত্ব ভিন্ন নয়। অতএব দ্রব্যত্বাভাবাভাবের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগী যেমন দ্রব্যত্বাভাব সেরকম নিত্যবৃত্তিত্ববিশিষ্টদ্রব্যত্বাভাব। অতএব এই অভাবের অধিকরণ হেত্বধিকরণ হয়ে যাবে। তাই সাধ্যাভাব লক্ষণঘটক হবে না। এছাড়া নিত্যবৃত্তিত্ববিশিষ্টদ্রব্যত্বাভাবাভাব নিত্যবৃত্তিত্ববিশিষ্টদ্রব্যত্বস্বরূপ স্বীকার করা হয় তাহলে বিশিষ্টে ও শুদ্ধে কোনো ভেদ না থাকায় জন্যদ্রব্যেও নিত্যবৃত্তিত্ববিশিষ্টদ্রব্যত্বাভাব পাওয়া যাবে না, এরকম আপত্তি হবে। সেজন্য নিত্যবৃত্তিত্ববিশিষ্টদ্রব্যত্বাভাবাভাব নিত্য একত্বাদিস্বরূপ স্বীকার করতে হবে। যেখানে যেখানে নিত্যবৃত্তিত্ববিশিষ্টদ্রব্যত্বাধিকরণতা

থাকবে সেখানে সেখানে নিত্যবৃত্তিত্ববিশিষ্টদ্রব্যত্বাভাবাভাবও থাকবে। তাহলে জন্যদ্রব্যে নিত্যবৃত্তিত্ববিশিষ্টদ্রব্যত্বাধিকরণতার আপত্তি আসবে না। এরকম স্বীকার করলে গৌরব হয়। যদি বলা হয় ফলমুখগৌরব দোষের হয় না। অভাবাভাব প্রতিযোগীস্বরূপ হয়। অতএব নিত্যবৃত্তিত্ববিশিষ্টদ্রব্যত্বাভাবাভাব নিত্যবৃত্তিত্ববিশিষ্টদ্রব্যত্বস্বরূপ হবে। তাহলে দ্রব্যত্বাভাববান্ সত্ত্বাত্ – স্থলে ঘটাভাব ধরলে, প্রতিযোগী যেমন ঘট, তেমনি ভূতলবৃত্তিত্ববিশিষ্টঘটাভাবাভাব হবে, তার অধিকরণ হেত্বধিকরণ দ্রব্য হয়ে যাবে। অতএব প্রতিযোগিসমানাধিকরণ হয়ে যাবে, প্রতিযোগ্যসমানাধিকরণ পাওয়া যাবে না, তাই অপ্রসিদ্ধি হবে। কেউ কেউ গুণাভাবাভাব(গুণস্বরূপ) ধরে, অনধিকরণ হেত্বধিকরণ দ্রব্য করেন। তাহলে প্রতিযোগ্যসমানাধিকরণের অপ্রসিদ্ধি হবে না। এরকম বলাও ঠিক নয়, কারণ গুণাভাবাভাব গুণস্বরূপ, তার অধিকরণ দ্রব্য হবে, অনধিকরণ হেত্বধিকরণ দ্রব্য হবে না।

বিষয়টা পরিষ্কার করা যাক - শরীর উপচয়(বৃদ্ধি) অপচয়(ক্ষয়) ভেদে ভিন্ন ভিন্ন হয়। *পর্বতো বহ্নিমান্ ধূমাত্* – স্থলে ধূমাধিকরণ পর্বতে বিদ্যমান অভাব ঘটাভাব। যে ক্ষণে ঘটাভাব ধরেছি তার পরের ক্ষণে সেই ঘটাভাব আর থাকবে না। অর্থাৎ ঘটাভাবাভাব (ঘটাভাবের অভাব) থাকবে। যেখানে ঘট থাকে সেখানে ঘটাভাব থাকে না। কিন্তু ঘটাভাবাভাব (ঘটস্বরূপ) থাকে। প্রথম ক্ষণে ঘটাভাব, দ্বিতীয় ক্ষণে ঘটাভাবাভাব = ঘটস্বরূপ, তৃতীয় ক্ষণে ঘটাভাবাভাবাভাব = ঘটাভাবস্বরূপ। ঘট ও ঘটাভাবাভাব একই পদার্থ, আবার ঘটাভাব ও ঘটাভাবাভাবাভাব একই পদার্থ। নিয়ম আছে – *ক্ষণভেদেন বস্তুভেদাত্*। অর্থাৎ ক্ষণের ভেদে বস্তু ভিন্ন ভিন্ন হয়। ঘটাভাবাভাব(দ্বিতীয় অভাব) প্রথমাভাবস্বরূপ। ঘটাভাবাভাবাভাবের প্রতিযোগী ঘট ও ঘটাভাবাভাব দুটোই হবে। প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক দুটো হবে – ঘটত্ব ও ঘটাভাবাভাবত্ব। দ্বিতীয় কল্পে সমস্ত

প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন দরকার। প্রথম প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক ঘটত্ব, প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন ঘট, ঘটের অধিকরণ ভূতলাদি, অনধিকরণ পর্বত হয়ে যাবে। আবার দ্বিতীয় প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক ঘটাভাবাভাবত্ব, প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন ঘটাভাবাভাব(ঘটস্বরূপ), এর অধিকরণ পর্বত, অনধিকরণ পর্বত হল না। এইভাবে পূর্বক্ষণবৃত্তিত্ববিশিষ্ট অভাব গ্রহণ করলে সর্বত্র প্রতিযোগ্যসমানাধিকরণের অপ্রসিদ্ধি হয়ে যাবে। এরকমই আশঙ্কা মথুরানাথ করেছেন – *দ্বিতীয়ে বহ্নিমান্ ধূমাদিত্যাদাবসম্ভবঃ যতঃ এবমভাবো নাস্তি*[১১] এখানে হেত্বধিকরণ সমবায়েন বহ্ন্যভাব ধরলে অব্যাপ্তি হবে, তাই সংযোগসম্বন্ধে ধরতে হবে। এখানে ঘটাভাবাভাব এর অধিকরণ পর্বত। আর অভাব স্বরূপসম্বন্ধে থাকে। ঘটের অত্যন্তাভাব ভূতলে থাকবে স্বরূপসম্বন্ধে, নিবেশ করতে হবে সাধ্যতাবচ্ছেদক(সংযোগ)সম্বন্ধে। তাহলে ঘটের সংযোগসম্বন্ধে অধিকরণ ভূতল, অনধিকরণ পর্বত। ঘটাভাবাভাবের সংযোগসম্বন্ধে অধিকরণ ভূতল, অনধিকরণ পর্বত। লক্ষণ সমন্বয় হয়ে যাওয়ার কথা। তাহলে প্রতিযোগ্যসমানাধিকরণের অপ্রসিদ্ধি কি করে সম্ভব? মীমাংসকরা বলেন, অভাবাধিকরণাভাব অধিকরণস্বরূপ। ঘটাভাবের উপর বহ্ন্যভাব/পটাভাব = ঘটাভাবস্বরূপ। সেই ঘটাভাবের প্রতিযোগী ঘট ও বহ্নি/পট, প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক ঘটত্ব ও বহ্নিত্ব/পটত্ব হবে। তাহলে প্রতিযোগ্যসমানাধিকরণাভাব অপ্রসিদ্ধ হবে না। কিন্তু যেখানে সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধ স্বরূপ সেখানে প্রতিযোগ্যসমানাধিকরণাভাব অপ্রসিদ্ধ। হ্রদো ধূমাভাববান্ বহ্ন্যভাবাত্ – বহ্ন্যভাবাধিকরণ জলহ্রদে তৃতীয় ক্ষণ অভাব ধরব ধূমাভাবাভাবাভাব, প্রতিযোগী ধূমাভাবাভাব(ধূমস্বরূপ)। অতএব জলহ্রদে ঘটাভাবাভাবাভাব ধরে, প্রতিযোগী ঘটাভাবাভাব (ঘটস্বরূপ)। ঘটাভাবাভাব স্বরূপসম্বন্ধে জলহ্রদে থাকে, অনধিকরণ হেত্বধিকরণ হবে না, অতএব অব্যাপ্তি। সেজন্য দ্বিতীয় কল্প স্বীকার করা যাবে না।

যদি *কালো ঘটবান্ মহাকালত্বাত্* - স্থলে প্রতিযোগিব্যধিকরণাভাব অপ্রসিদ্ধ হওয়ায় অংশত প্রতিযোগিব্যধিকরণাভাবের প্রসিদ্ধ করার জন্য সম্বন্ধধর্মিক-উভয়াভাবঘটিতলক্ষণ করেছেন বলা হয়। তাহলে সাধ্যতাবচ্ছেদকস্বরূপসম্বন্ধে গগনপ্রতিযোগিকত্ব এবং হেত্বধিকরণীভূতদ্রব্যানুযোগিকত্ব উভয়াভাব থেকে যাবে। অতএব প্রতিযোগ্যসমানাধিকরণ গগনাভাব প্রসিদ্ধ হয়ে যাবে। কিন্তু এখানে এরকমও বলা যাবে না। কারণ সাধ্যতাবচ্ছেদকস্বরূপসম্বন্ধে নিত্যবৃত্তিত্ববিশিষ্টগগনাভাবাভাবরূপ প্রতিযোগিকত্ব এবং এবং হেত্বধিকরণীভূতদ্রব্যানুযোগিকত্ব থেকে গেল। উভয়াভাব পাওয়া গেল না। অতএব গগনাভাব প্রতিযোগ্যসমানাধিকরণ হবে না। এইভাবে নিত্যবৃত্তিত্ববিশিষ্টগগনাভাবের গগনাভাবস্বরূপ হওয়ায় গগনাভাব কেবলান্বয়ী হয়। কেউ কেউ আবার এখানে প্রতিযোগিতাধর্মিক-উভয়াভাবঘটিত লক্ষণ দিয়ে অতিব্যাপ্তি দেখিয়েছেন। প্রতিযোগ্যনধিকরণের যদি প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নসামান্যানধিকরণ অর্থ করা হয় তাহলে *দ্রব্যত্বাভাববান্ সত্ত্বাত্* – স্থলে সংযোগেন ঘটাভাব ধরব, কারণ প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নাধিকরণতা প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকসম্বন্ধে ধরতে হবে। অতএব ঘটাভাব এর ঘটনিষ্ঠপ্রতিযোগিতাবচ্ছেদকসম্বন্ধ সংযোগ আবার পূর্বক্ষণবৃত্তিত্ব-বিশিষ্টঘটাভাবাভাব এর প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকসম্বন্ধ স্বরূপ। স্বরূপসম্বন্ধে ঘটাভাব ঘটের তথা পূর্বক্ষণবৃত্তিত্ববিশিষ্টঘটের অনধিকরণ হেত্বধিকরণ হল। অতএব প্রতিযোগিতাতে সাধ্যতাবচ্ছেদকস্বরূপসম্বন্ধাবচ্ছিন্নত্ব তথা দ্রব্যত্বাভাবত্বাবচ্ছিন্নত্ব উভয়াভাব থাকবে, অতিব্যাপ্তি হবে।

তৃতীয় কল্প স্বীকার করলে *কপিসংযোগাভাববান্ আত্মত্বাত্* – এই সদ্ধেতুস্থলে অব্যাপ্তি হয়। হেতু আত্মত্ব, সাধ্য কপিসংযোগাভাব। সংযোগ অব্যাপ্যবৃত্তি। কপিসংযোগাভাব আত্মাতে স্বরূপসম্বন্ধে থাকে। কপিসংযোগাভাবকে সাধ্য না করে সংযোগাভাবকে সাধ্য

করলে আত্মত্ব হেতু বিরুদ্ধ হয়ে যাবে। আর আত্মত্ব হেতু না দিয়ে বৃক্ষত্ব হেতু দিলে, হেত্বধিকরণ বৃক্ষে উৎপত্তিকালাবচ্ছেদে গুণসামান্যাভাব ধরলে কপিসংযোগাভাবাভাব লক্ষণঘটক হবে না। অতএব হেত্বধিকরণ আত্মাতে অভাব ধরব কপিসংযোগাভাবাভাব (কপিসংযোগস্বরূপ)। সংযোগ একপ্রকার গুণসামান্য। প্রতিযোগী কপিসংযোগাভাব ও গুণসামান্যাভাব। গুণসামান্যাভাব এই কারণে, কপিসংযোগাভাবাভাব কপিসংযোগস্বরূপ আর সংযোগ একটি গুণ। তাই প্রতিযোগী যদি কপিসংযোগাভাব হয় তাহলে গুণসামান্যাভাবও হবে। প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক কপিসংযোগাভাবত্ব এবং গুণসামান্যাভাবত্ব, প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন কপিসংযোগাভাব এবং গুণসামান্যাভাব, গুণসামান্যাভাব ধরে অধিকরণ গুণ, অনধিকরণ আত্মা হয়ে যাবে। আমাদের যৎকিঞ্চিৎ প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নানধিকরণ দরকার। অতএব এই অভাব ধরা যাবে না। মথুরানাথ আরও একটি স্থল দিয়েছেন – *ঘটত্বাভাবো ঘটত্বাভাবত্বাত্*। এখানে তাদাত্ম্যসম্বন্ধ ধরে অব্যাপ্তি দেখিয়েছেন।

অতএব তিনটি কল্পই দোষযুক্ত হওয়ায় প্রতিযোগ্যসমানাধিকরণ্য (প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নাসামানাধিকরণ্য) এর অর্থ দীধিতিকার করেছেন –

> যাদৃশপ্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নানধিকরণং হেত্বধিকরণং তাদৃশপ্রতিযোগিতানবচ্ছেদকং যৎসাধ্যতাবচ্ছেদকং তদবচ্ছিন্নসাধ্যসামানাধিকরণ্যং ব্যাপ্তিঃ।[১২]

এই অর্থ ধরলে *কপিসংযোগী এতদ্বৃক্ষত্বাত্* – স্থলে যাদৃশপ্রতিযোগিতাবচ্ছেদক পদে কপিসংযোগত্ব গ্রহণ করা যাবে না, কপিসংযোগত্বাবচ্ছিন্নের অধিকরণই এতদ্বৃক্ষ। অতএব যাদৃশপ্রতিযোগিতাবচ্ছেদক পদে ঘটত্ব গ্রহণ করা যাবে, অনবচ্ছেদক সাধ্যতাবচ্ছেদক কপিসংযোগত্ব। লক্ষণ সমন্বয় হয়ে যাবে। *দ্রব্যত্বাভাববান্ সত্ত্বাত্* – স্থলে দ্রব্যত্বাভাবাভাব, প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক দ্রব্যত্বাভাবাভাবত্ব, প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নানধিকরণ হেত্বধিকরণ

দ্রব্য, তন্নিষ্ঠাভাবীয়প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক দ্রব্যত্বাভাবত্ব। অতএব অতিব্যাপ্তি হবে না। *কপিসংযোগাভাববান্ আত্মত্বাত্* – স্থলে কপিসংযোগাভাবাভাবের গুণসামান্যাভাবনিষ্ঠ-প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক গুণসামান্যাভাবত্ব, তদবচ্ছিন্ন অনধিকরণ যদিও হেত্বধিকরণ আত্মা হয়, তাহলেও কপিসংযোগাভাবত্ব রূপ যে প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক, তদবচ্ছিন্ন অনধিকরণ হেত্বধিকরণ আত্মা হবে না। অতএব গুণসামান্যাভাব ধরতে হবে, প্রতিযোগিতানবচ্ছেদক সাধ্যতাবচ্ছেদক কপিসংযোগাভাবত্ব, তদবচ্ছিন্নসাধ্যসামানাধিকরণ্য হেতু আত্মাতে চলে যাবে, লক্ষণ সমন্বয় হয়ে যাবে। মথুরানাথের মতে প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নাসামানাসম্বন্ধিত্ব এর অর্থ –

> স্বাবচ্ছেদকসম্বন্ধেন স্বাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নসামান্যাসম্বন্ধি-নিরুক্তহেতুসম্বন্ধিনিষ্ঠাভাবনিরূপিতা যা যা প্রতিযোগিতা তদনবচ্ছেদকত্বস্য বিবক্ষিতত্বাত্।[১৩]

এখানে স্বপদের দ্বারা প্রতিযোগিতা ধরতে হবে। *বহ্নিমান্ ধূমাত্* – স্থলে জলত্বাদ্যভাব গ্রহণ করে প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক জলত্বাদ্যভাবত্ব, অনবচ্ছেদক বহ্নিত্ব হয়ে যাবে, লক্ষণ সমন্বয় হয়ে যাবে। *ঘটত্বাভাবো ঘটত্বাভাবত্বাত্* – স্থলে ঘটত্বাভাবত্বাবচ্ছিন্ন ঘটত্বাভাবনিষ্ঠ গবাদিভেদনিরূপিত প্রতিযোগিতাব্যক্তি সেরকম নয়, কিন্তু গবাদিনিষ্ঠগোত্বাদ্যবচ্ছিন্ন-তদীয়প্রতিযোগিতাব্যক্তি সেরকম, তদনবচ্ছেদক ঘটত্বাভাবত্ব হবে, অব্যাপ্তি হবে না। *কপিসংযোগাভাববান্ আত্মত্বাত্* – স্থলে কপিসংযোগাভাবত্বাবচ্ছিন্ন কপিসংযোগাভাবনিষ্ঠ-কপিসংযোগনিরূপিত প্রতিযোগিতাব্যক্তি সেরকম নয়, কিন্তু গুণাদিসামান্যাভাবনিষ্ঠ-গুণসামান্যাভাবত্বাদ্যবচ্ছিন্ন তদীয়প্রতিযোগিতাব্যক্তি সেরকম, অনবচ্ছেদক সাধ্যতাবচ্ছেদক কপিসংযোগাভাবত্ব, অতএব অব্যাপ্তি হবে না।

৬.২.৩ প্রতিযোগ্যসমানাধিকরণের সম্বন্ধবিষয়ক বিচার : প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকসম্বন্ধে প্রতিযোগীর যে অধিকরণ, সেই অধিকরণবৃত্তিত্বাভাব ধরতে হবে। অথবা অধিকরণের

জায়গায় সম্বন্ধি ধরতে হবে। তাহলে ব্যাপ্তির লক্ষণ হবে – *প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকসম্বন্ধেন যৎপ্রতিযোগ্যধিকরণং সম্বন্ধি বা তদ্বৃত্তিত্বাভাববান্ অভাবঃ তৎপ্রতিযোগিতানবচ্ছেদকং যৎসাধ্যতাবচ্ছেদকং তদবচ্ছিন্ন-সাধ্যসামানাধিকরণ্যং ব্যাপ্তিঃ।* তাহলে *জ্ঞানবান্ দ্রব্যত্বাত্* – স্থলে সমবায়েন জ্ঞানাভাব ধরব। কারণ এখানে প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকসম্বন্ধ সমবায়, অতএব সমবায়সম্বন্ধে জ্ঞানের অধিকরণ আত্মা, অনধিকরণ ঘট, তাতে সমবায়েন জ্ঞানাভাব নিতে পারব। কারণ ঘটে বিষয়িতাসম্বন্ধে জ্ঞান থাকে, সমবায়সম্বন্ধে থাকে না। জ্ঞানাভাব প্রতিযোগ্যসমানাধিকরণ হয়ে গেল। প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক সাধ্যতাবচ্ছেদক জ্ঞানত্ব হল, অনবচ্ছেদক হল না। অতিব্যাপ্তি হল না। এইভাবে *বিশেষগুণবান্ মনোঽন্যদ্রব্যত্বাত্* – স্থলে অভাব ধরব সমবায়সম্বন্ধে বিশেষগুণাভাব। প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক বিশেষগুণত্ব, অনবচ্ছেদক হল না। আবার *জাতিমান্ ভাবত্বাত্* – স্থলে সমবায়সম্বন্ধে জাত্যভাব ধরে অনবচ্ছেদক সাধ্যতবচ্ছেদক হবে না। অতিব্যাপ্তিও হবে না। কিন্তু তাহলেও প্রসিদ্ধ স্থলে অব্যাপ্তি হবে। *বহ্নিমান্ ধূমাত্* – স্থলে সংযোগসম্বন্ধে ধূমাধিকরণ পর্বতে বিদ্যমান বহ্নিসামান্যাভাব, প্রতিযোগী বহ্নি, সেই বহ্নির প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকীভূত যৎকিঞ্চিৎ মহানসানুযোগিকসংযোগসম্বন্ধে অধিকরণ মহানস, তাতে বহ্নিসামান্যাভাব অবৃত্তি হয়ে যাবে। অতএব বহ্ন্যভাব প্রতিযোগিব্যধিকরণ হওয়ায়, প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক বহ্নিত্ব হয়ে গেল, অনবচ্ছেদক সাধ্যতাবচ্ছেদক হল না। অতএব অব্যাপ্তি। এই দোষ পরিহার করার জন্য যদি স্বপ্রতিযোগিতাবচ্ছেদকসম্বন্ধসামান্যে প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নাধিকরণত্ব নিবেশ করা হয় তাহলে সংযোগসম্বন্ধে পর্বতবৃত্তি অভাব সংযোগেন বহ্ন্যভাব পর্বতানুযোগিকসংযোগসম্বন্ধে পর্বতে বৃত্তি হয়। অতএব বহ্ন্যভাব প্রতিযোগিব্যধিকরণ হবে না। অতএব এই অভাব ধরা যাবে না। কিন্তু *জাতিমান্ জাতিত্বাত্* – স্থলে অতিব্যাপ্তি হবে। কারণ সমবায়সম্বন্ধে জাত্যভাব এবং তাদাত্ম্যসম্বন্ধে

জাতিমদ্ভেদ এই দুটিরই সমনিয়তাভাবয়োরৈক্যম্ নিয়ম অনুসারে সমনিয়ত হওয়ায় এক হয়ে যাবে। অতএব জাত্যভাবীয়প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকতাদাত্ম্যসম্বন্ধে জাতিতে সমবায়েন জাত্যভাব বৃত্তি হয়ে যাবে। অতএব জাত্যভাব প্রতিযোগিব্যধিকরণ না হওয়ায় লক্ষণঘটক হবে না। এরকম কিন্তু বলা যাবে না। কারণ লক্ষণঘটক প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকসম্বন্ধে এখানে যৎকিঞ্চিৎপ্রতিযোগিতাবচ্ছেদকসম্বন্ধ বা স্বপ্রতিযোগিতাবচ্ছেদকসম্বন্ধসামান্য বিবক্ষিত হয়নি। বস্তুত *বহ্নিমান্ ধূমাত্* - স্থলে বহ্ন্যভাবীয়বহ্নিনিষ্ঠপ্রতিযোগিতা শুদ্ধসংযোগসম্বন্ধাবচ্ছিন্না হয়, সেই সংযোগসম্বন্ধে প্রতিযোগী পর্বতে সংযোগেন বহ্ন্যভাব বৃত্তি হয়। অতএব সংযোগেন বহ্ন্যভাব প্রতিযোগিব্যধিকরণ হল না। অন্য অভাব ধরতে হবে। *জাতিমান্ জাতিত্বাত্* – স্থলে জাত্যভাবীয়জাতিনিষ্ঠপ্রতিযোগিতা শুদ্ধসমবায়সম্বন্ধাবচ্ছিন্না হয়, সেই সমবায়সম্বন্ধে প্রতিযোগী দ্রব্যগুণকর্মে সমবায়েন জাত্যভাব অবৃত্তি হয়। অতএব এই অভাব হেত্বধিকরণ সামান্যে বৃত্তি হয়। সুতরাং এই অভাব লক্ষণঘটক হয়ে যাবে। *বহ্নিমান্ ধূমাত্* – স্থলে সমবায়েন বহ্ন্যভাব প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকসমবায়সম্বন্ধে প্রতিযোগিব্যধিকরণ হয় আবার হেত্বধিকরণ পর্বতেও বৃত্তি হয়। তাহলে সমবায়েন বহ্ন্যভাব নিয়ে সিদ্ধান্তলক্ষণের আপত্তি হবে। এজন্য জগদীশ তর্কালংকার অন্যসম্বন্ধ কল্পনা করেছেন। লক্ষণঘটকপ্রতিযোগিতাতে সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধাবচ্ছিন্নত্ব নিবেশ করতে হবে। তাহলে *কপিসংযোগী এতদ্বৃক্ষত্বাত্* – স্থলে তাদাত্ম্যসম্বন্ধে কপিসংযোগকে সাধ্য করলে অব্যাপ্তি হবে। কারণ এখানে তাদাত্ম্যসম্বন্ধে অভাব গ্রহণ করতে হবে। সেই অভাবের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন ঘটাদি, সেই ঘটাদি তাদাত্ম্যসম্বন্ধে প্রতিযোগীর অধিকরণ অপ্রসিদ্ধ হয়ে যাবে। তাই তাদাত্ম্যসম্বন্ধে কপিসংযোগী সাধ্যকস্থলে অব্যাপ্তি বারণের জন্য প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকসম্বন্ধে প্রতিযোগ্যনধিকরণ বা সম্বন্ধি বলতে হবে। এরকম করলে ঘটাদিস্বরূপ যে প্রতিযোগী তার

তাদাত্ম্যসম্বন্ধে অধিকরণ অপ্রসিদ্ধ হলেও তাদাত্ম্যসম্বন্ধে সম্বন্ধিত্ব প্রসিদ্ধ হবে। অতএব অন্যোন্যাভাবীয়প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকতাদাত্ম্যসম্বন্ধে প্রতিযোগীর অধিকরণ অপ্রসিদ্ধ হলেও প্রতিযোগীর সম্বন্ধিত্ব প্রসিদ্ধ হয়ে যাবে। যদিও তাদাত্ম্যসম্বন্ধে সমস্ত বস্তু ব্যাপ্যবৃত্তি হয়, অতএব তাদাত্ম্যসম্বন্ধে যেখানে সাধ্য হয় সেটা ব্যাপ্যবৃত্তিসাধ্যকস্থল হয়। এই স্থলে প্রতিযোগিবৈয়ধিকরণ্য প্রবেশের দরকার নেই। তাহলে কপিসংযোগী স্থলে অব্যাপ্তির উদ্ভাবন ঠিক নয়। এরকম বলা উচিত নয়, কারণ দীধিতিকার কপিসংযোগবান্ বৃক্ষকে কপিসংযোগবদ্ভিন্নও স্বীকার করেন। এমন কোনো নিয়ম নেই যে, তাদাত্ম্যসম্বন্ধে সাধ্য করলে ব্যাপ্যবৃত্তি হবে। অতএব *কপিসংযোগী এতদ্বৃক্ষত্বাত্* – এটি অব্যাপ্যবৃত্তি সাধ্যকস্থল। এইভাবে তাদাত্ম্যসম্বন্ধে প্রতিযোগীর অধিকরণ অপ্রসিদ্ধ হওয়ায় প্রতিযোগিসম্বন্ধিত্ব নিবেশ করতে হবে।

মথুরানাথ এখানে প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকসম্বন্ধে প্রতিযোগ্যনধিকরণ ধরার কথা বলেছেন। প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগ্যধিকরণ নয় যা, এরকম অর্থ। তাহলে এই মতে লক্ষণ হবে – *প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকসম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগ্যনধিকরণ-হেতুতাবচ্ছেদকসম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-হেতুতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন-হেত্বধিকরণবৃত্ত্যভাবীয়-প্রতিযোগিতানবচ্ছেদকং যৎসাধ্যতাবচ্ছেদকং তদবচ্ছিন্নসাধ্যসামানাধিকরণ্যং ব্যাপ্তিঃ*। এরকম অর্থ গ্রহণ না করলে *জ্ঞানবান্ দ্রব্যত্বাত্*– স্থলে হেত্বধিকরণ আত্মাতে অভাব গ্রহণ করব সমবায়সম্বন্ধে জ্ঞানাভাব, প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকসম্বন্ধ সমবায়। প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকসমবায়সম্বন্ধে প্রতিযোগীর অধিকরণ আত্মা, অনধিকরণ ঘট, তাতে বিদ্যমান সমবায়সম্বন্ধে জ্ঞানাভাবের বিষয়িতাসম্বন্ধে প্রতিযোগীর(জ্ঞানের) অধিকরণ হেত্বধিকরণ হল। সেরকম *বহ্নিমান্ ধূমাত্* – স্থলে সমবায়েন বহ্ন্যভাব ধরে, প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকসমবায়সম্বন্ধে বহ্নির অধিকরণ বহ্ন্যবয়ব, অনধিকরণ পর্বত, কিন্তু

পর্বতে সমবায়েন বহ্ন্যভাবের সংযোগসম্বন্ধে প্রতিযোগীর(বহ্নির) অধিকরণ হেত্বধিকরণ পর্বত হল। আবার *ইদং বাচ্যং জ্ঞেয়ত্বাত্* – স্থলে কালিকেন বাচ্যত্বাভাব ধরব, প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকসম্বন্ধ কালিক, কালিকসম্বন্ধে বাচ্যত্বের অধিকরণ মহাকাল, অনধিকরণ ইদন্ত্বাবচ্ছিন্ন বস্তু, তাতে কালিকেন বাচ্যত্বাভাবের বিশেষণতাবিশেষ(স্বরূপ)সম্বন্ধে প্রতিযোগীর(বাচ্যত্ব) অধিকরণ ইদন্ত্বাবচ্ছিন্ন বস্তু, অনধিকরণ হেত্বধিকরণ হল না।

গুণকর্মান্যত্ববিশিষ্টসত্তাবান্ জাতেঃ – অসদ্ধেতু স্থলে হেত্বধিকরণ গুণে অভাব ধরব গুণকর্মান্যত্ববিশিষ্টসত্তাভাব, প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকসমবায়সম্বন্ধে সত্তার(প্রতিযোগীর) অধিকরণ গুণ হল, অনধিকরণ হেত্বধিকরণ হল না। *বিশিষ্টং শুদ্ধান্নাতিরিচ্যতে* – এই নিয়ম অনুসারে বিশিষ্টসত্তা শুদ্ধসত্তা থেকে অতিরিক্ত নয়। আবার *ভূতত্বমূর্তত্বোভয়বান্ মূর্তত্বাত্* – অসদ্ধেতু স্থলে মূর্তত্বের অধিকরণ মনে বিদ্যমান অভাব ভূতত্বমূর্তত্বোভয়াভাব, প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকসমবায়সম্বন্ধে ভূতত্বমূর্তত্বোভয়ের অধিকরণ মন, অনধিকরণ হেত্বধিকরণ হল না।

ঘটবান্ জ্ঞানত্বাত্ – স্থলে জ্ঞানত্বের অধিকরণে অভাব ধরব বিষয়িতাসম্বন্ধেন ঘটাভাব, প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকবিষয়িতাসম্বন্ধে প্রতিযোগীর(ঘটের) অধিকরণ অপ্রসিদ্ধ হয়। সেজন্য অধিকরণত্ব না বলে সম্বন্ধিত্ব নিবেশ করার কথা বলেছেন মথুরানাথ।

এখানে বক্তব্যবিষয় রঘুনাথ প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকসম্বন্ধে প্রতিযোগির অধিকরণবৃত্তিত্বাভাববান্ বলেছেন কিন্তু মথুরানাথ প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিসম্বন্ধি তদন্যত্ব(অনধিকরণ) বলেছেন। দুটোই কিন্তু প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকসম্বন্ধে প্রতিযোগির অনধিকরণ বোঝায়, শুধু শৈলীতে পার্থক্য আছে। জগদীশ তর্কালংকার

রঘুনাথের মতেরই সমর্থন দিয়েছেন।

আবার কেউ কেউ সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধে প্রতিযোগ্যনধিকরণ ধরার কথা বলেছেন। এই মতে ব্যাপ্তির লক্ষণ হবে – *সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগ্যনধিকরণ-হেত্বধিকরণবৃত্ত্যভাবীয়-প্রতিযোগিতানবচ্ছেদকং যৎসাধ্যতাবচ্ছেদকং তদবচ্ছিন্ন-সাধ্যসামানাধিকরণ্যং ব্যাপ্তিঃ।* এরকম লক্ষণ করে *জ্ঞানবান্ দ্রব্যত্বাত্* – স্থলে অতিব্যাপ্তি বারণ করার কথা বলেছেন তা ঠিক নয়। তাহলে *কালো ঘটবান্ মহাকালত্বাত্* – সদ্ধেতু স্থলে অব্যাপ্তি হবে। এখানে সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধ কালিকসম্বন্ধ এবং হেতুতাবচ্ছেদকসম্বন্ধ সমবায়। বলা হয় - *জন্যানাং জনকঃ কালো জগতামাশ্রয়ো মতঃ*। কাল জন্য পদার্থের জনক। জগতের আশ্রয় এবং নিমিত্ত কারণ। মহাকালত্বের অধিকরণ মহাকাল। মহাকালে বিদ্যমান অভাব ধরব কালিকেন ঘটাভাব। অতএব সাধ্যতাবচ্ছেদককালিকসম্বন্ধে ঘটের অধিকরণ কাল, অনধিকরণ কাল নয়। অতএব প্রতিযোগির ব্যধিকরণই অপ্রসিদ্ধ হয়ে যায়। রঘুনাথ শিরোমণি যে দুটি কল্প স্বীকার করেছেন – স্বপ্রতিযোগিতাবচ্ছেদকসম্বন্ধ এবং সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধ, এই দুটি কল্পেই কালো ঘটবান্ মহাকালত্বাত্ – স্থলে অব্যাপ্তি হয়ে যায়। প্রথম কল্পে প্রতিযোগিব্যধিকরণ অপ্রসিদ্ধ এবং দ্বিতীয় কল্পে প্রতিযোগিব্যধিকরণাভাব অপ্রসিদ্ধ হবে। প্রথম কল্প ধরলে মহাকালত্বের অধিকরণ মহাকালে অভাব ধরব সমবায়েন ঘটাভাব, সমবায়সম্বন্ধে ঘটের অসম্বন্ধী কাল, তাতে বিদ্যমান সমবায়েন ঘটাভাবে সাধ্যতাবচ্ছেদককালিকসম্বন্ধাবচ্ছিন্নত্ব নেই। অতএব প্রতিযোগিব্যধিকরণ অপ্রসিদ্ধ হয়ে যাবে। দ্বিতীয় কল্প স্বীকার করলেও মহাকালত্বের অধিকরণ মহাকালে বিদ্যমান কালিকেন ঘটাভাবের প্রতিযোগীর সম্বন্ধী মহাকাল হয়ে যাবে। অতএব প্রতিযোগিব্যধিকরণাভাব অপ্রসিদ্ধ হয়ে যাবে।

জগদীশের মতে কেউ এখানে বলতে পারেন মহাকালে ঘটাভাব প্রতিযোগিব্যধিকরণ হচ্ছে না, কিন্তু এমন একটা অভাব ধরব প্রতিযোগিব্যধিকরণ হয়ে যাবে। তা হল – মহাকালভেদবিশিষ্ট ঘটাভাব।[১৪] মহাকালের থেকে ভিন্ন ঘট ভূতলে থাকে। মহাকালে মহাকালের ভেদ পাওয়া যাবে না। ভূতলে যে ঘট থাকে, সেই ঘটের অভাব মহাকালে পাওয়া যাবে। তাহলে হেত্বধিকরণ মহাকাল, মহাকালে বিদ্যমান অভাব মহাকালভেদবিশিষ্ট ঘটাভাব, প্রতিযোগী মহাকালভেদবিশিষ্ট ঘট, মহাকালভেদবিশিষ্টঘটের অধিকরণ ভূতল, অনধিকরণ মহাকাল। মহাকালে(তদ্বৃত্তি) অভাব মহাকালভেদবিশিষ্ট ঘটাভাব, প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক মহাকালভেদবিশিষ্ট ঘটত্ব, অনবচ্ছেদক সাধ্যতাবচ্ছেদক ঘটত্ব, লক্ষণ সমন্বয় হয়ে যাবে। কিন্তু এটা ঠিক নয়। মহাকালের ভেদ মহাকালে পাওয়া যাবে না। এজন্য মহাকালভেদবিশিষ্ট ঘট ভূতলাদিতে থাকবে। স্বতে স্বভেদ থাকে না। এই বিশেষণবিশিষ্ট যে অভাব নিয়ে যে অব্যাপ্তি পরিহার করা হল, তা ঠিক নয়। কারণ এখানে সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধ কালিকসম্বন্ধ। কালিকসম্বন্ধে ঘটের আধার যে মহাকালভেদবিশিষ্ট ঘটত্বাবচ্ছিন্ন মহাকালভেদবিশিষ্ট ঘট, তার আধারও কাল। তাই সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধ প্রসিদ্ধি হবে না। ভেদবিশিষ্ট অভাব সার্বত্রিক নয়। যদি বলা হয় মহাকালানুযোগিকসম্বন্ধের কথা বলা হয়েছে তাও ঠিক নয়। কারণ মহাকালভেদবিশিষ্ট ঘটাভাব এর প্রতিযোগী মহাকালভেদবিশিষ্ট ঘটের সাধ্যতাবচ্ছেদকীভূত মহাকালানুযোগিক কালিকসম্বন্ধে অধিকরণই অপ্রসিদ্ধ। অতএব মহাকালভেদবিশিষ্ট ঘটাভাব কোনোভাবেই প্রতিযোগিব্যধিকরণাভাব হবে না।

পর্বতো বহ্নিমান্ ধূমাত্ – স্থলে মহানসীয় বহ্ন্যভাব বা বহ্নিঘটোভয়াভাব গ্রহণ করে অব্যাপ্তি দেখিয়েছেন। তা বারণ করার জন্য সাধ্যতাবচ্ছেদকত্বাঘটক যে সাধ্যনিষ্ঠধর্ম, তার দ্বারা অনবচ্ছিন্ন যে হেত্বধিকরণবৃত্ত্যভাবীয় প্রতিযোগিতা এরকম বলতে হবে। তাহলে

লক্ষণ হবে – *সাধ্যতাবচ্ছেদকত্বাঘটকসাধ্যবৃত্তিধর্মানবচ্ছিন্ন-হেত্বধিকরণবৃত্ত্যভাবীয়প্রতিযোগিতানবচ্ছেদকং যৎসাধ্যতাবচ্ছেদকং তদবচ্ছিন্নসাধ্যসামানাধিকরণ্যং ব্যাপ্তিঃ।* এরকম লক্ষণ করলে মহানসীয় বহ্ন্যভাব এবং বহ্নিঘটোভয়াভাব লক্ষণঘটক অভাব হবে না। মহানসীয় বহ্ন্যভাবের প্রতিযোগিতা মহানসীয় বহ্নিতে সাধ্যতাবচ্ছেদকত্বাঘটক ধর্ম মহানসীয়ত্ব প্রতিযোগিতাতে থেকে গেল। সেরকম বহ্নিঘটোভয়াভাব এর প্রতিযোগিতা বহ্নিঘটোভয়ে সাধ্যতাবচ্ছেদকত্বাঘটক ধর্ম উভয়ত্ব প্রতিযোগিতাতে থেকে গেল। অতএব এই দুটো অভাব গ্রহণ করা যাবে না। যদি বলা যায় হেতুমন্নিষ্ঠাভাবীয়প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকতাপর্যাপ্ত্যধিকরণভিন্নত্ব নিবেশ করে অব্যাপ্তি বারণ সম্ভব, তাহলেও এরকম বলা যাবে না। কারণ যদি দ্বিত্বাদি পর্যাপ্তিসম্বন্ধে উভয় প্রত্যেকে থাকে না, তাহলে প্রত্যেক উভয়ে পর্যাপ্তিসম্বন্ধে থাকে না। নিয়ম আছে – প্রত্যেকাবৃত্তিধর্মস্য সমুদায়াবৃত্তিত্বম্। অতএব উপরিউক্ত দুটি অভাব নিয়ে অব্যাপ্তি বারণ সম্ভব নয়। তাহলে সাধ্যতাবচ্ছেদকত্বাঘটক ধর্ম লক্ষণ স্বীকার করলেও *মহাকালো ঘটবান্ মহাকালত্বাত্* - স্থলে মহাকালভেদবিশিষ্ট ঘটাভাব গ্রহণ করা যাবে না। কারণ মহাকালভেদবিশিষ্ট ঘটাভাবের প্রতিযোগিতাতে (মহাকালভেদবিশিষ্ট ঘটে) মহাকালভেদত্ব অবচ্ছিন্ন হয়ে গেল। অতএব মহাকালভেদবিশিষ্ট ঘটাভাব প্রতিযোগিব্যধিকরণাভাব অপ্রসিদ্ধির জন্য অব্যাপ্তি থেকেই যাবে। জগদীশের মতে এটা বিচার করা উচিত।

৬.২.৪ সম্বন্ধধর্মিক-উভয়াভাবঘটিত ব্যাপ্তিলক্ষণের বিচার : প্রতিযোগিতাতে সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধে প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নাসম্বন্ধিত্ব প্রবেশ করে যে দুটি লক্ষণ করা হয়েছিল তাতে *কালো ঘটবান্ মহাকালত্বাত্* – স্থলে অব্যাপ্তি হয়। সেই অব্যাপ্তি বারণ করার জন্য সম্বন্ধধর্মিক-উভয়াভাবঘটিত লক্ষণ করেছেন। যারা এই লক্ষণ স্বীকার করেন তাদের মতে স্বরূপসম্বন্ধে গগন অবৃত্তি পদার্থ। মূলোক্ত লক্ষণে অত্যন্তাভাব বলতে

সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধসামান্যে যাদৃশপ্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিকত্ব-হেত্বধিকরণীভূত-যৎকিঞ্চিদ্ব্যক্ত্যনুযোগিকত্ব-সামান্যোভয়াভাব এই অর্থ গ্রহণ করতে হবে। তাহলে ব্যাপ্তির লক্ষণ হবে -

> সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধসামান্যে যাদৃশপ্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিকত্ব-হেত্বধিকরণীভূত-যৎকিঞ্চিদ্ব্যক্ত্যনুযোগিকত্ব-সামান্যোভয়াভাবঃ তাদৃশপ্রতিযোগিতানবচ্ছেদক-সাধ্যতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নসাধ্যসামানাধিকরণ্যং ব্যাপ্তিঃ।[১৫]

লক্ষণে সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধসামান্যে এই পদে সাধ্যতাবচ্ছেদক অংশ যদি না দেওয়া হয় তাহলে *ধূমবান্ বহ্নেঃ* – স্থলে অতিব্যাপ্তি হবে। কারণ সম্বন্ধসামান্য বললে কালিকসম্বন্ধের গ্রহণ হয়ে যাবে, কালিকসম্বন্ধে ধূমত্বাবচ্ছিন্ন ধূমপ্রতিযোগিকত্ব এবং বহ্ন্যধিকরণীভূত অয়োগোলকানুযোগিকত্ব উভয় থেকে যাবে, অতিব্যাপ্তি হবে। তাই সাধ্যতাবচ্ছেদক পদ দিলে, সাধ্যতাবচ্ছেদকসংযোগসম্বন্ধে ধূমত্বাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিকত্ব থাকলেও বহ্ন্যধিকরণ অয়োগোলকানুযোগিকত্ব না থাকায় উভয়াভাব পাওয়া যাবে। প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক ধূমত্ব, অনবচ্ছেদক সাধ্যতাবচ্ছেদক ধূমত্ব হল না। লক্ষণোক্ত সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধসামান্যে এখানে ধর্মিবাচক সম্বন্ধ পদ না দিলে *সমবায়িমান্ জাতিমত্ত্বাত্* – স্থলে সংযোগসম্বন্ধ ধরে অতিব্যাপ্তি হবে, তাই সম্বন্ধ পদ দিতে হবে। এইভাবে কালো ঘটবান্ মহাকালত্বাত্ – স্থলে কালিকসম্বন্ধে গগনাভাব গ্রহণ করে সাধ্যতাবচ্ছেদকীভূত কালিকসম্বন্ধে মহাকালানুযোগিকত্ব থাকলেও গগনপ্রতিযোগিকত্ব না থাকায় *একসত্ত্বেঽপি দ্বয়ং নাস্তি* নিয়মনুযায়ী উভয়াভাব পাওয়া যাবে। এইভাবে গগনাভাব লক্ষণঘটক হয়ে যাবে।

এইভাবে বারণ করার পরও *ঘটবান্ নিত্যজ্ঞানত্বাত্* – স্থলে বিষয়িতাসম্বন্ধে গগনাভাব গ্রহণ করে বিষয়িতাসম্বন্ধে গগনপ্রতিযোগিকত্ব এবং নিত্যজ্ঞানানুযোগিকত্ব উভয় থাকায়, উভয়াভাব পাওয়া যাবে না। অব্যাপ্তি হবে। এরকম বলা ঠিক নয়। কারণ

বিষয়িতাসম্বন্ধে ঘট ব্যাপ্যবৃত্তি হয়। নব্যমতে এখানে বিষয়িতাত্বরূপে বিষয়িতার সম্বন্ধতা আছে। এই অব্যাপ্তি বারণ করার জন্য লক্ষণ করতে হবে –

> সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধসামান্যে যাদৃশপ্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিকত্ব-হেত্বধিকরণীভূত-যৎকিঞ্চিদ্ব্যক্ত্যনুযোগিকত্ব-সাধ্যনিরূপিতত্বৈতৎত্রিতয়াভাবঃ তাদৃশপ্রতিযোগিতানবচ্ছেদকসাধ্যতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন-সাধ্যসামানাধিকরণ্যং ব্যাপ্তিঃ।[১৬]

অতএব বিষয়িতাসম্বন্ধে গগনাভাব গ্রহণ করলে অব্যাপ্তি হবে না। এখানে জগদীশ তর্কালংকার সমাধান দিয়েছেন –

> সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-সাধ্যতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নাধিকরণতাপ্রতিযোগিকত্বরূপসম্বন্ধেন যাদৃশপ্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নাধিকরণতাসামান্যাভাবাধিকরণত্বং হেতুমতঃ তদভাবীয়-প্রতিযোগিতানবচ্ছেদকসাধ্যতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নসাধ্যসামানাধিকরণ্যং ব্যাপ্তিঃ।[১৭]

এরকম অংশত প্রতিযোগিবৈয়ধিকরণ্যের নিবেশ করে সম্বন্ধধর্মিক-উভয়াভাব নিবেশ ব্যর্থ। *কালো ঘটবান্ মহাকালত্বাত্* – স্থলে কালিকসম্বন্ধাবচ্ছিন্ন ঘটত্বাবচ্ছিন্ন অধিকরণতাপ্রতিযোগিক স্বরূপসম্বন্ধে পটত্বাবচ্ছিন্নাধিকরণত্বসামান্যাভাববান্ হেত্বধিকরণ মহাকাল, তাতে পটাভাব গ্রহণ করলে লক্ষণ সমন্বয় হয়ে যাবে। এরকম বললে পর দোষ পরিহার করা সম্ভব। কিন্তু দীধিতিকার কৃত লক্ষণের উপর বৈয়র্থ্যাপত্তি তুলেছেন যে,

> যাদৃশপ্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিকসম্বন্ধসামান্যে সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধত্ব-হেত্বধিকরণীভূত যৎকিঞ্চিৎ ব্যক্ত্যনুযোগিকসম্বন্ধত্বোভয়াভাবস্তাদৃশ প্রতিযোগিতানবচ্ছেদক সাধ্যতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নসাধ্যসামানাধিকরণ্যং ব্যাপ্তিঃ।[১৮]

এরকম ব্যাপ্তির লক্ষণ কেন করলেন না। যেখানে সাধ্যতাবচ্ছেদক বললেও দোষ বারণ করা সম্ভব। তাহলে দীধিতিকার কেন বললেন না। এইভাবে আরোপ করেছেন।

৬.২.৫ প্রতিযোগিতাধর্মিক-উভয়াভাবঘটিত ব্যাপ্তিলক্ষণ বিচার : স্বরূপসম্বন্ধে গগন বৃত্তি হয়। সংযোগসমবায়াদিসম্বন্ধে গগন অবৃত্তি হয়। এই স্বরূপসম্বন্ধকে কালিকসম্বন্ধ ধরার কথা জগদীশ তর্কালংকার বলেছেন। অতএব কালিকসম্বন্ধে গগন বৃত্তিমান্ হয় এরকম অর্থ। কালিকসম্বন্ধে গগন মহাকালে থাকে। তাহলে *কালো ঘটবান্ মহাকালত্বাত্* – স্থলে কালিকসম্বন্ধে গগনাভাব গ্রহণ করে সাধ্যতাবচ্ছেদককালিকসম্বন্ধে গগনত্বাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিকত্ব এবং হেত্বধিকরণীভূত মহাকালানুযোগিকত্ব উভয় থাকল, উভয়াভাব না থাকায় গগনাভাব গ্রহণ করতে পারব না। কারণ গগনাভাব প্রতিযোগিব্যধিকরণ হবে না। তাহলে প্রতিযোগিব্যধিকরণাভাবের অপ্রসিদ্ধ হওয়ায় *কালো ঘটবান্ মহাকালত্বাত্* – স্থলে পূর্বের মতই অব্যাপ্তি হবে। এইজন্য প্রতিযোগিতাধর্মিক-উভয়াভাবঘটিতলক্ষণ স্বীকার করা হয়েছে। প্রসঙ্গত বলে রাখি বিশ্বনাথ-ন্যায়পঞ্চাননও *ন্যায়সিদ্ধান্তমুক্তাবলী*তে গগনাদির বৃত্তিত্ব স্বীকার করে স্বরূপসম্বন্ধধর্মিক উভয়াভাবঘটিত লক্ষণ স্বীকার না করে প্রতিযোগিতাধর্মিক উভয়াভাবঘটিত লক্ষণ স্বীকার করেছেন। দীধিতিকারের মতে –

> স্বরূপসম্বন্ধেন গগনাদের্বৃত্তিমত্ত্বে তু নিরুক্তপ্রতিযোগ্যনধিকরণ-হেতুমন্নিষ্ঠাভাবপ্রতিযোগিতা-সামান্যে যৎসম্বন্ধাবচ্ছিন্নত্ব-যদ্ধর্মাবচ্ছিন্নত্ব-উভযাভাবস্তেন সম্বন্ধেন তদ্ধর্মাবচ্ছিন্নস্য ব্যাপকত্বং বোধ্যম্।[১৯]

প্রতিযোগ্যনধিকরণহেতুমন্নিষ্ঠাভাবপ্রতিযোগিতাসামান্যে এর অর্থ জগদীশ করেছেন - প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকসম্বন্ধে যাদৃশপ্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নের অসম্বন্ধী হেতুর সম্বন্ধী, তাদৃশপ্রতিযোগিতাসামান্যে। এরকম অর্থ করলে *কালো ঘটবান্ মহাকালত্বাত্* – স্থলে লক্ষণ সমন্বয় হয় কিনা দেখব। এখানে অভাব ধরব সংযোগসম্বন্ধে ঘটাভাব, প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকসম্বন্ধ সংযোগসম্বন্ধ, সংযোগসম্বন্ধে ঘটত্বাবচ্ছিন্ন ঘটের অসম্বন্ধী

হেতুসম্বন্ধী মহাকাল, মহাকালে অভাব সংযোগসম্বন্ধে ঘটাভাব, তাদৃশঘটাভাবীয়প্রতিযোগিতাতে সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধ-কালিকসম্বন্ধাবচ্ছিন্নত্ব না থাকলেও সাধ্যতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নত্ব ঘটত্বাবচ্ছিন্নত্ব থাকায় 'একসত্ত্বেঽপি দ্বয়ং নাস্তি' নিয়মানুসারে একটি থাকলে অপরটি না থাকলেও উভয়াভাব পাওয়া যাবে। সাধ্যতাবচ্ছেদককালিকসম্বন্ধে ঘটত্বাবচ্ছিন্ন ঘটের সামানাধিকরণ্য হেতু মহাকালত্বে চলে গেল, লক্ষণ সমন্বয় হয়ে যাবে।

'প্রতিযোগিতাসামান্যে' এখানে সামান্য পদ না দিলে *ধূমবান্ বহ্নেঃ* – স্থলে অতিব্যাপ্তি হবে। এখানে অভাব ধরব সংযোগেন ঘটাভাব, সংযোগসম্বন্ধে ঘটত্বাবচ্ছিন্ন ঘটের অসম্বন্ধী হেতুসম্বন্ধী অয়োগোলক, অয়োগোলকে অভাব সংযোগসম্বন্ধে ঘটাভাব, তাদৃশঘটাভাবীয়প্রতিযোগিতাতে সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধ-সংযোগসম্বন্ধাবচ্ছিন্নত্ব থাকলেও সাধ্যতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নত্ব ধূমত্বাবচ্ছিন্নত্ব না থাকায় উভয়াভাব পাওয়া যাবে, তাদৃশসংযোগসম্বন্ধে ধূমত্বাবচ্ছিন্নত্ব ধূমের সামানাধিকরণ্য বহ্নিতে চলে গেল, অতিব্যাপ্তি হল।

রূপবান্ পৃথিবীত্বাত্ – স্থলে যদি সংযোগসম্বন্ধে রূপকে সাধ্য করা হয় তাহলে ব্যভিচারী হবে এবং অতিব্যাপ্তি হবে। উক্ত স্থলে অভাব ধরব সংযোগসম্বন্ধে রূপাভাব, আর সংযোগসম্বন্ধে রূপের অধিকরণই অপ্রসিদ্ধ হয়ে যাবে। অতএব এই অভাব গ্রহণ করা যাবে না, তাহলে সংযোগেন ঘটাভাব নিতে পারব। তাহলে ঘটাভাবীয়প্রতিযোগিতাতে সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধসংযোগসম্বন্ধাবচ্ছিন্নত্ব থাকলেও সাধ্যতাবচ্ছেদকরূপত্বাবচ্ছিন্নত্ব না থাকায় উভয়াভাব পাওয়া গেল। এরকম বলা উচিত নয়। এখানে আপত্তি হয় সংযোগসম্বন্ধে রূপে পৃথিবীত্বের ব্যাপকতা থাকে। থাকলেও সংযোগসম্বন্ধে রূপ কোথাও

থাকে না। যদ্ধর্মাবচ্ছিন্ন পদে ধর্মের সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধাবচ্ছিন্নাধিকরণতা-নিরূপকতাবচ্ছেদকত্ব নিবেশ করলে রূপে সংযোগসম্বন্ধে পৃথিবীত্বের ব্যাপকতা হবে না। আবার *ধনী চৈত্রত্বাত্* – স্থলে বৃত্ত্যনিয়ামক স্বামিত্বসম্বন্ধে ধন সাধ্য ধরলে অব্যাপ্তি হয়। এখানে সংযোগসম্বন্ধে ঘটাভাব ধরলে, তাদৃশাভাবীয়প্রতিযোগিতাতে বৃত্ত্যনিয়ামকস্বামিত্বসম্বন্ধাবচ্ছিন্নত্ব এবং সাধ্যতাবচ্ছেদকধনত্বাবচ্ছিন্নত্ব থাকে না, অতএব উভয়াভাব অপ্রসিদ্ধ হয়ে যাবে। এরকমও বলা ঠিক নয়। কারণ জগদীশের মতে বৃত্ত্যনিয়ামকসম্বন্ধকে প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকরূপে স্বীকার করা হয়েছে। কোনো মতানুসারে সমবায়সম্বন্ধে ধনাভাব স্বীকার করে ধনাভাবীয়প্রতিযোগিতাতে সাধ্যতাবচ্ছেদকধনত্বা-বচ্ছিন্নত্ব থাকলেও বৃত্ত্যনিয়ামকস্বামিত্বসম্বন্ধাতিরিক্ত-সমবায়ানবচ্ছিন্নত্ব না থাকায় উভয়াভাব গ্রহণ করেছেন। এই মতও গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ *ধনী দ্রব্যত্বাত্* – স্থলে অভাব ধরব সমবায়সম্বন্ধে ধনাভাব, ধনাভাবীয়প্রতিযোগিতাতে সাধ্যতাবচ্ছেদকধনত্বাবচ্ছিন্নত্ব থাকলেও বৃত্ত্যনিয়ামকস্বামিত্বসম্বন্ধাতিরিক্ত-সমবায়ানবচ্ছিন্নত্ব না থাকায় উভয়াভাব পাওয়া যাবে, অতিব্যাপ্তি হবে। তার জন্য জগদীশ তর্কালংকার নব্যমত কল্পনা করেছেন –

> স্বাবচ্ছেদকতাঘটকসম্বন্ধেন যাদৃশপ্রতিযোগিতাবচ্ছেদকানধিকরণং হেত্বধিকরণং তাদৃশপ্রতিযোগিতাসামান্যে যদ্ধর্মাবচ্ছিন্নাবচ্ছেদকতাকত্ব যৎসম্বন্ধাবচ্ছিন্নাবচ্ছেদকতাকত্ব-উভযাভাবস্তেন সম্বন্ধেন তদ্ধর্মাবচ্ছিন্নস্য ব্যাপকত্বম্।[২০]

বহ্নিমান্ ধূমাত্ স্থলে সমবায়সম্বন্ধে বহ্ন্যভাব ধরে, তাদৃশ বহ্ন্যভাবীয়প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকতাঘটক সমবায়সম্বন্ধে যাদৃশ প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকীভূত বহ্নির অনধিকরণ হেত্বধিকরণ পর্বত, সেই পর্বতে সমবায়সম্বন্ধে বহ্ন্যভাবীয়প্রতিযোগিতা, সেই প্রতিযোগিতাতে সাধ্যতাবচ্ছেদকবহ্নিত্বাবচ্ছিন্নাবচ্ছেদকতা নিরূপিতত্ব থাকায় এবং সাধ্যতাবচ্ছেদকসংযোগসম্বন্ধাবচ্ছিন্নাবচ্ছেদকতা নিরূপিতত্ব না থাকায় উভয়াভাব পাওয়া

যাবে। লক্ষণ সমন্বয় হয়ে যাবে। এভাবে *ঘটবান্ মহাকালত্বাত্* এই স্থলেও সমবায়সম্বন্ধে ঘটাভাব নিয়ে লক্ষণ সমন্বয় হবে।

ধনী চৈত্রত্বাত্ স্থলে *স্বামিত্বসম্বন্ধেন ধনবান্ নাস্তি* এই অভাব হেত্বধিকরণবৃত্তি হয়ে লক্ষণঘটক হবে না। কারণ তাদৃশ অভাবীয়প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকতা-ঘটকস্বামিত্বসম্বন্ধে ধনের সম্বন্ধ চৈত্রতে থাকে। কিন্তু *সমবায়সম্বন্ধেন ধনবান্ নাস্তি* এরকম অভাব লক্ষণঘটক হবে, তাদৃশ অভাবীয়প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকতাঘটকসমবায়সম্বন্ধে ধনের অনধিকরণ হেত্বধিকরণ চৈত্র, তদ্বৃত্তি তাদৃশাভাবীয়প্রতিযোগিতাতে সাধ্যতাবচ্ছেদক-ধনত্বাবচ্ছিন্নাবচ্ছেদকতা নিরূপিতত্ব থাকলেও সাধ্যতাবচ্ছেদকস্বামিত্বসম্বন্ধা-বচ্ছিন্নাবচ্ছেদকতা নিরূপিতত্ব না থাকায় উভয়াভাব পাওয়া যাবে। অতএব স্বামিত্বসম্বন্ধে চৈত্রত্বব্যাপকত্ব ধনে এসে গেল। এইভাবে ব্যাপকীভূত ধনের সামানাধিকরণ্য চৈত্রত্বে থাকায় লক্ষণসমন্বয় হয়ে যাবে। কারণ বৃত্ত্যনিয়ামকসম্বন্ধ প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক না হলেও প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকতাঘটকসম্বন্ধ সর্বসম্মত।[২১] এখানে এটা বিচারের বিষয় যে, বৃত্ত্যনিয়ামকসম্বন্ধের স্বীকার করার কোনো যুক্তি আছে কিনা? এর বিচারে জগদীশ বলেছেন – *চৈত্রো ন পচতি* এখানে বৃত্ত্যনিয়ামক অনুকূলত্বসম্বন্ধে পাকবিশিষ্ট যে কৃতি তদভাববান্ চৈত্র এরকম শাব্দবোধ হয়। এতাদৃশ অভাবীয় কৃতিনিষ্ঠপ্রতিযোগিতানিরূপিত যে পাকনিষ্ঠ অবচ্ছেদকতা তাতে বৃত্ত্যনিয়ামক অনুকূলত্ব সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন থাকায় বৃত্ত্যনিয়ামকসম্বন্ধাবচ্ছিন্না প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকতা এরকম সর্ববাদিসম্মত। এটা নব্যমত। লক্ষণে 'সামান্যে' পদ যদি না দেওয়া হয় তাহলে *পর্বতো ধূমবান্ বহ্নেঃ* এখানে ঘটাভাবীয়প্রতিযোগিতাতে উভয়াভাব থাকার জন্য অতিব্যাপ্তি হয়ে যাবে। 'সামান্য' পদ দিলে পর *ধূমবান্ নাস্তি* এরকম অভাবীয়প্রতিযোগিতাতে উভয়াভাব না থাকার জন্য অতিব্যাপ্তি হবে না।

মথুরানাথ *স্বাবচ্ছেদকসম্বন্ধেন স্বাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নসামান্যাসম্বন্ধিনিরুক্তহেতুসম্বন্ধিকা যা যা প্রতিযোগিতা তদনবচ্ছেদকং যৎসাধ্যতাবচ্ছেদকং তদবচ্ছিন্নসাধ্যসামানাধিকরণ্যং ব্যাপ্তিঃ* - এরকম অর্থ পরিষ্কার করেও *বহ্নিমান্ ধূমাত্* এখানে প্রতিযোগিতাব্যক্তিতে সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধাবচ্ছিন্নত্ব নিবেশ করে 'স্বাবচ্ছেদকসম্বন্ধেন' এখানে 'সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধাবচ্ছিন্নত্ব' বলে নিবারণ করলেও *কালো ঘটবান্ কালপরিমাণাত্* স্থলে অব্যাপ্তি দেখিয়েছেন। তাই ব্যাপ্তির লক্ষণ করেছেন –

> স্বাবচ্ছেদকসম্বন্ধেন স্বাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নসামান্যাসম্বন্ধিনিরুক্তহেতু-সম্বন্ধিকপ্রতিযোগিতাসামান্যে সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধাবচ্ছিন্নত্ব-যদ্ধর্মনিষ্ঠপর্যাপ্তাবচ্ছেদকত্বোভয়াভাবস্তদ্ধর্মাবচ্ছিন্ন-সাধ্যসামানাধিকরণ্যং ব্যাপ্তিঃ।[২২]

তাহলে *কালো ঘটবান্ কালপরিমাণাত্* - স্থলে সমবায়সম্বন্ধে ঘটাভাবীয়প্রতিযোগিতা স্বীকার করে অব্যাপ্তি বারণ করা সম্ভব। *ঘটবান্ নিত্যজ্ঞানত্বাত্* স্থলে বৃত্ত্যনিয়ামকবিষয়িতাদিসম্বন্ধের দ্বারা সাধ্যতাতে অব্যাপ্তিবারণ করেছেন। তাদাত্ম্যাতিরিক্তবৃত্ত্যনিয়ামক-বিষয়িতাসম্বন্ধের অভাবীয়প্রতিযোগিতানবচ্ছেদকরূপে সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধাবচ্ছিন্নত্বের অপ্রসিদ্ধ হয়ে যায়। যদি বৃত্ত্যনিয়ামকবিষয়িতাদিসম্বন্ধের অভাবীয়প্রতিযোগিতানবচ্ছেদক হলেও ঘটত্বজ্ঞানাদি-অত্যন্তাভাবের প্রতিযোগিতা-বচ্ছেদকতাবচ্ছেদক হয়, অভাবীয়প্রতিযোগিতাতে তদবচ্ছিন্নত্ব প্রসিদ্ধ এরকম বলা হয়। তাহলে বৃত্ত্যনিয়ামকবিষয়িতাদিসম্বন্ধে সাধ্য গ্রহণ করলে *ঘটবজ্জ্ঞানত্বাত্* স্থলে অতিব্যাপ্তি হবে। বৃত্ত্যনিয়ামকসম্বন্ধের অভাবীয়প্রতিযোগিতানবচ্ছেদক রূপে স্বীকার করলে জ্ঞানত্বের সমানাধিকরণাভাবীয়প্রতিযোগিতাতে সাধ্যতাবচ্ছেদকবিষয়িতাদিসম্বন্ধাবচ্ছিন্নত্ব ঘটত্বাদ্যবচ্ছিন্নত্বোভয়াভাব থেকে গেল। এরকম বলা যাবে না। বৃত্তিনিয়ামকসম্বন্ধের মত বৃত্ত্যনিয়ামকসম্বন্ধও অভাবপ্রতিযোগিতাবচ্ছেদকত্ব এরকম স্বীকার করে মথুরানাথ

তর্কবাগীশ জগদীশ তর্কালংকারের মতের ব্যর্থতা প্রতিপাদন করেছেন।[২৩] এইভাবে তাদাত্ম্যাদি-বৃত্ত্যনিয়ামকসম্বন্ধের দ্বারা সাধ্যত্বে(সাধ্যতাবচ্ছেদক) এবং হেতুত্বে অব্যাপ্তিবারণের জন্য *অধিকরণত্বং বৃত্তিত্বম্* নিষেধ করে *সম্বন্ধিত্বম্* নিবেশ করার কথা বলেছেন। এইভাবে মথুরানাথ দীধিতিকারের তাদৃশসংযোগিবৃত্তিধূমত্বাদিরূপ ব্যাপ্তির খণ্ডনও করেছেন –

> কেচিত্তু তাদৃশসংযোগবৃত্তিধূমত্বাদিকমেব ব্যাপ্তিঃ ন তু তাদৃশসংযোগিত্বাদিমাত্রং তাদৃশসংযোগিবৃত্তিধূমত্ববদ্রাসভবান্ পর্বতদ্বতিভ্রমপরামর্শাদনুমিতিরিষ্যত এবেত্যাহুঃ। তদসত্।[২৪]

কামাখ্যানাথ তর্কবাগীশ মহাশয়ের মতে রঘুনাথের বক্তব্য খণ্ডন করার জন্য মথুরানাথ এই উক্তি করেছেন। রঘুনাথের মতে সামানাধিকরণ্যবিশিষ্টধূমত্বের ব্যাপ্তিরূপে স্বীকার করলে তাদৃশধূমত্বের প্রকারবিশিষ্টরূপে জ্ঞান হয়, আর মথুরানাথের মতে সংসর্গবিশিষ্ট রূপে জ্ঞান হয়। টীকাতে স্বতন্ত্রা বলে একটি মত গ্রহণ করেছেন। এটা মথুরানাথের নিজের মতও হতে পারে। তাঁর মতে অত্যন্তাভাবের মত অন্যোন্যাভাবও অব্যাপ্যবৃত্তি হয়। বৃত্তিকে অভাবীয়বিশেষণতাবিশেষসম্বন্ধের দ্বারা বুঝতে হবে।

এভাবে আমরা দেখতে পাচ্ছি রঘুনাথের বক্তব্য বিষয়কে অবলম্বন করে জগদীশ তর্কালংকার তাঁর যুক্তিজাল বিস্তার করেছেন। আর মথুরানাথ তর্কবাগীশ কোথাও কোথাও রঘুনাথের বক্তব্যের অসারতা প্রতিপাদন করেছেন। এই টীকাগুলোর প্রভাব আমরা *ন্যায়সিদ্ধান্তমুক্তাবলী*তে উত্তমরূপে দেখতে পাই। পরিশেষে এটা বলতে পারি এই যে সিদ্ধান্তলক্ষণের এত চুলচেরা বিশ্লেষণ করা হল তারপরও যদি কোনো প্রসিদ্ধ স্থল দেখানো যেতে পারে তাহলে এই ব্যাপ্তিলক্ষণও অব্যাপ্ত্যাদি দোষে দুষ্ট হবে।

উল্লেখপঞ্জি :

১. সি. জা., সম্পা. মহেশচন্দ্র ঝা, পৃ. - ২০।

২. *তত্রৈব*।

৩. তত্ত্ব. চি., সম্পা. কামাখ্যানাথ তর্কবাগীশ, পৃ.-১০০।

৪. ন চাভাবে হেতুসামানাধিকরণ্যস্যৈব হেত্বধিকরণে নিরবচ্ছিন্নবৃত্তিত্বরূপস্য নিবেশাদুক্তাব্যাপ্তিব্যুদাসসম্ভবাত্ প্রতিযোগিবৈয়ধিকরণ্যবিশেষণপ্রবেশো মূলকৃতোনুচিত ইতি বাচ্যম্। – সি. জা., প্রাগুক্ত, পৃ. - ২৭

৫. তত্ত্ব. চি. দী., প্রাগুক্ত, পৃ.-৩২।

৬. তত্ত্ব. চি. র., সম্পা. কামাখ্যানাথ তর্কবাগীশ,, পৃ.-১০৩।

৭. তত্ত্ব. চি. দী., প্রাগুক্ত পৃ.-১০৩।

৮. তত্ত্ব. চি. র., প্রাগুক্ত, পৃ. -১০৮।

৯. স্বমতে সংযোগসামান্যাভাবস্য কেবলান্বয়িত্বাত্তৎসাধ্যকসত্তাদিকং সদ্ধেতুরেবাতঃ সাধ্যান্তরমাহ – দ্রব্যত্বাভাবেতি। – সি. জা., প্রাগুক্ত, পৃ. - ১০৫।

১০. যদ্যপি দ্রব্যত্বাভাবস্য ব্যাপ্যবৃত্তিত্বাত্তৎসাধ্যকে প্রতিযোগিবৈযধিকণ্যাপ্রবেশাদিদমসঙ্গতম্, ন চাত্র কালিকসম্বন্ধাবচ্ছিন্নদ্রব্যত্বাভাবঃ সাধ্যঃ, স চ গুণাদ্যবচ্ছেদেন কাল এবাব্যাপ্যবৃত্তিরিতি বাচ্যম্। – *তদেব*।

১১. তত্ত্ব. চি. র., প্রাগুক্ত, পৃ. - ১০৮।

১২. তত্ত্ব. চি. দী., প্রাগুক্ত, পৃ.-১০৩।

১৩. তত্ত্ব. চি. র., প্রাগুক্ত, পৃ.-১১০।

১৪. ননু মহাকালান্যত্ববিশিষ্টঘটাভাব এব মহাকালে প্রতিযোগিব্যধিকরণঃ সুলভঃ। – সি. জা., প্রাগুক্ত, পৃ.-১৫২।

১৫. *তদেব*, পৃ. - ১৬৯।

১৬. *তদেব*, পৃ. - ১৮৪।

১৭. *তত্রৈব*।

১৮. *তত্রৈব*।

১৯. তত্ত্ব. চি. দী., প্রাগুক্ত, পৃ.-১৮৬।

২০. সি. জা., প্রাগুক্ত, পৃ.-১৯২।

২১. বৃত্ত্যনিয়ামকসম্বন্ধস্য প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকত্বাভাবেঽপি প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকতা-ঘটকসম্বন্ধত্বং সর্বসম্মতমেব। – তদেব।

২২. তত্ত্ব. চি. র., প্রাগুক্ত, পৃ.-১১৮

২৩. বৃত্তিনিয়ামকসম্বন্ধবত্ বৃত্ত্যনিয়ামকসম্বন্ধস্যাপ্যভাবপ্রতিযোগিতাবচ্ছেদকত্বাত্। – *তদেব*।

২৪. *তদেব,* পৃ. - ১২০।

উপসংহার

ভারতীয়দর্শনশাস্ত্রে অনুমান প্রমাণের গুরুত্ব অপরিসীম। সেই অনুমান প্রমাণ আবার ব্যাপ্তিজ্ঞানের উপর নির্ভরশীল। ব্যাপ্তি সম্পর্কে বিভিন্ন দর্শনে বিভিন্ন মতামত থাকলেও নব্যন্যায়দর্শনে ব্যাপ্তি সম্পর্কিত যে আলোচনা তা সত্যিই বিস্ময়কর। গবেষণার বিষয়রূপে তিনটি টীকাগ্রন্থ নির্বাচন করেছি। টীকাগুলো যথাক্রমে – *দীধিতি, মাথুরী* এবং *জাগদীশী*। টীকাগুলি পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে দর্শনশাস্ত্র রচনার যে একটি বিশেষ পদ্ধতি আছে – *পরমতখণ্ডনপূর্বকং স্বমতপ্রতিষ্ঠাপনম্,* সেই পদ্ধতি অবলম্বন করেই টীকাগুলি রচিত। দর্শনশাস্ত্রে বলা হয়েছে যদি কোনো বস্তুর লক্ষণ করা হয় তাহলে সেই লক্ষণ হবে অব্যাপ্তি, অতিব্যাপ্তি ও অসম্ভব এই দোষত্রয়হীন। টীকাগুলিতেও সেই বিশেষ দিকের প্রতি নজর দেওয়া হয়েছে। ব্যাপ্তির লক্ষণের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এছাড়াও ন্যায়শাস্ত্র যে তর্কশাস্ত্ররূপে প্রসিদ্ধ তার প্রমাণ আমরা টীকাগুলি পাঠ করলে দেখতে পাই। শাস্ত্র নিরপেক্ষ ভাবে স্বাধীন বুদ্ধির দ্বারা প্রণোদিত তর্ক কুতর্ক বা বিতর্ক বলে অভিহিত। কিন্তু টীকাগুলিতে যেভাবে শাস্ত্রসাপেক্ষভাবে ক্ষুরধার বুদ্ধি দিয়ে তর্কস্থাপনাপূর্বক শাস্ত্রের প্রামাণ্য স্থাপন করা হয়েছে তা তর্কশাস্ত্র এই নামের উপযুক্ত। তাদের এই বিচারশৈলী বর্তমানে নব্যনৈয়ায়িকদের কাছে বুদ্ধির পরাকাষ্ঠা নিদর্শনের উদাহরণস্বরূপ। টীকাগুলি শুধু ভারতে নয় বৈদেশিক অধ্যাপকেরাও সাদরে গ্রহণে করেছেন। মহামহোপাধ্যায় কালীপদ তর্কাচার্যের শিষ্য অধ্যাপক ড্যানিয়েল ইঙ্গল *তত্ত্বচিন্তামণি, দীধিতি* ও *মাথুরী* গ্রন্থের ব্যাপ্তিপঞ্চক অংশের ইংরেজী অনুবাদ করেছেন। এর দ্বারা বহির্বিশ্বে টীকাগুলোর জনপ্রিয়তা অনুধাবন করা যায়। টীকাগুলিতে ব্যাপ্তিবিষয় আলোচিত হলেও তাদের মধ্যেও মতভেদ বিদ্যমান। *দীধিতি*কার যা আলোচনা করেছেন

সেই আলোচনার থেকে অনেকটা স্বতন্ত্রভাবে মথুরানাথ তর্কবাগীশ তার ব্যাখ্যা প্রতিপাদন করেছেন। জগদীশ তর্কালংকার আবার স্থানে স্থানে মথুরানাথের নাম উল্লেখ না করে তার মত খণ্ডন করেছেন। আলোচ্য সন্দর্ভে টীকাত্রয়ের মতের সমীক্ষাত্মক বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করেছি।

গবেষণা সন্দর্ভের প্রথম অধ্যায়ের নামকরণ করা হয়েছে – অনুমিতিজ্ঞানে ব্যাপ্তির উপযোগিতা। অনুমিতি হতে গেলে ব্যাপ্তিজ্ঞান কতটা সহায়ক হয় তা এই অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে। অনুমিতি এবং ব্যাপ্তি দুটিই জ্ঞান। তা সমবায়সম্বন্ধে আত্মাতে থাকে। প্রথমে অনুমিতির ব্যুৎপত্তি আলোচনা করে তারপর *তত্ত্বচিন্তামণি*কারের মতে অনুমিতির লক্ষণ বলে *ভাষাপরিচ্ছেদ, ন্যায়সিদ্ধান্তমুক্তাবলী, তর্কসংগ্রহ* এবং টীকাগ্রন্থের দৃষ্টিতে আলোচনা করা হয়েছে। অনুমিতির লক্ষণ হল - *ব্যাপ্তিবিশিষ্টপক্ষধর্মতাজ্ঞানজন্যং জ্ঞানমনুমিতিঃ*। লক্ষণটি পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে প্রথমে আছে ব্যাপ্তি এবং শেষে আছে অনুমিতি। অতএব অনুমিতিজ্ঞান হতে গেলে ধাপে ধাপে জ্ঞান হতে হবে। প্রথমে ব্যাপ্তিজ্ঞান, তারপর ব্যাপ্তিবিশিষ্ট পক্ষধর্মতার জ্ঞান হতে হবে অর্থাৎ পক্ষতার জ্ঞান, তারপর ব্যাপ্তিবিশিষ্ট পক্ষধর্মতাজ্ঞান জন্য যে জ্ঞান তা হল পরামর্শজ্ঞান। এই পরামর্শজ্ঞান জন্য যে জ্ঞান তা হল অনুমিতিজ্ঞান। অতএব দেখতে পাওয়া যাচ্ছে ব্যাপ্তি ও পক্ষতা পরামর্শজ্ঞান জন্মিয়ে অনুমিতিজ্ঞান উৎপাদন করে। অনুমিতি কার্য, সেই কার্যের কারণ হল ব্যাপ্তি, পক্ষধর্মতা ও পরামর্শজ্ঞান। কারণ এই তিনটি জ্ঞান অন্যথাসিদ্ধি নয় কিন্তু নিয়তপূর্ববর্ত্তী। তিন প্রকার কারণের মধ্যে যেটা অসাধারণ কারণ তাকে করণ বলে। অনুমিতির প্রতি করণ কে হবে, এই নিয়ে প্রাচীন ও নব্যদের মধ্যে মতভেদ আছে। প্রাচীনরা বলেন, লিঙ্গপরামর্শ অনুমিতির কারণ। নব্যদের মতে ব্যাপ্তিজ্ঞান করণ। এই ভেদ মূলত করণের সংজ্ঞা ভিন্ন হওয়ার জন্য। কারণ প্রাচীনমতে *ফলাযোগব্যবচ্ছিন্নং কারণং*

করণম্। আর নব্যমতে করণ হল – *ব্যাপারবদসাধারণং কারণং করণম্*। উদয়নাচার্য মনে করেন জ্ঞায়মান লিঙ্গ করণ। কিন্তু এই মত মানলে অতীত এবং ভাবী হেতু দ্বারা অনুমিতি হতে পারবে না। এখানে নব্যমত মেনে ব্যাপ্তিজ্ঞানকেই অনুমিতির প্রতি করণ বলতে হবে। পরামর্শকে সেখানে ব্যাপাররূপে স্বীকার করা হয়েছে। অন্তিমে ব্যাপ্তিজ্ঞান কীভাবে হবে তার উপায় নিয়ে আলোচনা করেছি।

দ্বিতীয় অধ্যায়ের বিষয় হল – ব্যাপ্তিবিষয়ে প্রাচীন ন্যায়ের অভিমত। ব্যাপ্তিবিষয়ে প্রাচীন ন্যায়ে কি বলা হয়েছে তার আলোচনা করেছি। গৌতমের *ন্যায়সূত্রে* ব্যাপ্তির কোনো লক্ষণ দেওয়া হয়নি। কিন্তু অব্যভিচার শব্দের প্রয়োগ করেছেন, যা পরবর্তীকালে ব্যাপ্তির অর্থে পর্যবসিত হয়েছে। এছাড়াও নিয়ম, প্রতিবন্ধ, অবিনাভাব প্রভৃতি শব্দেরও উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু পরবর্তীকালে উদয়নাচার্য প্রভৃতি আচার্যরা ব্যাপ্তি বলতে অনৌপাধিক সম্বন্ধ বুঝতেন। সেখানে সম্বন্ধ দ্বিবিধ – স্বাভাবিক ও অনৌপাধিক। যা উপাধিযুক্ত নয় তা অনৌপাধিক। অতএব উপাধি কি না বুঝলে বিষয়টা পরিষ্কার হবে না। তাই প্রথমে উপাধির ব্যুৎপত্তি আলোচনা করেছি, তারপর তার লক্ষণ নিয়ে আলোচনা করেছি। এবং শক্তিবিশিষ্ট চার প্রকার পদের মধ্যে উপাধিকে যোগরূঢ় পদ হিসাবেই গ্রহণ করতে হবে একথা রঘুনাথ শিরোমণি স্পষ্টভাবে প্রতিপাদন করেছেন। তারপর উপাধির ভেদ আলোচনা করেছি। অনুমানে উপাধির ভূমিকা হল পরজীবী বৃক্ষের মত। পরজীবী বৃক্ষ যেমন যে গাছকে আশ্রয় করে বেড়ে উঠে সেই গাছকেই নষ্ট করে সেরকম উপাধিও অনুমানের আশ্রয়ে বড়ো হয়ে ব্যাপ্তিজ্ঞান তথা অনুমানকেই নষ্ট করে দেয়। অতএব উপাধি ব্যাপ্তিজ্ঞানের প্রতিবন্ধক হয়। কীভাবে? উত্তর হল, হেতুতে সাধ্যের ব্যভিচারজ্ঞান জন্মিয়ে। আবার উপাধি নিজের অভাবরূপ হেতুর দ্বারা পক্ষে সাধ্যাভাবের অনুমাপক হয়ে অনুমিতির প্রতিবন্ধক হয়। এছাড়া যেখানে উপাধিযুক্ত হেতু থাকে সেখানে ব্যাপ্যত্বাসিদ্ধ

হেত্বাভাস হয়। এই প্রসঙ্গে বাচস্পতিমিশ্র প্রভৃতি আচার্যদের মতে স্বাভাবিক সম্বন্ধ ব্যাপ্তি এই মতের আলোচনা করা হয়েছে। এরপর উপাধির নিরাকরণ করব কীভাবে তা আলোচনা করা হয়েছে। তা না হলে অনুমানের প্রামাণ্যব্যবস্থা স্থাপন করা যাবে না। সেখানে তর্কের অবলম্বন করাই শ্রেয়।

তৃতীয় অধ্যায়ের বিষয় হল – ব্যাপ্তিবিষয়ে চিন্তামণিকারের চিন্তন। চিন্তামণিকার হলেন গঙ্গেশোপাধ্যায়। এখানে প্রথমে মণিকারের আবির্ভাবকাল নিয়ে আলোচনা করেছি। তারপর *তত্ত্বচিন্তামণি* গ্রন্থের বিশেষত্ব নিয়ে আলোকপাত করেছি। এখানে যে চিন্তাশব্দের প্রয়োগ আছে তা যেকোনো চিন্তা নয়, শাস্ত্রবিষয়ক চিন্তা। গ্রন্থটির এমনই মাহাত্ম্য যে গঙ্গেশোপাধ্যায়ের পরবর্তীকালে প্রায় যেসমস্ত গ্রন্থ রচনা করা হয়েছিল, সেগুলোতে মণিকার একটা ছাপ রেখে গিয়েছিলেন। বিশেষ করে রচনার পদ্ধতিতে, যেমন অবচ্ছেদক, অবচ্ছিন্ন, প্রকারতা, বিশেষ্যতা প্রভৃতি দিয়ে রচনার প্রভাব বেশি দেখতে পাওয়া যায়। এগুলো পারিভাষিক শব্দ। *তত্ত্বচিন্তামণি*গ্রন্থের টীকাগ্রন্থ ছাড়াও নাগেশ, জগন্নাথ, বিশ্বনাথ প্রমুখ আচার্যের রচনাতেও এর নিদর্শন পাওয়া যায়। এরপর গঙ্গেশোপাধ্যায় ব্যাপ্তি বলতে কি বুঝতেন তার আলোচনা করা হয়েছে। তিনি দুটি পক্ষ ধরে আলোচনা করেছেন – পূর্বপক্ষ ও সিদ্ধান্তপক্ষ। পূর্বপক্ষে অন্যান্য আচার্যদের লক্ষণ তুলে ধরেছেন। তার মধ্যে আবার অব্যভিচরিতত্বরূপ ব্যাপ্তির পাঁচটি লক্ষণ, সিংহ ও ব্যাঘ্রোক্ত দুটি লক্ষণ, ব্যধিকরণধর্মাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিতাকাভাব ব্যাপ্তি এবং সম্বন্ধমূলক কিছু ব্যাপ্তির লক্ষণ তুলে ধরেছেন। যদিও এগুলির কোনোটিই তিনি স্বীকার করেন না। পূর্বপক্ষীয় ব্যাপ্তিনিরূপণে তিনি প্রশ্ন রেখেছিলেন ব্যাপ্তি কি? সিদ্ধান্তপক্ষে তার উত্তর দিচ্ছেন – *প্রতিযোগ্যসমানাধিকরণ-যৎসমানাধিকরণাত্যন্তাভাব-প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নং যন্ন ভবতি তেন সমং তস্য সামানাধিকরণ্যং ব্যাপ্তিঃ।*

সাধারণত লক্ষণে ক্রিয়াপদের প্রয়োগ থাকে না। তাহলে ব্যাপ্তির সিদ্ধান্তলক্ষণে 'ভবতি' এই ক্রিয়াপদ কেন দেওয়া হল? উত্তরে বলা যায় – *কপিসংযোগিনস্তাদাত্ম্যেন সাধ্যতায়াং ভাবত্বহেতৌ অতিব্যাপ্তিবারণায় তৎ পদং প্রদত্তম্*। কপিসংযোগী তাদাত্ম্যসম্বন্ধে সাধ্য এবং ভাবত্ব হেতু এখানে প্রতিযোগ্যসমানাধিকরণ এবং যৎসমানাধিকরণ (হেতুসমানাধিকরণ) অভাব মূলদেশাবচ্ছেদে কপিসংযোগিভেদরূপ অভাব, একই কপিসংযোগী বৃক্ষ মূলদেশে কপিসংযোগিভিন্ন হয়ে থাকে। মূলদেশাবচ্ছেদে তথাবিধ অভাববিশিষ্ট অগ্রাবচ্ছেদে কপিসংযোগিবৃক্ষরূপ সাধ্যের সামানাধিকরণ্য হেতু ভাবত্বে থাকায় এই লক্ষণের উক্ত অসদ্ধেতুতে অতিব্যাপ্তি হয়। এই অতিব্যাপ্তি নিবারণ করার জন্য 'ভবতি' এই ক্রিয়াপদ দেওয়া হয়েছে। এইভাবে ব্যাপ্তিসম্পর্কিত মত তুলে ধরেছি।

চতুর্থ অধ্যায়ের বিষয় হল – *চিন্তামণি*গ্রন্থের টীকা ও টীকাকার। *তত্ত্বচিন্তামণি* গ্রন্থের উপর বহু টীকা থাকলেও গবেষণা সন্দর্ভের বিষয়রূপে তিনটি টীকা নিয়েছি। *দীধিতি, মাথুরী* এবং *জাগদীশী*। *দীধিতি* এবং *মাথুরী তত্ত্বচিন্তামণি*র উপর রচিত। *জাগদীশী* কিন্তু *দীধিতি*র উপর রচিত। অধ্যায়ের শিরোণামে যেহেতু প্রথমে টীকার উল্লেখ আছে তাই প্রথমে টীকা সম্পর্কে আলোচনা করে তারপর টীকাকারদের সামান্য ও বিশেষ পরিচিতির কথা উল্লেখ করেছি। তিনজন টীকাকার হলেন যথাক্রমে রঘুনাথ শিরোমণি, মথুরানাথ তর্কবাগীশ এবং জগদীশ তর্কালংকার। রঘুনাথ শিরোমণির পাণ্ডিত্য প্রায় কমবেশি সকলের জানা। *তত্ত্বচিন্তামণি* গ্রন্থকে জানতে হলে *দীধিতি* টীকা কতখানি তাৎপর্যপূর্ণ সেই বিষয়ের প্রতি দৃষ্টিপাত করেছি। বাসুদেব সার্বভৌম ও শ্রীচৈতন্যদেবের সঙ্গে রঘুনাথের কেমন সম্পর্ক তা তুলে ধরা হয়েছে। পক্ষধরমিশ্র তাঁর গুরু হলেও টীকা রচনার ক্ষেত্রে তিনি গুরুকেও ছাপিয়ে গেছেন। যার পরিপূর্ণতা মাথুরী এবং জাগদীশী রচনার মধ্যে আমরা দেখতে পাই। মথুরানাথের বিচার বিশ্লেষণ সত্যিই অভূতপূর্ব।

মথুরানাথের প্রগাঢ় বুদ্ধি টীকার ছত্রে ছত্রে প্রকাশিত। জগদীশ তর্কালংকার শ্রীচৈতন্যদেবের আত্মীয় ছিলেন। খুব দেরীতে পড়াশোনা করলেও বুদ্ধিতে বৃহস্পতি ছিলেন তিনি। ব্যাপ্তির সিদ্ধান্তলক্ষণের টীকা রচনা করলেও তাঁর খ্যাতি মূলত *শব্দশক্তিপ্রকাশিকা* রচনার জন্য। জগদীশ তর্কালংকার সেই সময় এমন বিখ্যাত হয়েছিলেন ভারতবর্ষের নানা প্রান্ত থেকে পড়ার জন্য তাঁর কাছে ছাত্রেরা ভিড় জমাত। এবং প্রত্যেক টীকাকারের উক্ত টীকাগ্রন্থ ছাড়াও আর কি কৃতি আছে সে বিষয়েও আলোকপাত করা হয়েছে।

দীধিতি, মাথুরী এবং *জাগদীশী* অবলম্বনে ব্যাপ্তির স্বরূপ নামক পঞ্চম অধ্যায়ে প্রথমে পূর্বপক্ষীয় ব্যাপ্তিগুলির সামান্য আলোচনা করে টীকাকাররা সিদ্ধান্তব্যাপ্তিকে কীরকমভাবে আলোচনা করেছেন তা দেখানো হয়েছে। তিনজন টীকাকারের ব্যাপ্তিসম্পর্কিত পূর্বপক্ষীয় মত সংক্ষেপে তুলে ধরেছি। দীধিতিকার ব্যাপ্তিপঞ্চকোক্ত পাঁচটি ব্যাপ্তির প্রথম লক্ষণ থাকা কেন দ্বিতীয় লক্ষণ করা হয়েছে তার উত্তর দিয়েছেন। এভাবে তৃতীয়, চতুর্থ এবং পঞ্চম লক্ষণ নিয়ে আলোচনা করেছেন। লক্ষণগুলির কোথায় অব্যাপ্তি, অতিব্যাপ্তি দোষ হয় তা সদ্ধেতু এবং অসদ্ধেতু স্থল প্রদর্শন পূর্বক করা হয়েছে। ব্যাপ্তিপঞ্চকোক্ত ব্যাপ্তির লক্ষণ যদি সম্যক্ রূপে বোঝা না যায় তাহলে সিদ্ধান্তলক্ষণ বোঝার ক্ষেত্রে অত্যন্ত সমস্যা হতে পারে। তাই অব্যভিচরিতত্বরূপ ব্যাপ্তির পাঁচটি লক্ষণের খুব ভালোভাবে জ্ঞান দরকার। এরপর ব্যাপ্তির সিংহ ও ব্যাঘ্র লক্ষণ, ব্যধিকরণধর্মাবচ্ছিন্নের ১৪ প্রকার লক্ষণ উল্লেখ করেছেন। সমস্ত লক্ষণের চুলচেরা বিশ্লেষণ করা হয়নি। কেবল দুটি লক্ষণের আলোচনা করে বাকিগুলির নাম উল্লেখ করা হয়েছে মাত্র। কারণ গবেষণার বিষয় সিদ্ধান্তব্যাপ্তি, তাই এগুলির শুধুমাত্র উল্লেখ করা হয়েছে। এরপর টীকাকারদের মতে সিদ্ধান্তব্যাপ্তির স্বরূপ নির্ণয় করার প্রয়াস করেছি। তত্ত্বচিন্তামণির সিদ্ধান্তলক্ষণের উপরও

যে এত বিশ্লেষণ করা যেতে পারে তা টীকাগ্রন্থ না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। দীধিতিকার সিদ্ধান্তলক্ষণের উপর প্রথম দোষ উদ্ভাবন করেছেন, কারণ একটি সদ্ধেতুস্থলে লক্ষণ সঙ্গত না হওয়ার জন্য। সেজন্য তিনি প্রতিযোগিতাধর্মিক উভয়াভাব ঘটিত লক্ষণ করেছেন। পরবর্তীকালে মথুরানাথ এবং জগদীশও সেরকম ব্যাপ্তি স্বীকার করেও স্থলভেদে আপত্তি প্রদর্শন করেছেন।

ষষ্ঠ অধ্যায়ের বিষয় হল টীকাত্রয়ের আলোকে ব্যাপ্তিবিচার। টীকাত্রয়ের আলোচনাপদ্ধতির প্রতি দৃক্পাত করা হয়েছে। তারপর লক্ষণের সঙ্গতি দেখানোর জন্য যে সদ্ধেতু ও অসদ্ধেতু স্থল গ্রহণ করা হয়েছে তা ব্যভিচারদোষকে লক্ষ্য করে করা হয়েছে। নাহলে তা হেত্বাভাসের বিষয় হয়ে যায়। সিদ্ধান্তলক্ষণের প্রতিটি পদ ধরে তুলনামূলক সমীক্ষা করা হয়েছে। যেমন প্রতিযোগ্যসমানাধিকরণ পদের সার্থকতা দেখানো হয়েছে। যদি পদটি না দেওয়া হয় তাহলে *কপিসংযোগী এতদবৃক্ষত্বাত্* স্থলে অব্যাপ্তি হয়। এরপর যৎসমানাধিকরণ পদের সার্থকতা দেখিয়েছি। সিদ্ধান্তলক্ষণে যে অত্যন্তাভাব বলা হয়েছে তার দুটি বিশেষণ – প্রতিযোগ্যসমানাধিকরণ ও যৎসমানাধিকরণ। এই বিশেষণ নিয়ে টীকাকারদের মতভেদ আলোচনা করেছি। এখানে জগদীশ রঘুনাথের মতকে সমর্থন করলেও মথুরানাথ কিন্তু প্রতিযোগ্যসমানাধিকরণ পদ হেতুর বিশেষণ বলেছেন। তবে লক্ষণের সঙ্গতি দেখানোর জন্য রঘুনাথের মত স্বীকার করলে সহজ হবে বলে আমার মত। তারপর প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নভিন্ন এর প্রতিযোগিতানবচ্ছেদক অর্থ লক্ষণার দ্বারা স্বীকার করার কথা জগদীশের মত পর্যালোচনা করে পাই। লক্ষণের সঙ্গতি ঘটানোর জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল সম্বন্ধ। প্রতিযোগি কোন সম্বন্ধে থাকবে, হেতু কোন সম্বন্ধে থাকবে, সাধ্য কোন সম্বন্ধে থাকবে এই বিষয়গুলি পরিষ্কার করা হয়েছে। লক্ষণে অধিকরণ পদের পরিবর্তে সম্বন্ধ পদ ধরার কথা মথুরানাথ বলেছেন। আমার মনে হয়

অধিকরণ দেওয়াটাই বেশি যুক্তিযুক্ত। তারপর টীকাকারদের সম্বন্ধধর্মিক উভয়াভাব এবং প্রতিযোগিতাধর্মিক উভয়াভাব ঘটিত লক্ষণের আলোচনা করা হয়েছে।

কালো ঘটবান্ মহাকালত্বাত্ এবং *কালো ঘটবান্ কালপরিমাণাত্* – এই দুটি স্থল নিয়ে টীকাকারদের মধ্যে মতভেদ দেখতে পাওয়া যায়। প্রতিযোগিব্যধিকরণাভাব বলতে মহাকালভেদবিশিষ্ট ঘটাভাব নেওয়া যাবে না, সংযোগসম্বন্ধে ঘটাভাবই গ্রহণ করতে হবে, অন্যথা অব্যাপ্তি হবে। এখানে মথুরানাথের পথ অবলম্বন করতে হবে।

আমাদের ব্যবহারিক জীবনেও ধূম দেখলে স্বাভাবিকভাবে আগুনের স্মরণ হয়। ধূম দেখে আগুনের এই স্মরণই ব্যাপ্তি। অতএব ব্যবহারিক জীবনেও ব্যাপ্তির উপযোগিতা আছে। যেমন আমরা যখন কাউকে কোনো কিছু উদাহরণের সাহায্যে বোঝাই তখন সেই উদাহরণ বাক্যের মধ্যেই ব্যাপ্তি নিহিত থাকে। এই ব্যাপ্তি নিয়ে বিচার বিশ্লেষণের শেষ নেই। এত বিচার করা সত্ত্বেও যদি কোনো প্রসিদ্ধ স্থলে লক্ষণগুলো না যায় তাহলে লক্ষণগুলো দোষে দুষ্ট হবে। এই ব্যাপ্তিবিষয় যদি সম্যক্ রূপে বোঝা যায় তাহলে ন্যায়দর্শন তথা নব্যন্যায়দর্শনে প্রবেশের পথ অত্যন্ত সুগম হবে বলে আমার বিশ্বাস। এছাড়াও ব্যাপ্তিবিষয়ে নব্যন্যায়ের সমস্ত টীকাগ্রন্থের মধ্যে কী বলা হয়েছে তার বিচার বিশ্লেষণ করার জন্যও গবেষণা করার প্রয়োজন আছে বলে মনে হয়। পরিশেষে শুধু এটাই বলতে পারি *দীধিতি, মাথুরী* এবং *জাগদীশী* টীকাত্রয়ের আলোকে নব্যন্যায়সম্মত ব্যাপ্তিসমীক্ষা এই গবেষণা সন্দর্ভটি সহৃদয় পাঠকগণের কাছে মনোগ্রাহী হবে। এছাড়াও বঙ্গে নব্যন্যায়চর্চার ধারাবাহিকতা বজায় থাকবে।

Bibliography:

Annaṁbhaṭṭa. *Tarkasaṁgrahaḥ* (With *Dīpikā* Commentary). Ed. Narayancandra Goswami. Kolkata: Sanskrit Pustak Bhandar, 1423 B.S. (Re-ed., 1410 3rd Demagnified ed.).

Ibid. Ed. Niranjanswarup Brahmachari. Kolkata: Sanskrit Book Depot, 2013 (Rpt., 2005 1st Pub.).

Ibid. Ed. Panchanan Sastri. Kolkata: Mahabodhi Book Agency, 1392 B.S. (1st ed.).

Ibid. (With *Nyāyabodhinī*, *Padakṛtya*, *Dīpikā* & *Kiraṇāvalī* Commentaries). Ed. Srikrishna Vallabacarya. Varanasi: Chowkhamba Vidyabhawan, 2021.

Basu, Nagendranath. *Viśvakoṣa*, Vol-V. Kolkata: Viswakosh Karyalaya, 1301 B.S.

Ibid. Vol-XV. Kolkata: Viswakosh Karyalaya, 1311 B.S.

Ibid. Vol-XVII. Kolkata: Viswakosh Karyalaya, 1313 B.S.

Bhaṭṭācārya, Dīneśacandra. *Vaṇge Navyanyāyacarcā*, Vāṇgālīr(a) Sārasvata Avadān(a). Vol-I. Kolkata: Vangiya Sahitya Parishad, 1414 B.S. (2nd ed., 1358 B.S. 1st ed.).

Bhaṭṭācārya, Śrīmohana & Dīneśacandra Bhaṭṭācārya. *Bhāratīya Darśana Koṣa*. Kolkata: Sanskrit Collage, 1958.

Bose, Ram Chandra. *Hindu Philosophy*. New Delhi: Asian Educational Services, 1986.

Chakrabarti, Mihir Kumar. *Navyanyāya: Language and Methodology*. Kolkata: The Asiatic Society, 2010 (Rpt., 1st Pub. 2004).

Chatterjee, Satishchandra. *The Nyaya Theory of Knowledge*. Mumbai: Rupa, 2015 (1st Impression).

Choudhury, Achyutcharan. *Śrīhaṭṭer(a) Itivṛtta*, Pūrvāṁsa. Kolkata: Vaiowala, 2000 (1st ed.).

Dāsgupta, Surendranāth. *A History of Indian Philosophy*. Vol-I. Delhi: Motilal Banarasidass, 1988.

Dharmadattajhā. *Gūḍhārthatattvālokaḥ* (With *Yaśolatā* Commentary). Vol-I-XIV. Ed. Bhaktiyashavijay. Ahmedabad: Shri Divyadarshan Trust, 2018 (1st ed.).

Dharmakīrti. *Pramāṇavārtikam* (With *Vārtikalaṅkāra-Bhāṣya* Commentary). Ed. Swami Yogindrananda. Varanasi: Sad-darshan-prakashan-pratishthan, 1991.

Ibid. (With *Vṛtti* Commentary) Ed. Swami Swarikadas Shastri. Varanasi: Bauddha Bharati, 1966.

Gangeśopādhyāy(a). *Tattvacintāmaṇiḥ* : Anumānakhaṇḍa (With *Rahasya* Commentary by Mathurānātha Tarkavāgīśa). Vol-II, Part-I. Ed. Kamakhyanath Tarkavagisa. Delhi: Chowkhamba Sanskrit Pratishthan, 2010. (The Vrajajivan Prachyabharati Granthamala 47).

Ibid. Ed. Dayalakrisnatarkatirtha. Shilchar: Arian Press.

Ibid. *Siddhāntalakṣaṇam* (With *Dīdhiti*, *Jāgadīśī*, *Vivṛti* & *Dīpikā* Commentaries). Ed. Guruprasad Sastri. Varanasi: Vani Vilasa Prakashan, 1984 (2nd ed.).

Ibid. (With *Nyāyaratnaṭīkā*). Ed. K. I. Madhusudan. Tirupati: Rastriya Sanskrit Vidyapitham, 2011.

Ibid. (With *Dīdhiti* & *Jāgadīśī* Commentaries). Ed. Shailajapati Mukhopadhyay. Kolkata: West Bengal State Book Board, 1991.

Ibid. *Vyāptipañcakaṁ Siddhāntalakṣaṇañca* (With *Dīdhiti*, *Māthurī*, *Gādādharī* and *Jāgadīśī* Commentaries). Ed. Tapan Sankar Bhattacharyya. Kolkata: Centre for Indology, Jadavpur University, 2019 (1st ed.).

Ibid. *Vyāptipañcakam* (With *Vyāptipañcakarahasyam* Commentary by Mathurānātha Tarkavāgīśa). Ed. Rajendranath Ghosa. Kolkata: West Bengal State Book Board, 2011 (2nd ed., 1982 1st ed.).

Ibid. Ed. Shailajapati Mukhopadhyay. Kolkata: Sanskrit Pustak Bhandar, 1420 B.S. (1390 B.S. 1st ed.).

Ibid. (With Mathurānātha Tarkavāgīśa's *Vyāptipañcakarahasyam*, Raghunātha Śiromaṇi's *Dīdhiti*, Jagadīśa Tarkālaṁkāra's *Jāgadīśī* & Vāmācaraṇa Bhaṭṭācārya's *Vivṛti* Commentaries). Ed. Gangadhar Kar. Kolkata: Jadavpur University, 2015 (1st ed.).

Gaṅgopādhyāy(a), Mṛṇālakānti. *Nyāyanivandhābalī*. Kolkata: Sanskrit Book Dipo, 2021 (1st Pub.).

Gautam. *Nyāyadarśana*. Vol- I. Ed. Phanibhusan Tarkabagish. Kolkata: West Bengal State Book Board, 2011 (4th ed., 1981 1st ed.).

Ibid. Vol- II. Ed. Phanibhusan Tarkabagish. Kolkata: West Bengal State Book Board, 2000 (2nd ed., 1984 1st ed.).

Ibid. (With *Vātsyāyanabhāṣya* & *Prakāśikā* Hindi Commentary of Ḍhuṇḍhirāja Śāstrī). Ed. Narayan Misra. Varanasi: Chowkhamba Sanskrit Bhawan, 2022 (9th ed.).

Ibid. (With *Nyāyarahasya* of Rāmabhadra Sārvabhauma & *Ānvīkṣikīttvavivaraṇa* of Jānakīnātha Cūḍāmaṇi). Vol- I. Ed. Prabal Kumar Sen. Kolkata: The Asiatic Society, 2003.

Ibid. (With *Nyāyarahasya* of Rāmabhadra Sārvabhauma & *Ānvīkṣikīttvavivaraṇa* of Jānakīnātha Cūḍāmaṇi). Vol- II. Ed. Prabal Kumar Sen. Kolkata: The Asiatic Society, 2003.

Ibid. (With *Bhāṣya* of Vātsyāyana, *Vārttika* of Uddyotakara, *Tātparyaṭīkā* of Vācaspati Miśra & *Pariśuddhi* of Udayana). Vol- I. Ed. Anantalal Thakur. Vaisali, Muzaffarpur: Prakrit Jain Institute, 1889.

Ibid. (With *Vātsyāyanabhāṣya*). Ed. Anantalal Thakur. New Delhi: Indian Council of Philosophical Research, 1997.

Guha, Dinesh Chandra. *Navya Nyaya System of Logic* (Some Basic Theories & Techniques). Varanasi: Bharatiya Vidya Prakashan, 1968.

Haribhadrasūri. *Ṣaḍdarśanasamuccayaḥ*. Ed. Mahendrakumar Jaina Nayacharya. Delhi: Bharatiya Jnanpith, 1997 (4th ed.).

Ingalls, Daniel Henry Holmes. *Materials For the Study of Navya-Nyaya Logic*. Vol. XL. Ed. Walter Eugene Clark. London: Harbard University Press, 1951.

Jagadīśatarkālaṁkāra. *Siddhāntalakṣaṇa-Jāgadīśī* (With *Bhāvaprakāśikā* and Raghunātha Śiromaṇi's *Dīdhiti* Commentaries). Ed. Mahesh Jha. Varanasi: Chowkhambha Krishnadas Academy, 2014 (1st ed.).

Jhalakīkaraḥ, Bhimācāryaḥ. *Nyāyakośaḥ*. Poona: The Bhandarkar Oriental Research Institute, 1928 (3rd ed.).

Kaṇāda. *Vaiśeṣika Darśana*. Ed. Badrinath Singh. Varanasi: Asha Prakashan, 1000 (1st ed.).

Ibid. Ed. Sukhamay Bhattacaryya. Kolkata: Viswavidya Samgraha, 1360 B.S.

Ibid. Ed. Pradyat Kumar Mandal. Kolkata: Progressive Publishers, 2011 (Rpt, 2004 1st Pub.).

Keith, A. Berriedale. (1973). *A History of Sanskrit Literature*. Delhi: Oxford University Press, 1920 (1st ed.).

Keśavamiśra. *Tarkabhāṣā*. Vol- I. Ed. Gangadhar Kar. Kolkata: Jadavpur University Press, 2013 (2nd ed., 2008 1st ed.).

Ibid. Vol- II. Ed. Gangadhar Kar. Kolkata: Mahabodhi Book Agency, 2014.

Ibid. Ed. Badarinath Shukla. Varanasi: Motilal Banarsidass, 1968 (1st ed.).

Ibid. Ed. Gajanan Shastri. Varanasi: Chaukhamba Surbharati Prakashan, 1995 (3rd ed.).

Mahāpātra, Biṣṇupada. *Nyāya-pāribhaṣika-śabdāvalī.* New Delhi: Manyata Prakashan. 2010 (1st ed.).

Mādhavācārya. *Sarvadarśanasaṁgrahaḥ*. Ed. Umashankar Sharma. Varanasi: Chowkhamba Vidyabhavan, 2012 (1st ed.).

Nārāyaṇabhaṭṭa. *Mānameyodayaḥ*. Ed. Swami Yogindrananda. Varanasi: Shad Darshan Prakashan Pratishthan, 1978.

Pāṇini. *Aṣṭadhyāyī*. Ed. Tapanshankar Bhattacharyya. Kolkata: Sanskrit Book Depot, 2017 (3rd ed., 2004 1st ed.).

Ibid. Ed. Gopal Dutt Pandey. Varanasi: Chowkhamba Surbharati Prakashan, 2015.

Praśastapādācārya. *Praśastapādabhāṣyam.* Vol-I. Ed. Brahmachari Medhachaitanya. Kolkata: Sanskrit Book Depot, 2017 (1st Pub.).

Ibid. Vol- II. Ed. Brahmachari Medhachaitanya. Kolkata: Sanskrit Book Depot, 2017 (2nd Rpt., 2000 1st Pub.).

Ibid. (With *Sūkti, Setu, Vyomavatī* Commentaries). Ed. Gopinath Kaviraj. Varanasi: Chowkhamba Amarabharati Prakashan, 1983 (2nd ed.).

Ibid. (With *Sūkti* Commentary). Ed. Kalipada Tarkacharya. Kolkata: The Sanskrit Sahitya Parishat.

Ibid. (With *Nyāyakandalī* Commentary). Ed. Durgadhar Jha Sharma. Varanasi: Ganganatha-jha-granthamala, 1963.

Rāḍhī, Kānticandra. *Navadvīpa Mahimā*, Navadvīper(a) prācīn(a) o ādhunik(a) vivaraṇa. Ed. Jitendriya Datta, Phanibhushan Datta. Navadvīpa: Navadvīpa Mahimā Kāryālaya, 1344 B.S. (2nd ed.).

Suśruta. *Suśrutasaṃhitā*. Ed. Yashodanandan Sarkar. Kolkata, 1318 B.S.

Śaṅkaramiśra. *Vaiśeṣikasūtropaskāraḥ*. Ed. Narayan Mishra. Varanasi: The Chowkhamba Sanskrit Series Office, 1969.

Śivādityamiśra. *Saptapadārthī*. Ed. Tapan Sankar Bhattacharyya. Kolkata: Sanskrit Book Depot., 2012 (1st ed.).

Ibid. (With *Mitabhāṣiṇī*, *Padārthachandrikā* & *Sandarbha* Commentaries). Ed. Amarendra Mohan Tarkatirtha & Narendra Chandra Vedantatirtha. Kolkata: Metropolitan Printing & Publishing House, 1934.

Ibid. (With *Jīnavardhanī* Commentary). Ed. Jitendra Jetli. Ahmedabad: Lalbhai Dalapathbhai Bharatiya Sanskrit Vidyamandir.

Śukla, Rājarāma. *Tattvacintāmaṇivivecanam*. Shringeri: Shrishankara Advaitashodhakendram, 2004.

Tarkālaṙkāra, Jagadīśa. *Śabdaśaktiprakāśikā* (With *Kr̥ṣṇakāntī*, *Prabodhinī* Commentaries). Ed. Dhundhiraj Sastri. Varanasi: Chowkhamba Sanskrit Series Office, 1973.

Ibid. Vol- II. Ed. Madhusudhan Bhattacharya Nyayacarya. Kolkata: Sanskrit Collage, 1961.

Ibid. Vol- III. Ed. Madhusudhan Bhattacharya Nyayacarya. Kolkata: Sanskrit Collage, 1985.

Tarkavāgīś(a), Phaṇibhūṣaṇ(a). *Nyāya Paricaya*. Kolkata: West Bengal State Book Board, 2006 (3rd Rpt., 1978 1st Print).

Udayana. *Ātmatattvaviveka* (With the Commentaries of *Nārāyanī*, *Dīdhiti* & *Bauddhādhikāra* Vivr̥ti). Ed. Dhundhiraj Sastri. Varanasi: Chowkhamba Sanskrit Series Office, 1940.

Ibid. Ed. Acharya Kedarnath Tripathi. Varanasi: Chowkhamba Vidyabhawan, 1992 (2nd ed.).

Ibid. Vol- I. Ed. Dinanath Tripathi. Kolkata: Sanskrit Collage, 1984.

Udayana. *Kiraṇāvalī*. Ed. Narendra Chandra Vedantatirtha. Fasc. I-IV. Kolkata: The Asiatic Society, 2002 (Rpt, 1956 1st Pub).

Ibid. *Kiraṇāvalī*. Vol- I. Ed. Gaurinath Shastri. Kolkata: West Bengal State Book Board, 1990 (1st Print).

Ibid. Vol- II. Ed. Gaurinath Shastri. Kolkata: West Bengal State Book Board, 1990 (1st ed.).

Ibid. Vol- III. Ed. Gaurinath Shastri. Kolkata: West Bengal State Book Board, 1991 (1st Pub.).

Ibid. Ed. Gaurinath Shastri. Varanasi: Sampurnanand Sanskrit Vishvavidyalaya, 1980.

Udayana. *Nyāyakusumāñjaliḥ*. Ed. Srimohan Bhattacharya. Kolkata: West Bengal State Book Board, 2015 (2nd Rpt., 1995 1st Pub.).

Ibid. Ed. Shyamapada Mishra, Kolkata: Sanskrit Pustak Bhandar, 1390 B.S. (1st Pub.).

Ibid. Ed. Durgadhar Jha. Varanasi: Sampurnananda Sanskrit Vishvavidyalaya, 2016.

Uddyotakara. *Nyāyavārttikam.* Ed. Vindhyeshwari Prasad Tribedi. Varanasi: The Chowkhamba Sanskrit Series Office, 1913.

Ibid. Ed. Anantalal Thakur. New Delhi: Indian Council of Philosophical Research, 1997.

Vācaspatimiśra. *Nyāyavārtikatātparyaṭīkā*. Ed. Rajeshwara Sastri. Benares: The Chowkhamba Sanskrit Series Office, 1925.

Ibid. *Sāṁkhyatattvakaumudī*. Ed. Narayanchandra Goswami. Kolkata: Sanskrit Pustak Bhandar, 1406 (3rd Pub.).

Varadarāja. *Tārkikarakṣā* (With *Niṣkaṇṭaka* Commentary by Mallināthasūri). Ed. Vindhyeshwari Prasad Tribedi. Varanasi: 1903.

Vallabhācārya. *Nyāyalīlāvatī* (With the Commentaries of Vardhamānopādhyāya's *Prakāśa*, Śaṅkara Miśra's *Kaṇṭhābharaṇa* and Bhagīratha Ṭhākura's *Vibṛti*). Ed. Harihara Shastri. Varanasi: Chowkhamba Sanskrit Series Office, 1991 (2nd ed.).

Vātsyāyana. *Nyāyabhāṣyam* (With *Prasannapadā* Commentary by Sudarśanacārya Śāstrī). Varanasi: Bauddha Bharati, 1998.

Vācaspatimiśra. *Nyāyavārtikatātparyaṭīkā*. Ed. Rajeshwara Sastri. Benares: The Chowkhamba Sanskrit Series Office, 1925.

Vedavyāsa. *Mahābhāratam* : Śāntiparva (With *Bhāratbhāvadīpa* Commentary). Ed. Haridas Siddhantabagish Bhattacaryya. Kolkata: Viswavani Prakashani, 1400 B.S. (2nd ed., 1345 B.S. 1st ed).

Ibid. Ed. Kaliprasanna Sinha. Kolkata: Saraswatashram, 1785.

Viśvanātha Nyāyapañcānan(a). *Bhāṣāpariccheḍaḥ* (With *Nyāyasiddhānta-muktāvalī* Commentarey). Ed. Panchanan Bhattacharyya. Kolkata: Mahabodhi Book Agency, 2016 (Rpt., 1970 1st Pub.).

Ibid. (With *Āśubodhinī* Bengali Commentary). Ed. Ashutosh Bhattacharyya. Kolkata: Bijayan, 1422 (Revises ed., 2000 1st ed.).

Ibid. Ed. Anamika Ray Chaudhuri. Kolkata: Sanskrit Pustak Bhandar, 2015 (5th Print, 2004 1st Print).

Viśvanātha. *Nyāyasūtravṛttiḥ*. Ed. SK Sabira Ali. Kolkata: Sanskrit Pustak Bhandar, 2015.

……
Signature of the Candidate

Dated: